থীর মাঝখানে

শ্রীসীতা দেবী

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাকর—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস,
৭৩, মাণিকতলা স্ট্রীট
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

টাকা

মফঃস্বলের ছোট শহর। একটি মাঝারি গোছের নদী ইহার পাশ দিয়া বহিয়া গিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ইহার সাহায্যে কিছু কিছু চলে, যাত্রী যাওয়া-আসাও মন্দ নয়। যাহারা ট্রেন ধরার ব্যস্ততা পছন্দ করে না তাহারা নৌকায় করিয়া কাছের গ্রামে বা শহরে যাওয়া-আসা করে। কলিকাতা এখান হইতে তিন-চার ঘণ্টার পথ।

নদীর ধার দিয়া পাকা রাস্তা গিয়াছে, এখানে যাহারা জমি লইয়া বাড়ী করিয়াছে, তাহারা নিজেদের বড়লোক বলিয়া মনে করে। বেশীর ভাগই এদিক্‌টায় একতলা পাকা বাড়ী। শহরের ভিতরটা এখনও স্থানে স্থানে পাড়াগাঁয়ের মতই আছে।

এই রকম একখানি ছোট বাড়ীর ভিতর একটা ঘরে সন্ধ্যার ম্লান আলোকে একটি যুবতী আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল বাঁধিতেছে। বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশী হইবে না। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রং, বেশ পুরস্ত গঠন, মুখখানি ভালই বলিতে হইবে, তবে মুখের ভাবে চপলতার আধিক্য থাকাতে অনেকেরই ভাল লাগে না। যুবতীর পরিধানে ধানী রংএর ঢাকাই শাড়ী, গায়ে গহনাও অনেকগুলি। ঘরখানিতে বড় একটা খাট ছাড়া অন্য আসবাবপত্র বিশেষ নাই। একটা আলনায় অনেক-গুলি কাপড় ঠাশাঠাশি করিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহার ভিতর শাড়ী ব্লাউস সেমিজও আছে, আবার ধুতি পাঞ্জাবিরও অভাব নাই।

যুবতীর চুলবাঁধা শেষ হইতে না হইতে দরজার কাছে শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি শোনা গেল। একটি বছর-খানিকের বালিকাকে লইয়া ঝি ভিতরে

ঢুকিয়া বলিল, "হারমেনে গেছি মা, আমি ত একেবারেই ঘুম পাড়াতে পারলাম না।"

বালিকার মা ক্রুদ্ধভাবে মাথায় কাঁটা গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, "তোমরা ত বাছা সব তাতেই হেরে আছ, তাতেই তোমাদের সুবিধে। মাসের ভিতর একটা দিন যে কোথাও বেরব, তার জোটি নেই, এই এক কেঁয়ে পেত্নী পিছনে লেগেই আছে। যা, ওকে ছাতে নিয়ে যা।"

ঝি বিরক্ত হইয়া বলিল, "অন্য দিন রাত আটটায় সাড়ে-আটটায় ঘুমোয়, আজ তুমি তাকে ছ'টাতেই ঘুম পাড়াতে বললে তা ও ঘুমবে কেন? বেশ আমি ছাতেই নিয়ে যাচ্ছি।"

কিন্তু ছাতে আর যাইতে হইল না। সদর দরজা খুলিয়া কে একজন বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। শিশু সেই দিকে ফিরিয়া আধ আধ স্বরে ডাকিল, "বাবাঃ বা।"

একজন রোগা মতন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিয়া বালিকাকে কোলে লইয়া বালিকার মায়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কোথায় যাবার আয়োজন হচ্ছে?"

স্ত্রী মুখখানা ভার করিয়া উত্তর দিল, "আজ টাউন ক্লাবের ছেলেরা 'শাজাহান' অভিনয় করছে, সেইখানেই যাব।"

স্বামীর মুখটা একটু বিরক্ত হইয়া উঠিল। "খুকী অত রাত অবধি জেগে থাকবে? ওর অসুখ করবে না? নিজের আমোদ-প্রমোদটা চির-কালই কি তুমি বড় করবে মানু?"

যুবতীর নাম মানিনী, বাপ মা সার্থক নাম রাখিয়াছিলেন। স্বামীর কথায় তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, রাগে ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, বলিল, "মা হয়েছি ত কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি? তোমারও ত মেয়ে, তুমি রাখ না একটা রাত? আমি কি কেনা বাঁদী যে আমার কোথাও একটু যাবার জো নেই?"

স্বামী ভূপেশও বিশেষ মৃদুস্বভাবের লোক নন। তিনিও গলার স্বর আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া বলিলেন, "না, তুমি কেন চোরের দায়ে ধরা পড়বে, খুকীই চোরের দায়ে ধরা পড়েছে, এমন গুণবতী মায়ের সন্তান হয়ে। বেশ আমিই রাখছি।" বলিয়া কন্যাকে কোলে করিয়া দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া একেবারে ছাদে চলিয়া গেলেন।

ঝিটা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া চৌকাঠের ওধারে দাঁড়াইয়া এই দাম্পত্য কলহ দেখিতেছিল। এখন কর্ত্তা চলিয়া যাওয়াতে সাহস করিয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মা, বাবু ত চা জলখাবার কিছু খেলেন না? উপরে দিয়ে আসব?"

গৃহিণীর কুঙ্কুমের টীপ পরায় ব্যাঘাত ঘটাতে তিনি আরো চটিয়া বলিলেন, "তোকে অত আদিখ্যেতা করতে হবে না, তুই যা দেখি। যার দরকার হবে সে চেয়ে খাবে।" ঝি গালে হাত দিয়া বিস্ময়ের মূক অভিনয় করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

মানিনীর সাজসজ্জা আর মিনিট-দশের ভিতরেই শেষ হইয়া গেল। ঘর হইতে বাহির হইয়া সে ঝিকে ডাকিয়া বলিল, "আমি সলিলবাবুদের সঙ্গে থিয়েটারে যাচ্ছি, বাবুকে ব'লে দিস্, আর খুকীকে সময় মত দুধটা খাইয়ে দিস্। বিছানা আমি ক'রে রেখে যাচ্ছি, খুকীর কাঁথাগুলো শুধু তুই বালিশের ধারে রেখে যাস্।"

ঝি ঘাড় কাৎ করিয়া সম্মতি জানাইল, তবে মুখে কিছু কথা বলিল না। মানিনী আবার ঘরে ঢুকিয়া বড় ট্রাঙ্ক খুলিয়া গোটা-কতক টাকা বাহির করিয়া রুমালে বাঁধিল। আপন মনে অস্ফুট স্বরে বলিল, "চিরজন্মই এই চলবে। গোয়ালা নাপিতের ঘরের মেয়েরাও এখন হাতে ব্যাগ নিয়ে ঘোরে। আমার কপালে সে-সব হবার জো নেই। মানুষের সঙ্গে ত বিয়ে হয়নি, হয়েছে হনুমানের সঙ্গে।"

বাহিরে ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। মানিনী সিঁড়ির গোড়ায়

আসিয়া একটু ইতস্তত করিল, তাহার পর সেইখান হইতেই ডাকিয়া বলিল, "আমি বেরোচ্ছি গো।" উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। ঘোড়ার গাড়ীর ভিতর অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ, তাহারা ঠাশাঠাশি করিয়া বসিয়া মানিনীর জন্য জায়গা করিয়া দিল। ঝি আসিয়া সদর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

গাড়ী সরবে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। উপর হইতে ভূপেশ কিছুক্ষণ ভ্রুকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে গাড়ীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর নিদ্রিতা কন্যাকে লইয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। ঝি এতক্ষণে আসিয়া তাঁহাকে চা ও জলখাবার দিয়া গেল। খুকীকে খাটে শোওয়াইয়া ভূপেশ পাশে বসিয়া নীরবে চা খাইতে লাগিলেন। ঘরে হারিকেনের স্তিমিত আলোক দেওয়ালের গায়ে আলোছায়ার বিচিত্র ছবি রচনা করিতে লাগিল।

খানিক পরে ঝি আবার দরজার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, খুকুকে ত দুধ খাওয়ানো হল না?"

ভূপেশ বলিলেন, "এইখানে ঢাকা দিয়ে রেখে যাও, যদি জেগে ওঠে আমি খাইয়ে দেব।"

ঝি অস্ফুটস্বরে বলিল "জুড়িয়ে যাবে যে?"

ভূপেশ বলিলেন, "আমি লণ্ঠনে বসিয়ে গরম ক'রে নেব এখন।"

ঝি কাঁশার বাটিতে করিয়া দুধ রাখিয়া গেল। ঢাকিয়া রাখিতে যখন বলা হয় নাই, তখন ঢাকিবার চেষ্টা করিল না। ভূপেশ বিরক্তভাবে বাটির দিকে তাকাইয়া টেবিলের উপর হইতে একখানা পত্রিকা তুলিয়া দুধ ঢাকা দিতে গেলেন। কিন্তু পত্রিকার মলাটের উপর অঙ্কিত একটি স্বল্পবাসা রমণীমূর্ত্তির দিকে চোখ পড়িবামাত্র সেটা ছুঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। একখানা খবরের কাগজ পাট করিয়া দুধের বাটিটা ঢাকা দিলেন।

খুকী খানিক পরে নড়িয়া চড়িয়া জাগিয়া উঠিল। অপটু অনভ্যস্ত

হাতে ভূপেশ কোনোমতে ফেলিয়া ছড়াইয়া তাহার ... খাওয়া ... পর্ব শেষ করিলেন। ঝি তখনও বাড়ী যায় নাই, কিন্তু ভূপেশের তাহাকে ডাকিতে প্রবৃত্তি হইল না, সেও খুকীর সাড়া ... আসিল না।

ঝি খানিক পরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আপনার খাবার দেব?"

ভূপেশ বলিলেন, "টেবিলের উপর ঢাকা দিয়ে রাখ, আমি পরে খাব।"

ঝি বলিল, "আর মায়ের খাবার?"

কর্ত্তা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তিনি যেমন ভাবে রাখতে বলেছেন, তাই রাখ, আমাকে বারে বারে বিরক্ত কোরো না।"

ঝি রান্নাঘরে ফিরিয়া গিয়া বলিল, "ঝকমারি বাপু এমন বাড়ীতে কাজ করা। সব যেন রক্ষেকালী, কাউকে একটা কথা জিগ্‌গেষ করবার জো নেই। মরুক্ গে যাক্, আমার কি? আমি ফেলে রেখে যাব, তারপর কুকুরে খায় কি বেরালে খায়, তারা বুঝবে।" যেমন তেমন করিয়া কাজ সারিয়া, নিজের ভাত তরকারি বাড়িয়া লইয়া সে বাড়ী চলিল। সদর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আমি চললাম গো, দোর দিয়ে দিও।"

কর্ত্তা বাহির হইয়া আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। শুইবার ঘরে গিয়া খুকুর পাশে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন। মুখের বিরক্তির ভাবটা ক্রমে তন্দ্রার ঘোরে মিলাইয়া গেল। ঘরের ভিতর বিরাজ করিতে লাগিল অটুট নীরবতা।

রাত বারোটা বাজিয়া গেল। মিনিট কতক পরে সেই পূর্ব্ববর্ণিত ঘোড়ার গাড়ীটা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়াইল। মানিনী নামিয়া পড়িয়া গাড়ীর ভিত...

ব[illegible] উদ্দেশ করিয়া বলিল, "একটু দাঁড়াও ভাই, আগে সদর দরজাটা খুলে দিক, তারপর তোমরা যেও। একলা খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে ভয় করে।"

বলিতে বলিতে দরজায় করাঘাত করিল। মিনিট তিনচার পরে দরজাটা সরবে হড়াৎ করিয়া খুলিয়া গেল। মানিনী তাড়াতাড়ি ঢুকিয়া পড়িয়া হাত নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা, এবার যাও ভাই।"

ভূপেশ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "থিয়েটার দেখা সাঙ্গ হল? মাঝপথে নিশ্চয়ই উঠে এসোনি?"

মানিনী বিরক্ত কণ্ঠে বলিল, "মাঝপথে উঠে আসবার জন্যে ত যাই নি? থিয়েটার আবার কবে তিনচার ঘণ্টার আগে শেষ হয়?"

কথা বলিতে বলিতে দুইজন শুইবার ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মানিনী টেবিলের দিকে তাকাইয়া বলিল, "খাবার ঢাকা কার ওখানে?"

ভূপেশ বলিলেন, "আমার।"

"খাওনি কেন?"

"খেতে ইচ্ছে হয়নি।"

মানিনী তাচ্ছিল্যের ভরে বলিল, "তা বেশ বাপু, তুমি না খাও, তাতে আমার পেট কাঁদবে না। এখন সর দেখি আলনার সামনে থেকে, আমি কাপড়গুলো ছেড়ে রাখি। আমার রক্তমাংসের শরীর, ক্ষিদে তেষ্টা আছে।"

ভূপেশ সরিয়া দাঁড়াইলেন। উৎসবসজ্জা ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি একখানা আটপৌরে শাড়ী পরিয়া মানিনী রান্নাঘরের দিকে চলিল। ভাত তরকারি কোনমতে বাড়িয়া লইয়া গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল।

খাওয়া মাঝামাঝি অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় তাহার স্বামী একখানা মাদুর হাতে করিয়া দরজার সামনে আসিয়া বলিলেন, "আমি ছাতে শুতে চললাম, তুমি দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ো।"

মানিনী তখন মাছের কাঁটা বাছিতে ব্যস্ত, চোখ তুলিয়া একবার তাকাইল মাত্র। ভূপেশ সরিয়া যাইতেই নিজের মনেই এখন বলিল, "ছিরি দেখ একবার। চললেন মান ক'রে, যেন দ্বিতীয় পক্ষের কচি বউ। মরুকগে মশার কামড় খেয়ে, আমিও ডাকছি না।"

ধীরে সুস্থে খাওয়া শেষ করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। এঁঠো বাসন-কোসন সরাইয়া এক জায়গায় রাখিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাকী রহিল মুখ হাত ধোওয়া ও রান্নাঘরে তালা দেওয়া। এ কাজগুলিও দেখিতে দেখিতে হইয়া গেল। তাহার পর শয়নকক্ষে আসিয়া পানের বাটা হইতে সাজাপান তুলিয়া মুখে দিয়া, তাহাতে একটু সুগন্ধি জরদা সংযোগ করিয়া ঘুমন্ত শিশুর পাশে গিয়া শুইয়া পড়িল। খাটখানা বড়, মাঝে খুকী শোয়, অন্য দুইজন দুইধারে। ভূপেশ যদিও মানিনীকে দরজা বন্ধ করিয়াই শুইতে বলিয়াছিলেন, সে সেটা আর করিল না। যদিই ঘুম পড়িয়া গেলে নামিয়া আসে ত আসুক না? পান চিবাইতে চিবাইতে, থিয়েটারের কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙিল সকাল বেলায় ঝির কড়া নাড়ার শব্দে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "ওমা, রোদ উঠে পড়েছে একেবারে। তা হবে না, শুতে সেই রাত একটা বেজে গেল?"

খুকী তখনও ঘুমাইতেছে, খুকীর বাবার কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। মুখটা বিকৃত করিয়া মানিনী গিয়া রান্নাঘরের তালা খুলিয়া দিল। ঝি বাসন-কোসন বাহির করিয়া রাখিল, উনান ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "ক্ষেন্তর মা আজ আসবে না গো, প'ড়ে গিয়ে পাখানা মচকে গেছে। আমায় বলে, 'দিদি আজ বাসন ক'খানা হাতে হাতে অমনি ধুয়ে নিও।' তা আমি কি আর দশভুজা মা? কত করব এক হাতে?"

মানিনী বলিল, "তুমি উনুনে আঁচ দিয়ে বাসনগুলো মাজ ত? তারপর যা করবার আমি করছি।"

ইতিমধ্যে খুকী উঠিয়া পড়িল, তাহার কণ্ঠস্বর কানে আসিতেই মানিনী বলিল, "ঐ নাও, ভোরের শানাই স্থরু হল। এত ত মেয়ের ওপর দরদ, সকালে উঠে একটু ধরলে ত পারে? সেটি হবার জো নেই।" মেয়ের মুখহাত পরিষ্কার করিয়া তাহার জামাটা বদ্‌লাইয়া দিয়া, মানিনী তাহাকে কোলে করিয়াই কাজ করিতে লাগিল।

উঠানের কোণে একটা রঙিন ফুলের গাছ। সেই দিকে কচি আঙ্গুল বাড়াইয়া মেয়ে বলিল, "বাঃ বাঃ ফু—ম্মাকো বা ফুঃ।"

মায়ের মুখে এতক্ষণে একটু হাসি দেখা দিল, বলিল, "হ্যাঁ ফুল দেখবার কত স্থবিধেই তুমি আমার রেখেছ, রাতদিন তাই দেখছি ব'সে।"

ঝি ডাকিয়া বলিল, "ও মা, চায়ের জল উৎলে পড়ছে।"

মানিনী তাড়াতাড়ি গিয়া কেট্‌লি নামাইয়া ফেলিল, তাহার পর টি-পটে জল ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "এখন এই চা আগলে থাকি ব'সে, কতক্ষণে এসে চা খেয়ে আমায় কেতার্থ করবেন। ও হারাণী, খুকীটাকে ধর্ ত এক মিনিট, চা-টা ক'রে নিই।"

হারাণী মাজা বাসন-কখানা রান্নাঘরের তাকে রাখিয়া খুকীকে লইতে আসিল। বলিল, "অমনি বাজারের পয়সা ক'টা দিয়ে দাও, একে নিয়েই আমি বাজারটা ক'রে আসি। তুমি ততক্ষণ চা খেয়ে নাও।"

মানিনী মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "না বাপু, ও আমাদের ননী দিয়ে গড়া মেয়ে, বাজারের আঁচ লাগলেই গ'লে যাবে। তারপর খোঁটা খাবে কে? বাজার না-হয় একটু বেলা ক'রেই হবে।"

ঝি খুকীকে কোলে করিয়া উঠানময় বেড়াইতে লাগিল। খুকীর কলরব অনর্গল চলিতে লাগিল, কোথায় ফুল, কোথায় পাখী, কোথায় পাতা। মানিনী বলিল, "মস্ত বক্তিমে-বাজ মেয়ে হয়েছে; মুখে যেন খৈ ফুটছে। বড় হলে ঘরে কাক চিল বসতে দেবে না।"

তাহার চা খাওয়া শেষ হইতে না হইতে ভূপেশ আসিয়া বাড়ীর

ভিতর প্রবেশ করিলেন। সকালের বেড়ানোর পর্ব্ব শেষ করিয়া আসিলেন বোধ হয়। চা পানরতা পত্নীর দিকে একবার তাকাইয়া ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার চা-টা ঘরে দিয়ে যাও।"

মানিনী একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া চায়ের পেয়ালা এবং জলখাবার হারাণীর দিকে ঠেলিয়া দিল। তাহার পর রান্নাঘরে ঢুকিয়া চাল ডাল বাহির করিতে লাগিল।

ঝি আসিয়া বলিল, "খুকুর ক্ষিদে নেগেছে মা, দুধটা ওকে খাইয়ে দাও।"

মানিনী কাঁশার বাটিতে দুধ ঢালিয়া, ঝিনুকে করিয়া মেয়েকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। মেয়ে খাইল যাহা, ফেলিয়া দিল তাহার বেশী। মায়ের তাহাতে কোনো আপত্তি দেখা গেল না। বাটির দুধ শেষ হইতে না হইতেই সে তাড়াতাড়ি মেয়েকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া আবার নিজের কাজে মন দিল।

খুকী একটুকরা কয়লা কুড়াইয়া মুখে পূরিল, খাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিল গলায় লাগে। তখন ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার বাবা ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন, মা'ও কাছে ছুটিয়া গিয়া মুখ হইতে কয়লা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কয়লাটা খানিক পরে বাহির হইল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পেটে দুধ যেটুকু ছিল তাহাও বাহির হইয়া গেল।

ভূপেশ কন্যাকে মেঝে হইতে তুলিয়া রুমাল দিয়া তাহার মুখ মুছাইতে লাগিলেন। মানিনী একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "দাও আমাকে, ওর জামাটা বদলে দিই।"

ভূপেশ বলিলেন "থাক্, আমিই দিচ্ছি, তুমি বিশ্রাম কর।"

মানিনী একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, "হ্যাঁ, তুমি ত আমায় চব্বিশ ঘণ্টা বিশ্রাম করতেই দেখছ। দশটা ঝি-চাকর রেখে

দিয়েছ কিনা, তাই বিশ্রামের ঢের অবসর। তাও ত এক ঠাকরুণ আজ আসেনি। কথার কি বা ছিরি! মেয়েকে কি আমি ইচ্ছে ক'রে কয়লা খাইয়ে দিয়েছি?"

ভূপেশ জবাব না দিয়া খুকীকে লইয়া ঘরের ভিতর গিয়া জামা খুঁজিতে লাগিলেন। মানিনীও সজোরে পা ফেলিতে ফেলিতে তাঁহার পিছন পিছন আসিল। আল্‌নার একরাশ কাপড়ের তলা হইতে একটা ফ্রক টানিয়া বাহির করিয়া বলিল, " 'যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে,' তোমার ওসব করতে যাওয়া কেন? দিলে ত আল্‌নাটা লণ্ডভণ্ড ক'রে? আমি আবার গুছিয়ে মরি।" খুকীকে জোর করিয়া তাহার বাবার কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া সে জামা বদ্‌লাইতে লাগিল।

ভূপেশ বলিলেন, "যার কর্ম্ম সে করলে ত ভাবনাই ছিল না। নিজেও করবে না অন্যকেও করতে দেবে না।"

মানিনী বলিল, "কাজের গুমোরেই গেলে তুমি। অথচ কোন্ কাজটা যে তোমাকে দিয়ে হয়, তা ত আমি বুঝতেই পারি না। পরের খুঁতটা বেশ ধরতে পার, এই পর্য্যন্ত।"

ভূপেশ বলিলেন, "থাক্, আমি কি করি না করি, সে ভাবনা তোমার না ভাবলেও চলবে। তবে কচি ছেলের কাজটা তাদের মারাই করে এটা বোঝ বোধহয়। আর যত্ন না করলে ছেলেপিলে বাঁচে না তাও জান বোধহয়?"

মানিনী বলিল, "দেখ, কথায় কথায় অমন ক'রে খোঁটা দেবে না বলছি। আমি কারো দাসী বাঁদী নই। যতটা পারব করব, যতটা না পারব করব না। তাতে তোমার রাগই হোক্ আর ঝালই হোক্।" ভূপেশ খুকীকে লইয়া আবার ছাদে উঠিয়া গেলেন। মেয়ের ছাড়ান জামাটা এক কোণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া রাগে গরগর করিতে করিতে মানিনী আবার রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিল। ভাতের হাঁড়িটা দুম্ করিয়া নামাইয়া উনানে

বসাইয়া তাহাতে হুড়হুড় করিয়া দুই ঘটি জল ঢালিয়া দিল। অস্পষ্টস্বরে বলিল, "এর চেয়ে দুখানা ক'রে কেটে জলে ফেলে দিলেও পারত! স্বামী নয় ত, জন্ম-জন্মান্তরের শত্রু। মানুষের কোনো লক্ষণই এটার মধ্যে নেই কি পোড়াকপাল নিয়েই জন্মেছিলাম, বাবাঃ, হাড় ক'খানা ভাজা ভাজা হয়ে গেল।"

২

মানিনীর মা মারা যান যখন সে তিন বৎসরের মেয়ে। সাধারণতঃ মাতৃহীন ছেলেমেয়ের অত্যন্ত অনাদর হয়, মানিনীর হইল উল্টা। মামার বাড়ীতে গিয়া দিদিমা, মাসীমা ও মামীদের আদরে সে একেবারে বিগড়াইয়া গেল। বালিকা বাড়ীতে সে একটিই, ভাই অনেকগুলি, তাহাদের সঙ্গে ঘাটে মাঠে দুরন্তপনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্ত্রীসুলভ শিক্ষাদীক্ষা বা স্বভাব কিছুই তাহার হইল না। স্বভাবের জেদ এবং স্বার্থপরতা ক্রমেই উগ্র হইয়া উঠিতে লাগিল। আত্মীয়স্বজনেরা কেহ দেখিয়াও দেখিল না।

মানিনীর যখন আঠারো উনিশ বৎসর বয়স, তখন তাহার বাবার মনে হইল যে কন্যার একটা বিবাহ দেওয়া দরকার। তিনি নিজে ইতিমধ্যে আর-একবার বিবাহ করিয়া পূরাদমে সংসার করিতেছিলেন। মানিনীর দিদিমা বৃদ্ধা হইয়াছেন, তিনি মারা গেলে পাছে মামারা মানিনীকে আবার পিতারই স্কন্ধে চাপাইয়া দেয়, সে ভয়ও আছে। মেয়ের যা স্বভাব, বিমাতার সঙ্গে বনিবনাও হইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। সময় থাকিতে সাবধান হওয়া ভাল। মানিনীর বাবা পাত্র খুঁজিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ভূপেশেরও এই সময় বৃদ্ধা মাতার সেবার জন্য একটি বয়স্থা পাত্রীর প্রয়োজন হইল। দুজনের বয়সের এবং স্বভাবের তফাৎ অনেক। ভূপেশ অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কোনোরকম ফাজলামি বা তরলতা সহ্য করিতে পারেন না। জীবনে তাঁহার একটা কঠোর আদর্শ আছে,

তাহা হইতে তিনি বিচ্যুত হন না। মানিনী আমোদ-প্রমোদ ও উপভোগের চূড়া যার কিছু যে জীবনে আছে, তাহাই জানে না। কর্ত্তব্য বা আদর্শের নামও সে কোনোদিন কানে শোনে নাই। অথচ দুইজনের বিবাহ হইয়া গেল। মানিনীর বাবা দেখিলেন যে পাত্র উপার্জ্জক, অথচ পণ চায় না। ভূপেশ দেখিলেন মেয়েটি বয়স্থা এবং বেশ সুস্থ ও সুশ্রী।

এইরূপ বিবাহের পরিণাম যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল। উভয়ের মধ্যে ভালবাসার কোনো বন্ধন গড়িয়া উঠিবার কোনো অবকাশই মিলিল না। ভূপেশের মন একটা গভীর নৈরাশ্যে ভরিয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে খানিক বিরক্তিও আসিয়া মিশিল। মানিনী প্রথম হইতেই স্বামীকে অপ্রীতির চোখে দেখিতে লাগিল। বর বলিতে সে যাহা বুঝিত, ভূপেশের সঙ্গে তাহার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্যও সে দেখিতে পাইল না। যেন গুরুমশায়, সর্ব্বক্ষণ খালি উপদেশ দিতে ও শাস্তি দিতে ব্যস্ত। তাহার উপর বৃদ্ধা শাশুড়ীকে তাহার একটা মস্ত বড় আপদ্ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সকলের পরিচর্য্যাই সে এতদিন পাইয়াছে, সে পরের সেবা করিতে পারিবে কেন? বাড়ীতে দিনরাত অশান্তির আগুন জ্বলিতে লাগিল।

ভূপেশের মা চিরজীবন অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া, বৃদ্ধ বয়সে একটু আরাম করিবার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু বধূর ব্যবহারে তাঁহার ভুল ভাঙিল। বুঝিলেন, এ সংসারে তাঁহার স্থান আর হইবে না। তাঁহার এক বোন কাশীবাস করিতেছিলেন তিনিও সেইখানে গিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। ভূপেশ বাধা দিলেন না, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি মন তাঁহার আরো বিরূপ হইয়া গেল।

বৎসরখানিক পরে মানিনীর একটি পুত্রসন্তান হইল। মানিনী মাস-ছয়েক মামার বাড়ীতে কাটাইল, তাহার পর ভূপেশ সংবাদ পাইলেন যে শিশুটি মারা গিয়াছে। হয়ত তাহার যত্নের অভাব কিছুই হয় নাই, কিন্তু ভূপেশের ধারণা হইল যে মাতার যত্নের অভাবেই শিশু বাঁচিল না।

মানিনী স্বামীর গৃহে ফিরিয়া কোথাও সমবেদনার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইল না। বুঝিল, ভূপেশ পুত্রের মৃত্যুর জন্য তাহাকেই দায়ী করিয়াছেন। এই হৃদয়হীন ব্যবহারে স্বামীর প্রতি প্রীতি যে তাহার আরো উছলিয়া উঠিল না তাহা বলাই বাহুল্য। তবু তাহারা একই সঙ্গে বাস করিতে লাগিল, কারণ ভালবাসাহীন দাম্পত্যবন্ধনের কোনো অভাব এদেশে নাই। যাহা ফুলের মালার রূপ ধরিয়া জীবনে প্রবেশ করে, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই হইয়া দাঁড়ায় নাগপাশবন্ধন।

চার বৎসর পরে কন্যা অলকার জন্ম হইল। প্রথম হইতেই অতি সতর্ক স্নেহে তাহাকে আগ্‌লাইবার চেষ্টা করিয়া ভূপেশ পত্নীকে আরো রাগাইয়া তুলিলেন। স্নেহ ভালবাসা তাঁহার ব্যবহারে পত্নী কিছুই পাইত না। ক্রমাগত খুঁটিনাটি লইয়া মন-কষাকষি হইতে হইতে, মানিনীর মনে স্বামী সম্বন্ধে একটা তীব্র বিদ্বেষ বাসা বাঁধিয়া বসিল। প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা ভূপেশ পছন্দ করিতেন না, কিন্তু মানিনী জেদ করিয়া যতটা সম্ভব সময় পাড়া বেড়াইয়াই কাটাইয়া দিতে লাগিল।

থিয়েটার দেখার দিন-দশ পরে ভূপেশ একদিন একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। খুকীর খোঁজে এধার ওধার ঘুরিয়া অবশেষে রান্নাঘরে গিয়া তাহাকে আবিষ্কার করিলেন। ঝি হারাণী অলকাকে কোলে করিয়া তর্‌কারী কুটিতেছে, বালিকা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে তাহার কোল হইতে নামিয়া পড়িবার। ভূপেশ অত্যন্ত চটিয়া বলিলেন, "তুমি ওকে ছেড়ে দাও দেখি। এখনি বঁটির ওপর প'ড়ে দুখানা হয়ে যাবে। ওর মা কোথায়?"

হারাণী বিরক্ত হইয়া বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "কে জানে বাপু কোথায় বেড়াতে গেছে। রোজ রোজ এমনি করে আমার ঘাড়ে বাচ্চা চাপিয়ে যাবে, আমি একা হাতে কত করব? আপনারা অন্য লোক দেখ বাপু।"

ভূপেশ অলকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "তুমি সলিলবাবুদের বাড়ী গিয়ে দেখ, সেখানে খুকীর মা থাকলে তাঁকে ডেকে নিয়ে এস।" হারাণী বঁটিটা পা দিয়া ঠেলিয়া কাৎ করিয়া ফেলিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

খানিক পরে প্রলয়গম্ভীর মুখ করিয়া মানিনী আসিয়া বাড়ীতে ঢুকিল। ভূপেশ বলিলেন, "একটা গেছে, তাতে আক্কেল হয়নি? এটাও যায় তাই কি তোমার ইচ্ছে? এত অযত্নে কখনও ছেলেপিলে বাঁচে?"

মানিনী বলিল, "এর চেয়ে বেশী যত্ন আমার দ্বারা হবে না বাপু। অত বাঁকা কথা আমাকে শোনানো মিথ্যে। আমি ত আর কয়েদী নই যে চারটে দেওয়ালের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ হয়ে থাকব? তোমার মেয়ের বেশী যত্নের দরকার হয়, তুমি সারাদিন ব'সে যত্ন কর না, আমি ত বারণ করছি না?"

ভূপেশ বলিলেন, "আমার অফিসের ভারটা তুমি নিলেই আমি সারাদিন ব'সে ঘরকরনার সব কাজ করতে পারি। দুটোই ত আমার দ্বারা সম্ভব নয়?"

মানিনী বলিল, "ইস, ভারি ত ন'শ পঞ্চাশের চাকরি, তার আবার অত দেমাক। দেড়শ টাকা আজকালকার দিনে কি? ও ত একটা মুদীতেও রোজগার করে?"

ভূপেশ বলিলেন, "তা করে হয়ত। আমি ত নিজেকে রাজা বা মহারাজা ব'লে পরিচয় দিইনি? গরীব জেনেই তোমার বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন। তোমার আর তাঁর বোঝা উচিত ছিল যে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরে বৌঝিদের ঘরের কাজকর্ম্ম করতে হয়, ছেলে মানুষ করতে হয়। সারাদিন গল্প করলে আর সারারাত থিয়েটার দেখলে তাদের চলে না।"

মানিনী ঝাঁঝিয়া উঠিল, "ঝকমারি করেছিলেন, তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। এর চেয়ে বাঘ-ভালুকের সঙ্গে বিয়ে হলে ছিল ভাল।

এই ছ' সাত বছর তোমার ঘরে আছি, রোজ ইচ্ছে করেছে গলায় দড়ি দিয়ে মরি। একদিন করবও তাই।"

সাধারণ কথা-কাটাকাটির চেয়েও ব্যাপারটা উঁচু স্তরে উঠিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া ভূপেশ কন্যাকে লইয়া অন্যঘরে চলিয়া গেলেন। মানিনী রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে রান্নাঘরে গিয়া অসমাপ্ত তরকারী কোটা শেষ করিতে বসিল। সেদিনের বাকী অংশটুকু ও রাত্রিটায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর বাক্যালাপ হইল না।

অফিস যাইবার সময় ভূপেশ প্রথম কথা বলিলেন, "দেখ, তোমার সঙ্গে কথা বলা মানেই ঝগড়া বাধানো, তাই আর কথাবার্ত্তা বেশী বলব না ঠিক করেছি। কিন্তু মেয়ের প্রতিও আমার কর্ত্তব্য আছে, তার খাতিরে আমি একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। তোমার পাড়া বেড়ানোটা কমাও একটু, যতদিন না খুকী বড় হয়। অন্ততঃ আমি যতক্ষণ বাইরে থাকব, ততক্ষণ তুমি বাড়ীতে থেকো। তারপর যেও, যদি নিতান্তই না গেলে তোমার না চলে। আর সলিল রায়দের বাড়ী অত যেয়ো না। আরো ত পাড়ায় অনেক লোককে চেন, তাদের বাড়ী যেতে পার।"

মানিনী ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, "কেন, সলিল রায়দের বাড়ীর কি অপরাধ হল? সেখানে আমি চুরিও করি না, ডাকাতিও করি না। মেয়েদের সঙ্গেই গল্প করি, ইচ্ছে হয় গোয়েন্দা লাগিয়ে খবর নিতে পার।"

ভূপেশ বলিলেন, "যেদিন গোয়েন্দা লাগাবার দরকার বুঝব, সেদিন লাগাব। ওদের বাড়ী অনেকগুলি ছোক্‌রা আছে, সবাই কিছু স্থবিধার লোক নয়। এই জন্যে বারণ করি।"

মানিনী বলিল, "সবক'টা লোক শুকদেব গোস্বামী আর কোন্ বাড়ীতে? তাহলে ত আর কোনো বাড়ীতেই যাওয়া যায় না।"

ভূপেশ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার কথাটা রাখবে কিনা তাই শুনি? অত তর্ক করবার আমার সময় নেই।"

মানিনী বলিল, "সে দেখা যাবে এখন। হলফ ক'রে আমি কিছু বলতে পারব না," বলিয়া হন্ হন্ করিয়া আর একদিকে চলিয়া গেল।

ভূপেশের সেদিন কাজে মন বসিল না। গতরাত্রে ভাল করিয়া ঘুম হয় নাই। মাথাটা সকাল হইতেই ভার হইয়া আছে। খুকীর জন্যও মনে মনে অনেকখানি উদ্বেগ জমা হইয়া আছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রমেই অশান্ত হইয়া উঠিতেছে। তাহার মায়ের অবহেলাও যেন সেই অনুপাতে বাড়িয়া চলিতেছে। প্রথম সন্তানটি ত মুকুলেই ঝরিয়া পড়িল, এটিরও কি অদৃষ্টে তাই আছে? ছেলেকে ভূপেশ চোখেও দেখেন নাই। কিন্তু খুকী অলকা ইহারই মধ্যে পিতৃ-হৃদয়ের অদ্বিতীয়া অধীশ্বরী হইয়া বসিয়াছে। ভালবাসিবার আগ্রহ ভূপেশের মনে স্বাভাবিক মানুষের মতই ছিল, কিন্তু ভাগ্যদোষে সে ভালবাসা অতি অল্প মানুষকেই দিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামাতার তিনি একমাত্র সন্তান, পিতা তাঁহার বাল্যকালেই মারা গিয়াছিলেন। মা ও ছেলে এককালে সংসারে পরস্পরের একমাত্র আশ্রয় ছিলেন, সেই মাকেও তিনি পত্নীর দুর্ব্যবহারে দূরে পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মা কাশীতেই মারা গিয়াছেন, পুত্রের সংসারে আর ফেরেন নাই। মানিনীকে ভূপেশ প্রথম হইতেই কঠোর সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, কোনোদিন ভালবাসিতে পারেন নাই, চেষ্টাও করেন নাই। হয়ত বা অজস্র স্নেহবারি সিঞ্চন করিলে মরুভূমিতেও ফুল ফুটিতে পারিত, কিন্তু প্রেমের অভাবে মানিনীর জীবনে কাঁটাগুলিই ক্রমে উগ্ররকমের বিকাশ দেখাইতে লাগিল। এমন কি, ভূপেশের সন্তান বলিয়া নিজের গর্ভজাতা কন্যার প্রতিও তাহার একটা বিরাগের ভাব ক্রমেই আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

একটু সকাল সকালই ছুটি লইয়া ভূপেশ বাড়ী চলিয়া আসিলেন। সদর দরজায় চৌকাঠে পা দিতেই নারীকণ্ঠের অস্বাভাবিক চীৎকারে তাঁহার হৃৎপিণ্ডটা যেন আছাড় খাইয়া পড়িল। একলাফে ভিতরে ঢুকিয়া

দেখিলেন, খুকী বারাণ্ডা হইতে গড়াইয়া নীচে পড়িয়াছে, হারাণী তাহাকে কোলে করিয়া টানিয়া তুলিতেছে।

ভূপেশের উত্তেজিত মন তাঁহার দৃষ্টিকেও বিকৃত করিয়া তুলিল। সমস্ত কিছু তিনি লাল দেখিতে লাগিলেন। খুকীর রক্তে যেন সব কিছু লাল হইয়া উঠিয়াছে। এক জায়গায় জড়পিণ্ডের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, নড়িবার চড়িবার ক্ষমতাও যেন তাঁহার চলিয়া গেল।

হারাণী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। "ওগো বাবু, ধর না খুকুকে। মুখে মাথায় একটু জল দিই। বাবা গো, কেন নিমিত্তের ভাগী হতে এ বাড়ীতে এসেছিলাম। যার ছেলে তার হুঁস নেই, মা না যত্ন করলে ছা বাঁচে কখনও? আমি আজই কাজ ছেড়ে দেব বাবা, শেষে কি খুনের দায়ে ফাঁশি যাব?"

ভূপেশ এইবার অগ্রসর হইয়া আসিয়া অলকাকে কোলে লইলেন। শিশুর রক্তে তাঁহার কাপড়-জামা সব রঞ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অলকার চিবুকের তলা কাটিয়া গিয়াছে, মাথারও দুই-এক জায়গা কাটিয়াছে। হারাণী ঘটি করিয়া জল আনিয়া ক্রমাগত তাহার মাথায় ও মুখে ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল।

চেঁচামেচি শুনিয়া পাশের বাড়ীর এক ভদ্রমহিলা আসিয়া জুটিলেন। তিনি ঘোমটা টানিয়া খুকীকে কোলে লইতে অগ্রসর হইলেন। ফিশ্‌ [illegible] করিয়া ভূপেশকে বলিলেন, "আপনি ডাক্তার পরেশবাবুকে ডেকে আনুন, তিনি বাড়ী ফিরেছেন, আমি দেখেছি।" ভূপেশ তাঁহার হাতে কন্যাকে সমর্পণ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ক্ষেন্তীর মা ঝি এই সময় বাসন মাজিতে আসিয়া ঢুকিল। হারাণী চেঁচাইয়া বলিল, "বাসন আর মাজতে হবে না গো, হাঁড়ি আজ আর চড়লে হয়। যা দেখি, গিয়ে ঠাক্‌রুণকে ডেকে নিয়ে আয়।"

ক্ষেন্তীর মা চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া

ভূপেশ ভিতরে আসিয়া ঢুকিলেন। ডাক্তার খুকীর পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার ক্ষতস্থান ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মিনিট পাঁচ পরে বলিলেন, "না, তেমন কিছু সাঙ্ঘাতিক হয়নি। শেলাই টেলাই দিতে হবে না, এমনিই সেরে যাবে।"

দরজার কাছে একটি চোদ্দ-পনেরো বৎসরের শ্যামবর্ণ সুশ্রী ছেলে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার ব্যাগটা নিয়ে এস ত গুণী, তাড়াতাড়িতে একেবারে খালি হাতেই চ'লে এসেছি।"

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল, এবং মিনিট খানিকের মধ্যেই ব্যাগ লইয়া ফিরিয়া আসিল। ডাক্তারবাবু ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়া ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিতে লাগিলেন, অলকা আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। একবার বাপের কাছে যাইবার জন্য হাত বাড়ায়, একবার গুণীর দিকে হাত বাড়ায়।

গুণীর চোখ শিশুর আর্ত্তনাদে একটু যেন সজল হইয়া উঠিল। সে হাত বাড়াইয়া বলিল, "আমার কোলে দিন মাসীমা, আমি ওকে ভুলিয়ে রাখতে পারব।"

ডাক্তার বলিলেন, "রোস, ব্যাণ্ডেজ্টা শেষ করি আগে, তারপর যে হয় নিও।"

এমন সময় ক্ষেন্তীর মায়ের সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে মানিনী বাড়ীর ভিতর আসিয়া ঢুকিল। ডাক্তারের পাশে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "খুব বেশী কি কেটেছে?"

ডাক্তার কিছু বলিবার আগেই ভূপেশ বলিলেন, "যা মেয়ের যত্ন, একেবারে শেষ হয়ে যেতেও আটক ছিল না।"

রাগে মানিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। মনের ভয় কাটিয়া গিয়া দুর্জ্জয় ক্রোধ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। স্বামীর কথার উত্তর না দিয়া প্রতিবেশিনী মহিলার দিকে ফিরিয়া বলিল, "দিন্ দিদি, আমার কোলে!"

ভদ্রমহিলা হাত একটু আলগা করিবামাত্র অলকা মায়ের কাছে না গিয়া বাপের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল! ডাক্তারবাবু ব্যাগ গুছাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ভূপেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কোনো complication হবে না বোধহয়। যদি দরকার হয়, আমায় খবর দেবেন, আমি আজ আর বেরব না, বাড়ীতেই থাকব।"

পরেশবাবু চলিয়া যাইবার পরেও গুণী খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। মানিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "বরফ কি ওষুধ কিছু আনবার দরকার হলে আমাকে বলবেন, আমি এনে দেব।"

মানিনী ঘাড়টা সম্মতিসূচকভাবে একবার কাৎ করিল মাত্র, তাহার মুখ দিয়া তখন কথা বাহির হইতেছে না।

প্রতিবেশিনী মহিলাও এইবার উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "চললাম ভাই তবে, আমারও সব কাজ প'ড়ে এখনও।"

ঘরের ভিতর হইতে তখনও অলকার কান্না শোনা যাইতেছে; একটু ইতস্তত করিয়া মানিনী ঘরেই গিয়া ঢুকিল। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি, আমার কোলে দেবে টেবে? না আমি রান্না চড়াব গিয়ে?"

ভূপেশ বলিলেন, "তোমার কোলে দেওয়া আর উচিত নয় অন্ততঃ। আজই আমি সকালে অত ক'রে ব'লে গেলাম, আর আজই তুমি ওকে ফেলে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটালে?"

মানিনী বলিল, "আমি কি তামা তুলসী হাতে নিয়ে দিব্যি ক'রে ব'লে-ছিলাম যে আমি বেরব না? ঘণ্টাখানিকের জন্যে গিয়েছি, তার মধ্যেই এই কাণ্ড! বাবাঃ, আর পারা যায় না।"

ভূপেশ বলিলেন, "তাই বটে, এমন অত্যাচার তুমি সইবে কি ক'রে? তোমার কি লজ্জা ব'লেও একটা জিনিষ নেই, এখনও চোখ রাঙিয়ে কথা বলছ?"

মানিনী বলিল, "ইঃ, লজ্জা করবার মত কি করেছি আমি? কারো ছেলেপিলে কখনও আছাড় খায় না নাকি? না ছেলেপিলে হলেই সবাই চব্বিশ ঘণ্টা তার মুখ পানে তাকিয়ে কাঠের পুতুলের মত ব'সে থাকে?"

ভূপেশের শীর্ণ মুখ লাল হইয়া উঠিল, রগের কাছে শিরাগুলি দড়ির মত হইয়া ফুলিয়া উঠিল। বলিলেন, "ঘরে ব'সে থাক কিনা তা এরপর দেখা যাবে। মুখের কথায় তুমি ঢিট্ হবে না তা বুঝতে পারছি। বেশ, যে দেবতার যে মন্ত্র।"

মানিনী উদ্ধত ভাবে বলিল, "কি করবে শুনি? ঘরে তালা দিয়ে রাখবে, না হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে রাখবে?"

ভূপেশ বলিলেন, "দেখতেই পাবে। এইটুকু খালি জেনে রাখ যে এইরকম বেয়াড়ামি আর চলবে না।"

মানিনী বলিল, "তাই নাকি? আচ্ছা জেনে রাখলাম।" বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সে রাত্রে খাওয়া দাওয়া হইল নাম মাত্র। খুকী ক্রমাগতই কান্নাকাটি করিতে লাগিল, বাড়ীসুদ্ধ তাহাকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া রহিল। হারাণ বখশিশের লোভে সে রাত্রে থাকিয়াই গেল, গুণীও পাশের বাড়ী হইতে আসিয়া জুটিল। ভূপেশ ইহাদের সঙ্গে পালা করিয়া অলকাকে কোলে করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মানিনী ... করিয়া গিয়া বিছানায় শুইয়া রহিল, তাহাদের সাহায্যার্থে একবারও অগ্রসর হইল না।

সকালে উঠিয়া ভূপেশই ঝিয়ের সাহায্যে খুকীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ডাক্তারের বাড়ী লইয়া গিয়া একবার দেখাইয়াও আনিলেন মানিনী বুঝিল যে তাহাকে অপমান করিবার জন্যই এসব ব্যবস্থা। সে মেয়ের ধারে কাছেও আর গেল না।

সে দিনটা রবিবার ছিল, একরকম করিয়া কাটিয়া গেল। পরদি

হইল বিপদ্। ভূপেশের অফিস না গেলেই নয়। স্থির করিলেন, কয়েক ঘণ্টার জন্য গিয়া তিন-চার দিনের ছুটি লইয়া আসিবেন। ছুটি তাঁহার পাওয়া কঠিন হইবে না, পাওনা অনেক।

বেলা দুইটার সময় বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, দুই ঝি মিলিয়া মহা চেঁচামেচি লাগাইয়া দিয়াছে। মানিনী বাক্স-বিছানা লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অলকাকে লইয়া যাইবার কোনো চেষ্টা করে নাই। একখানা চিঠি রাখিয়া গিয়াছে বাবুকে দিবার জন্য। একজন ছোকরা নাকি ঘোড়ার গাড়ী লইয়া আসিয়াছিল, তাহারই সঙ্গে গিয়াছে।

ভূপেশ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হাতের চিঠিখানা খুলিয়া দেখিবার কথাও তাঁহার মনে হইল না। অলকা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, গুণী হঠাৎ আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। ভূপেশের হঠাৎ যেন তখন চমক ভাঙিল। চিঠিখানা তখন খুলিয়া দেখিলেন। মানিনী তাহার কাঁচা হস্তাক্ষরে লিখিয়াছে:

"আমি চললাম। তোমার ঘর করা আমার পোষাবে না। আমার খোঁজ কোরো না, লাভ হবে না কিছু। এইবার একটা বোবা কালা বা খোঁড়া দে'খে মেয়ে বিয়ে ক'রে এনো। চব্বিশ ঘণ্টা ব'সে তোমার পদসেবা করবে।

মানিনী।"

৩

অনেক বৎসর পরের কথা। নদীর ধারের বাড়ীখানি এখন জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় না যে ভিতরে কেহ বাস করে। সাড়া-শব্দ কিছুই পাওয়া যায় না, দরজা-জানালা বেশীর ভাগ সময়ই বন্ধ থাকে। চাকর একটা মাত্র আছে বোধহয়, সকাল বিকাল তাহাকেই এধার ওধার চলাফেরা করিতে দেখা যায়।

ভূপেশকে মধ্যে মধ্যে ছাদে বেড়াইতে দেখা যায়। বার্দ্ধক্য যেন তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে, অথচ বয়স খুব বেশী হয় নাই, বড় জোর পঞ্চাশের কোঠার মাঝামাঝি। অথচ সব চুল পাকিয়া শাদা হইয়া গিয়াছে, দেহ নুইয়া পড়িয়াছে। অফিস হইতে বৎসরখানেক হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ডাক্তার বলিয়াছেন যে তাঁহার পক্ষে আর চাকুরি করা সম্ভব নয়। প্রভিডেণ্ট ফণ্ড্ হইতে কিছু টাকা পাইয়াছেন, এবং দেশের জমিজমা আত্মীয়স্বজনের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহাতেও হাতে কিছু আসিয়াছে। হিসাব করিয়া চলিলে জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন ইহাতেই চলিয়া যাইবে বলিয়া ভূপেশ আশা করিয়াছিলেন। দিনগুলি যে সংখ্যায় খুব বেশী হইবে তাহা মনে করিবার এখন আর কোনো কারণ নাই, চিকিৎসকগণ তাঁহার ক্ষয়রোগ হইয়াছে বলিতেছেন। কতদিন আর আছেন, কে জানে? একমাত্র কন্যা অলকার কথা ভাবিয়া তিনি যেন আরো মুষড়াইয়া পড়িয়াছেন। সংসারে এমন কে আছে যে তাঁহার অবর্ত্তমানে বালিকার মুখের দিকে চাহিবে?

মানিনীর সংবাদ তিনি আর পান নাই। লইবার বিশেষ চেষ্টাও করেন নাই। মানিনী যখন পলায়ন করিল, সেই সময় সলিলবাবুদের বাড়ীর একটি ছোক্‌রা গৃহশিক্ষকও কাহাকেও কিছু না বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। উভয় ঘটনার ভিতর একটা যোগসূত্র ভূপেশ অনুমান করিয়া লইলেন, কারণ এ বিষয়ে সন্দেহ তাঁহার বরাবরই ছিল। দুএকবার নানা কুৎসিত গুজব শুনিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি সত্য কি মিথ্যা তাহা নির্ণয় করিবার কোনো ইচ্ছা তাঁহার হয় নাই।

অলকাকে পালন করিবার জন্য প্রথম তিনি কাশীবাসিনী মাসীমার শরণাপন্ন হন। তিনি আসিয়া বৎসরখানিক বালিকার ভার গ্রহণ করেন কিন্তু বহুদিন সংসার ত্যাগ করিয়া থাকার ফলে আবার নূতন করিয়া বন্ধনে ধরা দিতে তাঁহার মন চাহিল না। অলকাকে পিতার কোলেই ফেলিয়া

দিয়া আবার তিনি কাশী ফিরিয়া গেলেন। দেশে ভূপেশের এক বিধবা জাঠ্‌তুতো ভগিনী বাস করিতেন, অতিকষ্টে তাঁহার দিন চলিত। খাওয়া-পরার একটা নিশ্চিত ব্যবস্থা হইবে জানিয়া তিনি ভূপেশের আহ্বানে চলিয়া আসিলেন। অলকা আবার একটা আশ্রয় পাইল। পিসীমার শিশুপালনের বিদ্যা বিশেষ জানা ছিল না, কারণ তাঁহার নিজের কোনো সন্তান হয় নাই। তবু আন্দাজে কোনোমতে কাজ চালাইতে লাগিলেন, পুরানো ঝি হারাণীও কিছু কিছু সাহায্য করিতে লাগিল। সঙ্গী ও খেলার সাথী হিসাবে গুণীই ছিল অলকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়, তাহারই সঙ্গে বালিকার বেশীর ভাগ সময় কাটিত। অলকার অসুখবিসুখ মাঝে মাঝে হইত, স্বাস্থ্যটায় তাহার জোর ছিল না, চেহারাও ছিল অত্যন্ত সুকুমার। ডাক্তার পরেশবাবুই তাহার চিকিৎসা করিতেন। গুণী সমানে তাহার জন্য রাত জাগিত, কোলে করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়চারি করিত।

অলকা যখন সাত বৎসরের, তখন তাহার জীবনে আসিল একটা মহা পরিবর্ত্তন। তাহার পিসীমা হঠাৎ মারা গেলেন। ডাক্তার পরেশবাবুও এই সময় এখানকার বাড়ী বিক্রয় করিয়া ও প্রাক্‌টিশ একজন আত্মীয় ডাক্তারের হাতে তুলিয়া দিয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন। এক নিঃসন্তান কাকা তাঁহাকে খানিক সম্পত্তি দান করিয়া যাওয়াতেই এই ব্যবস্থার অদল বদল ঘটিল। অলকাকে ছাড়িয়া যাইতে গুণী মনে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিল, কিন্তু সে তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, এমন কথা কাহারও কাছে বলিতে পারিল না। অলকা ভয়ানক কান্নাকাটি বাধাইয়া দিল, কিন্তু তাহার কান্নাটাও কাহারও কাছে বেশী আমল পাইল না।

সুশিক্ষার অভাব মানিনীর জীবনে কি মারাত্মক ফল ফলাইয়াছিল তাহা ভূপেশ সর্ব্বদা মনে রাখিয়া চলিতেন। অথচ কন্যার আর একটু বয়স না হইলে নিজের নিকট হইতে সরাইয়া দিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেও তাঁহার প্রাণ চাহিত না। কিন্তু এইবার ভগবান্‌ই তাঁহাকে নূতন ব্যবস্থা

করিতে বাধ্য করিলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মফঃস্বলেরই আর একটি শহরে তিনি একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের সন্ধান পাইলেন, যেখানের শিক্ষা-পদ্ধতি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই তাঁহার নিজের আদর্শ অনুযায়ী। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা, সন্ন্যাসিনী গোছের মানুষ। মেয়েরা যাহাতে সনাতন ভারতীয় আদর্শে গড়িয়া ওঠে, আধুনিক জগতের বিলাস বিভ্রম তাহাদের স্পর্শও না করে, এ বিষয়ে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বিদ্যালয়টির নাম "মোক্ষদা আশ্রম।"

ভূপেশ প্রথম যখন কন্যাকে রাখিয়া আসিলেন, তখন সারাপথ কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিলেন। অলকা কিছুতেই সেখানে থাকিতে চাহে নাই, বাপকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছে। জোর করিয়া সেই নবনীত-কোমল বাহুর বন্ধন খুলিয়া তাহাকে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর দিকে ঠেলিয়া দিয়া তিনি চলিয়া আসিয়াছেন। কন্যার সেই ভীত চকিত মুখ যখনই তাঁহার মনে হইত, অবরুদ্ধ অশ্রু যেন তাঁহার কণ্ঠদেশ ফাঁশির রজ্জুর মত চাপিয়া ধরিত। খাইতে বসিয়া খাইতে পারিতেন না, রাত্রিতে থাকিয়া থাকিয়া ঘুম ভাঙিয়া যাইত।

খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধাও এখন হইতে খুব ঘটিতে লাগিল। পিসীমা মারা যাইবার পর হারাণী আর ক্ষেন্তীর মা কাজ ছাড়িয়া দিল, তাহাদের জায়গায় অধিষ্ঠিত হইল হরিদাস। হরিদাসের রান্নাবান্না বিষয়ক জ্ঞান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল। রান্না কোনোমতে যাহা করিয়া উঠিত, তাহার বেশীর ভাগটাই নিজে খাইয়া সামান্য কিছু বাবুর জন্য রাখিয়া দিত। কোনো একটা কিছু কিনিবার ছল করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিলেই সে খুসী থাকিত। এ হেন ভৃত্যরাজক তন্ত্রে সংসার যে কেমন ভাবে চলিতে লাগিল, এবং কর্ত্তার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের কতদূর উন্নতি হইল, তাহা বোধহয় বর্ণনা না করিলেও চলে।

ভূপেশ প্রথম ঘন ঘন অলকাকে দেখিতে যাইতেন। কিন্তু প্রধানা

শিক্ষয়িত্রী ইহাতে বিরক্ত হইতেন। বলিতেন, "বারে বারে এসে মেয়ের মন উতলা ক'রে দেবেন না। ওর মনটা এখানে বসা দরকার। অন্য মেয়েদের মত ও এখনও হ'তে পারে নি। সব নিয়ম মানতে চায় না, কেমন যেন একটা বিদ্রোহের ভাব রয়েছে, এটা ভাল নয়। অন্য অভিভাবকরা যেমন বছরে একবার ক'রে আসেন, আপনিও তাই আসবেন।"

ভূপেশ বাধ্য হইয়া তাহাই করিলেন। অলকাও তাঁহাকে দেখিয়া খুব খুসী হইত কিনা তাহা তিনি ঠিক বুঝিতে পারিতেন না। বাবা যে জোর করিয়া তাহাকে এই আশ্রমে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কান্নায় কর্ণপাত করেন নাই, ইহাতে তাহার মনে ভয়ানক অভিমানের সৃষ্টি হইয়াছিল। সংসারে একমাত্র আদরের জিনিষ ছিল সে, আর হঠাৎ তাহাকে ভাঙা খেলনার মত অবহেলায় ফেলিয়া দিয়া তাহার বাবা চলিয়া গেলেন? বাপের এই হৃদয়হীনতা তাহার বালিকা-মন ক্ষমা করিতে পারিল না। কেন যে বাবা এমন করিলেন তাহা বুঝিবার মত বিবেচনা তখনও তাহার হয় নাই। মোক্ষদা আশ্রমের নিয়মকানুন তাহার কাছে বড় কঠোর ও অরুচিকর লাগিতে লাগিল। এখানকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে কোনো রস, কোনো আনন্দ সে খুঁজিয়া পাইল না। মাতা মানিনীকে কোনো দিন সে জানে নাই, কিন্তু তাহারই সন্তান সে। মানিনীর স্বভাবের জেদ এবং স্বেচ্ছাচার-প্রবৃত্তি ক্রমে তাহার স্বভাবেও অস্ফুটভাবে দেখা দিতে লাগিল। আশ্রমের কর্ত্রী তাহার বিষয়ে ক্রমেই চিন্তিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ভূপেশকে দেখিলে তাঁহারাও নানা অভিযোগ করিতেন, অলকাও বিরক্তমুখে দাঁড়াইয়া থাকিত, হাসিত না বা বেশী কথা বলিত না। তাহারা কচি মুখখানায় রুদ্ধ অভিমানের ভাবটা অন্য মানুষের চোখে হয়ত সুন্দরই লাগিত; কিন্তু ভূপেশ তাহা দেখিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিতেন। আর একখানা সুন্দর মুখের কথা তাঁহার বড় বেশী করিয়া মনে পড়িয়া যাইত।

ভূপেশ একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তা মাঝেমাঝে খাই।" ডাক্তার নমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

হরিদাস রোগীর পথ্য আনিয়া তাঁহার বিছানার পাশে টুলের উপর রাখিল। বাতিটা উস্কাইয়া দিয়া বলিল, "ব্যাটারা কেরসিন তেল দেয় না জল দেয় বুঝবার জো নেই। মিট্‌মিট্‌ করছে দেখ না। বাবু, দুধটা খেয়ে নিন।"

ভূপেশ শ্রান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "নিয়ে যা বাবা, ও সব খাবার আমার আর দরকার নেই, শুধু জলের গেলাশটা রেখে যা।"

হরিদাস বিনা প্রতিবাদে দুধের বাটি উঠাইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। চৌকাঠ পার হইয়াই প্রায় এক চুমুকে সমস্ত দুধটা খাইয়া ফেলিয়া এঁটো বাটিটা উপুড় করিয়া একটা তাকের উপর রাখিয়া দিল। তাহার পর হৃষ্ট চিত্তে চলিয়া গেল রান্নাঘরে।

ডাক্তারবাবু ভূপেশের কথামত খুব সকালেই টেলিগ্রাম করিয়া থাকিবেন। কারণ বিকাল হইতে না হইতে হরিদাস একখানা খাকি রংএর খাম আনিয়া ভূপেশের হাতে দিয়া বলিল, "টেলিগেরাম এসেছে বাবু।"

ভূপেশ কম্পিত হাতে খাম ছিঁড়িয়া ভিতরের কাগজখানা টানিয়া বাহির করিলেন। পড়িয়া বলিলেন, "দেখ্‌, কাল সকালের গাড়ীতে কলকাতা থেকে একজন বাবু আসবেন। বাইরের ঘরটা [illegible]শ ক'রে ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার ক'রে রাখবি। তক্তপোষটা আছে ত সেখানে?"

হরিদাস একটু বিষণ্ণভাবে বলিল, "আছে বাবু, তবে বড় ছারপোকা হয়েছে।"

ভূপেশ বলিলেন, "আজ রাতে গরমজল ফিনাইল ঢেলে ধুয়ে রাখিস। কাল রান্নাবান্না একটু দেখে শুনে করিস্‌ বাপু। তাকে যেন না খাইয়ে রাখিস্‌ না।"

হরিদাস একটু আহত হইয়া বলিল, "না খাইয়ে রাখব কেনে বাবু? আপনি পয়সা দাও, মাছ, মাংস যা বল রেঁধে দিচ্ছি।"

ভূপেশ বলিলেন, "নে, এই দুটো টাকা নে, যা দরকার হয় কিনে কেটে আনিস্।" বলিয়া বালিশের তলা হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া দিয়া শ্রান্তভাবে আবার শুইয়া পড়িলেন।

হরিদাস বেশ আরামে ছিল এতদিন। কর্ত্তার খাওয়া দাওয়ার বালাই বিশেষ ছিল না, কাজেই কাজকর্ম্ম তাহাকে কিছু করিতে হইত না। সমস্ত বাড়ীটা ভূতের বাথানের মত হইয়া পড়িয়া থাকিত, ভূপেশের শয়নকক্ষে শুধু সে দিনান্তে একবার ঝাঁট দিত। এখন সব দিকেই তাহার কাজ বাড়িবে। যাহা হউক, এতকাল বাবুর নিমক খাইয়াছে, তাঁহার কথা একেবারে অগ্রাহ্য করিল না। নিজের ময়লা বিছানাটা বৈঠকখানার তক্তপোষের উপর হইতে নামাইয়া ফেলিয়া, গরম জল করিয়া তক্তপোষটা ধুইয়া দিল। ঘরে একবার ঝাঁট দিল, এবং দুইটা টাকার একটা তুলিয়া রাখিয়া আর একটা দিয়া কিছু কিছু বাজার করিয়াও আনিল।

পরদিন সকালেই গুণীন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাল্যের কোমল মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হইয়া অনেকখানিই কঠোর হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালীর পক্ষে সে একটু বেশীরকম লম্বা চওড়া দেখিতে। রং আগের মতই আছে, কপালটা আগের চেয়ে অনেকখানি প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ঘরে ঢুকিতেই দেখিল ভূপেশ বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসিয়া ব্যগ্র-ভাবে দরজার দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আপনার ত এ রকম strain করা উচিত নয়, শুয়ে পড়ুন।"

ভূপেশ শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, "এই যে শুচ্ছি বাবা। উঃ মস্ত বড় হয়ে গিয়েছ তুমি, সেই গুণী ব'লে আর চিনবার জো নেই। কি করছ এখন? বাবা কেমন আছেন?"

গুণীন্দ্র হাসিয়া বলিল, "কতবছর পরে দেখছেন, অন্যরকম ত লাগবেই। কলকাতায়ই আছি এখন, ওখানেই প্র্যাক্‌টিশ্‌ করছি। বাবার অবস্থা শোনেন নি কি? stroke হয়ে তাঁর শরীরের বাঁ দিক্‌টা অবশ হয়ে গিয়েছে। বড় কষ্ট তাঁর, এতদিন এমন পরিশ্রম করেছেন, আর এখন পরের সেবার উপর নির্ভর ক'রে তাঁকে দিন কাটাতে হচ্ছে।"

ভূপেশ বলিলেন, "তোমার মত হীরের টুকরো ছেলে যার ঘরে, তার ভাবনা কি বাবা? অসুখে প'ড়েও তাদের সুখ। আর আমার দশা দেখ না? মরণাপন্ন কুকুর বেড়াল যেরকম নর্দ্দমায় প'ড়ে তিল তিল ক'রে মরে, সেইরকম ক'রে মরছি। সংসারে থাকবার মধ্যে একটা মেয়ে, তা এমন রোগ জুটিয়েছি যে তাকে কাছে আনবার জো নেই।"

গুণী বলিল, "এত বেড়ে যেতে দিলেন কেন, অসুখটা? আমি আগে জানলে ব্যবস্থা ক'রে আপনাকে ভাল কোনো স্যানিটেরিয়মে পাঠিয়ে দিতাম। তা গত দুবছর ত আপনি চিঠিপত্র কিছুই লেখেননি। আমিও বাবাকে নিয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। অলকাকে কোথায় রেখেছেন এখন? সেই আশ্রমেই আছে নাকি? কেমন আছে?"

ভূপেশ বলিলেন, "সেইখানেই আছে, আর কোথায় যাবে বাবা? ভালই আছে, শেষ চিঠিতে যা জেনেছি। তুমি চা টা খেয়ে সুস্থ হও, তারপর তোমার সঙ্গে ঢের কথা আছে। সব ব্যবস্থাই তোমাকেই করতে হবে। সেইজন্যই তাড়া দিয়ে তোমায় আনালাম। আত্মীয় স্বজন এমন কেউ আমার নেই, যার উপর বিশ্বাস ক'রে কোনো ভার আমি দিয়ে যেতে পারি। তা থাকলে তোমাকে আমি টানাটানি করতাম না, তুমি নিজে কাজের মানুষ, তা ছাড়া তোমার অসুস্থ বাবা ঘরে রয়েছেন। কিন্তু সেরকম কেউ আমার নেই। তোমাকে ছোট থেকে দেখছি, তুমি যে কি দরের ছেলে তা আমি জানি। খুকীকেও তুমি বড় ভালবাসতে, তাই ভরসা ক'রে তোমার উপর সব ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি।"

গুণী বলিল, "চা ট্রেনেই খেয়েছি, এখন দরকার নেই কিছু। দুপুরে একেবারে ভাত খাব এখন। আমার জন্যে আপনি মোটে ব্যস্ত হবেন না, যা যা দরকার চাকর দিয়ে আমি সব করিয়ে নিচ্ছি। আপনাকে দেখছে কে? আমাদের মাধবদাদা নাকি?"

ভূপেশ বলিলেন, "না, মাধবের সময় হয় না। এ একজন নূতন ডাক্তার। তুমি কলকাতায় ক'দিনের মত ব্যবস্থা ক'রে এসেছ বাবা? এখানে হয়ত তোমাকে বেশ কয়েকদিন থাকতে হবে।"

গুণী বলিল, "এক হপ্তা পরে ফিরব ব'লে এসেছি। দরকার হয়, আরো দেরি করব। বাড়ীতে চিঠি লিখে জানালেই হবে। বাড়ীতে আমার এক পিসীমা এখন আছেন, তাঁর দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে, কাজেই বাবার কোনো অসুবিধা হবে না। তাঁর পুরনো চাকরটাও আছে, সে তাঁকে খুব যত্ন করে।"

ভূপেশ বলিলেন, "বাঁচলাম বাবা। আমার বড় ভয় ছিল যে তুমি এসেই চ'লে যেতে চাইবে, আমার কাজ কিছু হবে না। প্রথম কাজ এখন খুকীকে মোক্ষদা আশ্রম থেকে নিয়ে আসা। উপরের ঘরে তার থাকার ব্যবস্থা তুমি কোরো। তুমি নিজে বড় ডাক্তার, কি ব্যবস্থায় থাকলে সে নিরাপদে থাকবে, তা তুমিই ভাল বুঝবে। যে ঝিটা তাকে ছোটবেলায় মানুষ করেছিল, সে এখনও বেঁচে আছে, ঐ পাশের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসে। খুকীর জন্যে দরকার হয় ত তাকে রেখে নিতে পার। খুকী এলে তার বিষয় আমি সব তোমাকে বলব। আর এক কথা, এই খামটো তুমি নাও, তোমার কাছে রাখ। টাকাকড়ি যা-কিছু আমার কাছে ছিল, হাজার দুই হবে, সে-সমস্ত এর ভিতর পাবে। আমাকে কিছু জিগ্‌গেস না ক'রে, যখন যা দরকার বুঝবে খরচ করবে। যে ক'টা দিন আর আছি, কোনো ভাবনা আর আমি ভাবব না। তোমার হাতে সব ছেড়ে দিলাম। আমার ছেলে নেই, শেষ সময়ে ভগবান্

তোমাকেই আমার শেষ সম্বল ক'রে পাঠিয়েছেন। খুকীকে আনতে কবে যাবে বাবা?"

গুণী বলিল, "আজ বিকেলের ট্রেণে চ'লে যেতে পারি। তা হলে কাল সন্ধ্যার মধ্যে তাকে নিয়ে ফিরে আসতে পারব।"

৪

অন্যদিনগুলি যে ভাবে যায়, অলকার এদিনটিও সেইভাবেই আরম্ভ হইয়াছিল। পিতা যে মৃত্যুশয্যায়, তাহার ভাগ্যপরিবর্ত্তনের ক্ষণ যে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। পরবর্ত্তীকালে এই দিনটাকে তাহার জীবনের একটা পরমক্ষণ বলিয়া সে স্মরণ করিত, কিন্তু কোনো সাড়া সে পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও পায় নাই।

সকাল বেলা। রোদ ভাল করিয়া ওঠে নাই, একটু যেন হাল্‌কা কুয়াসার অবগুণ্ঠন পরিয়া আছে। আশ্রমের মেয়েদের ভোরে উঠিয়াই স্নান করিতে হয়, শীত গ্রীষ্ম নির্ব্বিচারে। অসুস্থ বা অতি অল্পবয়স্কা বালিকা ভিন্ন কেহ গরম জল পায় না, সুতরাং অনেক মেয়েই স্নানের ঘরে ঢুকিয়া, চুলটা ভিজাইয়া, কাপড় জামা বদ্‌লাইয়া বাহির হইয়া আসে।

অলকার আবার পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান একটু বেশী। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতেই সে ভাল করিয়া স্নান করিল। মাথায় চুল একরাশ, জল ঢালিয়া তাহাও সবটাই ভিজাইয়া ফেলিল। তাহার পর ছাড়া কাপড়গুলি ভাল করিয়া কাচিয়া বাহির হইয়া আসিল।

আশ্রমের বাড়ীটি মাঝারি, চারিদিক্ উঁচু প্রাচীর দিয়া ঘেরা। মেয়েদের বেড়াইবার জন্য অল্প একটু খোলা জায়গাও আছে। তাহারই একদিকে লোহার তার বাঁধা, মেয়েরা এইখানে কাপড় শুকাইতে দেয়।

তাহার পর পূজা ও স্তোত্র পাঠের ঘণ্টা। বড় একটি বারান্দা, সেইখানে শীতকালে স্তোত্রপাঠ হয়, গ্রীষ্মের সময় উন্মুক্ত আকাশের

তলেই। দশ মিনিটের ভিতর ইহা শেষ হইয়া যায়, তাহার পর সামান্য কিছু জলযোগান্তে মেয়েরা পড়িতে বসে।

অলকা পড়াতে ভাল, কিন্তু কোনো কাজে তাহার উৎসাহ লাগে না। মুখশ্রী সুন্দর, কিন্তু তাহাতে কোনো উজ্জ্বলতা নাই। মাঝে মাঝে বিরক্তির ভাবটা সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে, আবার কোনোসময়ে বা অপরিস্ফুটভাবে থাকে।

খাওয়াদাওয়া এখানে নিরামিষ। তাহাও রান্না ভাল হয় না, মেয়েরা খায় যতটা, ফেলিয়া দেয় তাহার বেশী। স্বাস্থ্য ইহাদের কাহারও ভাল মনে হয় না।

স্কুলে পড়ানো মন্দ হয় না। তবে সব বিষয়ে সমান লক্ষ্য রাখা হয় না। সংস্কৃত, গৃহকর্ম্ম শিক্ষা, শেলাই, এই সবই ভাল করিয়া শিখাইবার দিকে কর্ত্রীপক্ষের ঝোঁক বেশী। ইংরাজী প্রভৃতি না পড়িলে নয়, তাই তাহারা পড়ে, কিন্তু এদিকে মেয়েদের উৎসাহ দেওয়া হয় না।

স্কুল শেষ হইলে আবার জলযোগের ঘণ্টা পড়ে। তাহার পর মেয়েরা কাপড়চোপড় বদ্‌লাইয়া, হাত মুখ ধুইয়া খানিকক্ষণ বেড়াইবার ছুটি পায়। সন্ধ্যার মুখে বেড়ানো শেষ করিয়া সান্ধ্য উপাসনায় যোগ দেয়, তাহার পর আবার পড়াশুনার পালা।

সেদিনও বেড়ানো শেষ করিয়া অলকা অন্য মেয়েদের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা বড় বারান্দার দিকে চলিয়াছিল সমবেত মন্ত্রপাঠের উদ্দেশ্যে, এমন সময় একজন ঝি আসিয়া প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে বলিল, "মা, বাইরে একজন ভদ্রলোক এসেছেন, তিনি অলকা দিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে চান, আপনার সঙ্গেও দেখা করতে চান। বলছেন, দিদিমণির বাবার শেষ অবস্থা একেবারে, তাই এমন অসময়ে এসেছেন।"

শিক্ষয়িত্রী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি যেন ভাবিলেন, তাহার পর ঝিকে বলিলেন, "আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, আগে দেখা ক'রে সব জেনে আসি।

তারপর অলকা যাবে এখন।” তিনি বাহিরের বসিবার ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

বাহিরের ঘরটি ছোট। মেঝেতে একটা পরিষ্কার শতরঞ্চি পাতা। খানকয়েক মোড়া এধার ওধার রক্ষিত আছে, দেওয়ালের গায়ে দুইটি সন্ন্যাসীর ছবি ঝুলিতেছে। ঘরে আর কোনো আস্‌বাব নাই।

গুণী একটা মোড়ার উপরে বসিয়াছিল। শিক্ষয়িত্রী আসিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, “অলকার বাবা এই চিঠি দিয়েছেন। তাঁর ভয়ানক অসুখ, বাঁচবার সম্ভাবনা খুবই কম, তাই অলকাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।”

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, “বসুন আপনি,” বলিয়া নিজেও একটা মোড়ায় বসিয়া ভূপেশের চিঠি পড়িতে লাগিলেন। পড়া শেষ হইলে চোখ তুলিয়া বলিলেন, “এর পরে আর কথা নেই। ওকে আর এখানে না পাঠানোই বোধ হয় ভদ্রলোকের ইচ্ছা? ওর জিনিষপত্র সব দেখে শুনে দিচ্ছি কিন্তু কোন্ ট্রেণে যাবেন আপনি?”

গুণী বলিল, “কাল সকাল দশটার ট্রেণটাই ধরব। তার আগে সুবিধা মত কোনা গাড়ী নেই। ওকে প্রস্তুত রাখবেন। আর ওর জন্য পাওনা যা-কিছু আছে, অনুগ্রহ ক'রে তার একটা বিল্ ক'রে দেবেন, আমি দিয়ে যাব।”

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, “তা দেব। আপনি বসুন, অলকাকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

অন্যসময় হইলে হয়ত গুণী অলকার কে হন এ-সব খোঁজখবর তিনি লইতেন, কিন্তু অলকা যখন একেবারেই চলিয়া যাইতেছে, তখন অত খবর লইবার তিনি আর কোনো প্রয়োজন অনুভব করিলেন না।

মিনিট চার-পাঁচ পরে অলকা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। চোখ তুলিয়া

তাহার দিকে তাকাইয়া গুণী একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। সে যখন শেষ অলকাকে দেখিয়াছিল, তখন অলকা ভারি সুন্দর দেখিতে ছিল, কচিমুখে তাহার অসংখ্য ভাব সারাক্ষণ লীলা করিয়া ফিরিত। একরাশ কোঁকড়ান চুল মুখখানিকে ঘিরিয়া ধরিয়া তাহার সৌন্দর্য্য আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এখন যে মেয়েটি আসিয়া ঘরে ঢুকিল, সন্ধ্যার আলোয় তাহাকে দেখাইতেছিল যেন প্রাণহীন পাষাণ-প্রতিমা। লম্বায় মন্দ হয় নাই, কিন্তু সে অনুপাতে বড় রোগা। চুলগুলি কপালের উপর হইতে সজোরে আঁচড়াইয়া তুলিয়া পিছনে শক্ত হাত খোঁপা করিয়া বাঁধা। সিঁথি কাটিবার বালাই পর্য্যন্ত নাই। মুখের রংটা শুভ্র রক্তহীন, এবং মুখখানা কঠিন, ভাবলেশহীন। পরনে রাত-কামিজের মত একটা পুরা আস্তিনের জামা, তাহার উপর সরু পাড়ের মিলের শাড়ী ঘরোয়াভাবে জড়াইয়া পরা। আর কোনো পরিচ্ছদ বা আভরণের উৎপাত নাই।

অলকা কাছে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিতে গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "থাক্ থাক্, প্রণামে আর কাজ নেই। আমাকে চিনতে পার অলকা?"

অলকার মুখে হাসির রেখার মত একটা কি দেখা দিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। বলিল, "চিনতে হয়ত পারতাম না, কিন্তু মাসীমা আপনার নাম ব'লে দিলেন যে? বাবার কি খুব বেশী অসুখ?"

গুণী বলিল, "হ্যাঁ, অসুখ শক্তই বটে, তোমাকে দেখতে বড় ব্যস্ত হয়েছেন। কাল দশটার ট্রেণে আমাদের বেরতে হবে শুনেছ বোধ হয়?"

অলকা বলিল, "হ্যাঁ, শুনেছি। মাসীমা আমায় সব জিনিষপত্র আজই গুছিয়ে রাখতে বলেছেন। আচ্ছা, বাবার কি সারবার আশা নেই?"

গুণী বলিল, "তা কি কেউ বলতে পারে? চল ত, তারপর সেবা-শুশ্রূষা ক'রে দেখা যাক্। একলা একলা বাস ক'রে নিজের শরীরের চূড়ান্ত অযত্ন করেছেন, তার একটা শাস্তি পাওনা আছে ত?"

অলকা বলিল, "আমাকে জোর ক'রে এখানে না রেখে দিলেই পারতেন ? আমিও বাঁচতাম, তাঁরও এত কষ্ট সহ্য করতে হত না।"

গুণী তাহার কথায় তীব্র অভিযোগের সুর ধরিতে পারিল, বলিল, "মানুষ ভাল ভেবে যা করে, সব সময় তাতে ভাল হয় না। কেন, এখানে কি তোমার খুব বেশী খারাপ লাগে ?"

অলকা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "যতদূর বিশ্রী লাগবার, তাই লাগে। ঠিক যেন জেলখানা।"

গুণী কথাটা ঘুরাইয়া দিল। অলকার কথার সুর তাহার ভাল লাগিল না। ইহার ভিতর দিয়া যেন বহুকাল-বিস্মৃতা মানিনীর কণ্ঠস্বর সে শুনিতে পাইল। বলিল, "আচ্ছা, যাও এখন, জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে নাওগে। কাল সকালে পার ত কিছু খেয়ে নিও। আমি রাত্রিটা ওয়েটিংরুমেই কাটিয়ে দেব, সকাল সাড়ে ন'টা আন্দাজ তোমায় নিতে আসব।"

অলকা বলিল, "আচ্ছা, আমি ঠিক তৈরি হয়েই থাকব।" সে চলিয়া গেল, গুণীও উঠিয়া বাহির হইয়া আসিল। রাত্রিটা তাহার যে বিশেষ আরামে কাটিল তাহা নয়, যাহা হউক কোনোমতে কাটিয়া গেল।

অলকা জিনিষ গুছাইতে গুছাইতে কত কি যে ভাবিতে লাগিল তাহার ঠিক নাই। পিতার অসুস্থতার সংবাদে মন তাহার অত্যন্ত বিচলিত লাগিতেছিল, আবার থাকিয়া থাকিয়া ভুলিয়াও যাইতেছিল। গুণীকে এতকাল পরে দেখিয়াও তাহার মনে একটা আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল। এ সেই, অথচ সে যেন নয়।

শীতের সকাল হইতেই আটটা বাজিয়া গেল। তাড়াতাড়ি করিয়া স্নান করিয়া খাইয়া প্রস্তুত হইতে না হইতেই খবর পাইল যে তাহার জন্য গাড়ী আসিয়াছে।

গুণী বাহিরের রাস্তায় পায়চারি করিতেছিল। বিছানা ও বাক্স ঘাড়ে

করিয়া একজন চাকর বাহির হইয়া আসিল, গুণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, এই গাড়ীতে রাখব ?"

গুণী বলিল, "হ্যাঁ, তোমার দিদিমণি তৈরি হয়ে নিয়েছেন ?"

চাকর কিছু জবাব দিবার আগেই অলকা বাহির হইয়া আসিল। সঙ্গে তাহার প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। গুণীন্দ্রের হাতে একখানা কাগজ দিয়া তিনি বলিলেন, "এই অলকার বিল্।" গুণী পকেট হইতে মানিব্যাগ বাহির করিয়া টাকাটা চুকাইয়া দিল।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে প্রণাম করিয়া অলকা গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। খানিক দূরে কয়েকটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের দিকে তাকাইয়া একবার রহস্যপূর্ণ হাসি হাসিল। গুণী ভদ্রমহিলাকে নমস্কার করিয়া গাড়ীর ভিতর ঢুকিতেই, গাড়ী সশব্দে ঝাকড়ানি দিতে দিতে চলিতে আরম্ভ করিল।

অলকার দিকে এইবার ভালভাবে চাহিয়া দেখিয়া গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে বাইরে তোমাদের এই একই পোষাক নাকি ?"

অলকা বলিল, "হ্যাঁ, আর কিছু পরবার আমাদের অনুমতি নেই। অবশ্য বাইরে আমরা যে বিশেষ বেরই তা নয়, কাজেই এমন অপূর্ব্ব দৃশ্যটা পাঁচজনে খুব বেশী দেখতে পায় না।"

গুণী হাসিয়া বলিল, "তোমার ভয়ানক রাগ দেখছি আশ্রমটার উপরে। যাক্, এখানে ত আর ফিরে আসছ না, সুতরাং মনটাকে এখন শান্ত করতে পার।"

অলকা বলিল, "হবে না রাগ ? মানুষের ছেলেবেলাটা কত সুখে কত আনন্দে কাটে, আর আমাকে সাত বছর বয়স থেকেই জ্যান্ত কবর দিয়ে দেওয়া হল। আপনারও রাগ হত, কেউ এই রকম করলে।"

যদিও অলকার কথায় ঝাঁজ প্রচুর, তবু যে সে পাষাণ-প্রতিমার মূর্ত্তি ছাড়িয়া স্বাভাবিক বালিকার মত রাগও প্রকাশ করিতেছে, ইহাতেই গুণী

আরাম অনুভব করিল। ইহার ভিতরের প্রাণের উৎস তাহা হইলে একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। যে নদীর গতি আছে, তাহার ভিতর সকল রকমের কল্যাণের সম্ভাবনাই আছে, দু-একবার বান ডাকিয়া গেলেও ক্ষতি নাই। স্রোতহীন পঙ্কিল জলাশয়কেই ভয়।

অলকার কথার উত্তরে গুণী বলিল, "তা হয়ত হত। তবে তোমাকে দেখবার ত কেউ ছিল না বাড়ীতে? তাই তোমার বাবা বাধ্যই হয়েছিলেন অল্প বয়সে বোর্ডিংএ দিয়ে দিতে।"

অলকা বলিল, "আহা, মা যেন আর ছোট বেলায় কারো মরে না! সবাইকে অমনি মোক্ষদা আশ্রমে দিয়ে দেয়।"

গুণী কথাটা ফিরাইবার জন্য বলিল, "আচ্ছা অলকা, আগে ত তুমি আমাকে 'দাদা' বলতে। 'তুমি'ও বলতে যতদূর মনে পড়ে।"

অলকা বলিল, "আপনাকে সেই গুণীদা ব'লে মোটে মনেই হচ্ছে না। সত্যি, ব'লে না দিলে আমি হয়ত চিনতেই পারতাম না।"

গুণী হাসিয়া বলিল, "তোমার বাবাও তাই বলছিলেন। একেবারে গুণ্ডার মত দেখতে হয়ে গেছি, না?"

অলকাও এবার হাসিল, বলিল, "না, মোটেই গুণ্ডার মত নয়, কিন্তু দেখলে একটু ভয় ভয় করে। আচ্ছা, আমি একেবারে পেত্নীর মত দেখতে হয়ে গেছি, না?"

গুণী বলিল, "পেত্নী কিরকম দেখতে তা ত সঠিক জানা নেই। তবে এইটুকু বলা যায় যে তাঁরা যদি তোমারই মত দেখতে হতেন, তাহলে কেউ তাঁদের নামে বা চেহারায় ভয় পেত না। কিন্তু পোষাকটা নিতান্তই তোমার বদলাতে হচ্ছে! আমার মত কাঠখোট্টা অনভিজ্ঞ ডাক্তার মানুষেরও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, পোষাকটা চোদ্দ-পনেরো বৎসরের মেয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বাড়ীতে পৌঁছেই এর একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।"

অলকা বলিল, "এই জন্যেই মাসীমা বোধহয় আমাদের কাউকে আয়নায় মুখ দেখতে দিতেন না। যত বড় বাধ্য মেয়েই হোক, নিজের এই মূর্ত্তি দেখলে, বিদ্রোহ না ক'রে পারত না।"

গুণী বলিল, "যাক্, ষ্টেশনে ত এসে পড়া গেল। ট্রেণ আসতেও বেশী দেরি নেই। ভাল কথা, খেয়ে নিয়েছ ত কিছু ? এ লাইনে খাবার যোগ্য কোনো জিনিষই পাওয়া যায় না, তা আসবার সময়ই দেখে নিয়েছি।"

অলকা বলিল, "এত সকালে কে আর আমায় পোলাও কালিয়া রেঁধে খাওয়াবে ? ভাত আর আলুভাতে দুচার গ্রাস খেয়ে এসেছি।"

গুণী বলিল, "আহার্য্য এবং পরিচ্ছদ সবই এখানকার মোক্ষ লাভের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত দেখছি। বিকাল অবধি তোমাকে একরকম অনাহারেই কাটাতে হবে তাহলে।"

অলকা তাচ্ছিল্যভরে বলিল, "যাক গে, ওতে আমার কিছু কষ্ট হবে না। সঙ্গে জল আছে, তেষ্টা পেলে খাব।"

টিকিট কেনাই ছিল, ট্রেণও দেখিতে দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। অলকাকে লইয়া গুণী একটা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে উঠিল। বলিল, "ইণ্টারে যা ভীড় আর নোংরামির ঘটা দেখলাম, উঠতে আর প্রবৃত্তি হয় না।"

অলকা আনন্দ-উৎফুল্ল মুখে চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। সাত-আট বৎসর সত্যই সে জেলের কয়েদীর মত কাটাইয়াছে। বাহিরে একরকম আসেই নাই। বাপের শক্ত অসুখের কথাও সে মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাইতে লাগিল। গুণীও সেটা আর তাহাকে মনে পড়াইয়া দিল না। অন্য নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল।

হঠাৎ অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, গুণীদা, জ্যাঠামশায় এখন কেমন আছেন ?"

গুণী বলিল, "ভাল নয়, পক্ষাঘাত হয়ে একটা দিক্ অবশ হয়ে গেছে।"

অলকা বলিল, "কি মুস্কিল, তাঁর কাজকর্ম্ম কে করে তাহলে ?"

গুণী বলিল, "তাঁর একটা পুরনো চাকর আছে, সেই বেশীর ভাগ করে, আমিও খানিক খানিক করি। আমার এক পিসীমা ওখানে ছেলেমেয়ে নিয়ে আছেন, তিনি সংসারের দিক্‌টা দেখেন। কাজেই অসুবিধা খুব কিছু হয় না।"

অলকা বলিল, "আপনার আর আমার এক জায়গায় খুব মিল আছে গুণীদা, আপনারও ছোট বেলায় মা মারা গিয়েছেন, আমারও তাই। আমার একজন পিসীমা জুটে গিয়েছিলেন, আপনারও একজন জুটেছেন। আর দুজনেরই বাবা অসুস্থ।"

গুণী বলিল, "হ্যাঁ, তা মিল খানিকটা আছে বটে। তবে আমার মা যখন মারা যান, তখন আমি আট ন' বছরের, খানিকটা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছি, কাজেই কোনো মোক্ষদা আশ্রমে আমাকে পাঠাতে হয়নি। আর পিসীমা যিনি, তিনি আমার চেয়ে খুব বেশী বড় নন, ন-দশ বছরের বড় হবেন বোধহয়, সুতরাং তাঁর হাতেও আমাকে মানুষ হতে হয়নি। দুজনেরই বাবা খুব অসুস্থ, সেটা দুর্ভাগ্যক্রমে সত্যি।"

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার কি অসুখ হয়েছে?"

গুণী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "দেখে মনে হয় ক্ষয় রোগ। তোমাকে লুকিয়ে লাভ নেই, জিনিষটা তোমার জানাই দরকার, কারণ ওখানে থাকতে হলে তোমাকে যথেষ্ট সাবধানতা নিয়ে থাকতে হবে। এই শ্রেণীর রোগীদের কাছে অল্পবয়স্কদের থাকাটা একটু বিপদের সম্ভাবনা সর্ব্বদাই থাকে।"

অলকার বড় বড় দুইটি চোখে জল ভরিয়া উঠিল, সে বলিল, "তাহলে কি হবে গুণীদা? এ অসুখে ত কেউ সারে না?"

গুণী বলিল, "কেউ সারে না, তা বলতে পারি না। তবে অনেকেই সারে না বটে। কিন্তু তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদিই তিনি চ'লে যান, তোমার খুব ভাল ব্যবস্থা ক'রে যাবেন। অবশ্য বাবা না

থাকার দুঃখ যেটা সেটা ত থাকবেই। তবু মনকে বোঝাও তুমি, বেশী বিচলিত হোয়ো না। কাকাবাবুর কাছে যখন যাবে, শান্ত প্রফুল্ল ভাবেই যাবে, তোমাকে দে'খে তিনি যেন কোনোরকম কষ্ট না পান!"

ট্রেণ এতক্ষণে ষ্টেশন ছাড়াইয়া অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে। দুই ধারে মাঠ বন ছোট নদী, সব কাটাইয়া সগর্জ্জনে তীব্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। অলকা চোখ মুছিয়া স্থির হইয়া বসিল। বাহিরের দৃশ্য তাহার তরুণ মনকে টানিয়া লইয়া, আসন্ন পিতৃবিয়োগের দুঃখটা খানিকক্ষণের জন্য ভুলাইয়া রাখিল। কয়েকখানা ইংরেজী মাসিকপত্র সঙ্গে ছিল, গুণীন্দ্র বসিয়া বসিয়া সেইগুলির পাতা উল্টাইতে লাগিল।

হঠাৎ অলকা বলিল, "আমি এই সাত আট বছরে ইংরেজী ম্যাগাজিন্ কটা দেখেছি জানেন?"

গুণীন্দ্র বইয়ের পাতা হইতে চোখ তুলিয়া বলিল, "কটা?"

অলকা চম্পক-কলির মত ছোট একটি আঙ্গুল তুলিয়া বলিল, "নগদ একটা। একজন মেয়ে অসুস্থ মাকে দেখবার জন্যে দিনকয়েক বাড়ী গিয়েছিল। সে একটা ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন্ নিয়ে এসেছিল। মাসীমা জানতে পেরে সেটা কেড়ে নিয়ে তখুনি পুড়িয়ে দিলেন, মেয়েটিকেও চার-পাঁচ দিন অন্য মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে দিলেন না।"

গুণী বলিল, "ওরে বাপ্‌রে! এ যে একেবারে মধ্য যুগের রোমান্ ক্যাথলিক্ সন্ন্যাসিনীদের মত ব্যবস্থা! সাধে কি আর তুমি এত চ'টে গেছ? কাকাবাবু যখন তোমায় রেখে যান, তখন এখানকার আবহাওয়া যে এত অসম্ভব পবিত্র তা বোধহয় জানতেন না?"

অলকা বলিল, "কি জানি? খবর কি আর নেননি?"

এই সময় গাড়ী একটা ষ্টেশনে পৌঁছিয়া কয়েক মিনিটের জন্য থামিল। একটা লোক কমলালেবু আর কলা বেচিতেছিল, গুণী তাহাকে ডাকিয়া কিছু ফল কিনিয়া লইল। একটা চাওয়ালাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল

টিনে বন্ধ করা বিস্কুট সে আনিয়া দিতে পারে কিনা। লোকটা বলিল সে সবে একটিন বিস্কুট কিনিয়াছে তাহা এখনও খোলা হয় নাই, কিছু পয়সা বেশী দিলে সে টিন সুদ্ধ বেচিয়া দিতে পারে। সে যাহা চাহিল, তাহাই দিয়া গুণী টিনটা কিনিয়া চাওয়ালাকে দিয়াই তাহার ঢাকনি খুলাইয়া লইল।

অলকার দিকে তাকাইয়া বলিল, "যাক, খানিকক্ষণের জন্যে রসদ সংগ্রহ হয়ে গেল।"

অলকা হাসিয়া বলিল, "মুসলমানের তৈরি বিস্কুট খাচ্ছি দেখলে, আমাদের বোর্ডিংএর মাসীমা বোধহয় চোখ উল্টে মূর্চ্ছা যেতেন।"

গুণী বলিল, "তিনি যখন দেখছেন না তখন আর সে ভাবনা ভেবে কি হবে? তুমি স্বচ্ছন্দে এখন খেতে পার।"

কলা লেবু ও বিস্কুট দুইজনেই কিছু কিছু খাইল। কুঁজার জল খাওয়া ও হাত মুখ ধোওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। গুণী নিজের হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিল, "আমাদের ত পৌঁছতে সেই চারটে সাড়ে চারটে হয়ে যাবে। তুমি ইচ্ছে কর ত খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পার।"

অলকা মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমার মোটেই ঘুম আসছে না। তার চেয়ে চারিদিক দেখতে আর গল্প করতে ঢের বেশী ভাল লাগছে।"

গুণী বলিল, "ম্যাগাজিন্‌ও পড়তে পার। অনেকগুলো ভাল গল্প আছে। ইংরেজী তোমাদের পড়ান হত ত? না খালি সংস্কৃত পড়তে?"

অলকা বলিল, "ক্লাশে ইংরেজী পড়তাম, কিন্তু ইংরেজী গল্পের বইটই পড়তে পেতাম না। লাইব্রেরীতে কয়েকটা বাছা বাছা বই ছিল, এই জীবনচরিত টরিত, সেগুলো দুচারখানা পড়েছি।"

গুণী বলিল, "তা বেশ, কোন্ ক্লাসে পড়ছিলে তুমি?"

অলকা বলিল, "সামনের বছর ম্যাট্রিক্ দেবার কথা, তা হয়ে উঠবে কিনা কে জানে?"

গুণী বলিল, "না হবার ত কোনো কারণ দেখি না। এখন বরং পড়া শুনোর ব্যবস্থা আরো ভালই হবে, আমার হাতে ভার পড়েছে যখন।"

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় পড়ব? কলকাতায়?"

গুণী বলিল, "হয়ত তাই। তোমার বাবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে স ঠিক ক'রে নিতে হবে।"

অলকা ইংরেজী মাসিকপত্র লইয়া উল্টাইয়া ছবি দেখিতে লাগিল হঠাৎ মুখখানা লাল করিয়া পত্রিকাটা মুড়িয়া রাখিয়া দিল। গুণী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল।

গাড়ীর ঝাঁকানিতে প্রায়ই ঘুম আসে, তাহার উপর রাত্রিতে গুণী ঘুমও হয় নাই। সে বসিয়া বসিয়াই খানিক ঘুমাইয়া লইল। অলকা বেঞ্চিতে পা মেলিয়া বসিয়া তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল।

বেলা চারটার সময় তাহাদের ট্রেণ গন্তব্যস্থানে আসিয়া পৌছিল গুণী অলকাকে নামাইয়া লইয়া, নিতান্ত গায়ের জোরেই ষ্টেশনের একমা ট্যাক্সিখানা জোগাড় করিয়া তাহাতে জিনিষপত্র তুলিয়া ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া পড়িল। অল্প দূরেরই পথ, দেখিতে দেখিতে বাড়ী সামনে আসিয়া ট্যাক্সিটা দাঁড়াইয়া গেল।

হরিদাস বাহিরেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাড়াতাড়ি আসিয়া বাক্স বিছান নামাইয়া লইল।

গুণী ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকাবাবু কি করছেন? জেগে আছেন?"

হরিদাস বলিল, "হ্যাঁ জেগেই আছেন। ভারি ব্যস্ত করছেন আমাকে চা জলখাবার সব ঠিক ক'রে রেখেছি, তবু খালি খালি বকছেন আর বলছেন যে আমি নাকি সবাইকে না খাইয়ে মারব।"

গুণী বলিল, "আচ্ছা, চা ভিজোও। আমি আর দিদিমণি বাবু

সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, তারপর চা খাব। দিদিমণির জিনিষপত্র উপরের ঘরে রেখে এস। হারাণী আসেনি?"

হরিদাস বলিল, "এই সন্ধ্যে নাগাত এসে যাবে।"

অলকাকে সঙ্গে করিয়া গুণী ভূপেশের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। ভূপেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, গুণী প্রথম দিনকার মত তাঁহাকে ধরিয়া আবার শোওয়াইয়া দিল।

অলকা ভূপেশকে প্রণাম করিতে যাইতেছিল, তিনি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ঐখানে ঐ ইজিচেয়ারটায় বোসো মা, আমার বেশী কাছে এসে কাজ নেই।"

অলকা বিবর্ণ মুখে চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল।

৫

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দুই-একটা বাড়ীতে বিজলীর বাতি জ্বলিতেছে তবে বেশীর ভাগ বাড়ীতেই কেরসিনের আলো। ভূপেশের বাড়ীর দোতলার ছোট ঘরখানিতে মিট্ মিট্ করিয়া একটা হারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে, আর ম্লানমুখে তক্তপোষের উপর বসিয়া অলকা। গুণী নীচে, ডাক্তার আসিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ও ভূপেশের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন।

একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "তোমার ভাত এইখানে নিয়ে আসব দিদিমণি?"

অলকা বলিল, "তুমি আমায় দিদিমণি বলছ কেন? আগে ত খুকু বলতে?"

বুড়ী হারাণী বলিল, "এ্যাই দেখ, কেমন মনে আছে! ডাগর হয়েছ কিনা তাই দিদিমণি বলছিলাম। ভাত খাবে এখন?"

অলকা বলিল, "না, গুণীদা যখন খাবেন, সেই সঙ্গে খাব।"

"তাই বলি গিয়ে হরিদাসকে," বলিয়া হারাণী নীচে চলিয়া গেল।

ঘরখানায় এই ছোট তক্তপোষ ও একটা আলনা ছাড়া আর কিছু নাই। অলকার বাক্সটা এককোণে বিরাজ করিতেছে। দেওয়ালে একটা তাক, তাহাতে সে নিজের বই খাতা বাহির করিয়া গুছাইয়া রাখিয়াছে, আল্‌নায় দুই-চারটা শাড়ী সেমিজ। বিছানাটা খুলিয়া তক্তপোষের উপর বিছানো হইয়াছে।

অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অলকার আর ভাল লাগিল না। সে বাহির হইয়া অন্ধকার ছাদে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নীচ হইতে তখনও কথাবার্ত্তার শব্দ আসিতেছে। ডাক্তারবাবুর মোটা গলা, বাবার ভাঙা গলা, সবই কিছু কিছু শোনা যায়। যে কণ্ঠস্বরটা সব চেয়ে বেশী কানে আসিতেছে, তাহা গুণীর। গুণীদার গলাটাও ঠিক তাঁহারই মত একদিন খুব চেনা ছিল, এখন যেন নূতন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অপরিচিত নয়।

বাহিরে চারিদিক্ অন্ধকার। ছোট শহর, রাস্তায় ঘাটে আলো দিবার ব্যবস্থা বিশেষ ভাল কিছু নাই, যে দুই-একটা বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক আলো আছে, তাহা এই আঁধার সাগরে জ্যোতির্ম্ময় দ্বীপের মত জ্বলিতেছে। অলকার হঠাৎ মনে হইল তাহার জীবন ব্যাপ্ত করিয়া এই রকম আঁধার যেন বিরাজ করিতেছে। পিছন দিকে চাহিয়া সে কোনো আলোর স্মৃতি মনে আনিতে পারিল না, বর্ত্তমানটাকে চিনিতে পারিতেছে না ঠিক, কিন্তু ইহাও মৃত্যু-বিভীষিকায় সমাচ্ছন্ন। ভবিষ্যতে কি আছে ভগবান্‌ই জানেন।

নীচ হইতে গুণী ডাকিয়া বলিল, "অলকা, নীচে নেমে এস।"

অলকা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। গুণী বলিল, "খাওয়া দাওয়া সেরে নাও, তারপর শীগ্‌গির করে শুয়ে পড় গিয়ে। কাল অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে, অনেক পরামর্শও করতে হবে।"

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি খাবেন না এখন ?"

গুণী বলিল, "হ্যাঁ, খেয়েই নিই চল। হরিদাসকে সকাল সকাল ছুটি দিয়ে দেওয়া ভাল, একেই সে আমাদের আবির্ভাবে বিশেষ মর্ম্মাহত হয়ে গিয়েছে।"

অলকা বলিল, "হারাণী ত এসে অবধি কাজ করছে, চাকরটাকে কিই বা এমন করতে হয় ?"

গুণী বলিল, "একেবারে কিছুই করত না যে, সেইজন্যে একটু কিছু করতে হলেই ওর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।"

রান্নঘরেই পিঁড়ি পাতিয়া দুইজনের খাবার জয়গা করা হইয়াছে। গুণীর পরিধানে সাহেবী পোষাক, পিঁড়ায় বসা তাহার পক্ষে কষ্টকর, তবু সে এইখানেই খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছে। কারণ, এই রান্নাঘরটাই রোগীর ঘর হইতে সব চেয়ে দূরে। অন্য সব ঘরে ভূপেশ অসুখ হইবার পরও অনেকবার ঢুকিয়াছেন ও বসিয়াছেন। খালি এই ঘরখানার ছায়া তিনি কোনোদিনও মাড়ান নাই।

অলকা বলিল, "এতদিন পরে মাছ খেতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে।"

গুণী বলিল, "দুদিনে অভ্যাস হয়ে যাবে। মোক্ষদা আশ্রমে কি তোমরা আলুভাতে ভাত ছাড়া আর কিছু সত্যি খেতে পেতে না ?"

অলকা বলিল, "ডাল, নিরামিষ তরকারি, সব খেতাম। দিনে একবার দুধও খেতাম।"

গুণী বলিল, "চেহারা দেখে ত কিছু বুঝবার জো নেই। বড় বেশী রোগা তুমি। দুধ, মাছ, ফল সবই এখন তোমার খুব বেশী ক'রে খাওয়া দরকার। কি হে হরিদাস, এখানে দুধ পাওয়া যায় কেমন ?"

হরিদাস বলিল, "এজ্ঞে বাবু, পয়সা দিলে না মিলবে কেন ?"

গুণী বলিল, "পয়সাটা কি রেটে দেওয়া দরকার তাই ত জানতে চাইছি।"

হরিদাস কিছু বলিবার আগেই হারাণী বলিল, "ও ছোঁড়া কিজানে বাবু য ওকে জিগেগেস করছ? আমি গয়লার মেয়ে,আমি বরং বলতে পারি। একেবারে খাঁটি দুধ যদি চাও, তা টাকায় পাঁচ পো পাবে, আর বাজারের দুধ যদি চাও, তাহলে দুসের ক'রে দেবে কিন্তু তার একসেরেই জল।"

হরিদাস বলিল, "তোমার যেমন কথা মাসী। কেন, আমি বাবুর জন্যে রোজ যে তিন পো দুধ আনি, তা কি মন্দ?"

দুধের গুণাগুণ লইয়া আলোচনা বসাইবার ইচ্ছা তখন গুণীর ছিল না। সে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা হারাণী, তুমি সকালে ঐ রকম খাঁটি দুধ অলকার জন্যে রোজ আধসের ক'রে আনবে। পাঁচটা টাকা বরং আগাম নিয়ে রাখ।"

প্রস্তাবটা হরিদাসের মোটেই মনের মত হইল না। মুখটা ব্যাজার করিয়া সে রান্নাঘরের অন্যদিকে চলিয়া গেল। হারাণী হাত পাতিয়া নোটখানা লইয়া আঁচলে বাঁধিল, বলিল, "তাই আনব বাবু, দইও খুব ভাল পাওয়া যায়, তাও এক-একবার আনব।"

গুণী বলিল, "তাই এন। বাসন-কোসন যেভাবে পরিষ্কার করতে বলেছি, তাই যেন করা হয়। বাবুর খাবার বাসন এ ঘরে কখনও যেন না আসে। সে সব হরিদাস ওদিক্‌কার বারান্দায় ধোবে। আর তুমি রাত্রে উপরের ঘরে দিদিমণির কাছে শুয়ে থাকবে।"

গুণী ও অলকা উপরের ঘরে চলিয়া আসিল। ভূপেশ তখন ঘুমাইয়াছেন বোধহয়। সেদিকে তখন আর কেহ গেল না। ঝি ও চাকর নিজেদের খাবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

গুণী উপরে আসিয়া বলিল, "উপরের এই ঘরখানা মন্দ নয়, তবে বড় ছোট।"

অলকা বলিল, "আগে এটায় ত কেউ থাকত না, খালি ভাঙাচোরা জিনিষে ভর্তি ছিল, আমার বেশ মনে আছে।"

গুণী বলিল, "অতদিনের কথা তোমার মনে আছে ?"

অলকা বলিল, "ওমা, তা থাকবে না ? তখন আমি সাত বছরের, এমন ত কচি খুকী কিছু নয় ? আপনার তখনকার চেহারা আমার বেশ মনে আছে, হারাণীকে মনে আছে, ক্ষেন্তর মা ব'লে আর একজন ঝি ছিল, তাকেও মনে আছে।"

গুণী বলিল, "তোমার স্মৃতিশক্তিটা আমার চেয়ে ভাল দেখছি। আমাদের যে কে ঝি ছিল, তা আমার বিন্দুমাত্রও মনে নেই। তোমার চেহারাটা মনে আছে অবশ্য। যাক্, এখন শুয়ে পড় গে, কা'ল সকালে তোমাকে নিয়ে আমি একবার বাজারে যাব। তৈরী জামাটামা দুচারটে, এবং ভাল শাড়ী কয়েকটা তোমার না কিনলেই নয়। কি যে দরকার সে জ্ঞান আমার মোটেই নেই, আশা করি তোমার কিছু কিছু আছে।"

অলকা বলিল, "আছে সামান্য কিছু। বাইরের মেয়ে দু-চারটে দেখেওছি ত ? আচ্ছা গুণীদা, আমার মায়ের কোনো জিনিষ নেই ? কাপড়, জামা, কি গহনা ? থাকলে ত আমি পরতে পারতাম ?"

গুণী মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তিনি এখানে মারা যাননি কিনা ?"

অলকা বলিল, "ও, বাপের বাড়ী মারা গিয়েছিলেন বুঝি ? তাদের কাছেই সব আছে তাহলে।"

গুণী বলিল, "আচ্ছা, এরপর শুয়ে পড়। আমিও যাই, শুই গিয়ে, কাল ভোরে উঠতে হবে।"

গুণী নামিয়া নীচে চলিয়া গেল। অলকা আবার মিনিট কয়েক অন্ধকার ছাদে ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহার পর গিয়া শুইয়া পড়িল। ভাল ঘুম হইল না। নূতন জায়গায় এমনিতেই ঘুম কম হয়, তাহার উপর হারাণী তাহার তক্তপোষের পাশে মাদুর বিছাইয়া শুইয়া এমন প্রবল

নাসিকাগর্জ্জন সহকারে ঘুমাইতে লাগিল যে অলকার ঘুম একেবারে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

মোক্ষদা আশ্রমের নিয়ম অনুযায়ী সে ভোর হইতে না হইতেই উঠিয়া পড়িল। হারাণীকে খাটিয়া খাইতে হয়, সুতরাং তাহারও বেলা অবধি ঘুমাইলে চলে না। দুইজনে উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিল। হারাণী বলিল, "দেখি গিয়ে ও ছোঁড়া কি করছে। কি চাকরই রেখেছেন বাবু, সাত বচ্ছর কাজ করছে, ডালটা সুদ্ধু রাঁধতে জানে না গা। আমি বলেছি, যে ক'দিন আমি আছি, রান্নাটা আমিই করব বাপু, ও গোবরের মত তরকারি আমি খেতে পারি না। অন্য সব কাজ ও করবে এখন।"

হরিদাস রান্নাঘরেই বিছানা পাতিয়া, নাকে মুখে কম্বল চাপা দিয়া ঘুমাইতেছিল, অনেক দরজা-ঠেলাঠেলির পর তবে সে উঠিল। হারাণী ও হরিদাস মিলিয়া রান্নাঘর সাফ করা, উনানে আগুন দেওয়া প্রভৃতি করিতে লাগিল। অলকা সামনের বারান্দায় একটা মোড়া পাতিয়া বসিয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল।

এমন সময় গুণী আসিয়া বলিল, "এর মধ্যেই উঠে পড়েছ অলকা?"

অলকা বলিল, "রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি, তা ছাড়া আশ্রমে আমাদের ভোরবেলা উঠতে হত, খুব ভোরে।"

গুণী বলিল, "নূতন জায়গায় ঘুম প্রথম ক'দিন হয় না। আমিও কাল ঘুমইনি।" ভূপেশ তাহার পাশের ঘরে সারারাত এমন কাশিয়াছেন, যে তাহার ঘুম হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। সে কথা অবশ্য সে অলকাকে বলিল না।

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, আজ "কখন আমরা বেরোব গুণীদা?"

গুণী বলিল, "দেখি, চা টা খাওয়া শেষ হোক আগে। কাকাবাবুর যদি তখন আর আমাকে কিছু প্রয়োজন না থাকে, তখনই বেরোতে পারি।"

অলকা বলিল, "বাবা ত কাল আমার সঙ্গে কথাই বললেন না।"

গুণী বলিল, "তুমি ক্লান্ত ছিলে, তার উপর ওঁকে দে'খে ভয় পেয়েছ, সেটা উনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই কিছু বলবার চেষ্টা করেন নি। আজ নিশ্চয়ই কথা বলবেন।"

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "যে ডাক্তার বাবাকে দেখছেন, তিনি কাল কি বললেন?"

গুণী বলিল, "কি আর বলবেন? বলছিলেন, শীতকালটা কেটে গেলে হয়ত অবস্থার একটু উন্নতি হতে পারে।"

ভুপেশের ঘর হইতে কাশির শব্দ শোনা গেল, মনে হইল ক্ষীণকণ্ঠে হরিদাসকে ডাকিতেছেন। গুণী তাঁহার ঘরের দিকে যাইতে যাইতে হরিদাসকে ডাকিয়া বলিল, "একঘটি গরম জল, আর খালি হাঁড়ি একটা নিয়ে এস। এতদিনেও তোমরা একটা গামলা-টামলা জোগাড় করতে পারনি? রুগীর ঘরময় জল থৈ থৈ করছে।"

হরিদাস গুণীর আদেশমত জল হাঁড়ি প্রভৃতি লইয়া চলিল। হারাণী বলিল, "চায়ের জলটা চড়িয়ে দিই দিদিমণি? খাবে কি চায়ের সঙ্গে? খাবার ত কোথাও কিছু দেখছি না?"

অলকা বলিল, "উপরের ঘরে কলা আছে, আর বিস্কুট আছে, সেইগুলো নিয়ে এস। বেচারী গুণীদার নিশ্চয় ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে, বাড়ীতে তাঁরা কত ভালভাবে থাকেন।"

গুণী এই সময় বাহির হইয়া আসিয়া অলকার কথা শুনিতে পাইল। হাসিয়া বলিল, "গুণীদার 'ভয়ানক' ছেড়ে এক ফোঁটাও কষ্ট হচ্ছে না। এত বড় কাঠখোট্টা একটা গুণ্ডা আমি, আমার যদি পান থেকে চুন খসলেই কষ্ট হয়, তাহলে ত আমার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত। আচ্ছা, কাকাবাবু ত উঠেছেন, মুখ হাতও ধুয়েছেন, তাঁর দুধটা আগে জ্বাল দিয়ে দাও, তারপর আমাদের চায়ের ব্যবস্থা হবে। দুধ এসেছে ত?"

"ঐ যে এল," বলিয়া একটা পাত্র হাতে করিয়া হারাণী তাড়াতাড়ি

বাহির হইয়া গেল। দুধ আনিয়া উনানে বসাইয়া দিল। গুণী অলকাকে বলিল, "খানকয়েক বিস্কুট কাকাবাবুর জন্যে দাও ত অলকা, না খেয়ে খেয়ে এমন অবস্থা করেছেন নিজের যে এখন পাশ ফিরে শুতে গেলেই তাঁর দম আট্‌কে আসে। হরিদাস নিজের সেবার কোনো ত্রুটি করেননি, খালি মনিবকে খেতে দেবার কথা তাঁর মনে ছিল না।"

অলকা বিস্কুট আনিয়া বলিল, "আমি বাবার ঘরে একবার এখন যাব গুণীদা?"

গুণী বলিল, "দেখছি ঘরটা পরিষ্কার হয়েছে কিনা, তারপর যেতে পার। যা নোংরা করে বাড়ীটাকে রেখেছে, সে আর বলবার নয়।"

হরিদাস এই সময় একটা ঝাঁটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

গুণী বলিল, "থাক্, ওসব ঝাঁটা বাল্‌তি এদিকে আনতে হবে না। বাইরের বারান্দায় রাখ। ঘর মোছা হয়েছে?"

হরিদাস বলিল, "হয়েছে বাবু। বাবুর দুধ এবারে নিয়ে যাই?"

গুণী বলিল, "তাঁর বাটিটা নিয়ে এসে এখানে দাঁড়াও, ঝি দুধ ঢেলে দিচ্ছে।"

পাচকের পদ হইতে খারিজ করিয়া তাহাকে এইরূপ নার্সের কাজে ঠেলিয়া দেওয়াতে হরিদাস মোটেই খুশী হইল না। তবু গুণীর ভয়ে কোনোরকম আপত্তি না করিয়া তাহার নির্দেশমত পথ্যাদি সব লইয়া চলিল। গুণীর সঙ্গে সঙ্গে অলকা গিয়া রোগীর ঘরে ঢুকিল। কাল আসিয়া ঘরের যা অবস্থা দেখিয়াছিল, আজ তাহার চেয়ে কিছু সংস্কৃত হইয়াছে দেখা গেল। মেঝেটা সদ্য ধোওয়া মোছা, জানলা দুইটা খোলা, এবং রোগীর বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি বদ্‌লাইয়া দেওয়াতে সব জড়াইয়া ঘরখানার শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে।

অলকাকে দেখিয়া ভূপেশ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "সকালেই উঠে এসেছ মা? একটু রোদটোদ উঠবার পর এলে হত।"

গুণী বলিল, "এখন এলে কিছু দোষ নেই, কাকাবাবু। ও বস্‌ছে ঐই চেয়ারটায়। আপনি দুধ আর বিস্কুট ক'খানা খেয়ে নিন্, তারপর ওর সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা বলুন। এখন পর্য্যন্ত ত ওর সঙ্গে কথাই প্রায় বলেন নি।"

ভূপেশ বলিলেন, "তুমি বল্‌ছ যখন, বসুক তা হলে। বিস্কুট কি আমি খেতে পারব বাবা, দুধটাই শুধু দাও না-হয়।"

গুণী বলিল, "বেশ পারবেন। পারব না, পারব না ক'রে সব কিছু খাওয়া ছেড়ে দিলে চল্‌বে কেন? আরো কি কি খেতে দেওয়া চলে আমি ভেবে দেখছি।"

গুণীর ধরণ-ধারণে কি একটা ছিল, বড় ছোট কেহই চট্ করিয়া তাহার কথা অবহেলা করিত না। অথচ সে রাগী মানুষ নয়, রাশভারীও নয়। ভূপেশও সুবোধ বালকের মত দুধে বিস্কুট ভিজাইয়া খাইতে লাগিলেন। খাওয়া শেষ হইলে গুণীর নির্দ্দেশমত হরিদাস বাটি গেলাস প্রভৃতি বাহিরের বারান্দায় লইয়া গিয়া আলাদা করিয়া ধুইয়া আবার ঘরে আনিয়া রাখিল।

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আজ সকালে কেমন আছ?"

ভূপেশ বলিলেন, "তোমাদের মুখ দেখেই আমি অনেকটা যেন সামলে উঠেছি। শরীরের রোগ কমেনি, কমতে পারে না, কিন্তু মনে অনেক বল পেয়েছি।"

গুণী বলিল, "মন ভাল থাকলে শরীরও সঙ্গে সঙ্গে ভাল থাকে, এই ত ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে।"

ভূপেশ অলকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন ছিলে মা ওখানে? পড়াশুনো কেমন হচ্ছিল? আমি ত বছর খানিক তোমাকে দেখতে যেতে পারিনি।"

অলকা বলিল, "ছিলাম ঐ এক রকম। তবে পড়াশুনো মন্দ হচ্ছিল-

না। একজন নূতন মাষ্টার এসেছেন, তিনি ইংরিজি, ইতিহাস এসব বেশ ভাল পড়াচ্ছিলেন।"

গুণী বলিল, "মেয়েদের থাকার এবং খাওয়ার ব্যবস্থাটা কিন্তু আমার বিশেষ ভাল মনে হল না। বাড়বার মুখে আরো পুষ্টিকর খাওয়া, আরো exercise দরকার। মনের দিকটাও ছেলেমেয়েদের যাতে বেশ স্ফূর্তি পায় সেটাও দেখা উচিত।"

ভূপেশ বলিলেন, "জানি বাবা। কিন্তু সব দিক্ রক্ষা হয়, এমন ব্যবস্থা তাড়াতাড়িতে কিছু ক'রে উঠতে পারিনি। মেয়ের সংশিক্ষা হয়, ভাল আদর্শ তার চোখের সামনে সারাক্ষণ থাকে, এইটার উপরেই তখন বেশী ঝোঁক দিয়েছিলাম।"

গুণী বলিল, "আমি অলকাকে নিয়ে একবার বাজারে যাচ্ছি। ঘণ্টাদুই পরে ফিরব। ফিরে এসে গরম জল দিয়ে আপনার গাটা একবার মুছে দেব। কিছু নূতন খাবার, অন্য দু'চারটে জিনিষও আপনার জন্যে আনব, যদি পাওয়া যায়। বড়ই অযত্ন করেছেন আপনি নিজের।"

ভূপেশ বলিলেন, "উপায় ছিল না বাবা, তা ছাড়া এ রোগ যে ধরেছে তা ডাক্তার বলবার আগে আমি বুঝিনি। আচ্ছা, তোমরা যাও, ঘুরে এস। আমার জন্যে বেশী পয়সা খরচ ক'রো না, দরকার নেই কিছু।"

গুণী হাসিয়া বলিল, "আমি নিজে ডাক্তার যে, তা ভুলে যাচ্ছেন কেন? দরকার কি আছে না আছে, খানিকটা আমি বুঝব ত? আচ্ছা, চল অলকা।"

অলকা বাহির হইয়া আসিতেই গুণী বলিল, "তোমার wardrobeএ জুতো কি চটি জাতীয় কিছু নেই নিশ্চয়?"

অলকা বলিল, "না, ওখানে জুতো পায়ে দেওয়া বারণ ছিল যে? থাকলে ত আমি ষ্টেশনেই প'রে আসতাম।"

গুণী বলিল, "তা হলে একখানা গাড়ী ডাকতে পাঠানো যাক। তুমি চুলটা একটু আঁচড়ে এস। এখানে ত আয়না আছে, মুখ দেখতে পাবে, কাজেই সিঁথি কাটাটা সম্ভব হবে।"

অলকা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "সত্যি, কি ভূত সেজেই যে বেড়াচ্ছি। আয়নায় নিজের মুখ দেখলে নিজেরই কান্না পায়।" বলিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

কয়েক মিনিট পরে গাড়ী করিয়া দুজনে বাহির হইয়া পড়িল। গুণী বলিল, "প্রথমে কাপড়ের দোকানে যাওয়া যাক্, যদিও বিংশ শতাব্দীর তরুণী মহিলাদের উপযুক্ত কিছু এখানে পাওয়া যাবে কিনা জানি না।"

অলকা বলিল, "বাবার এত অসুখ না থাকলে এক দিনের জন্যে কলকাতায় গিয়ে সব কিনে আনা যেত। আচ্ছা গুণীদা, বাবা সারবেন ব'লে মনে হয়?"

গুণী বলিল, "ঠিক ক'রে বলা শক্ত, চেষ্টা ক'রে দেখা যাক, কতদূর কি করা যায়।"

গাড়ী একটা বড় কাপড়ের দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অলকার চোখ দুটি আনন্দে ও কৌতূহলে তারার মত ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল।

গুণী সস্নেহে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "সব কিছু এক সঙ্গে কিনে ফেল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে, না?"

অলকা একটু লজ্জিতভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। বাপের এরকম অবস্থা, তাহার এদিকে এতটা উৎসাহ বোধ করা অন্যায়ই বোধ হয়, তবু বালিকাসুলভ মনোবৃত্তি যাইবে কোথায়? তাহার উপর এতকাল তাহাকে জোর করিয়া সন্ন্যাসিনী সাজাইয়া রাখা হইয়াছে।

গুণী বলিল, "খান তিনচার শাড়ী, এবং তার সঙ্গে পরবার মত সেমিজ, ব্লাউস কয়েকটা ক'রে নাও। বেশী কিছু এখানে কিনে কাজ নেই।

যা দেখছি, পড়াশুনোর জন্যে তোমায় কলকাতায় যেতেই হবে। সেখানে আমার পিস্‌তুতো বোন শুক্লা আছে, সে ফ্যাসান্ বিষয়ে একেবারে মেডেল পাবার যোগ্য। সে সব দেখে শুনে, কিনে কেটে, তোমার ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ ক'রে দেবে।"

অলকা মেঝের উপর উবু হইয়া বসিয়া শাড়ী বাছিতে লাগিল। বাজার সে কোনোদিন করে নাই, কি রাখিয়া কি লইবে, কিছুতেই ঠিক করিতে পারে না। কত দামের জিনিষই বা তাহার লওয়া উচিত? জিজ্ঞাসা করিল, "গুণীদা, কত টাকার জিনিষ কিন্‌ব?"

গুণী হাসিয়া বলিল, "টাকার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, তুমি জিনিষ পছন্দ কর ত!"

তাহা করাও অলকার পক্ষে কঠিন। সে একখানা লাল শাড়ী ও একখানা কমলালেবু রংএর শাড়ীর ভিতর কোন্‌খানা লইবে কিছুতেই স্থির করিতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্‌টা ভাল গুণীদা?"

গুণী বলিল, "এসব বিচার করতে গুণীদাকে এখন পর্য্যন্ত হয়নি। ডাক্তারী বইয়েও এ বিষয়ে কোনো উপদেশ নেই। আমি বলি, দুটোই নিয়ে নাও, আর দু'খানা সাদা শাড়ীও নাও। একটু তাড়াতাড়ি কর, কারণ সারা সকাল একটা দোকানে কাটালেই ত চল্‌বে না?"

অলকা তাহাই করিল। তাহার পর আন্দাজে কয়েকটা ব্লাউস, পেটিকোট ও সেমিজ কিনিয়া বলিল, "এতেই হবে বোধ হয়। আশ্রমে যেগুলো পরতাম সেগুলোও রয়েছে ত? দরকার হলে মাঝে মাঝে পরতে পারব।"

গুণী বলিল, "না, দোহাই তোমার, ওগুলি আর প'রো না। আমাদের দেশে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক লেগেই আছে, কোনো একটা আর্ত্তত্রাণ ফাণ্ডে দান করে দিও ওগুলিকে। নিতান্ত যদি মায়া কাটাতে না পার, ত বাক্সবন্দী ক'রে রেখে দিও, বছর ষাট সত্তর বয়স হলে পরতে পারবে।"

বাজার করিয়া অলকা ও গুণী যখন ফিরিয়া আসিল তখন রৌদ্র বেশ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। গাড়ী হইতে নামিয়াই অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবাকে এগুলো একবার দেখিয়ে আনব?"

গুণী বলিল, "বেশ ত, দেখাও গিয়ে, তবে ওঁর বিছানায় কিছু রেখো না। হরিদাস, জিনিষগুলো গাড়ী থেকে নামিয়ে নাও।" বলিয়া সে পিছন ফিরিয়া গাড়ীওয়ালাকে ভাড়া চুকাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল।

অলকা জিনিষপত্রসহ ঘরে ঢুকিতেই ভূপেশ বলিলেন, "অনেক জিনিষ কিনে আনলে যে মা? গুণী বললেন বুঝি? আর ঐ কলাই করা বাসনকোসনগুলো আমার জন্যে নাকি? এসব পয়সা খরচ এখন আর না করলেও চল্‌ত।"

গুণী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ওসব দরকার যে কাকাবাবু। রোগীর নিজের জন্যে দরকার, এবং বাড়ীতে আর যারা থাকবে তাদের জন্যেও দরকার। কই অলকা, বাবাকে শাড়ী জামা দেখালে না?"

অলকা একটু নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িয়াছিল, বাবা বোধ হয় এত জিনিষ কেনা পছন্দ করেন নাই। এখন গুণীর কথায় কাগজের মোড়ক খুলিয়া একটা একটা করিয়া সব ভূপেশকে দেখাইতে লাগিল।

লাল শাড়ীখানা তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, এটা বেশ দেখতে না?"

ভূপেশ বলিলেন, "হ্যাঁ মা বেশ।" হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে অলকার মা এই রকম রঙীন শাড়ী কিনিবার জন্য প্রায়ই জেদ ধরিত।

জামা-কাপড় দেখাইতে বেশীক্ষণ সময় লাগিল না। অলকা বলিল, "একজোড়া জুতো আর একজোড়া চটিও কিনেছি।"

ভূপেশ বলিলেন, "ভালই করেছ মা, পথে ঘাটে হাঁটতে জুতো বিশেষ দরকার। যা নোংরা এখানকার রাস্তা।"

গুণী বলিল, "আচ্ছা অলকা, এবার নিজের জিনিষপত্র নিয়ে স'রে পড়। কাকাবাবুর গাটা একবার মুছিয়ে দিতে হবে। তারপর শ্রীমান্ হরিদাসকে দিয়ে দু'একটা নূতন খাবার তৈরি করাতে হবে এঁর জন্যে।"

ভূপেশ বলিলেন, "আমার জন্যে আর কেন কষ্ট করা বাবা? খেতে ত কিছুই পারি না।"

গুণী বলিল, "চারবেলা জল ঢালা দুধ ছাড়া দু-তিন মাস কিছুই খান নি বোধহয়। একটু নূতন জিনিষ চেখেই দেখুন না?"

অলকা নিজের কাপড়-চোপড়ের পুঁটলি হাতে করিয়া তখনও দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, "আশ্রমে আমাদের নিয়মমত রান্নার ক্লাস হত গুণীদা। আমি রাঁধতে শিখে গেছি, দেখিয়ে দিলে হরিদাসের চেয়ে ভাল ক'রে পারব।"

গুণী বলিল, "আচ্ছা, তুমিই ক'রো। আগে স্নানটান সেরে ফেল।" অলকা বাহির হইয়া গেল।

জিনিষপত্র তুলিয়া লইয়া সে একেবারে উপরের ঘরে চলিয়া গেল। শাড়ী, জামা, জুতা সব বিছানার উপর নামাইয়া রাখিয়া মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিল। পছন্দমত কাপড় কি জামা সে কোনোদিন পায় নাই। শৈশবে মা ছিল না, বাপ ও পিসীমা মিলিয়া তাহাকে যাহা খুসি তাহা দিয়াই মুড়িয়া রাখিতেন। ঠাণ্ডা না লাগে এবং শালীনতার হানি না হয়, এ ছাড়া আর কিছু দেখা তাঁহারা প্রয়োজন মনে করেন নাই। তারপর আসিল মোক্ষদা আশ্রমের পর্ব্ব। সেখানে সবই বাঁধাধরা পোষাক, তাহার একচুল এদিক্ ওদিক্ হইবার জো নাই। শীতকালে গরম পূরা হাতের সেমিজ এবং একটা আলোয়ান, গ্রীষ্মকালে সুতি সেমিজ ও সুতি চাদর। সিঁথি কাটিবার জো নাই, আয়নায় মুখ দেখিবার জো নাই, সুগন্ধি তেল, সাবান, এসেন্স্

কিছু ব্যবহার করিবার জো নাই। মানিনীর অপরাধের শাস্তি ভূপেশ অজ্ঞাতসারেই যেন তাহার কন্যাকেই চূড়ান্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

আজ তাই হঠাৎ এতগুলি জিনিষ পাইয়া অলকা যেন অত্যধিকরকম বিচলিত হইয়া উঠিল। আনন্দে কি করিবে ভাবিয়া পায় না।

একবার সবগুলি আল্‌নায় গুছাইয়া রাখিল, আবার বিছানায় নামাইয়া রাখিল। খানিক পরে বাক্সটা খুলিয়া বেশীর ভাগ কাপড়জামা তাহাতে পুরিয়া ফেলিল, দু একটা আল্‌নায় রাখিল। নিজের মনেই বলিল, "স্নান ক'রে পরতে হবে, নইলে গুণীদা ঠাট্টা করবেন।"

জানালার পাশে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ কি যেন ভাবিতে লাগিল। খোলা জানালার পথে নদীটা দেখা যায়। অনেকগুলা নৌকা পাল তুলিয়া চলিয়াছে, কোনোটায় যাত্রী, কোনোটায় মাল বোঝাই। নদীর জলে রোদ পড়িয়া হীরকের মত জ্বলিতেছে।

অলকার মনটা কাল হইতেই যেন কেমন একরকম হইয়া আছে। সাত-আট বৎসর তাহার দিনগুলা ঠিক একই বৈচিত্র্যহীন নীরসতার ভিতর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। একই মুখ দেখিয়াছে, একই কাজ করিয়াছে, একই পরিবেষ্টনের মধ্যে সময় কাটাইয়াছে। হঠাৎ যেন একটা দম্‌কা হাওয়া আসিয়া তাহার কারাগারের কপাট ভাঙিয়া, তাহাকে উড়াইয়া বাহিরে আনিয়া ফেলিল। দুঃখ আসিয়া তাহার নিস্তরঙ্গ জীবনে আঘাত করিয়া ঢেউ তুলিল। পরিচিত যে, বহুদিনের অদেখায় অপরিচিত হইয়া গিয়াছিল, সে আবার চেনা হইয়া ফিরিয়া আসিল। সেই গুণীদাই, কিন্তু ঠিক সে ত নয়? ইহাকে কিছু চেনা যায়, আবার অনেকটাই চেনা যায় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ভাল! এরকম মানুষ যে আছে, তাহাই ত অলকার জানা ছিল না? বয়োজ্যেষ্ঠদের স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিচারে সে এতদিন একটা বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছে। ইহারা খালি ছোটদের কষ্ট দেয়। আজ দেখিল যে না, এমন মানুষও আছে যে কষ্ট ত দেয়ই না,

অলকা যতটা দাবি করিতে পারে, তাহার চেয়েও বেশী করিয়া তাহার হাতে আনন্দের সম্ভার তুলিয়া দেয়।

কিন্তু আনন্দ উপভোগ করিতেও যে মন কুণ্ঠিত হয়। তাহার বাবার এমন অসুখ, হয়ত তিনি বাঁচিবেনই না, এখন কি অলকার আনন্দ করিবার সময়? তবু হর্ষ ও বিষাদের যুগ্মতন্ত্রী তাহার মনোবীণায় বারবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিতে লাগিল।

নীচ হইতে হারাণী ডাক দিল, "ও খুকী-দিদিমণি, তোমার চান করবার গরম জল দিয়েছি যে?"

অলকা তাড়াতাড়ি কাপড় জামা তোয়ালে লইয়া অগ্রসর হইল। হঠাৎ মনে পড়িল, গুণীদা তাহার জন্য চুলের তেল ও গায়ে মাখিবার সাবানও কিনিয়া দিয়াছেন। শাড়ী ও জামা লইয়া সে এতক্ষণ এমন ব্যস্ত ছিল, যে অন্য বাণ্ডিলটা খোলেই নাই। এখন মোড়কগুলি খুলিয়া একে একে সাবান, তেল, এসেন্স্, চুল বাঁধিবার রঙীন ফিতা, সেলুলয়েডের কাঁটা, প্রভৃতি অনেক জিনিষ বাহির করিল। গুণীদার দয়াদাক্ষিণ্য এবং সর্ব্বজ্ঞতার বিষয় ভক্তি তাহার আরো বাড়িয়া গেল। জল পাছে ঠাণ্ডা হইয়া যায়, এইজন্য বেশীক্ষণ ধরিয়া সেগুলি উপভোগ করা গেল না। এক খাম্‌চা তেল মাথায় মাখিয়া, কাপড়-চোপড় ও সাবান লইয়া সে স্নান করিতে ছুটিল।

স্নানের ঘর লাইসলের গন্ধে ভরপুর। সকালে বাড়ী পরিষ্কার করা হইয়াছিল, তখন ঘরের ছাদ পর্য্যন্ত গুণী লাইসল দিয়া ধুইয়া দিয়াছে। অলকার নাক জ্বালা করিতে লাগিল, তবু অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাল করিয়া স্নান করিল। তারপর নূতন কাপড়-জামা পরিয়া উপরের ঘরে গিয়া চুল আঁচড়াইবার জন্য আয়নার সামনে দাঁড়াইল। নিজের চেহারা দেখিয়া নিজেই অবাক্ হইয়া গেল। এই কি সেই মোক্ষদা-আশ্রম-বাসিনী অলকা?

আবার হারাণীর ডাকে তাহার চমক ভাঙিল। সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ঝি ডাকিতেছে, "ও খুকু, নেমে এস, ডাক্তারবাবু ডাকছেন যে।"

অলকার নামিতে লজ্জা করিতে লাগিল, আবার আগ্রহেরও অবধি রহিল না। দুই-এক মিনিট ইতস্ততঃ করিয়া সে নামিয়াই আসিল। গুণী ভূপেশের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, অলকাকে দেখিয়া সে খানিকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "এইবার সেই পুরাকালের অলকাকে চেনা যাচ্ছে। দরজীর হাতেই মানুষের সৌন্দর্য্য জন্ম নেয় ব'লে ইংরিজিতে যে প্রবাদ আছে তা দেখছি খানিকটা সত্যি। তোমার আশ্রমের মাসীমারা এখন যদি তোমায় দেখেন, চিনতে পারবেন না।"

অলকা লজ্জিতভাবে বলিল, "বাবার ঘরে যাব একবার?"

গুণী বলিল, "এস, তাঁকে পরিষ্কার করতে দেরি হয়ে গেল, কাজেই নূতন রান্নাবান্না তোমাকে দিয়ে করানো এ বেলা আর হবে না। হয় ও বেলা, না হয় কাল সুরু করা যাবে। এ বেলা দুধ, বিস্কুট আর কমলালেবুর রসই খান।"

অলকা ভূপেশের খাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভূপেশ তাহার দিকে চাহিয়া একেবারে চমকাইয়া উঠিলেন। অলকা অত্যন্ত অবাক্ হইয়া গেল। গুণী কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে কাকাবাবু? শরীরটা খারাপ মনে হচ্ছে নাকি?"

ভূপেশ বলিলেন, "না, না, সেরকম কিছু নয়। খুকীকে হঠাৎ চিনতে পারিনি, অন্য কার মত লাগল যেন।"

গুণী বা অলকা কাহাকেও তিনি বলিতে পারিলেন না যে হঠাৎ তিনি মনে করিয়াছিলেন, সেই হারানো মানিনীই আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। বিবাহের পর যখন প্রথম ঘর করিতে আসে, তখন প্রায় এই রকমই ত তাহার চেহারা ছিল? অলকা ফরশা বেশী, এবং রোগা বেশী, মুখের ভাবও তাহার মানিনীর মত অত উগ্র নয়, কিন্তু মা ও মেয়ের সাদৃশ্য অসাধারণ। মনে মনে শিহরিয়া ভূপেশ ভাবিলেন, "স্বভাবটা যেন তার মত না হয়, এইটুকু তুমি দয়া ক'রে দেখো ভগবান্।"

গুণী হাসিয়া বলিল, "সত্যি অলকা, তুমি একেবারেই বদলে গেছ।"

ভূপেশ বলিলেন, "চট্ ক'রে সব একেবারে না বদলে ফেলে, একটু একটু ক'রে করলে হ'ত। ওখানকার কাপড়চোপড়গুলো কি সব ফেলে দিলে? বাবা গুণী, আমি কিন্তু বিলাসিতার পক্ষপাতী নয়। কলকাতার মেয়েরা সাজগোজে খুব সিদ্ধহস্ত তা আমি জানি, আর তোমরাও তাই দেখতে অভ্যস্ত। আমি কিন্তু মনে করি, দেহের সৌন্দর্য্য বাড়াবার দিকে সব ঝোঁকটা না দিয়ে, অন্তরের সৌন্দর্য্য যাতে বাড়ে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়াই উচিত।"

অলকার মুখ ম্লান হইয়া আসিতেছে দেখিয়া গুণী তাড়াতাড়ি বলিল, "এটাকে কি আর বিলাসিতা বলে কাকাবাবু? আপনি মনুষ্য-সমাজে মেশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন কিনা, তাই সাধারণ ছেলেমেয়েরা আজকাল কি করে, কি পরে, কি ভাবে চলে ফেরে তা আপনার চোখে পড়েনি। অলকা ত সন্ন্যাসিনী হবে না, সাধারণ মেয়েরই মত, তাদেরই মধ্যে থেকে ওকে মানুষ হতে হবে, পড়াশুনো করতে হবে। সেখানে যদি ও অসাধারণ রকম কিছু হবার চেষ্টা করে, তাতে ওকে কোণঠাশা হয়ে, একঘরে হয়ে থাকতে হবে। সেটার ফল ওর স্বভাবের উপর, স্বাস্থ্যের উপর একেবারেই ভাল হবে না, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

"তোমার হাতেই সব ছেড়ে দিলাম, তুমি যা ভাল বোঝ কর বাবা," বলিয়া ভূপেশ খানিকটা যেন হতাশভাবেই শুইয়া পড়িলেন।

গুণী বলিল, "অলকা, তুমি না-হয় কাকাবাবুর ফলের রসটা ক'রে ফেল। হারাণী হয়ত ভাল ক'রে পারবে না, আর হরিদাস ঘরটর পরিষ্কার করে ব'লে ওকে আমি খাবার ছুঁতে বারণ করেছি। পারবে ত?"

অলকা বলিল, "পারব।" ঘর হইতে বাহির হইতে পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল, আর একটু হইলেই বাবার সামনেই সে কাঁদিয়া ফেলিত আর কি?

রান্নাঘরে গিয়া সে লেবুর রস করিতে বসিল। হারাণী তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "এইবার বেশ দেখতে লাগছে। রাঙা শাড়ী আনলে ত পরলে না কেন? তোমার বয়সী মেয়েরা রংকরা কাপড়ই ত পরে?"

অলকা বলিল, "ওগুলো বাইরে পরব। বাবা বোধহয় বেশী রং চং ভালবাসেন না।"

হারাণী বলিল, "বাবুর ঐ এক রোগ। তোমার মায়ের সঙ্গেও ঐ নিয়ে ঝুটোপুটি লেগে যেত।" আবার কি একটা বলিতে গিয়া সামলাইয়া লইয়া চুপ করিয়া গেল।

ভূপেশকে খাওয়ানো হইলে গুণী স্নান করিতে চলিল। ভূপেশ একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুপুরে কি তোমার ঘুমোনো অভ্যাস আছে বাবা?"

গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বলুন ত? ঘুমোই না সাধারণতঃ, বাড়ী ফিরতেই ত দুপুর প্রায় উৎরে যায়।"

ভূপেশ বলিলেন, "এই, কতগুলো কথা তোমাকে বলবার ছিল। কতদিন কথা বলবার ক্ষমতা থাকবে জানি না, সময় থাকতে ব'লে রাখা ভাল। তুমি নেয়ে খেয়ে এস, তারপর হবে। খুকীকে উপরে থাকতে ব'লো, সে যেন ঝপ্ ক'রে এসে না পড়ে।"

"তাই বল্‌ব এখন," বলিয়া গুণী বাহির হইয়া গেল।

খাইতে বসিয়া অলকা বলিল, "বাবার কা[illegible] যাবার সময় যদি আমি আশ্রমের কাপড়গুলো প'রে যাই, তাহলে কেমন হয় গুণীদা?"

গুণী বলিল, "কি দরকার? তুমি ওসব আর পরবে না, শুধু শুধু ওঁর একটা ভুল ধারণা জন্মানো কেন? ওঁর দুদিনে সয়ে যাবে, দেখো এখন। কাকাবাবু সেকেলে মানুষ, তাতে আবার অত্যন্ত রুগ্ন, উনি যদি অবুঝের মত কিছু বলেনও, তাতে তুমি মনে কষ্ট পেয়ো না।"

কয়েক গ্রাস খাইয়া অলকা বলিল, "আচ্ছা, আমার মা কি খুব ফ্যাশনেব্‌ল্ ছিলেন নাকি?"

গুণী বলিল, "না, এমন আর কি? ওটুকু ফ্যাশান্ সব মেয়েই করে। কে তোমাকে বল্‌লে?"

অলকা বলিল, "হারাণী বল্‌ছিল। তিনি নাকি খুব সাজগোজ করতে চাইতেন, আর তাই নিয়ে বাবার সঙ্গে খুব ঝগড়া হত।"

হারাণীকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে, মনে মনে স্থির করিয়া গুণী অলকাকে বলিল, "বইটই ত সব সঙ্গেই এনেছ,উপরে ব'সে একটু পড়াশুনো কর গে। তা ভাল না লাগে ত একটা ঘুম দাওগে, রাত্তিরে ঘুম হয়নি বলছিলে। আমি কাকাবাবুর সঙ্গে দরকারী কথা কয়েকটা সেরে নিই।"

অলকা বলিল, "আচ্ছা, পড়াই একটু করি গিয়ে," বলিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

হারাণীকে ডাকিয়া গুণী বলিল, "দেখ, খুকীর কাছে ওর মায়ের কথা কিছু ব'লো না। ও ছেলেমানুষ, হঠাৎ ওর মনে খুব ঘা লাগতে পারে।"

হারাণী বলিল, "না বাবু, আমি অমনি বোকা মানুষ নাকি? কোথায় কি বল্‌তে হয়, তা কি আর আমি জানি না?"

গুণী ভূপেশের ঘরে গিয়া চেয়ার টানিয়া তাঁহার বিছানার পাশে বসিয়া পড়িল। বলিল, "আপনিও একটু বিশ্রাম ক'রে নিলে পারতেন। কথা না-হয় পরে হত।"

ভূপেশ বলিলেন, "চির বিশ্রামের দিন ত এগিয়ে আসছে, এখানকার কাজ যা আছে তা ত গুছিয়ে রেখে যেতে হবে? তুমি মন দিয়ে আমার কথাগুলো শোন বাবা। দুনিয়ায় আমার নিজের বলতে ঐ মেয়েই একটি। কিন্তু তাকেও ত আমি মানুষ ক'রে যেতে পারলাম না, বিয়েও দিয়ে যেতে পারলাম না। ওর ভাবনায় আমার আরো আহার নিদ্রা ঘুচে গিয়েছে। থাকবার মধ্যে আমার এই বাড়ীখানা, আর তোমার হাতে

সেদিন যে টাকাটা দিলাম তাই। এখন এ দিয়ে ওর কতদিন চল্‌তে পারে তুমিই বল।"

গুণী বলিল, "ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিতে যতদিন লাগবে, তার পক্ষে ঐ টাকা যথেষ্ট হবে মনে হয়। বাড়ীটা বিক্রী করবার কথা মনে ক'রে আমি বল্‌ছি। দাম এটার ছ' সাত হাজার হবে বোধ হয়।"

ভূপেশ বলিলেন, "তা হবে হয়ত। কিন্তু আমি সাবেক কালের মানুষ গুণী, মেয়ে লেখাপড়া শিখে, অবিবাহিত থেকে, হট্‌হট্‌ ক'রে চাকরি ক'রে বেড়াচ্ছে, এ ভাবতে আমার ভাল লাগে না। গার্হস্থ্য জীবনই মেয়েদের পক্ষে শ্রেয়, তাতেই ওদের পূর্ণ বিকাশ হয়। খানিকদূর পড়াশুনো করিয়ে, যদি ভাল পাত্র দেখে ওর বিয়ে দিয়ে দাও, তাহলেই ভাল হয়। ভাল পাত্র বল্‌তে আমি কি বুঝি তাও বলি। বেশ ধর্ম্মভীরু সচ্চরিত্র ছেলে হবে। উচ্চ আদর্শ থাকবে তার। মেয়েকে কষ্ট অবশ্য দেবে না, কিন্তু অযথা প্রশ্রয় দিয়ে নষ্ট করবে না।"

গুণী মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, "ঠিক আপনার নিজের মত আর কি? বেচারী অলকা।" মুখে বলিল, "চেষ্টা নিশ্চয়ই করব।"

ভূপেশ আবার বলিতে লাগিলেন, "তুমিই ওর অভিভাবক হলে, সর্ব্বদা ও তোমার তত্ত্বাবধানে থাকবে। তোমাদের বাড়ীতে রাখা ভাল কি বোর্ডিংএ রাখা ভাল, সে তুমি স্থির ক'রো। মেয়েকে শাসন করবারও তোমার পূর্ণ অধিকার রইল। তুমি জান ত বাবা, আমার জীবনে কি দুর্ঘটনা ঘ'টে গিয়েছে? মেয়েদের মধ্যে মধ্যে শাসনও করতে হয় বই কি? দরকার বুঝলে কোনো সঙ্কোচ ক'রো না।"

গুণী হাসিয়া বলিল, "শাসনের কোনো দরকার হবে না কাকাবাবু। অলকা খুব ভাল মেয়ে, সে সহজেই কথা শুনে চল্‌বে। আর নিজের ভালমন্দ বুঝবার জ্ঞান যখন হবে, তখন কারো কথা শুনবার দরকারই হবে না।"

ভূপেশ ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "উপদেশের দরকার মানুষের সব সময়ই থাকে। তা একটা উইল্ করা দরকার বোধ হয়? নইলে কখনোও যদি গোলমাল হয়? ওর মা এখনও জীবিত আছে, জান বোধ হয়?"

গুণী বলিল, "না, এখান থেকে চ'লে যাবার পর তাঁর বিষয় আর কিছু শুনিনি আমি। আপনি তাঁর খোঁজ পান নাকি মাঝে মাঝে?"

ভূপেশ বলিলেন, "লোকমুখে গুজব দু'চারবার শুনেছি, সে না শুনলেই ছিল ভাল। পাপের স্রোতে ভেসে গিয়েছে সে। আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন সে মেয়ের বিষয় কোনো আগ্রহ দেখাবে না, এ আমি জান্‌তামই। কিন্তু আমার অবর্ত্তমানে পাছে তার উপর দখল জানাতে আসে, এই আমার ভয়। তাই উইল্ ক'রে তোমাকে তার অভিভাবক ক'রে রেখে যাচ্ছি।"

গুণী বলিল, "বেশ, তা করতে পারেন। করাই ভাল বোধ হয়। কালই আমি তার ব্যবস্থা করছি।"

ভূপেশ বলিলেন, "এই আমার বলবার ছিল বাবা। অলকা যাতে সুস্থ থাকে, সৎশিক্ষা পায়, এ তুমি দেখবে, তা ত জানিই। কিন্তু সবার উপরে দেখো বাবা, সে যেন সৎপথে থাকে। সে যে মানিনীর মেয়ে, সে ছাপ ভগবান্ তার মুখে মেরে দিয়েছেন। স্বভাবচরিত্রে মায়ের সঙ্গে সাদৃশ্য কতটা আছে না-আছে, তা এতদিন ধরা পড়েনি। তাকে সংসার থেকে জোর ক'রে আমি সরিয়ে রেখেছিলাম। এখন সে মানুষের সমাজে ফিরে যাবে, নানা লোকের সঙ্গে মিশবে, নানা দৃশ্য দেখবে, নানা প্রলোভনের সামনে পড়বে। তুমি তাকে সব বিপদ্ থেকে রক্ষা ক'রো। এই আশা নিয়ে আমি যাচ্ছি।"

গুণী বলিল, "মানুষের সাধ্য যতটা তা আমি করব। কিন্তু মেয়েদের সহজাত একটা প্রবৃত্তি আছে ব'লে আমার মনে হয়, বিপথে তারা সহজে পা দেয় না, অন্ততঃ ভদ্রঘরের মেয়েরা।"

ভূপেশ বলিলেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে আমার অভিজ্ঞতা অন্য রকম। যাই হোক, আমার যা বলবার ছিল বলা হয়ে গেছে। তুমি একটু বিশ্রাম করগে এখন।"

গুণী উঠিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। অলকার ভার না লইয়া তাহার উপায় ছিল না, লইতে আপত্তিও ছিল না, কিন্তু ভূপেশ কন্যার লালনপালন বিষয়ে যে সব নির্দ্দেশ দিলেন, তাহাতে সে খানিকটা দমিয়া গেল। নিজের মনে বলিল, "সাধে ভদ্রলোকের স্ত্রী পালিয়ে যায়নি। অলকা বেচারীকে তিনি চিরদিন জেলখানায় রাখারই পক্ষপাতী, তবে পাহারাওয়ালা হিসাবে আমাকে বসিয়ে যাচ্ছেন, এই যা ভরসা। ঐ রকম সুন্দরী মেয়ের জীবন ঠিক তাঁর নির্দ্দিষ্ট পথে চলবে কিনা সন্দেহ। কলকাতায় গিয়ে অনেক সমস্যার সামনে পড়তে হবে দেখছি। যাক্, উপায় নেই।"

গুণীর আগমনে ভূপেশ অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। অলকাকে বহুদিন পরে দেখিয়াও তাঁহার মনটা খানিক খুসী হইয়াছিল। গুণীকে যতই তিনি দেখিতেছিলেন ততই তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছিল যে অলকা তাহার তত্ত্বাবধানে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদে থাকিবে। এই সব নানা কারণে কয়েকদিন সত্যই মনে হইতেছিল সকলেরই, যে তাঁহার অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছে।

কিন্তু এ উন্নতি বেশীদিন টিঁকিল না। উইল্ করিবার পরদিন হইতেই তাঁহার জ্বর ও কাশি আবার বাড়িয়া গেল। গুণীর এবং স্থানীয় ডাক্তার-বাবুর যথাসাধ্য চেষ্টাতেও তাঁহার অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের দিকেই চলিল। শারীরিক যন্ত্রণা এত বাড়িয়া গেল যে তাঁহার কাছে দাঁড়াইতে মানুষের কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। গুণী নীরবে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল, অলকা দুতিনবার ঘরে ঢুকিয়া এ যন্ত্রণার দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া ছুটিয়া বাহিরে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

গুণী বাহিরে আসিয়া বলিল, "ছি অলকা, উনি এখনও সব বুঝতে পারেন। যদি নিজেকে সামলাতে না পার, উপরে চলে যাও বরং।"

অলকা কাঁদিতে কাঁদিতে উপরে চলিয়া গেল। গুণী হারাণীকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি একটু অলকার কাছে যাও না-হয়, আমি ত কাকাবাবুকে ফেলে এখন যেতে পারব না।"

হারাণী বলিল, "তরকারিটা চাপিয়েছি যে? হরে হতভাগা ত এদিক্ মাড়াচ্ছেই না, একলা কত করব?"

গুণী বলিল, "হরিও ব'সে নেই ত। আচ্ছা, তরকারিটা হয়ে গেলেই যাও।"

হারাণী উপর-নীচ করিতে লাগিল, এবং সমানে বকিয়াও চলিল। অলকা বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতেছিল, তাহাকে সান্ত্বনাসূচক দু-একটা কথা বলিল, তাহা অলকার কানেও গেল না। নাওয়া খাওয়া সেদিন সকলের নামেই হইল মাত্র। রাত্রি জাগিবার জন্য ডাক্তারবাবু তাঁহার কম্পাউণ্ডারকে পাঠাইয়া দিলেন, সে আসাতে গুণী দুচার ঘণ্টা বিশ্রাম পাইল। আসন্ন মৃত্যুর ছায়া পড়িয়া সমস্ত আব্‌হাওয়াটা কেমন যেন থম্‌থমে হইয়া উঠিল।

ভোর রাত্রে ঘুম হইতে উঠিয়া গুণী বাহিরে আসিতেই দেখিল, অলকা বিষণ্ণ বিবর্ণ মুখে সিঁড়িতে বসিয়া আছে। গুণীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া তাহার কাছে আসিয়া কি যেন বলিতে গেল। কিন্তু কথার পরিবর্ত্তে কান্নাই তাহার বাহির হইয়া আসিল।

গুণী তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, "কেঁদো না অলকা, ওঁর এখনও জ্ঞান আছে। মনকে প্রস্তুত কর তুমি। উনি চ'লে যে যাবেন তা ত আগেই বুঝেছিলে, এখন বেশী অস্থির হয়ো না।"

অলকা ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি কিছুতেই আর বাঁচতে পারেন না গুণীদা?"

গুণী বলিল, "সে আশা আর ক'রো না। ভগবান যাঁকে নিচ্ছেন তাঁকে সর্ব্বান্তঃকরণে বিদায় দাও। ওঁর যন্ত্রণার শেষ হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে, এই মনে ক'রে শান্ত হতে চেষ্টা কর।"

"আমি বাবাকে একবার দেখব গুণীদা!"

গুণী তাহাকে সঙ্গে করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল। ভূপেশের তখন আচ্ছন্ন অবস্থা, তিনি তাকাইলেন না, বুঝিতেও পারিলেন না। অলকা আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গেল।

হারাণী বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে কাজ করিতে লাগিল, "কোথায় রইল পোড়ারমুখী তা কে জানে? স্বামী ত এদিকে চিরকালের মত চল্‌ল।"

পাড়ার দুচারজন ভদ্রলোক ও মহিলা আসিয়া মৃত্যুপথযাত্রীকে দেখিয়া গেলেন। ভূপেশ প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখিতেন না। সুতরাং লোকের ভীড় কিছু বেশী হইল না।

ভূপেশ মারা গেলেন সাড়ে দশটার সময়। হারাণী আর্ত্তনাদ করিয়া পাড়া ফাটাইতে লাগিল। অলকা মেঝের উপর পড়িয়া আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। গুণী তাহাকে তুলিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া আসিল, হারাণীকে বলিল, "এখন কাঁদবার সময় নয়, খুকীকে নিয়ে তুমি উপরে যাও। এদিকের এখন ঢের কাজ। তুমি ওর পাশ থেকে সরবে না মোটেই। রান্নাঘরে তালা বন্ধ ক'রে যাও।"

হারাণী অলকাকে কোনোমতে টানিতে টানিতে উপরে লইয়া গেল। অলকা বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, হারাণী মেঝেতে বসিয়া এক-একবার বিলাপ করিতে লাগিল, আবার মাঝে মাঝে বক্তৃতা করিতেও ভুলিল না। নীচে অসংখ্য কাজের মধ্যে গুণী যেন একেবারে তলাইয়া গেল। প্রতিবেশীরা সাহায্য করিতে অগ্রসর না হইলে, সে একলা সব ব্যবস্থা করিতে পারিত কিনা সন্দেহ।

শ্মশানযাত্রার সময় সে-ই একবার উপরে গিয়া অলকাকে নামাইয়া আনিল। বলিল, "বাবাকে শেষ প্রণাম ক'রে নাও।" অলকা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার আদেশ পালন করিল।

বাহির হইবার সময় গুণী একজন প্রতিবেশিনীকে অলকার কাছে বসিতে অনুরোধ করিয়া গেল, বলিল, "আমি যথাসম্ভব শীগ্‌গির ফিরে আসব, আপনি ততক্ষণ একে দেখবেন।"

অলকা অনেকক্ষণ একভাবে পড়িয়া রহিল। জীবনে বাবা ছাড়া আর কোনো অবলম্বন তাহার ছিল না। যদিও তিনি তাহাকে কাছে রাখিতেন না, তবু তিনি থাকাতে অলকার কোনোদিন নিজেকে একাকিনী বা নিরাশ্রয় মনে হয় নাই। আজ সে নিতান্তই একলা। গুণীদা আছেন, তাহার মন বলিতে লাগিল। কিন্তু গুণীদার সঙ্গে তাহার ত কোনো রক্তসম্পর্ক নাই, তিনি দয়া করিয়া অলকার ভার গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র, অলকার কোনো দাবী নাই তাঁহার উপর। আজ কাছে রাখিয়াছেন, কাল যদি ঠেলিয়া দূরে ফেলিয়া দেন কে কি বলিতে পারে? কিন্তু কুহকিনী আশা কেবলই তাহার কানে গুঞ্জন করিতে লাগিল, গুণীদা কোনোদিন তাহাকে ভাসিয়া যাইতে দিবেন না।

শ্মশানযাত্রীর দল ফিরিয়া আসিতেই সেই প্রতিবেশিনী ভদ্রমহিলা বাড়ী চলিয়া গেলেন। গুণী উপরে অলকার কাছে গিয়া বসিল, বলিল, "এইবার ওঠ অলকা, স্নান ক'রে ফেল।" হারাণীকে বলিল, "তুমি লেবু দিয়ে একটু সরবৎ তৈরি করে আন।"

হারাণী নীচে নামিয়া যাইতেই অলকা উঠিয়া বসিয়া গুণীর একখানা হাত দুই হাতে ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, "আমার কি হবে গুণীদা?"

গুণী তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তোমার কোনো অসুবিধা হবে না, দেখো তুমি। তোমার বাবা তোমার সকল রকম ব্যবস্থা ক'রে গেছেন।"

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কার কাছে থাকব?"

গুণী বলিল, "সম্প্রতি ত আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে, কাল-পরশুর মধ্যে। তারপর সেখানে গিয়ে দেখা যাবে, বোর্ডিংএ বেশী সুবিধা হয়, না বাড়ীতে।

অলকা গুণীকে অত্যন্তই সমীহ করিয়া চলিত, তাহার সঙ্গে সসম্ভ্রমে দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলাই ছিল তাহার এই ক'দিনের অভ্যাস। যদিও শিশুকাল হইতে তাহাকে দেখিয়াছে, গুণীর কোলে মানুষই হইয়াছিল একরকম, তবু বহু বৎসরের অদর্শনে সেই আত্মীয়তা-বোধটা মনে তাহার তত দৃঢ়ভাবে আর ছিল না। গুণীকে একেবারে নূতনই প্রায় তাহার লাগিতেছিল, অথচ পূর্ব্ব-পরিচয়ের একটা সুর এই নূতন রাগিণীর ভিতর ছিল। মোক্ষদা-আশ্রমের শিক্ষাও তাহার মনে অনেকখানি লজ্জা ও সঙ্কোচের সৃষ্টি করিয়াছিল। গুণীদা একে ত পুরুষ, তাহার উপর আবার অবিবাহিত যুবক। কাজেই অলকা ও গুণীর ভিতর এ কয়টা দিনেই সঙ্কোচের একটা আড়াল গড়িয়া উঠিয়াছিল। উহা অবশ্য সম্পূর্ণরূপেই অলকার সৃষ্টি। গুণীর নিজের কোনো সঙ্কোচ অলকা সম্বন্ধে ছিল না।

কিন্তু আজ পিতৃবিয়োগের নিদারুণ আঘাতে, অলকার মনের এই আড়ালটা কিছুক্ষণের জন্য ভাঙিয়া পড়িল। সে গুণীর হাত ত ছাড়িলই না, আরো কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "আমি বোর্ডিংএ যাব না, আমার ভয় করে, আমি বাড়ীতে আপনার কাছেই থাকব।"

গুণী বলিল, "বেশ, তাই থেকো। বাড়ীতে আমার পিসীমা আছেন, তাঁর মেয়ে শুক্লা আছে, তোমার কিছু অসুবিধা হবে না।"

হারাণী সশব্দে উপরে উঠিতেছে, তাহার সাড়া পাইয়া অলকার যেন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে গুণীর হাত ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া বসিল। হারাণী ডেক্‌চিতে করিয়া সরবৎ ও দুইটা গেলাস লইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে উপরে উঠিয়া আসিল। এক গেলাশ অলকার দিকে, আর এক গেলাশ গুণীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া অলকাকে বলিল, "এইটুকু খেয়ে নাও এখন, রাতেও ত আজ শুধু দুধ গঙ্গাজল। কাল থেকে স্বপাকে হবিষ্যি ক'রে একবেলা খাবে, আর একবেলা ছানা চিনি। পাঁকাটি, সরা, গাওয়া ঘি, সৈন্ধব নূন, কত কি যে জোগাড় করতে হবে তার ঠিক

নেই। মাল্‌সা কিনতে হবে কতগুলো। শীতকালে এই কাণ্ড হল, বড় কষ্ট হবে তোমার খুকী দিদিমণি। নিজে রান্না করা, ঠাণ্ডা জলে চান, মাটিতে শোওয়া, জ্বালা কি কম ?"

গুণী বলিল, "অতশত ওকে করতে হবে না, আর অত জিনিষপত্র জোগাড়ের চেষ্টাও তুমি এখন ক'রো না। আমরা কাল রাত্রের, না-হয় পরশু সকালের ট্রেণে এখান থেকে চলে যাব, কলকাতায় গিয়ে পরে যা হয় ব্যবস্থা হবে। এখন ওকে গরম জল ক'রে দাও, ও স্নান করবে, নিরামিষ রান্না ক'রে দিও ওকে, তাই খাবে।"

ব্যবস্থাটা হারাণীর মনের মত হইল না, সে ডেক্‌চি গেলাশ তুলিয়া লইয়া, আবার বিড়বিড় করিতে করিতে নীচে চলিয়া গেল। একমাত্র সন্তান, তাহাকে না দিল মুখাগ্নি করিতে, না দিবে আচার পালন করিতে, কি মেলেচ্ছ কাণ্ডকারখানা মা। কিন্তু গুণীকে হারাণী বেশ ভয় করিয়া চলিত, কাজেই মনের কথাগুলা তাহার মনেই থাকিয়া গেল।

অলকা স্নান করিয়া আসিল। গুণী নিজেও স্নানাদি সারিয়া নীচের ঘর পরিষ্কার করানো ও জিনিষপত্রগুলির বিলিব্যবস্থা করিতে লাগিল। রোগীর ব্যবহৃত সব জিনিষই সে ফেলিয়া দিতে বলিল, কিন্তু ভৃত্য ও মেথর মিলিয়া সুকৌশলে কেমন সেগুলির বেশীর ভাগ সরাইয়া ফেলিল দেখিয়া তাহার হাসিও পাইল, রাগও হইল। ঘরের আসবাবগুলাও সে উঠানে এবং বাহিরের বারান্দায় বাহির করিয়া রাখিতে বলিল। যে ঘরে ভূপেশ ছিলেন, তাহারই পাশে ছোট একটা ঘর, সেখানে দেয়ালের তাকে অনেকগুলি বই ছিল। গুণী নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল বেশীর ভাগই ভারতবর্ষীয় দর্শন শাস্ত্রের বই। ইতিহাস প্রভৃতিও কিছু কিছু আছে। উপন্যাস জাতীয় জিনিষ বলিতে একখানা বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলি আছে। গুণী বইখানা হাতে করিয়া দেখিতে লাগিল। দু-একটা পাতা উল্টাইয়া দেখিল, এক জায়গায় নাম লেখা রহিয়াছে, শ্রীমতী মানিনী দাসী।

ভূপেশ কেন যে এতদিন বইখানা রাখিয়াছিলেন, ফেলিয়া দেন নাই, বা পুড়াইয়া ফেলেন নাই, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। দেওয়ালে একটি বৃদ্ধার ছবি, প্রায় মিলাইয়া আসিয়াছে। হয়ত ভূপেশের মাতার ছবি। ভূপেশের নিজের ছবিও একখানা আছে।

অলকা হয়ত বাপের জিনিষ কিছু কিছু রাখিতে চাহিবে। বই ও ছবি রাখা যাইতে পারে। না-হয় শোধন করিবার ব্যবস্থা করিলেই হইবে। কাল একদিন মাত্র সময়, যতটা বাছাবাছি আজই করিয়া রাখা যায়, ততই ভাল। সিঁড়ির কাছে গিয়া গুণী ডাকিল, "অলকা, একটু নীচে নেমে এস ত।"

অলকা নীচে নামিয়া আসিল। গুণী বলিল, "পরশুর মধ্যে ত বেরিয়ে পড়তে হবে, কাজেই ধীরে সুস্থে কিছু করবার সময় হবে না। তোমার বাবার জিনিষপত্র কি তুমি কিছু রাখতে চাও? তাহলে বল, সেগুলো একটু আলাদা ক'রে রাখি।"

অলকা বইগুলির কাছে গিয়া সব নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। বলিল, "বই কয়েকটা নিয়ে যাব। ফিলসফি ত বুঝতে পারব না, তবু বাবার বই ব'লে নেব। ওঁর কোনো জিনিষই ত আমার কাছে নেই? আর এই বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলিটাও নেব। বাবার কাপড়-জামা দু-একটা নিলে কি দোষ হবে কিছু?"

গুণী বলিল "অসুখ হবার পরে যা আর ব্যবহার করেন নি, তা রাখলে দোষ হবে কেন? কিন্তু কোন্‌টা যে ব্যবহার করেছেন, আর কোন্‌টা যে করেন নি, তা ব'লে দেবে কে? হরিদাসের নিশ্চয়ই অত ব্যাপার লক্ষ্য করবার মত সময় হয়নি। আচ্ছা, এই বাক্সটা খুলে দেখা যাক্।"

ট্রাঙ্কের ভিতর ধুতি-পাঞ্জাবী কতগুলি, এবং অফিসে পরিয়া যাওয়ার স্যুটও গোটা দুই-তিন রহিয়াছে। একটা দামী শাল আছে। রুমালে বাঁধা কয়েকখানা চিঠি, এগুলি ভূপেশের মা তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন

কাশীতে থাকার সময়। একখানা মোটা খাতা, হয়ত ডাইরি হইবে মনে করিয়া গুণী সেখানা তুলিয়া দেখিল। না ডাইরি নয়, হিসাবের খাতা।

সব জিনিষ দেখা শেষ হইলে, গুণী বলিল, "এ বাক্সের জিনিষগুলো রাখা যেতে পারে বোধহয়, কারণ কাপড়-চোপড় সবই ধোপার বাড়ীর কাচানো। বাক্সসুদ্ধই নিয়ে যাওয়া যাবে এখন।"

অলকা দুচারখানা বই হাতে করিয়া আবার তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেল, বাপের শূন্য ঘরের দিকে সে আর তাকাইতে পারিতেছিল না।

অনেক রাত্রি জাগিয়া কাজ করিয়া গুণী জিনিষপত্রের ব্যবস্থা এক রকম করিয়া ফেলিল। কালই বাহির হইয়া পড়িতে পারিলে ভাল, এই শোক-ছায়াচ্ছন্ন বাড়ীটাতে তাহার এক দণ্ডও থাকিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। অলকার পক্ষেও এখান হইতে বাহির হইয়া পড়িতে পারিলেই ভাল। হারাণীকে ও হরিদাসকে ডাকিয়া তাহাদের পূরামাসের বেতন দিয়া দিল। বলিল, "বাসনকোসন কিছু যদি তোমরা নিতে চাও, নিতে পার।" বাসন প্রভৃতি শ্রীমান্ হরিদাস আগেই বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন, যাহা দু'চারখানা ছিল, তাহা দুজনে ভাগাভাগি করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিল। অলকাকে সকাল-সকাল খাওয়াইয়া গুণী শুইতে পাঠাইয়া দিল, নিজের শুইতে কিছু রাত হইয়া গেল।

ভোরবেলা উঠিয়াই নিজের পিস্‌তুতো ভাই সরলকে একটা মস্ত বড় আর্জেন্ট্ টেলিগ্রাম করিল। চিঠি লিখিবার আর সময় ছিল না। অলকা যে তাহার সহিত যাইতেছে, তাহা জানাইল, এবং তাহার জন্য সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে বলিল। ষ্টেশনে যেন গাড়ী আসে।

তাহার যে আত্মীয় মাধববাবু এখানে তাহার পিতার স্থানে প্র্যাক্‌টিস্ করিতেন, তাঁহাকে আজ সকালে আসিতে গুণী অনুরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। এখানের বাড়ীটার ভার সে তাঁহার উপর দিয়া যাইতে চায়।

এখন চাবি বন্ধ করিয়া রাখিবেন, সুবিধামত ক্রেতা পাইলে পরে বিক্রয় করিয়া দিবেন।

সকালের চা খাওয়া শেষ হইতে না হইতে মাধববাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুণী বাহিরের ঘরেই বসিয়াছিল, তাঁহাকেও সেইখানেই বসাইল। মাধববাবু বলিলেন, "ভদ্রলোক চ'লে গেলেন তাহলে?"

গুণী বলিল, "যা কষ্ট পাচ্ছিলেন, চ'লে গিয়ে তাঁর ভালই হল। তবে মেয়েটি একেবারে একলা হয়ে পড়ল।

মাধববাবু বলিলেন, "মেয়ের কি ব্যবস্থা হল? এঁর ত তিনকুলে কেউ আছে ব'লে কখনো শুনিনি।"

গুণী বলিল, "না থাকার মধ্যেই। আমাকেই ত মেয়ের অভিভাবক ক'রে গেছেন, ওকে আমার সঙ্গেই নিয়ে যাচ্ছি।"

মাধববাবু হাসিয়া বলিলেন, "ভাল, বিয়ে করলে না, সংসারী হলে না, আগেভাগে পরের মেয়ের অভিভাবক হয়ে বসলে? দেখো, বিপদে প'ড়ো না যেন। একে মেয়েছেলে, তায় শুনছি দেখতে খুব ভাল।"

গুণীও একটু অপ্রতিভভাবে হাসিয়া বলিল, "সে রকম কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে ব'লে ত মনে হয় না। অত্যন্তই ছেলেমানুষ, তারপর আমি তাকে জন্মাবধি দেখছি।"

মাধববাবু বলিলেন, "ও সব কি আর বলা যায়? তবে গিয়েই যদি দেখেশুনে একটা বিয়ে দিয়ে দিতে পার, তবে আর কোনো ঝঞ্ঝাট থাকে না। ভদ্রলোক টাকাকড়ি রেখে গেছেন কি?

গুণী বলিল, "বেশী আর কি? আমি আসার পর আমাকে হাজার-দুই টাকা দিয়েছিলেন, তারও ত শ'পাঁচ ইতি মধ্যে খরচ হয়ে গেছে। আর এই বাড়ীখানা, এটা বিক্রি করলে যা হয়।"

মাধববাবু এধার ওধার তাকাইতে তাকাইতে বলিলেন, "কতই আর হবে? নীচে ত তিনখানা মোটে ঘর দেখছি, উপরে ক'খানা?"

গুণী বলিল, "উপরে একটা মোটে।"

মাধববাবু বলিলেন, "জমিও ত বেশী নয়। পাঁচ-ছ' হাজার দাম ওঠে ত ঢের হবে। অবিশ্যি তাতে মেয়ের বিয়ে চলনসই রকম হয়ে যাবে। গিয়েই চেষ্টা সুরু ক'রে দিও আর কি ?"

গুণী বলিল, "অত্যন্তই ছেলেমানুষ, এখনই বিয়ে দেওয়া চল্‌বে না। দিন-কতক পড়াশুনা করুক, মানুষ হোক, তারপর ওসব কথা ভাবা যাবে। সম্প্রতি বাড়ীটার চাবি আপনার কাছে দিয়ে যাব। চুরি করবার মত কিছু এখানে রেখে যাচ্ছি না। সুবিধামত party পেলেই বাড়ীটা বেচে দেবেন। দাম যাতে একটু বেশী ওঠে তার চেষ্টা করবেন, কারণ অলকার আর ত কিছু রইল না ?"

মাধব বলিলেন, "তা দিয়ে যেও চাবি, দেখি কি করতে পারি। আমার এক শালা এদিকে real estateএর কাজ করে কিছু কিছু, তার ওপর ভার দিয়ে দেব। কিছু কমিশন্ প্রত্যাশা করবে, তাতে আপত্তি নেই ত কিছু ?"

গুণী বলিল, "আপত্তি করলে চলবে কেন ? মানুষ বিনা পয়সায় পরের জন্যে খেটে মরবেই বা কেন ? যা ন্যায্য পাওনা, তাঁকে তা দিয়ে দেবেন।"

মাধব বলিলেন, "উঠি তাহলে এখন, চাবিটা পাঠিয়ে দিও আমার কাছে। ক'টার ট্রেণে বেরচ্ছ ?"

গুণী বলিল, "কাল ভোরের ট্রেণে যাব ভাবছি। রাত্রের ঘুমটা আজকেও মাটি করতে চাই না। অলকাও বড় কাতর হয়ে পড়েছে, ওর একটু সুস্থ হওয়া দরকার।"

মাধববাবু চলিয়া গেলেন। গুণীও উঠিয়া দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। অলকা আজ একটু শান্ত হইয়াছে দেখা গেল। যদিও পিতা ভিন্ন সংসারে তাহার আর কেহই ছিল না, তবু বহুকাল ধরিয়া তাহার

সাধারণ জীবনযাত্রায় ভূপেশের সঙ্গে কোনো সম্পর্কও তাহার ছিল না। একলাই সে দিন কাটাইয়াছে। মোক্ষদা-আশ্রমের মেয়েদের সঙ্গেও তাহার বিশেষ ভাব হয় নাই। আজ বিষণ্ণমুখে নীরবে সে গুণীর কথামত নাওয়া খাওয়া করিল, নিজের অল্পস্বল্প জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিল। একবার খালি জিজ্ঞাসা করিল, "দুজোড়া জুতোই কি বাক্সে তুলে দেব? আমার ত এখন জুতো পরতে নেই?"

গুণী বলিল, "তোমার যা ইচ্ছে কর। না পরলেই ভাল বোধহয়। আমাদের দেশের নিয়মগুলো সাধ্যমত পালন করাই আমার উচিত মনে হয়, যদি অবশ্য তাতে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা না থাকে।" অলকার ম্লান মুখ দেখিয়া তাহার কষ্ট হইতে লাগিল, সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল, কিন্তু কি সান্ত্বনাই বা দেওয়া যায়? মৃত্যুশোকের কোনো সান্ত্বনা নাই। একমাত্র সান্ত্বনা দেন মহাকাল। তাঁহারই হাতে ব্যথিতা বালিকার ভার সে এখনকার মত তুলিয়া দিল।

ভোরবেলা গাড়ী, শেষরাত্রিতে উঠিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে হইবে। তাই সকাল সকাল খাইয়া দাইয়া সকলে শুইয়া পড়িল। রান্নাঘরে অবশ্য হরিদাস আর হারাণী মিলিয়া বকবক্ করিয়া বারোটা বাজাইয়াদিল।

হারাণী বলিল, "ডাক্তারবাবু বড় ভাল ছেলে গো, ছোটবেলার থেকে দেখছি কিনা? ওর মাও বড় ভালমানুষ ছিল। এমন ছেলে, অমন স্বামী, তা হতভাগীর ভোগে এল না, মারা গেল অল্প বয়সেই।"

হরিদাস সংক্ষেপে বলিল, "দিদিমণির বিয়ে হয়ে যায় ওঁর সঙ্গে ত বড় ভাল হয়।"

হারাণী বলিল, "যা ছারকপালী মেয়ে, ওর অদেষ্টে অমন জুটবে? তাছাড়া ওরা বড়লোক কত, বিয়ে করলে এখন পঞ্চাশ হাজার টাকা পায়। এমন অনাথ মেয়ে নেবে কেন? বাবু রেখেও গেলেন না ত কিছু?"

রাত্রি গভীর হইতে লাগিল। হরিদাস রান্নাঘরেই শুইয়া পড়িল, বাবুর ঘরটার দিকে যাইতে তাহার এখন গা ছমছম্ করিত। হারাণী উপরে চলিয়া গেল। অলকা মাটিতে শুইয়া আছে, তবে পাঁচ-ছয়খানা কম্বল জোগাড় করিয়া গুণী তাহার যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে।

ভোরবেলা অলকা চিরকালের পরিচিত গৃহ ছাড়িয়া গুণীর সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। মন এক-একবার ভাঙিয়া পড়িতে চায়, কিন্তু গুণীর দিকে চাহিয়া সে আবার আশ্বাস পায়।

৮

ভাগ্যক্রমে একটা খালি কম্পার্টমেণ্ট দেখিয়া অলকাকে লইয়া গুণী তাহাতে উঠিয়া পড়িল। কুলীর সাহায্যে জিনিষপত্র ঠিকভাবে গুছাইয়া রাখিতে না রাখিতে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। শীতের হাওয়া তীব্র বেগে এক জানালা দিয়া ঢুকিয়া, আর এক জানালা দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। অলকার শরীর কাঁপিতেছে দেখিয়া গুণী বলিল, "বাইরে বিষম ঠাণ্ডা, রোদ ভাল ক'রে না ওঠা পর্য্যন্ত এই রকমই থাকবে। আমি সার্সিগুলো তুলে দিচ্ছি। তুমি গরম কিছু পরোনি?"

অলকা বলিল, "গরম ব্লাউস ত নেই!"

গুণী বলিল, "কি বিপদ্। আচ্ছা, ঐ ট্রাঙ্কে তোমার বাবার শালটা আছে, সেইটা বার ক'রে দিচ্ছি, গায়ে দিয়ে বসো। একটা কম্বল বিছানার থেকে খুলে বার ক'রে দেব? পায়ের ওপর চাপা দিয়ে নেবে?"

অলকা হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "না, অমন ভূত সেজে আমি যেতে পারব না। ঐ শালটা হলেই হবে।"

গুণীও তাহার হাসি দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "নিজের সঙ্গে ভূত-পেত্নীর

তুলনা দেওয়া তোমার এক রোগ। ভূত দেখনি ত একটাও, তাহলে বুঝতে যে তারা একেবারেই তোমার মত নয়।" শাল বাহির করিয়া দিতেই অলকা তাড়াতাড়ি সেটা চারপাট করিয়া গায়ে দিয়া বসিল।

শাসি বন্ধ করিয়া দেওয়াতে গাড়ীর ভিতরটা এতক্ষণে একটু গরম হইয়া উঠিয়াছিল। শীতে আড়ষ্ট ভাবটা অলকার ক্রমে ক্রমে কাটিয়া যাইতে লাগিল। বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিল, "এখনও কিরকম অন্ধকার রয়েছে!"

গুণী বলিল, "শীতকালে আলো হতে একটু দেরিই হয়। এখন ত বাইরে দেখবার কিছু নেই, ইচ্ছা কর ত খানিক ঘুমিয়ে নিতে পার। হারাণীর নাক ডাকা উপেক্ষা ক'রেও যখন ঘুমুতে পেরেছ, তখন ট্রেণের শব্দেও ঘুমের ব্যাঘাত হবে না। ঝাঁকড়ানিটাতে বরং ঘুম পাড়ানোর সাহায্যই হবে।"

অলকার সত্যই ঘুম পাইতেছিল, শীতও বেশ করিতেছিল। কিন্তু গুণীকে কিছু বলিতে পারিল না। অদৃষ্টের দোষে সে আজ নিতান্ত অসহায় আশ্রয়হীন অবস্থায় গুণীর হাতে পড়িয়াছে। তিনি হয়ত বিরক্ত হইয়াছেন, হয়ত তাহাকে আপদ্ মনে করিতেছেন। গুণী সম্বন্ধে লজ্জা ও সঙ্কোচ তাহার আরোও বাড়িয়া গিয়াছে, যদিও পিতা মারা যাইবার পর প্রথম কঠিন আঘাত খাইয়া কিছুক্ষণের মত সে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। তাই দরকার হইলেও সে এখন গুণীকে নিজের বিষয় কিছু বলিতে পারে না। বেঞ্চের এক কোণে গুটিসুটি মারিয়া সে শুইয়া পড়িল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল।

গুণী বসিয়া ইংরেজী মাসিক পত্র পড়িতেছিল। সচরাচর সে ভোরেই উঠে, কাজেই এখন আর একবার ঘুমাইবার কোনও প্রয়োজন তাহার হইল না। একবার অলকার দিকে চোখ পড়াতে দেখিল, সে যেন ক্রমেই শীতের প্রকোপে কুণ্ডলী পাকাইয়া যাইতেছে। তাড়াতাড়ি নিজের মোটা ওভার-

কোটটা হুক্ হইতে নামাইয়া অলকার গায়ে চাপা দিয়া দিল। কম্বল গায়ে দিতে অলকার আপত্তি, আর ঘণ্টা খানিকের জন্য অত বিছানার পুঁটলি খোলাখুলি করিয়া হইবেই বা কি ?

কোটটা গাঢ় নীল রংএর, তাহার ভিতর হইতে অলকার ছোট সুন্দর মুখখানি নীল জলের ভিতর ফুটন্ত পদ্মফুলের মত জাগিয়া আছে। গুণী খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। নিজের মনেই বলিল, "মেয়েটা আশ্চর্য্য সুন্দর দেখতে হয়েছে! ওর মায়ের মত হয়েছে, অনেকে বলে, কিন্তু শ্রীযুক্তা মানিনী ঠাকুরাণী এত ভাল দেখতে কোনদিনও ছিলেন না।" আবার সে পড়ায় মন দিল।

অলকা খানিক পরে জাগিয়া উঠিল। বেশ আরামে এতক্ষণ সে ঘুমাইতেছিল। হঠাৎ গাড়ীটা এক জায়গায় প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেওয়াতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ চাহিয়া নিজের গায়ের উপরে ওভার-কোটটা দেখিয়া লজ্জিতভাবে বলিল, "ওটা আমার গায়ে দিয়ে দিলেন যে ? আপনার শীত করেনি ?"

গুণী হাসিয়া বলিল, "না, আমার স্যুটটা খুব গরম। তোমার বেশ ঘুম হল ত ? এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে কেন ?"

অলকা বলিল, "হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি লেগে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আচ্ছা, ঐ বাথরুমের জলে মুখ ধোয়া যায় ?"

গুণী বলিল, "ফিল্‌টারড্ জল ছাড়া মুখে কিছু না দেওয়াই ভাল। কুঁজোর জলই নাও। আমি নিজের জন্যে একটু চায়ের জোগাড় দেখি। ঐ ছোট ঝুড়িটায় ফল আছে, আর আমার ফ্লাস্কে গরম দুধ আছে। এই গুলির সদ্ব্যবহার তুমি কর। আমি দেখি, রুটি মাখন টাখন কিছু জোগাড় করতে পারি কি না।"

অলকা মুখ ধুইয়া খাইতে বসিল। একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে পর, গুণী নিজের প্রাতরাশের মত কিছু রসদ জোগাড় করিয়া আনিল। চা

খাইতে খাইতে বলিল, "যাক্, ট্রেনে আর খাবার হ্যাঙ্গাম করতে হবে না। একেবারে বাড়ী পৌঁছে এরপর স্নানাহার করা যাবে। আচ্ছা অলকা, তুমি এর আগে কলকাতা কখনও দেখনি, না?"

অলকা বলিল, "আমি কিই বা দেখেছি? খুব বড় শহর, না?"

গুণী বলিল, "হ্যাঁ, খুবই বড়, এবং খুবই বিশ্রী, অন্ততঃ আমরা যে দিক্‌টায় থাকি। নূতন পাড়াগুলোর তবু কিছু শ্রী আছে।"

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "নূতন পাড়ায় উঠে যান না কেন?"

গুণী বলিল, "নিজেদের বাড়ীঘর ফেলে ওঠা কি আর এত সহজ? তাছাড়া আমার বাবা বড় অসুস্থ, তাঁকে নাড়ানো যায় না। আমারও ওপাড়ায় রুগী এত জুটেছে যে আমি চ'লে গেলে, ভেবড়েই অর্দ্ধেক ম'রে যাবে বোধ হয়।"

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীটা কতবড়? আমি গেলে কি অসুবিধা হবে?"

গুণী হাসিয়া বলিল, "বড়ই আছে মোটের উপর। অনেকগুলো ঘর এখন খালিই প'ড়ে থাকে। বাজে জিনিষের গুদাম হয়ে উঠেছে। তুমি গিয়ে আর কতখানি জায়গা জুড়বে? মস্ত মানুষ ত তুমি!"

এই ভাবে কথা বলিলে অলকা একটু ক্ষুব্ধ হয় যেন। সত্যই কি সে একেবারে অর্ব্বাচীন? গুণীদা এমন ভাবে কথা বলেন যেন অলকা সেই ছয়-সাত বৎসরের খুকীই আছে। নিজেও যে একটা মানুষ তাহা বুঝাইবার জন্য সে বলিল, "আচ্ছা, আমাকে কলকাতার স্কুলে ম্যাট্রিক্ ক্লাসেই নেবে ত? না, নেমে যেতে হবে?"

গুণী বলিল, "নেমে যাবে কেন? ওরা পরীক্ষা ক'রে নিতে পারে বড়জোর। তা ছাড়া transfer certificateও ত থাকবে?"

অলকা বলিল, "ওমা, সে ত আনা হয়নি?"

গুণী বলিল, "কলকাতায় পৌঁছে তোমার স্কুলে চিঠি লিখতে হবে আর কি ? ওরা পাঠিয়ে দেবে এখন ডাকে ।"

অলকার একটু একটু করিয়া মুখ ফুটিতেছিল। সদ্য পিতৃবিয়োগের দুঃখ-যবনিকা ভেদ করিয়া বালিকার স্বাভাবিক মনোবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীতে আপনারা ক'জন থাকেন ?"

গুণী বলিল, "আমি, বাবা, পিসীমা আর তাঁর দুই ছেলে মেয়ে। শুক্লা তোমার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড় হবে, সরল তার চেয়ে বছর দুইয়ের বড়। তাছাড়া চাকর-বাকর গোটা কয়েক আছে।"

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বোন শুক্লা কি করেন ? পড়েন এখনও ?"

গুণী হাসিয়া বলিল, "কলেজে যায় বটে, তবে পড়াশুনো কি রকম করে বলতে পারি না। এত হরেক রকম কাজে তাকে ব্যস্ত দেখি, যে, পড়াটা নিতান্তই তার কাছে গৌণ। সরল অবশ্য পড়াশুনো খোলাখুলি ভাবে ছেড়েই দিয়েছে। তার ধারণা, অবিলম্বে সে বাংলাদেশের রক্‌ফেলার হয়ে উঠবে।"

"রক্‌ফেলার" যে কে তাহা অলকা বুঝিতে পারিল না, তবে নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন হইবার ভয়ে জিজ্ঞাসাও করিল না।

গুণী বলিল, "শুক্লার সঙ্গে তোমার ব'নে যাবে বোধ হয়। ও খুব মিশুক আর আমুদে মেয়ে, তবে ওর কথাগুলো কখনও বেদবাক্য ব'লে মেনে নিও না যেন। সরল সারাক্ষণ বাইরে বাইরেই ঘোরে, তাকে বাড়ীতে খাবার সময় ছাড়া বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় না। আমাকেও দেখতে খুব বেশী হয়ত পাবে না, কলকাতায় আমি বেজায় কাজের মানুষ। পিসীমা রাশভারী লোক, ছোটদের সঙ্গে তত মেশেন না। আর বাবা ত শয্যাশায়ী রোগী, ঘর ছেড়ে বেরনো তাঁর পক্ষে সম্ভবই নয়। একটা ঝি আছে তরুবালা ব'লে, সে এত বক্‌বক্ করে যে তোমার হারাণীও তার কাছে হার মেনে

যাবে। আর চাকর গোটা-চার আছে। নীচে আমার একটা ছোট ডিস্‌পেন্‌সারি আছে, সেখানে একজন কম্পাউণ্ডার আছে। গাড়ীর ড্রাইভার আছে একটা। এই হল আমার বাড়ীর অধিবাসীবর্গ।"

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "গিয়েই কি স্কুলে ভর্ত্তি হব ?"

গুণী বলিল, "এই মাসটা পার হয়ে যাক। ব্যবস্থা করতেও কিছু সময় লাগবে ত ?"

অলকা হঠাৎ আবার বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অশৌচের সময় কোথাও যায় না বুঝি ?"

গুণী বলিল, "স্কুলে যেতে বাধা নেই কিছু, তবে ওটা পার ক'রেই যেও। খাওয়া পরা শোওয়ার এত অসংখ্য নিয়ম পালন করতে হয় এই সময়টায়, যে বাইরের লোকের সঙ্গে মানিয়ে চলা কঠিন। প্রথম যখন স্কুলে যাবে, তখন বেশ সহজ মানুষের মতই যাও এই আমার ইচ্ছে। না হলে আলাপ-পরিচয় স্বাভাবিক ভাবে করতে পারবে না।"

অলকা অনেক্ষণ আর কিছু বলিল না দেখিয়া গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "বইটই পড়বে কিছু ?"

অলকা বলিল, "বঙ্কিমের গ্রন্থাবলিটা বাইরে থাকলে পড়তাম। আচ্ছা, মানিনী দাসী আমার মায়ের নাম ত ?"

গুণী বলিল, "মানিনী তাঁর নাম ছিল বটে। তবে তাঁর নামের পিছনে দাসী শব্দটা একেবারেই মানায়নি।"

অলকা অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

গুণী বলিল, "দাসী না ব'লে রাণী বল্‌লেই মানাত ভাল। খুব তেজী আর জেদী স্বভাবের মানুষ ছিলেন তিনি।"

অলকা একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তিনি কি দেখতে ঠিক আমার মত ছিলেন ? হারাণী বলছিল।"

গুণী সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ঠিক তোমার মত দেখ্‌তে

একেবারেই না, তবে খানিকটা সাদৃশ্য আছে বটে। তোমার মত এতটা ফরশা ছিলেন না, তোমার চেয়ে অনেক মোটাসোটা ছিলেন। মুখের ভাবে তোমার সঙ্গে একটুও কোনো সাদৃশ্য ছিল না।"

অলকা বলিল, "আশ্চর্য্য, বাড়ীতে মায়ের কোন ছবি নেই, একটা কোনো কিছু নেই। বাবা যে কেন কিছু রাখেননি, আমি বুঝতেই পারি না। মায়ের কথা একদিনও তাঁকে বলতে শুনিনি।"

ইহার উত্তরে গুণী কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। কাঁহাতক আর বানাইয়া বলা যায়! এতবড় মেয়ে, মায়ের সম্বন্ধে ইহার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। ভূপেশ গুণীকে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সকল বিষয়েই নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন, খালি মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে অলকাকে কি যে বলিতে হইবে, সেটা বলিয়া যাইবার কথা তাঁহার মনে হয় নাই।

গাড়ী আর একটা ষ্টেসনে দাঁড়াইল। দুইজন যাত্রী, একটি মোটা গোছের ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি বধূ ছোট ছেলে কোলে করিয়া তাহাদের কম্পার্টমেণ্টে উঠিয়া পড়িল। গল্প করিবার আর ইহার পর সময় হইল না। অলকা শিশুটির মধুর লীলা মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিল, গুণী সম্পূর্ণভাবে মাসিকপত্র পড়ায় মন দিল।

বধূটি অলকার কাছে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথয় যাচ্ছ তোমরা?"

অলকা বলিল, "কলকাতায়।"

বধূটি আগেই তাকাইয়া দেখিয়া লইয়াছিল যে অলকার সীমন্তে সিন্দুর নাই, তবে হাতে চুড়ি আছে বটে। কুমারী অনুমান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে পড় বুঝি?"

অলকা বলিল, "পড়তেই যাচ্ছি. আগে অন্য জায়গায় পড়তাম।"

কোথায় পড়িত সে বিষয়ে অলকার সহযাত্রিণী কোনো কৌতূহল দেখাইল না। জিজ্ঞাসা করিল, "সঙ্গের ভদ্রলোক কে হন তোমার?"

পিতা হইবার মত বয়স নয়, অথচ স্বামীও হইতে পারে না। জানা আবশ্যক এ ব্যক্তি কে।

অলকা বলিল, "উনি আমার দাদা।"

সহযাত্রিণী মন্তব্য করিল, "চেহারায় কিছু মিল নেই কিন্তু। সহোদর ভাই নয় বুঝি?"

অলকা বলিল, "না।"

শিশু এই সময় কাঁদিতে আরম্ভ করায় তাহার মাতার মন অন্যদিকে চলিয়া গেল। খানিক পরে গুণীর পোষাকটার দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া লইয়া বধূ বলিল, "তোমার দাদা ত ভাই বেশ সাহেব সেজে রয়েছেন, তুমি ত আজকালকার কলকাতার মেয়েদের মত সাজ-পোষাক কিছু করনি? পায়ে জুতো সুদ্ধু একজোড়া দাও নি।"

অলকার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমার বাবা মারা গিয়েছেন, আমার এখন অশৌচ।"

বধূ গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, তাই নাকি? ভারি দুঃখের কথা। কি করবে ভাই, জগতের নিয়মই এই, বাপ-মা কার আর চিরদিন থাকে? মা আছেন?"

অলকা মাথা নাড়িয়া জানাইল, মাও নাই। ইহার পর সহযাত্রিণীর গল্প করিবার উৎসাহ চলিয়া গেল এবং পরের ষ্টেশনে তাহারা নামিয়া গেল।

গাড়ী আবার ছাড়িতেই গুণী বলিল, "ভদ্রমহিলা বেশ আদালতের উকীলের মত জেরা করতে পারেন। তোমার বিষয়ে কিছু জানতেও আর তাঁর বাকি নেই। সকাল সকাল নেমে গিয়েছেন, ভালই হয়েছে। আমরাও এসে পড়লাম বলে।"

অলকা বাহিরে চাহিয়া দেখিল। মাঠ, বন, নদী, আর দেখা যায় না। তাহার পরিবর্ত্তে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টিনের চালওয়ালা ঘর, আকাশস্পর্শী চিম্‌নি দুইধারে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আকাশের সেই স্বচ্ছ নীল

ধূমমলিন, ঘোলাটে হইয়া উঠিয়াছে, বাতাসও আগের মত নির্ম্মল নাই। অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "কলকাতা কি এইরকম দেখতে?"

গুণী বলিল, "এরকম নয়, তবে এর চেয়ে সুশ্রী কিছু নয়। এসে ত পড়ল, দেখতেই পাবে।"

মিনিট কয়েকের মধ্যেই গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। ইহার অতিকায় চেহারা, লোকজনের প্রচণ্ড চীৎকার, ও ভীড় দেখিয়া ভয়ে অলকার বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করিতে লাগিল। কুলীরা যে ভাবে চীৎকার করিয়া গাড়ীর ফুটবোর্ডে লাফাইয়া উঠিল, তাহা অলকাকে আরো সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। কম্পিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "গুণীদা, এর ভেতর দিয়ে আমরা যাব কি ক'রে?"

গুণী বলিল, "এই হাওড়া ষ্টেশনের স্বাভাবিক চেহারা, ভয় পাবার কিছু নেই। আমার সঙ্গে সঙ্গে বেশ বেরিয়ে যেতে পারবে।"

সে কুলীদের জিনিষপত্র নামানো সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিতে লাগিল।

একজন রোগা ফরশা মত ছেলে, বয়স কুড়ি-একুশ হইবে, আসিয়া তাহাদের গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। বলিল, "বড়দা, গাড়ী পনের মিনিট লেট্।"

গুণী বলিল, "তুই নিজেও ত লেট্, আমি ভাবছিলাম আমার টেলিগ্রামটা পৌছায়নি বুঝি।"

সরল বলিল, "না, টেলিগ্রাম ঠিক কাল এসে গিয়েছে। মা সব ঘরদোর পরিষ্কার করিয়ে রেখেছেন।" অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে একবার অলকার দিকে তাকাইয়া দেখিয়া লইল।

গুণী বলিল, "জিনিষগুলো নিয়ে এগো, আমি এই কাগজপত্রগুলো গুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।" সরল কুলীর দল সঙ্গে করিয়া অগ্রসর হইল, গুণী বই ও পত্রিকাগুলি গুছাইয়া তুলিয়া বলিল, "এস অলকা।"

অলকা তাহার পিছন পিছন গাড়ী হইতে নামিল বটে, কিন্তু তাহার

পা কাঁপিতে লাগিল। এই ভীষণ ভীড়ের ভিতর দিয়া সে যাইবে কি করিয়া? গুণী যদি অগ্রসর হইয়া চলিয়া যায়, আর সে যদি পিছনে পড়িয়া থাকে? তাহা হইলে ত সে একেবারে হারাইয়া যাইবে?

অলকা নড়ে না দেখিয়া গুণী তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিল। মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে উত্তেজনায়, চোখেও জল আসিয়া পড়িয়াছে। সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "চ'লে এস আমার সঙ্গে, কোনো ভয় নেই।"

গুণীর হাত ধরিতে পাইয়া অলকা বাঁচিয়া গেল, যদিও তাহার অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল। ঐ সরল ছেলেটি নিশ্চয় হাসিবে. তাহার কাণ্ড দেখিয়া। কিন্তু উপায় কি? ক্রমে নিশ্চয়ই এই রকম ভীড় ও গণ্ডগোল তাহার অভ্যাস হইয়া যাইবে।

প্ল্যাটফর্ম্ম ছাড়াইয়া বাহিরে আসিয়া সে প্রথম কলিকাতার দিকে চাহিয়া দেখিল। বাবা, কি বিরাট্ ব্যাপার। এই নাকি গঙ্গা নদী? কি বিশ্রী ঘোলাটে জল। মোটেই দেশের নদীর মত সুন্দর দেখিতে নয়।

সামনে একটা বড় কালো রংএর মোটর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গুণী দরজা খুলিয়া বলিল, "ওঠ, অলকা।"

৯

অসংখ্য রাস্তা, গলি, ব্রীজ্ কত কি পার হইয়া গাড়ীটা ছুটিয়া চলিয়াছে। অলকা বাহিরে চাহিয়া আছে, সন্ত্রস্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে। এত লোক সে জীবনে কখনও দেখে নাই, এ রকম বিরাট্ শহর যে হইতে পারে, তাহা কল্পনাও সে কোনোদিন করে নাই। কত গাড়ী, কত ট্রাম, কি বিশাল অভ্রভেদী সব বাড়ী। এ কোথায় আসিল সে? তাহার বুকের ভিতরটা কেবলই কাঁপিতে লাগিল। এখানে কি করিয়া বাস করিবে সে? মোক্ষদা-আশ্রমও যে একদিক্ দিয়া ইহার চেয়ে ভাল বোধ হইতেছে।

কিন্তু অলকাকে সেখানে ফিরিয়া যাইতে বলিলে সে যায় কি? পার্শ্বে উপবিষ্ট গুণীর মুখের দিকে একবার তাহার অলক্ষ্যে তাকাইয়া লইয়া অলকা ভাবিল, না, আর সেখানে ফিরিয়া যাইতে সে চায় না।

গুণী অলকার মুখের ভাব দেখিয়া একটু পরে বলিল, "ক'দিনেই সব অভ্যাস হয়ে যাবে। প্রথম কয়েকটা দিন কলকাতায় এসে লোকে একটু হক্‌চকিয়ে যায় বটে, তবে সে ভাবটা বেশীদিন থাকে না। তারপর আবার কলকাতা ছেড়ে থাকতেই লোকের কষ্ট হয়।"

অলকা মৃদুস্বরে বলিল, "আমার যে কখনও কলকাতা ভাল লাগ্‌বে তা কিন্তু এখন মনে হচ্ছে না।" পাছে সরল শুনিতে পাইয়া তাহাকে আরো পাড়াগেঁয়ে মনে করে, এই জন্য জোরে কথা বলিল না।

গুণী বলিল, "আমারও প্রথম এখানে এসে তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু দিন ছ-সাতের মধ্যে মন ব'সে গেল।"

এক ঝাঁকানি দিয়া গাড়ীটা মস্ত বড় একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া গেল। গুণী দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িয়া বলিল, "নেমে এস অলকা, এই আমাদের বাড়ী।"

অলকা নামিয়া পড়িল, সরলও নামিল। গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন চাকর বাহির হইয়া আসিয়া জিনিষপত্র নামাইতে প্রবৃত্ত হইল। অলকা একবার বাড়ীটার দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার অনভিজ্ঞ চোখে বাড়ীখানা প্রকাণ্ড বড় ঠেকিল, তিনতলা বাড়ী বোধ হয়। তাহার পর গুণীর পিছন পিছন ভিতরে গিয়া ঢুকিল। সদর দরজার সামনেই উপরে উঠিবার সিঁড়ি, বেশ চক্‌চকে পালিশকরা কালো কাঠের। সিঁড়ির দুইধারে ঘর, দরজায় সব রঙীন মোটা কাপড়ের পর্দা ঝুলিতেছে, কাজেই ঘরগুলির ভিতরটা অলকা দেখিতে পাইল না। সিঁড়ির মুখের কাছে একটি তরুণী দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার দিকে তাকাইয়া গুণী বলিল, "শুক্লা, এই অলকা।"

অলকা তাকাইয়া দেখিল। মেয়েটির বয়স আঠারো-উনিশ হইবে

বোধ হয়। দেখিতে মন্দ নয়, কিন্তু বড় বেশী সাজগোজ করিয়াছে, এবং হাসিতেছেও বড় বেশী। শুক্লা অলকার দুই হাত ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিয়া বলিল, "এই নাকি অলকা? একেবারে বাচ্চা যে? আমি ভেবেছিলাম আমাদেরই বয়সী হবে।"

গুণী হাসিয়া বলিল, "না, তোমার বয়সী জগতে আর কেউ আছে নাকি? তোমার বলে এককাল গিয়ে তিনকালে ঠেকেছে। চল এখন উপরে, ওর সব ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।"

"ব্যবস্থা সব করাই আছে," বলিয়া শুক্লা অলকার হাত ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। গুণী ও সরলও তাহাদের অনুসরণ করিল। জিনিষপত্র চাকরেরা আগেই উপরে তুলিয়া ফেলিয়াছিল।

দু'তলায়ও ঘর অনেকগুলি। সবগুলিরই সুন্দর রঙীন মেঝে, দরজা জানালায় পরদা দেওয়া। অলকাকে লইয়া শুক্লা যে ঘরে ঢুকিল, সেটা ছোট, কিন্তু বেশ সুসজ্জিত। একটা মানুষের যাহা কিছু দরকার হইতে পারে, সবই সে ঘরে আছে। খাট, আলনা, আয়না দেওয়া দেরাজ, চেয়ার, টেবিল, কিছুরই অভাব নাই। অলকার বিবর্ণ টিনের বাক্স দুইটা এবং শতরঞ্জি দিয়া বাধাঁ বিছানাটা ঘরে কেমন যেন বেমানান দেখাইতে লাগিল।

শুক্লা অলকাকে একটা চেয়ারে বসাইয়া, নিজে আর একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। বলিল, "ট্রেণে কিছু খাওয়া হয়েছে, না একেবারে উপোস?"

অলকা বলিল, "দুধ আর ফল খেয়েছি।"

শুক্লা বলিল, "তা'হলে স্নান ক'রে একেবারে ভাত খেতে ব'সে যাও। আমরা সকাল সকালই খাই, খালি বড়দা প্রচণ্ড দেরি করেন। গরম জল করাই আছে, দিতে বল্‌ব বাথরুমে? তোমার কাপড়চোপড় বার ক'রে নাও। এই যে, আমার মা আসছেন।"

একজন মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা পরদা ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে আসিয়া ঢুকিলেন। অলকা তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেল, তিনি দুই হাত দিয়া তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, "থাক, থাক, অশৌচের সময় প্রণাম করতে নেই। বস মা তুমি। শরীর ত তোমার ভাল নয় দেখছি, বড় রোগা। যা ধকল গেল, দেহমনের ভিতর দিয়ে।"

অলকা আবার বসিল। শুক্লার মায়ের চেহারায় মেয়ের সঙ্গে খুব বেশী সাদৃশ্য নাই। একটু বেশী মোটা, ভারিক্কি চেহারা। বেশভূষারও বিশেষ পারিপাট্য নাই। বিধবাই হইবেন বোধ হয়, কারণ কপালে সিঁদুর নাই, তবে হাতে দুইগাছি করিয়া সোনার চুড়ি আছে, কালো ফিতাপাড়ের শাড়ী পরা।

এমন সময় গুণী ও সরলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অলকার মনে একটা আনন্দের দোলা লাগিল। গুণী তাহাকে এই অচেনা মানুষগুলির মধ্যে ফেলিয়া সরিয়া যাওয়াতে সে যেন আরো দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পরিচিত জগতের একমাত্র প্রতিনিধি এখন গুণী, তাহাকেও দেখিতে না পাইলে অলকার অপরিণত বালিকামন একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে।

গুণী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "অলকা স্নান টান ক'রে নাও। তারপর খেয়েদেয়ে লম্বা এক ঘুম দাও। আমিও যাচ্ছি স্নান করতে, তবে দুপুরে ঘুমুবার সৌভাগ্য আমার হবে না। যে রুগীগুলোকে মনোমোহনবাবুর হাতে দিয়ে গিয়েছিলাম, তারা নাকি ওঁর হাতে মরতে একেবারেই চাইছে না। আমায় গিয়ে ভার নিতে হবে অবিলম্বে। শুক্লা, তুমি কিন্তু অলকার কাছে কাছে থেকো, ওর একলা না লাগে।"

শুক্লা বলিল, "যতক্ষণ আমায় সইতে পারবে ততক্ষণ থাকব। জোর ক'রে লোকের উপর নিজেকে জাঁতিয়ে দিতে নেই। কিন্তু চল ভাই তুমি স্নান করতে, জল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কাপড় বার ক'রে নাও।"

এই অতি সুসজ্জিতা অতি আধুনিকা তরুণীর সামনে বাক্স খুলিতেই

অলকার লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু উপায় যখন নাই তখন খুলিতেই হইবে। বাক্স খুলিয়া দরকার মত কাপড়চোপড় বাহির করিয়া অলকা শুক্লার সঙ্গে স্নান করিতে চলিল।

স্নানের ঘরটাও নূতন রকমের, শুক্লা ঘুরিয়া ফিরিয়া কোথায় কি আছে, কোন্‌টা কি ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, সব বুঝাইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। অলকা কোনমতে স্নান ও কাপড় কাচার পর্ব্ব শেষ করিতে লাগিল। শুক্লা মেয়েটার মনটা বোধ হয় বেশ ভাল, যদিও বড় বেশী আধুনিক। যাহাই হউক, ইহার সঙ্গে সময় কাটানো বোধ হয় অসম্ভব হইবে না, অন্ততঃ গুণীদা যতক্ষণ বাহিরে থাকিবেন। অলকার মনটা ঘড়ির দোলকের মত বিষাদ ও হর্ষের মাঝখানে দুলিতে লাগিল। এ কোথায় আসিল সে? তাহার পূর্ব্ব জীবনটা কি একেবারে খসিয়া পড়িবে? তাহার কোন চিহ্নই কি আর তাহার জীবনে থাকিবে না? তাহার শৈশবের কুঁড়ি, তাহার 'সুকুমার আমি', ইহাকে কি মহাকাল চিরতরে বিলুপ্ত করিয়া দিলেন? সে নিজেও কি সেই আগেকার অলকাকে ভুলিয়া যাইবে? তাহাকে অবজ্ঞার চোখে দেখিবে?

আবার একটু আনন্দের স্পর্শও মনে লাগে যেন। বিগত জীবনটার মধ্যে সুখ কিছু ছিল না, আনন্দ কিছু ছিল না। অমন করিয়া থাকাকে কি বাঁচিয়া থাকা বলে? মরিয়া যায় নাই, এই অর্থে শুধু সে বাঁচিয়া ছিল। এখানে কষ্ট হইতে পারে, দুঃখ হইতে পারে, অপমান বোধও হয়ত হইতে পারে, কিন্তু বাঁচিবার মত করিয়া বাঁচিবে সে। তাহার ভিতর কিছু যদি সম্ভাবনা থাকিয়া থাকে, সেটাকে এখানে কেহ গলা টিপিয়া হত্যা করিবে না, বরং পরিণতি লাভের সুবিধাই দিবে।

স্নান শেষ করিয়া সে বাহির হইয়া আসিল। একজন স্ত্রীলোক অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার হাত হইতে কাচা কাপড়গুলি লইয়া বলিল, "ওমা, নিজে কেন কাপড় কাচতে গেছ দিদিমণি? তোমাকে কে কাপড় কাচতে বলে?

অলকা একটু বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইল। মানুষটা ি বাড়ীর কেহ, না দাসী শ্রেণীর? ঝি বলিতে ছেঁড়া ময়লা একখানা মা কাপড় পরা হারাণী জাতীয় স্ত্রীলোকই সে এতদিন দেখিয়াছে। এ ত দেি দিব্য পরিষ্কার সেমিজ ও শাড়ী পরা। শুক্লা এই সময় ঘর হইতে বাহির হইয় অলকার সন্দেহ ভঞ্জন করিল। বলিল, "ও আমাদের আয়া তরু, কাপড়-গুলো ওর হাতে দিয়ে দাও, মেলে দেবে এখন। অন্য কাউকে কাপ. কাচতে দেখলে তরুর আমাদের বড় মন খারাপ হয়ে যায়।"

তরু কাপড় লইয়া অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "তা ঠিক কথাই ত দিদিমণি। নোকই যদি রাখবে, ত কাপড় কাচবে কেন, আর কাপড়ই যদি কাচবে তা'হলে নোক রাখবার কি দরকার?"

শুক্লা বলিল, "অকাট্য যুক্তি। আচ্ছা, এখন কাপড়গুলো শুকো. দাও গিয়ে। আমাদের কলেজের লজিকের প্রফেসর যদি কোনদিন ছেড়ে দেন, তাহলে তরুকে তাঁর জায়গায় রাখা চলবে।"

"কলেজে মলেজে আমি কাজ করতে পারবনি বাপু, সেখানে সব মেয়ে মরদে একাকার," বলিয়া তরু ভিজা কাপড়গুলি লইয়া প্রস্থান করিল।

শুক্লা বলিল, "একে নিয়ে বেশ রগড় করা যায়। চল এইবার খাবার ঘরে।"

খাবার ঘরটি বড়ই। মাঝে ডিম্বাকৃতি খাইবার টেবিল, চারিদিব ঘিরিয়া চেয়ার সাজানো। ঘরে আরো কয়েকটা আসবাব রহিয়াছে, সেগুলি নাম অলকা জানে না। শুক্লার মা একখানা চেয়ারে বসিয়া আছেন দুইজন চাকর খাদ্যদ্রব্যাদি বহন করিয়া আনিতেছে, তিনি একাগ্রভা তাহাদের বকিয়া চলিয়াছেন। চাকরগুলির বোধ হয় বকুনি শোনা অভ্যা হইয়া গিয়াছে, তাহারা গৃহিণীর কথায় বিশেষ কর্ণপাত না করিয়া কা করিয়া চলিয়াছে।

শুক্লা বলিল, "তোমাকে নীচে জায়গা ক'রে দেব ভাই? টেবিলে কিছুদিন বোধহয় তুমি খাবে না?"

অলকা বলিল, "তাই দিন।"

শুক্লা তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল, "খবরদার, আমাকে আপনি বলবে না। আমাকে কেউ ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখালে আমার ভীষণ ভয় করে, মনে হয় মিনিটে মিনিটে আমার দশ বছর ক'রে বয়স বেড়ে যাচ্ছে, এবং মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমি ম'রে যাব।"

তাহার কথা বলার ভঙ্গি দেখিয়া অলকা হাসিয়া ফেলিল। শুক্লার মা বলিলেন, "নাও, তোমার আর এখন রঙ্গরস করতে হবে না, ওর বোধ হয় ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। উপরের ছোট ঘরে কয়েকটা আসন আছে কম্বলের আসনও আছে একটা, সেইটা নিয়ে এস।"

শুক্লা আসন আনিতে গেল। গুণী স্নান করিয়া এই সময় খাবার ঘরে আসিয়া ঢুকিল। অলকাকে বলিল, "স্নান ক'রে ধড়ে প্রাণ ফিরে এসেছে ত? এখনও কি কলকাতা ভীষণ খারাপ বোধ হচ্ছে?"

অলকা বলিল, "ততটা খারাপ আর এখন লাগছে না।"

গুণীর পিসীমা বলিলেন, "রোস, দুচার দিন থাকুক, মানুষজনের সঙ্গে চেনাশোনা হোক, তবে ত মন বস্‌বে?"

শুক্লা এই সময় কম্বলের আসন লইয়া আসিয়া অলকার আলাদা জায়গা করিয়া দিল। সকলে খাইতে বসিল। শুক্লার মাও ইহাদের সঙ্গেই বসিলেন, তবে তিনি নিরামিষ আহার করিলেন। সরলও পোষাক বদলাইয়া আসিয়া খাইতে বসিল। অলকা মাটিতে বসিয়া খাইতেছে দেখিয়া জ্র দুইটা একবার ঊর্দ্ধে তুলিল, তবে কোনরূপ মন্তব্য করিল না।

অলকার পাতের দিকে চাহিয়া শুক্লার মা বলিলেন, "হবে না রোগা, খায়না ত কিছুই দেখি। উঠতি বয়সে এত কম খেলে চলে কখনও

আজকালকার মেয়েদের কি যে এক খাওয়াকে ভয়, আমাদের কালে এসব ছিল না বাপু।"

শুক্লা বলিল,"আজকাল খাওয়ার খরচ যে ভীষণ বেড়ে গেছে মা? আগেকার মত ক'রে খেলে চলে কখনও? বড়দাকে তাহলে দুদিন পরেই লালবাতি জ্বালতে হবে।"

গুণী বলিল, "শ্রীমতী শুক্লা, তুমি রসিকতা করবার আগে অনুগ্রহ ক'রে ব'লে নিও, তুমি রসিকতা করছ। নূতন মানুষ মনে করতে পারে যে এগুলো সত্যিই তোমার মনের কথা, এবং ভয়ে অলকার খাওয়া একদমই বন্ধ হয়ে যেতে পারে।"

অলকা ভাবিল, গুণীদা অলকাকে অসম্ভব বোকা মনে করেন বোধহয়। কোন্‌টা ঠাট্টা, কোন্‌টা নয়, তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধিও কি তাহার নাই?

নানা কথাবার্ত্তার মধ্যে খাওয়া শেষ হইয়া গেল। মুখ ধুইবার ব্যবস্থাও এখানে অন্য রকম। অলকা ভাবিল, সাধে মানুষ কলিকাতায় আসিলে আর মফঃস্বলে ফিরিতে চায় না? মানুষের সকল দিকে আরামের এত উপকরণ পাড়াগাঁয়ে কোথায় পাওয়া যাইবে?

গুণী বলিল, "এবার তাহলে আমি চল্‌লাম খানিকক্ষণের মত। বিকেলে ফিরব। তুমি ততক্ষণ ঘুম দাও একটা, না হয় শুক্লার সঙ্গে গল্প কর। বই পড়তে চাও তারও অভাব নেই, বাংলা উপন্যাস থেকে আরম্ভ ক'রে কম্যুনিষ্ট্ সাহিত্য অবধি সবই বাড়ীতে পাবে। আচ্ছা—"

গুণী তড়্‌তড়্ করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নীচে চলিয়া গেল। গাড়ীর দরজা বন্ধ হইবার শব্দ হইল, তাহার পরে গর্জ্জন করিতে করিতে গাড়ীটা চলিয়া গেল।

গুণীর দীর্ঘ দেহটা চোখের আড়াল হইয়া যাইবামাত্র অলকা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্যদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। বহুকাল আগেকার একটা দুঃখের দিনের কথা অলকার আবার আজ বড় বেশী করিয়া মনে পড়িল। তাহার

বাবা প্রথম যেদিন তাহাকে মোক্ষদা আশ্রমে রাখিয়া চলিয়া আসেন, সেদিন এক মুহূর্ত্তে জগৎসংসার তাহার কাছে শূন্য হইয়া গিয়াছিল। ততটা ভীষণ না হইলেও, আজও অলকার মনটা কিছুক্ষণের জন্য যেন একেবারে হতাশায় ভরিয়া উঠিল। এতবড় বাড়ীটার মধ্যে একেবারে একেলা সে। কাহাকেও সে চেনে না, কেহ তাহার নাই। এই বিরাট্ রাক্ষসী নগরীর ভিতর গুণী কোথায় হারাইয়া গেল?

আড়চোখে তাহার দিকে একবার তাকাইয়া শুক্লা বলিল, "চল ভাই তোমার ঘরে যাই।"

অলকা তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে ফিরিয়া আসিল।

শুক্লা বলিল, "তুমি ত এখন খাটে শোবে না, তাই বড়দা যেমন বল্লেন, অনেকগুলো কম্বল পেতে তোমার সেইরকম বিছানা মাটিতেই ক'রে দিয়েছি। একখানা বই হাতে ক'রে শুয়ে পড়। পড়তে ভাল লাগে না এইরকম বই হলেই সুবিধে, তাহলে ঘুম আসতে মোটেই দেরি হয় না। বড়দা যদিও ব'লে গেলেন আমার সঙ্গে গল্প করতে, কিন্তু আমার মনে হয় না, এখন তোমার বেশী বক্‌বক্ করতে ভাল লাগবে। কি বল?"

অলকার সত্যিই তখন কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। বালিশে মুখ গুঁজিয়া খানিক্ষণ খুব কাঁদিতে পারিলে তাহার হয়ত ভাল লাগিত। শুক্লার কথার উত্তরে বলিল, "হ্যাঁ, একটু ঘুমতে পারলেই ভাল হত বোধহয়। কাল জেগে ওঠবার হাঙ্গামে ঘুম ত মোটেই হয়নি।"

খান-কতক বই আনিয়া তাহার পাশে রাখিয়া শুক্লা দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। বাছিয়া বাছিয়া একখানা "আনন্দমঠ" বাহির করিয়া অলকা পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু শারীরিক শ্রান্তি ও মানসিক অবসাদ, দুইই অলকার পড়ার বিরুদ্ধাচরণ করিল। দেখিতে দেখিতে অলকা ঘুমাইয়া পড়িল। হাতের বইখানা খসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ঘুম ভাঙ্গিল যখন, তখন বেলা একেবারে গড়াইয়া গিয়াছে। শুক্লা

তাহার কাপড়-চোপড় পাট করিয়া আনিয়া আল্‌নায় রাখিতেছে। অলকাকে চোখ মেলিতে দেখিয়া বলিল, "ঘুম ভাঙল দিদিমণি? বেলা প'ড়ে গেছে। বড় দিদিমণি বল্‌লে তোমায় ডেকে দিতে, তা আমি ভাবলাম, ঘুমুচ্ছে, আহা ঘুমোক, টেন্নেণ থেকে হাক্লান্ত হয়ে এসেছে কিনা?"

অলকা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। বাথ্‌রুমে গিয়া হাতমুখ ধুইয়া আসিল। তরু তখন কম্বলগুলি গুছাইয়া তুলিয়া রাখিতেছে। অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "বড় দিদিমণি কোথায়?"

"খাবার ঘরে রয়েছেন। টেবিলে চা দিয়েছে কিনা?"

তরুর সঙ্গে সঙ্গে অলকা খাইবার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার জন্য নীচে জায়গা করা, ফল, দুধ, ছানা, চিনি প্রভৃতি অনেক কিছু শাদা পাথরের থালায় ও বাটিতে করিয়া সাজানো রহিয়াছে। চা খাইতে বসিয়াছেন শুক্লার মা ও শুক্লা। গুণী ফেরে নাই, সরলও অনুপস্থিত। শুক্লার মা বলিলেন, "খোকার দিন দিন কি যে হচ্ছে। ব্যবসা ক'রে ত একেবারে লাখপতি হয়ে গেলেন ছেলে, খালি অনিয়মটা করতে শিখেছেন।"

শুক্লা বলিল, "যা'হোক একটা কিছু ত শিখেছে? ঐ বড়দার গাড়ী এল।" নীচে মোটর হর্ণের তীব্র শব্দ শোনা গেল। অলকার মনের ভিতর দিয়া একটা আনন্দের শিহরণ খেলিয়া গেল। এতক্ষণে সে যেন মরুভূমিতে জলের কলধ্বনি শুনিতে পাইল। তাহার দিকে কেহ তখনও তাকায় নাই, তাকাইলে দেখিতে পাইত, তাহার মুখখানা রক্তপদ্মের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে।

চাকরেরা ছুটাছুটি করিয়া চায়ের জল, খাবার প্রভৃতি আনিতে লাগিল। শুক্লা পেয়ালায় পেয়ালায় চা ঢালিতে লাগিল এবং তাহার মা কাজে সাহায্য করিতে লাগিলেন সকলকে বকিয়া।

গুণী ঘরে ঢুকিয়া হ্যাট্‌টা খুলিয়া একটা চাকরের হাতে দিয়া বলিল,

"আজকে যা হোক ঘোরানটা ঘুরেছি। দশ-বারোদিন যেমন অবসর নিয়েছিলাম, তা একদিনেই সুদ সুদ্ধ পুষিয়ে নেবার জোগাড়। দাও একটু চা টা কি দেবে।" সে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল।

শুক্লার মা শশিমুখী বলিলেন, "তুই সরলের একটা চাকরি বাকরি জুটিয়ে দে বাবা। কি যে ছাড়া গোরুর মত সারাদিন টৈ টৈ ক'রে ঘোরে, আমার একেবারে ভাল লাগে না। ব্যবসা হচ্ছে, না আমার শ্রাদ্ধ হচ্ছে।"

গুণী বলিল, "চাকরি করে তবে না? আজকালকার অনেক হবু কবির যেমন ধারণা যে স্কুল থেকে পালিয়ে গেলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হওয়া যায়, তেমনি তোমার পুত্ররত্নের ধারণা যে অনিয়ম করলেই সে অবিলম্বে হেন্‌রি ফোর্ড বা জন্‌, ডি, রক্‌ফেলার হয়ে উঠবে।"

শশিমুখী বক্‌বক্‌ করিতে লাগিলেন, "সত্যি বাপু, এই ছেলেকে নিয়ে হয়েছে আমার মরণ। না করলে পড়াশুনো ভাল ক'রে, না করবে কাজকর্ম্ম।"

শুক্লা বলিল, "যাক্‌ গে, ওর জন্যে শোকসভা করবার এখন দরকার নেই। বড়দা বেড়াতে যাবে?"

গুণী চা খাইতে খাইতে বলিল, "কোথায়?"

শুক্লা বলিল, "এই মস্ত একটা ড্রাইভ্‌ দিয়ে ফিরে আসব আর কি? অলকার ত হাঁটবার মত অবস্থা নেই, তোমারও নেই বোধহয়।"

গুণী বলিল, "তা বেশ, চল্‌। আমি একবার ধ[illegible]গুলো বদ্‌লে আসি। অলকা ভাল ক'রে শালটাল গায়ে জড়িয়ে নিও, যেন ঠাণ্ডা না লাগে।"

শুক্লা ও অলকা দুইজনে বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে গেল।

দিনের বেলায় অবারিত আলোয় মহানগরীর সব কুশ্রীতা, সব দৈন্য, বড় বেশী করিয়া ধরা পড়িয়া যায়। সাজসজ্জা সমাপ্ত করিয়া শুক্লা যখন অলকাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই রাস্তায় আলো জ্বলিয়া উঠিল।

অলকা বলিল, "সকালে শহরটা যত বিশ্রী দেখাচ্ছিল, এখন আর ততটা মনে হচ্ছে না।"

গুণী বলিল, "ইলেক্‌ট্রিক আলোর একটা গুণ আছে যে সে যেমন প্রকাশ করে, তেমনি আড়ালও রচনা করে।"

শুক্লা বলিল, "বড়দা, you have missed your vocation ; তুমি যদি ডাক্তার না হয়ে লেখক হতে, তাহলেই বোধহয় ঠিক হত। এমন গুছিয়ে কথা বলতে পার।"

গুণী বলিল, "ভাল ক'রে কথা বলতে পারলে সব ব্যবসাতেই সুবিধে। ডাক্তারী শাস্ত্রটা এখনও বড়ই অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। অনেক রোগের বিষয় আমরা কিছু জানিও না, সারাতেও পারি না। সে ক্ষেত্রে রোগীর পাশে ব'সে যদি বেশ গুছিয়ে বক্‌বক্ করা যায়, তাহলে তারা তাতেই খুসী হয়ে ওঠে।"

অলকা হাসিয়া বলিল, "কক্ষনো না, তা কখনোও হয় ?"

গুণী বলিল, "হয় আবার না। তুমি মোক্ষদা আশ্রমে যা দেখনি, এমন অনেক জিনিষ জগতে আছে। ওখানে অসুখ করলে ডাক্তার ডাকা হত ?"

অলকা বলিল, "মাঝে মাঝে একজন কবিরাজ আসতেন বটে। তবে কথাবার্ত্তা তিনি বড় বেশী বলতেন না।"

গাড়ী গঙ্গার ধার দিয়া, গড়ের মাঠের পাশ দিয়া, বার দুই-তিন ঘুরিয়া আসিল।

তাহার পর গুণী বলিল, "এবার ফেরা যাক, পেট্রোলের

ভাবনাটাও ভাবতে হয়। তবে এ ক'দিন গাড়ী বেশী ঘোরেনি বোধ হয়?"

শুক্লা বলিল, "না, আমি মাত্র বার-দুই বেরিয়েছি, আর দাদা একদিন।"

গাড়ী ফিরিয়া চলিল, গুণী একবার জিজ্ঞাসা করিল, "অলকা, শীত করছে না ত?"

অলকা বলিল, "না, কলকাতায় শীত তত বেশী নয় ত?"

"বাংলা দেশের অন্য জায়গার তুলনায় কমই বটে," বলিয়া গুণী শুক্লার দিকে চাহিয়া বলিল, "অলকার জন্যে অনেক কাপড় চোপড় কিনতে হবে শুক্লা। ও যেখানে ছিল, সেখানকার 'ইউনিফর্ম্‌'গুলি ত এখানে চলবে না? তোমার উপর রইল ভার।"

শুক্লা বলিল, "ভারটা আমার মনের মত বটে। গাড়ীটা দিও তাহলে আমার প্রয়োজন মত।"

গাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। শুক্লা নামিয়াই একেবারে হন্‌ হন্‌ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। গুণী ও অলকা অপেক্ষাকৃত ধীরে তাহার পিছন পিছন চলিল।

দুতলায় উঠিয়া গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "বেড়িয়ে ভাল লাগল অলকা?"

অলকা বলিল, "মন্দ নয়।"

গুণী বলিল, "ছাতে যাবে? এখন মোটে সাতটা বেজে মিনিট কুড়ি হয়েছে। রাত্রের খাওয়ার এখনও ঢের দেরি।"

গুণীর সঙ্গে অলকা গিয়া ছাদে উঠিল। তিনতলায় ঘর বেশী নাই। গোটা তিনের বেশী হইবে না, বাকিটা খোলা ছাদ। দুইজনে গিয়া আলিসার ধারে দাঁড়াইল। গুণী বলিল, "ঐ বড় ঘরটায় বাবা থাকেন। তাঁকে তোমার মনে আছে অলকা?"

অলকা বলিল, "আছে কিছু কিছু।"

গুণী বলিল, "কাল সকালে তাঁর কাছে তোমাকে নিয়ে যাব। সন্ধ্যার পর তাঁকে আর আমরা disturb করি না। এই দিকের ছোট ঘরটায় কেউ থাকে না। ওপাশের ঘরটায় সরল থাকে।"

অলকা বলিল, "একতলায় ত অনেকগুলো ঘর। সেখানে কেউ থাকে নাকি?"

"চাকর, ড্রাইভার, কম্পাউণ্ডার, এরা থাকে। তা ছাড়া রোগী দেখার ঘর, সরলের অফিস্, এ সব আছে।"

চাঁদের ম্লান আলো, ধূমমলিন আকাশকে উজ্জ্বল করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। অলকা বলিল, "আমাদের ওখানে কিন্তু আকাশটা এর চেয়ে ঢের পরিষ্কার ছিল।"

গুণী বলিল, "তা ছিল বটে। কলকাতায় বায়ুমণ্ডল বা মাটি, কিছুই পরিচ্ছন্নতার জন্যে বিখ্যাত নয়।"

এমন সময় সরল নীচ হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিল, "বড়দা, নীচে তোমার ডাক পড়েছে। কে এক ভদ্রমহিলা এসে ভয়ানক ভুল ইংরিজি বলছেন। তোমার সঙ্গে নাকি appointment ছিল।" কথা বলিল বটে গুণীর সঙ্গে, তবে নিরাসক্তভাবে বার-দুই অলকার দিকে তাকাইয়া লইল।

গুণী বলিল, "মিসেস গুপ্ত হবেন আর কি? যতদূর আমি বুঝি. তাঁর ভুল ইংরিজি বলা ছাড়া অন্য কোনোও রোগ নেই এবং সেটা সারান আমার সাধ্যাতীত। যাক, তিনি আমার উপরে পয়সা খরচ করা যখন স্থিরই করেছেন, তখন আমার বাধা দেওয়া উচিত নয়। চল অলকা, আজ আর বেড়ান হল না।"

অলকাকে লইয়া গুণী নীচে চলিয়া গেল। সরল ছাদে বার দুই-টহল দিয়া, এক জায়গায় দাঁড়াইয়া নীচু গলায় বলিল, "ডাক্তার সাহেব নিজের ewe lambটিকে বড় বেশী আগ্‌লে বেড়াচ্ছেন।"

অলকার সঙ্গে গুণীর সে রাত্রে আর দেখা হইল না। আরও দুই চারজন রোগী আসিয়া জোটাতে গুণী অন্য সকলের সঙ্গে খাইতে আসিল না। খাওয়া দাওয়া শেষ হইবার পর, শুক্লা অলকাকে তাহার ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, "একলা ঘরে শুতে ভয় করবে না ত অলকা? তরুকে না হয় এখানে শুতে বলি?"

অলকার তরুকে বিশেষ পছন্দ হয় নাই। সে বলিল, "না থাক; আমার কিছু ভয় করবে না।"

শুক্লা বলিল, "ভয় করবার নেইও কিছু। পাশেই আমার ঘর, তার পাশে মায়ের। ল্যাণ্ডিংএর ওধারের বড় ঘরটা বড়দার শোবার ঘর। কাজেই সকল দিক্ দিয়েই তুমি সুরক্ষিত থাকবে।" বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

বিছানায় শুইয়া অলকা অনেকক্ষণ ঘুমাইতে পারিল না। জীবনটা কেমন যেন তাহার হঠাৎ উলটপালট হইয়া গিয়াছে। বিগত জীবনের ভিতর ফিরিয়া যাইতে সে একেবারে ব্যস্ত নয়, কিন্তু এই নূতন জীবনের অচেনা পরিবেশের ভিতর নিজেকে মানাইয়া লইতে পারিবে কি? এ বাড়ীর লোকেরা তাহাকে কেমন চোখে দেখিবে কে জানে? গুণীদার উপর তাহার অসীম নির্ভর, কিন্তু তিনি কাজের মানুষ, কতটুকু সময়ই বা অলকা তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিবে? অন্যরা আজ ভাল ব্যবহার করিয়াছে, চিরদিনই করিবে কিনা কে জানে যাক, ভগবান্ তাহাকে যেখানে আনিয়া ফেলিয়াছেন, সেইখানেই এখন থাকিতে হইবে। লেখাপড়া শিখিয়া নিজে যদি মানুষ হইয়া উঠিতে পারে, তাহা হইলে আর কোনোও অসুবিধা থাকিবে না।

ভোর বেলা ঘুম ভাঙিয়া অলকা উঠিয়া পড়িল। বাড়ীর আর কোনোও ঘরে তখনও সাড়া জাগে নাই। রান্নাঘরের দিকে একটু সজীবতার লক্ষণ দেখা গেল, চাকর-বাকররা বোধহয় উঠিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

গুণীর ঘরের দরজা খুলিবার মত একটা শব্দ হইল বটে, কিন্তু অলকা কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মুখ হাত ধুইয়া সে একবার সিঁড়ির মুখের জায়গাটায় বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। এখান হইতে খোলা জানালার পথে বাড়ীর পিছন দিক্‌টা দেখা যায়। পিছনটায় একটা খোলার ঘরের বস্তি। সেখানের অধিবাসীরা ইহারই মধ্যে উঠিয়া সকলেই কাজে লাগিয়াছে। কেহ রাস্তার কলে জল ভরিতেছে, কেহ কাঠ চেলা করিতেছে, কেহ বাসন মাজিতেছে। জায়গাটাতে একটুখানি যেন পল্লীগ্রামের ছায়া আছে। এই সব দৃশ্য অলকা আজীবন দেখিয়াছে, এই ধরণের মানুষ তাহার চেনা, সে একদৃষ্টে বস্তিটার দিকে তাকাইয়া রহিল।

পিছন হইতে গুণী বলিল, "কি অলকা, আমাদের প্রতিবেশীদের দেখছ?"

অলকা ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, এখানটা একটু পাড়াগাঁয়ের মত দেখতে না?"

গুণী বলিল, "মনটা দেখছি তোমার এখনও সেই পাড়াগাঁয়েই প'ড়ে আছে। কিন্তু কলকাতা একবার অভ্যাস হয়ে গেলে, আর কখনোও সেখানে ফিরে যেতে চাইবে না।"

ইহার উত্তর না দিয়া অলকা একটু হাসিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "শুক্লাদিরা কেউ এখনও ওঠেন নি?"

গুণী বলিল, "আটটা সাড়ে আটটার আগে ওরা কেউ ওঠে না। বাড়ীতে সকালে উঠি কেবল আমি আর ঝি-চাকররা। পিসীমা প্রথম প্রথম ভোরে উঠতেন, কিন্তু ছেলেমেয়েদের ছোঁয়াচ তাঁরও লেগেছে। তুমি যদি ঘণ্টা-দুই একলা না কাটাতে চাও, তাহলে আটটা অবধি ঘুমনো অভ্যাস কর।"

অলকা বলিল, "সে আমার ভাল লাগবে না। আমি সকালে পড়ব, সেই সময় পড়া সবচেয়ে ভাল হয়।"

গুণী বলিল, "সেই ভাল, নীচে একটা লাইব্রেরী ঘর আছে, বই নিতান্ত মন্দ জমা হয়নি তাতে। ওটা শেষ করতে তোমার অনেকদিন কেটে যাবে। চল, তোমাকে দেখিয়ে আনছি।"

গুণীর সঙ্গে সঙ্গে অলকা নীচে নামিয়া গেল। লাইব্রেরী ঘরটি বেশ, আলমারি ও র‍্যাকে চারিটা দেওয়ালই তাহার ঠাসা। বসিবার জন্য চেয়ার ইত্যাদি অনেকগুলি আছে। একজন চাকর দরজা জানালা খুলিয়া সব বই ও আসবাব ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতেছে।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া বই দেখিতে দেখিতে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। এইবার উপরতলা হইতে নানারকম সাড়াশব্দ শোনা যাইতে লাগিল। গুণী বলিল, "চা খাবার সময় হয়েছে বোধহয়। শুক্লার গলা শোনা যাচ্ছে। চল, ওপরে যাওয়া যাক।"

চায়ের টেবিলে তখন পিসীমা সপরিবারে আসিয়া বসিয়াছেন। শুক্লা রুটিতে মাখন মাখাইতেছে, সরল ঘরময় ঘুরিতেছে, এবং তাহার মা চাকরকে বাজারের পয়সা বুঝাইয়া দিতেছেন। গুণী ও অলকাকে দেখিয়া সরল আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। গুণীও বসিয়া বলিল, "অলকাকে কি খেতে দেবে?"

শশিমুখী বলিলেন, "দুধ আছে, কলা আছে, কমলালেবু আছে। ছানার মিষ্টিও আছে, যদি খায়।"

গুণী বলিল, "তুমি বললেই খেতে পারে। ওর ত এসব মানা নেই?"

শশিমুখী বলিলেন, "আজকাল নানাবাড়ীতে নানারকম চলছে কিনা? যার যেমন সুবিধে সে তাই করে, ভট্‌চাযিদের বিধান মেনে আর কটা লোক চলে? খাচ্ছে ত অনেকে মিষ্টিটিষ্টি। একটু দিয়েই দিই।" তাঁহার নির্দ্দেশমত শুক্লা অলকাকে খাবার সাজাইয়া দিল।

সকলের চা খাওয়া শেষ হইলে শুক্লা বলিল, "আজ সাড়ে ন'টায় আমাদের ক্লাবের executive committeeর একটা মিটিং আছে,

সেখানে একবার যেতে হবে। সেখান থেকে কলেজে চ'লে যাব। বিকেলে free আছি, বড়দা যদি গাড়ীটা তখন দিতে পার ত অলকাকে নিয়ে বাজারে যেতে পারি। দরজীটাকেও আজ খবর দিয়ে দেব।"

গুণী বলিল, "সময়মত ফিরতে পারি যদি ত নিশ্চয় দেব। অলকা যাবে নাকি বাজার করতে, না শুক্লার উপর ভার ছেড়ে দেবে?"

অলকা কিছু বলিবার আগেই শুক্লা বলিল, "না, না, একজনের জিনিষ আর একজনের কেনা ঠিক নয়। ও নিজে পছন্দ করবে, আমি দরদস্তুর করে কিনে দেব। সুপরামর্শও দিতে পারি কিছু।"

সরল নীরবে খাইয়া দাইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। গুণী উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আমার এবার বেরতে হয়। শুক্লাও ত চলল। অলকা না-হয় লাইব্রেরীতে গিয়ে বই পড়। বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবে? এতক্ষণে তাঁর সকালের খাওয়া হয়ে গেছে বোধহয়।"

অলকা যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। শুক্লা নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

তিনতলায় উঠিতেই গুণীর সামনে একটি প্রৌঢ় গোছের চাকর আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "বাবু আপনার খোঁজ করছিলেন দাদাবাবু। আমি ডাকতে যাচ্ছিলাম আপনাকে।"

অলকাকে লইয়া গুণী পরেশবাবুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। বিছানার কাছে আসিয়া বলিল, "এই অলকা, বাবা। কাল আর আপনাকে বিরক্ত করিনি, ও বড় শ্রান্ত ছিল।"

শয্যাশায়ী ভদ্রলোক অলকার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সে নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। পরেশবাবুর চেহারা তাহার অস্পষ্ট ভাবে মনে ছিল। গুণীদারই মত লম্বা ছিলেন তিনি, এবং খুব গট্‌গট্ করিয়া হাঁটিতেন। এই শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ এবং বিকৃতমুখ বৃদ্ধের মধ্যে নিজের স্মৃতিমূর্ত্তির কোনোও সাদৃশ্যই সে খুঁজিয়া পাইল না। বৃদ্ধ অস্পষ্টভাবে কি বলিলেন; তাহাও সে বুঝিতে পারিল না।

গুণী বলিয়া দিল, "বাবা জিগ্‌গেস করছেন তুমি কেমন আছ, আর বলছেন ছোট বেলার চেহারাটা তোমার বিশেষ বদলায় নি।"

অলকা বৃদ্ধের দিকে তাকাইয়া বলিল, "ভাল আছি জ্যাঠামশায়।"

পরেশবাবু অলকার সঙ্গে কথা বলিবার আর কোনোও চেষ্টা করিলেন না কথা বলা তাঁহার পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। গুণীকে দু-একটা প্রয়োজনীয় কথা বলিলেন। গুণী তাঁহার চাকর চন্দ্রকে ডাকিয়া কতকগুলা উপদেশ দিল, তাহার পর অলকাকে লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিল, "তোমার খুব একলা লাগবে আমি বুঝতে পারছি। আমাকে ত প্রায় সারাদিনই বাইরে থাকতে হয়, শুক্লাও খালি চরকির মত ঘোরে। ভাবছি তাই তোমাকে আগেই স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিই, একটু অসুবিধে হলেও তুমি চালিয়ে নিতে পারবে। আমি স্কুলের কর্তৃপক্ষদের ব'লেও দেব। আজই কথাবার্ত্তা আরম্ভ করব, তোমার আগের স্কুলে চিঠিও আজ লিখে দেব।"

অলকা বলিল, "তাই দিন। পড়াশুনা আরম্ভ করতে পারলে আমি ভাল থাকব। শুক্লাদি কাঁহাতক আমাকে ঘাড়ে ক'রে বেড়াবেন? তাঁর নিজের কাজকর্ম্ম আছে ত? সারাদিন আর-একটা লোকের ভাবনা ভাবতে হলে, মানুষে তার উপর চটে যায়।"

গুণী হাসিয়া বলিল, "মানুষটা কে তার উপর নির্ভর ক[illegible] অনেকটা। যাক, আমি চাই না যে কেউ তোমার উপর চটে একটুও। তুমি তাহলে পড় গিয়ে, আমি এখন বেরচ্ছি।" গুণী নিজের ঘরে ঢুকিয়া গেল, অলকাও নিজের ঘরে গিয়া শুক্লার দেওয়া বইগুলি লইয়া পড়িতে বসিল।

ঘণ্টা-দুই পরে তরু আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, চান করবে নি? এখন চান ক'রে কাপড় ছেড়ে দিলে ভাল হয়। কাচা কাপড়গুলো অনেকক্ষণ রোদ পাবে, বেশ খট্‌খটে হয়ে শুকিয়ে যাবে।" তরুর জীবনে কাপড় কাচা ও কাপড় শুকানর মত বড় সাধনার জিনিষ আর কিছু

ছিল না। ঘর ঝাঁট দেওয়া আর মোছার কাজটাও তাহার ভাল লাগিত বটে, তবে কাপড় কাচার সহিত তাহার তুলনাই হয় না। প্রথম প্রথম শুক্লার আলনা হইতে তাহার দামী ঢাকাই শাড়ী বা রেশমের শাড়ী টানিয়া লইয়া কাচিয়া দিয়া, বারকয়েক শুক্লার হাতে চড়-চাপড়ও খাইয়াছে।

কথা শুনিয়া চলাটা অলকার কেমন যেন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, যদিও মনে মনে বিদ্রোহ সে অনেকের বিরুদ্ধে করিয়াছে। আর একটুক্ষণ পড়িবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তরুর কথায় সে উঠিয়া পড়িয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল।

স্নানাদি সারিয়া খাবার ঘরে গিয়া দেখিল সেখানে শশিমুখী ছাড়া কেহই নাই। গুণী ফেরে নাই, সরলও অনুপস্থিত। শুক্লা ত বিকালের আগে ফিরিবে না বলিয়াই গিয়াছে। শশিমুখীর নির্দ্দেশ মত খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আবার সে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

দুপুরটা ঘুমাইয়া ও বই পড়িয়া কোনোও মতে কাটাইয়া দিল, মনটা যদিও ভার হইয়া রহিল। বিকালের দিকে শুক্লার ঘরের দিক্ হইতে গানের শব্দ শোনা গেল, বোঝা গেল সে ফিরিয়াছে। গুণীর গাড়ীর হর্ণের শব্দ শোনা গেল, একটু পরেই। ইহারই মধ্যে অলকা এটিকে চিনিয়া রাখিয়াছে। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া জানালার কাছে গেল, এখান হইতে বাড়ীর সামনের রাস্তাটা দেখা যায়।

গুণী নামিয়া ড্রাইভারকে কি যেন বলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেল। অলকাই প্রথম পড়িল তাহার সম্মুখে, কারণ সিঁড়ির মুখেই সে দাঁড়াইয়া ছিল। গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি, কতক্ষণে গাড়ী আসে তাই দেখছিলে বুঝি? সব মেয়েই বাজার করা ব্যাপারটাকে বেজায় পছন্দ করে। আমি ঠিক তার উল্টো, বাজার করতে যেতে বললেই আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।"

শুক্লা এই সময় বাহির হইয়া বলিল, "যখন বাজার করার দিন আসবে,

তখন আকাশ ভাঙে কিনা দেখাই যাবে। বুড়ী পিসী বা বোনের জন্যে কারই বা ভাল লাগে বাজার করতে?"

অলকা ভাবিল, ছি, শুক্লাদি বড় বাচাল। ভাই, তাও গুণীর মত বড় ভাই, তাহার সঙ্গে কি এই রকম করিয়া কথা বলিতে আছে?

গুণী হাসিয়া বলিল, "নিজের বোন আর পরের বোনে অনেক যে তফাৎ তা শুক্লা আজকাল বড় বেশী বুঝতে শিখেছে। নিজের ভাই একটা মাত্র, আমাকে ধরলে দুটো, বাকি বিশ্বসুদ্ধ পরের ভাই। কাজেই তাদের ভাবনায় বেশী সময় খরচ করা ছাড়া উপায় কি?"

শশিমুখী খাইবার ঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ও গুণী, তোমার খাবার দিয়েছে। আর শুক্লা, তোমরা কে কি চা টা খাবে, খেয়ে নাও বাপু।"

সকলে খাইবার ঘরে ঢুকিল। এত বেলায় বাসি ভাত আর গুণী খাইত না। সকালের মাছ তরকারি প্রভৃতি সে গরম টোষ্ট্ সহযোগে খাইতে লাগিল। অলকা নীচে মেঝেতে বসিয়া একথালা জলখাবার খাইবার বৃথা চেষ্টায় ব্যস্ত রহিল এবং শুক্লা চায়ের পেয়ালাগুলির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল।

খাইতে খাইতে গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "সরল আসেনি?"

শশিমুখী বলিলেন, "না, দিনকার দিন একেবারে কি যে হচ্ছে। আর পারা যায় না বাপু। তুই ওকে কিছু বলবিও না, আর আমার কথা মোটে মানে না।"

গুণী বলিল, "কচি খোকা ত নয়, ভাল মন্দ বুঝবার বয়স তার যথেষ্ট হয়েছে। কিছু বলতে গেলে ভালভাবে নেয়ও না।"

চা খাওয়া শেষ করিয়া শুক্লা বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে চলিয়া গেল। অলকাও নিজের ঘরে গিয়া খানিকটা বেশ পরিবর্ত্তন করিল। জুতা সে পরে না, চুল বাঁধাও বারণ। তবে জট পড়িবার ভয়ে

চুল আঁচড়ানটা একেবারে বাদ দেয় নাই। এ বাড়ীতে কোনোও কড়াকড়ি ছিল না, শশিমুখী শাস্ত্রীয় নিয়মকানুন জানিতেন বটে, তবে তিনি নিজেও সেগুলি বিশেষ মানিতেন না। সুতরাং অলকার নিজের বুদ্ধিতে যে রকম ভাল মনে হইত, সে সেই ভাবেই চলিত।

অলকা আর শুক্লা বাহির হইয়া আসিতেই গুণী নিজের পকেট হইতে মানিব্যাগ বাহির করিয়া একতাড়া নোট বাছিয়া আলাদা করিল। সেইগুলি শুক্লার হাতে দিয়া বলিল, "ও স্কুলে যাবে এবং এখন শীতকাল, এই দুটো কথা মনে ক'রে জিনিষপত্র কিনো। জিনিষগুলি দেখতে ভাল এবং আধুনিক যে হবে তা ত জানিই, কিন্তু অতিরিক্ত আধুনিক না হয় যেন। এ বিষয়ে আমার মত ত জানই তুমি। দামটামের কথা কিছু ভেবো না, যা দরকার খরচ কোরো।"

১১

কয়েকটা দিন অলকার দোকান বাজার ঘুরিয়াই কাটিয়া গেল। কাপড় জামা জুতা কেনার পর্ব্ব শেষ হইল ত গুণীদার সঙ্গে ঘুরিয়া স্কুলের বই, খাতা, পেন্‌সিল, কলম, ড্রয়িং বক্স্ প্রভৃতি কিনিতেও দিন দুই লাগিল। তাহার পর জিনিষপত্র গুছান, দরজীকে মাপ দেওয়া, এসবেও অনেকটা সময় ব্যস্ত থাকিতে হইত। শুক্লার নির্দ্দেশমত ট্রাঙ্কের কাপড় চোপড় বাহির করিয়া সে দেরাজে সাজাইয়া রাখিল। মোক্ষদা আশ্রমের কাপড়গুলিকে অন্যসব কাপড়ের তলায় ঠাশিয়া রাখিয়া দিল, যাহাতে কাহারও চোখে না পড়ে।

স্কুলে যাইবার সব ব্যবস্থা তাহার হইয়া গেল। একদিন গুণীর সঙ্গে গিয়া সে ভর্ত্তিও হইয়া আসিল। স্কুলটা অলকার ভালই লাগিল। খুব বেশী সাহেবিয়ানা বা বড়মানুষী চাল নাই, মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের মেয়েরাই

এখানে বেশীর ভাগ পড়ে। ইহাদের সহিত সমান চালে চলিতে সে পারিবে। পড়াশুনায় অলকা ভালই ছিল, নিশ্চয় এখানে পড়িতে তাহার কোনোও কষ্ট হইবে না।

এই দশ-পনেরো দিনের ভিতর অলকার অন্তরে বাহিরে কত যে পরিবর্ত্তন হইতেছিল, তাহার অল্পই সে নিজে বুঝিত। গুণী মাঝে মাঝে তাহার দিকে তাকাইয়া ভাবিত, "এ ত গুটিপোকার অবস্থা ছেড়ে এবার রঙীন প্রজাপতি হতে চলল। তবু ত এখনও তার অশৌচের খাতিরে খানিকটা ভূত সেজে থাকতেই হয়। আমার guard.anshipটা খুব নিষ্কণ্টক হবে না।" বাস্তবিক অলকার সৌন্দর্য্য এখানে আসিয়া অনুকূল আবহাওয়ায় যেন স্ফুটনোন্মুখ পুষ্পকলিকার মত পাপ্‌ড়ি মেলিতেছিল। মুখের সে বিবর্ণতা আর নাই, দেহেও যেন কিছু স্বাস্থ্যের আমেজ লাগিয়াছে। শাদা শাড়ী জামাই পরে, কিন্তু সেগুলি শুক্লার নির্দ্দেশে কেনা ও তাহার দরজী দ্বারা প্রস্তুত। "এমন সুন্দর চুলগুলো জট প'ড়ে নষ্ট হয়ে যাবে," বলিয়া শুক্লা দুই-তিন দিন তাহাকে জোর করিয়া তেলও মাখাইয়া দিয়াছে।

মনের ভিতরটাও তাহার যেন জাগিয়া উঠিতেছিল। এতকাল সে সংসারে থাকিয়াও সংসারের কেহ ছিল না। নিজের মত অন্য আশ্রয়হীনা কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে একটা জেলখানার মত বোর্ডিং-এ বাস করিত। সেখানে ক্রোধ ও নিষ্ফল বিদ্রোহ ছাড়া আর কোনো মনোবৃত্তির তাহার বিকাশ হয় নাই। পুরুষ জাতিটাই প্রায় তাহার জীবন হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। বাবা ছাড়া পুরুষ বলিতে আর কাহাকেও সে দেখিত না। পুরুষদের বিষয় কিছু ভাবা বা আলোচনা করাটাকে অত্যন্ত শালীনতার অভাবসূচক ব্যাপার বলিয়া তাহারা শিক্ষা পাইত। এমনভাবে গড়িয়া উঠিলে কোনোও মেয়েই স্বাভাবিক থাকিতে পারে না। অলকাও আর কিছুদিন আশ্রমে থাকিলে বিকৃত স্বভাববিশিষ্ট একটা অদ্ভুত জীবে

পরিণত হইত। পিতৃবিয়োগকে সে দুর্ভাগ্য বলিয়াই জানিল, কিন্তু তাহার ভাগ্যবিধাতা ইহারই ভিতর দিয়া তাহার কল্যাণ সাধন করিলেন। জেলখানা হইতে সে বাহির হইয়া আসিল। উদার-প্রকৃতি ও সচ্চরিত্র একটি মানুষের আশ্রয়লাভ করিল, এবং দোষে গুণে জড়িত অনেক ধাঁচের অনেকগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে বাসা বাঁধিল।

স্বাভাবিক সুস্থ তরুণমনের যে সকল বৃত্তিগুলির এতদিন কণ্ঠরোধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহারা আবার নিজেদের দাবি জানাইতে আরম্ভ করিল। অলকা আগে কখনও নিজের চেহারার বিষয় কিছু ভাবে নাই। এখন অন্যের মুখে শুনিতেছে যে সে সুন্দর। শুক্রা রাখিয়া ঢাকিয়া কথা বলে না, অন্য যাহারা কথা কহে না, তাহাদের দৃষ্টি তাহাদের হইয়া কথা বলে। আয়নায় অলকা নিজেও দেখে যে সে সুন্দর। চেহারার বিষয় গর্ব্ব করা পাপ বলিয়াই সে শুনিয়াছিল, কিন্তু সে যে সুন্দর তাহাতে সে বড় আনন্দ অনুভব করে। আর একটি জিনিষও মহাপাপ বলিয়া সে আশ্রমে শুনিয়াছিল, তাহা পুরুষের বিষয় চিন্তা করা। কিন্তু এই চিন্তাই এখন তাহার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। গুণীদার কথা ভাবিতেছে না, এমন সময়ই ত তাহার জাগরণের ক্ষণগুলির ভিতরে কম। হয়ত নিজের জ্ঞাতসারে সব সময় ভাবে না।

স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া দুই-চার দিন যাওয়া-আসা করিতেই, তাহার মন বসিয়া গেল। কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হইয়া গেল, পড়াশুনাও ভালভাবেই হইতে লাগিল। মনের মত কাজ পাইয়া, মনের উপরের বিষাদের ভারও খানিকটা কাটিয়া গেল। গুণীদার সঙ্গে বড় অল্প সময় দেখা হয়, কিন্তু ইহার আর উপায় কি? সে কাজের মানুষ, অলকার জন্য কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া বসিয়া থাকিতে পারে না ত? যেটুকু সময় তাহার সঙ্গলাভ করা যায়, তাহার জন্য সমস্ত দিন সে উন্মুখ হইয়া অপেক্ষা করে।

শুক্রা মানুষটা অদ্ভুত, বড় ক্ষণে ক্ষণে বহুরূপীর মত তাহার মনের রং

বদ্‌লায়। এই জোর করিয়া আগল ভাঙিয়া অন্তরঙ্গ হইতে চায়, এই আবার দূরে ঠেলিয়া দেয়। তাহাকে ভাল লাগে কি ভাল লাগে না, অলকা তাহা বুঝিতেই পারে না। শশিমুখীর সঙ্গে তাহার কোনোও রকম সম্পর্কই গড়িয়া উঠে নাই, তাঁহার কথামত বেশী খাইতে চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনোও ভাবের আদান প্রদান অলকার সঙ্গে তাঁহার হয় নাই।

সরল ছেলেটাকে ভাল লাগে না অলকার। ইহার সহিত কেহ তাহার আলাপ করাইয়া দেয় নাই, হয়ত ইচ্ছা করিয়াই দেয় নাই, নয়ত প্রত্যেকেই ভাবিয়াছে অন্য কেহ আলাপ করাইয়া দিয়াছে। সরল নিজে কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত নাই, অলকার সম্বন্ধে সে অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন। সিঁড়িতে বারান্দায়, যখন তখন অলকার সঙ্গে তাহার দেখা হয়, কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে লোকটা তাকায়। সে দৃষ্টির যে কি মানে, তাহা অলকা বোঝে না, কিন্তু তাহার ভাল লাগে না। এটাও লক্ষ্য করিয়াছে যে গুণীদা কিম্বা আর কেহ উপস্থিত থাকিলে, সে একান্তই নিঃস্পৃহ ভাবে চলিয়া যায়। অলকা যখন স্কুলে যাইবার আগে খাইতে যায়, তখনও সরলকে প্রায়ই খাইবার ঘরে দেখা যায়। যে কোনোও একটা ছুতা করিয়া সে আসিয়া ঘরে ঢোকে। তবে এ সময় শশিমুখী সর্ব্বদাই ঘরে থাকেন বলিয়া অলকার বিশেষ অসোয়াস্তি লাগে না।

একদিন স্কুলের গাড়ী হইতে নামিয়া অলকা বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতেছে, দেখিল সরল লাইব্রেরী ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। নীচে ধারে কাছে আর কাহাকেও দেখা গেল না। সরল অগ্রসর হইয়া আসিয়া একটা নমস্কার করিয়া বলিল, "আমি এই বাড়ীতেই থাকি, দেখেছেন বোধহয়। আপনিও এখানেই আছেন দেখছি। আলাপ একটা হওয়া দরকার, অন্য কেউ যখন সেটা করিয়ে দিল না, আমি নিজেই করছি। আমি শুক্লার দাদা সরল। গৃহস্বামীর পিস্‌তুত ভাই, নিতান্ত নগণ্য

মানুষ, বিদ্বান্‌ও নই, রোজগারও বিশেষ করি না, তবে মানুষটা খুব খারাপ নই।"

অলকা এমন অবাক্ হইয়া গেল যে আঁর একটু হইলে তাহার হাত হইতে বইখাতা সব পড়িয়া যাইত। সরল তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিল, "খুব কি চটে গেলেন?"

অলকা বলিল, "না চটিনি," বলিয়া কোনোও মতে তাড়াতাড়ি দুতলায় চলিয়া আসিল। ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। এ আবার কোন্‌দেশী মানুষ? কলিকাতার লোকে কি এই রকম করিয়া কথা বলে নাকি? এখানের বেশীর ভাগ লোকই অত্যন্ত ফাজিল। এই জন্যই কি মোক্ষদা আশ্রমে পুরুষজাতি সম্বন্ধে তাহাদের এত করিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইত?

তরু আসিয়া দরজায় ঘা দিয়া ডাকিল, "দিদিমণি, চা খাবে নি, কাপড় ছাড়বে নি? বড়দিদিমণি ডাকতে নেগেছে যে?"

অলকা উঠিয়া দরজা খুলিয়া বলিল, "যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি।"

চা খাইবার সময় সরল আসিয়া জুটিল, ভাগ্যক্রমে গুণীও ঠিক এই সময় ফিরিয়া আসিল। এক পেয়ালা চা হাতে লইয়া সরল বলিল, "মিস্ বোস্ এখনও চা খান না বুঝি?" কথাটা তাহাকেই বলা হইল, অলকা তাহা বুঝিল। সোজাসুজি কথা বলিলে উত্তর না দেওয়াটা ভয়ানক অভদ্রতা হয়, কাজেই মৃদুকণ্ঠে বলিলি, "না।"

এই সময় শশিমুখী আরও পাঁচ রকম কথা পাড়িয়া আর সকলের কথাবার্ত্তার উদ্যম একেবারে পণ্ড করিয়া দিলেন। যে যার মত খাওয়া শেষ করিয়া নিজের নিজের কাজে মন দিল। গুণী খানিকক্ষণ খাইবার ঘরে বসিয়া রহিল, সরল তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল, গুণীর সঙ্গে বেশীক্ষণ এক ঘরে থাকা সে পছন্দ করিত না। শশিমুখী চাকরদের বকিতে লাগিলেন। গুণী বসিয়া রহিল, কাজেই অলকাও

গেল না। এমনিতেই গুণীর কা... সে বড় অলক্ষণ থাকিতে পায়।

গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েদের সঙ্গে ভাবটাব হল অলকা? কেমন লাগছে স্কুল?"

অলকা বলিল, "স্কুলটা ত ভালই মনে হয়। কয়েক জনের সঙ্গে ভাব হয়েছে, তবে এক-একটা মেয়ে বড় হিংসুটে।"

শুক্লা খানিকদূরে বসিয়া একটা সবুজ রংএর ফাউণ্টেন পেন্ দিয়া বড় একটা মোটা খাতায় কি সব লিখিয়া যা...ছিল, সে বলিল, "স্কুলের মেয়ে মাত্রেই হিংসুটে, তাদের পড়া নিয়ে হিংসে, মাষ্টারদের favour নিয়ে হিংসে, কাপড়জামা নিয়ে হিংসে, রূপ নিয়ে হিংসে, কিসে যে হিংসে নয় তা ত ভেবে পাই না।"

গুণী হাসিয়া বলিল, "মেয়েদের নিন্দে যদি ভাল ক'রে করতে হয়, তাহলে মেয়েদের উপরেই ভারটা দেওয়া উচিত। আমরা এর অর্দ্ধেক গুছিয়েও করতে পারব না। তা অলকাকে মেয়েরা কি নিয়ে হিংসে করে? রূপ নিয়ে, না পড়া নিয়ে?"

অলকা লজ্জায় লাল হইয়া বলিল, "আহা, আমাকে আবার রূপ নিয়ে কে হিংসে করবে? এই পড়া একটু ভাল পারি ব'লে অনেকের বোধ হয় একটু রাগ হয়েছে আমার উপরে।"

শুক্লা বলিল, "অতি বিনয় আবার ভাল নয়। পড় কেমন তা জানি না, তবে চেহারাটা তোমার ক্লাশের আর সব মেয়ের চেয়েই ভাল।"

গুণী বলিল, "সে যাক গে, অলকার ধারণা ও ঠিক ভূত এবং পেত্নীর মত দেখতে। আমাকে বলেছিল তাই, আমি যখন ওকে আনতে গিয়েছিলাম। ভূতরা মানহানির মামলা করবে এরপর তোমার নামে। যাক, ওখানে পড়াশুনা কেমন হয়? গানটান শেখান হয়?"

অলকা বলিল, "তুচারজন বেশ ভাল মাষ্টার আছেন। গানও বেশ

ভাল শেখান হয়। গান শুনতে ত আমার খুব ভাল লাগে, তবে শিখতে পারব কিনা জানি না।"

শুক্লা এই সময় উঠিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। গুণী বলিল, "পারবে ঠিক শিখতে। গান অবশ্য তোমার আমি শুনিনি, কিন্তু এমনি গলাটা ত বেশ মিষ্টি। না হয় বাড়ীতেও একজন মাষ্টার রেখে দেওয়া যাবে।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "অলকা, তুমি সরলের সঙ্গে কথা বল না?"

অলকা বলিল, "আজ বলেছি।"

গুণী বলিল, "খুব বেশী গল্প করবার দরকার নেই, কারণ ছেলেটা একটু অদ্ভুত স্বভাবের। তবে কথা বললে উত্তর দিতে ইতঃস্তত ক'রো না। একবাড়ীতে রয়েছ যখন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই চলা ভাল।

অলকা বলিল, "আচ্ছা।" এই সময় শুক্লা আবার ফিরিয়া আসিল এবং গুণী নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

দিনগুলি হু হু করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে যেন। অলকার জীবনে সময় কখনও এত দ্রুত গতিতে কাটে নাই। দেখিতে দেখিতে তাহার অশৌচের সময় পার হইয়া গেল। বাড়ীতেই পুরোহিত ডাকিয়া নিরাড়ম্বরভাবে অলকা পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিল। বাবাকে তাহার সেদিন বড় বেশী করিয়া মনে পড়িতে লাগিল। আর ত তাঁহার জন্য অলকার কিছু করিবারও রহিল না? কন্যার স্মৃতির মধ্যে শুধু তিনি এখন বাঁচিয়া থাকিলেন, পৃথিবীতে তাঁহার আর কোনো চিহ্ন রহিল না।

শ্রাদ্ধের পরদিন চায়ের টেবিলে বসিয়া গুণী বলিল, "আমার ইচ্ছে এখন থেকে অলকা অন্য সবাইকার মতই চলা ফেরা করে। এক বৎসর কয়েকটা নিয়ম অনেকে পালন করে, সে সব ওর আর করে কাজ নেই। ও ছেলেমানুষ, এতে দোষ হবে না কিছু।"

শশিমুখী বলিলেন, "মুখাগ্নি ত করেনি, অতশত না মানলেও চলবে।

আর এখানে আজকাল কেই বা কি মানছে, আর কেই বা তা ঘরে ঢুকে দেখতে আসছে ?” তিনি নিজেও বৈধব্যের সবক'টা নিয়ম পালন করিতেন না, কাজেই অলকার সম্বন্ধেও আপত্তি করিলেন না। অলকা সেদিন গুণীর পাশে চেয়ারে বসিয়াই প্রাতরাশ সাঙ্গ করিল।

শুক্লা হঠাৎ বলিল, “আচ্ছা বড়দা, অলকাকে কাল এক জায়গায় নিয়ে যেতে অনুমতি দেবে ?”

গুণী বলিল, “কোথায় শুনি ?”

শুক্লা বলিল,“কাল আমাদের কলেজে old students' reunion আছে। সবাই এক একজন guest নিয়ে যেতে পারে। আমি ওকে নিয়ে যাব।”

গুণী বলিল, “নিয়ে অবশ্য যেতে পার, কিন্তু হঠাৎ এ প্রেরণা কেন ?”

শুক্লা বলিল, “এর মূলেও feminine হিংসা। আমার ক্লাশে একটি সুন্দরী আছেন, তাঁকে দেখাতে চাই যে তাঁর চেয়েও অনেক বেশী সুন্দরী একটি আমার বাড়ীতেই আছে।”

অলকা অত্যন্ত লজ্জিত ও বিপন্ন মুখ করিয়া বসিয়া রহিল। সরল যেন কিছু শুনিতে পায় নাই, এমন মুখ করিয়া খাইতে লাগিল। গুণী বলিল, “নাঃ, শুক্লা দেখছি অলকার মাথাটা একেবারে বিগ্‌ড়ে দেবে। এরকম open flattery ভাল নয়।”

শশিমুখী বলিলেন, “সত্যি বাপু, মুখের সামনে অমনি ক'রে বলতে আছে কখনও ? ছেলেমানুষদের অত নিজের রূপের ভাবনা ভাবতে নেই।”

শুক্লা বলিল, “রূপ থাকে ত ছেলেমানুষদেরই, তারা সে ভাবনা ভাববে না ত কে ভাববে ? আমাদের তরুর মা ভাববে ?”

শশিমুখী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “নে, নে, ঢের হয়েছে।”

শুক্লা আর কিছু বলিল না, সভাও তখনকার মত ভাঙিয়া গেল। শুক্লা কিন্তু নিজের জেদ ছাড়িল না। পরদিন বিকাল বেলা সকাল

সকাল চা খাইয়া, অলকাকে টানিয়া তুলিল, বলিল, "চল আমার ঘরে, সাজতে হবে।" অলকা জানিত শুক্লা যাহা জেদ ধরিবে, তাহা করিবেই, সুতরাং বাধ্য মেয়ের মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

রঙীন শাড়ী জামা পরা, কানে দুল, গলায় প্রবালের মালা, হাতে কঙ্কন পরা, সবই সে শুক্লার কথামত করিল, বিনা আপত্তিতেই করিল। পাউডার ও সেন্টের বেলাও কিছু বলিল না। কিন্তু শুক্লা যখন তাহার ঠোঁটে ও গালে রং মাখাইতে উদ্যত হইল, তখন সে পিছাইয়া গেল, বলিল, "না ভাই, ওটা থাক।"

শুক্লা বলিল, "কেন, আমি ত মাখি, আজকাল ঢের মেয়েই মাখে। ওতে দোষ কি?"

দোষ যে কি তাহা অলকা ব্যাখ্যা করিতে পারিল না। কিন্তু তাহার মনে প্রবল আপত্তি মাথা তুলিতে লাগিল। শুক্লাও ছাড়িবার মেয়ে নয়, সে বলিল, "আমি অল্প ক'রে দেব," বলিয়া অলকাকে নিজের মনের মত করিয়া সাজাইয়া লইয়া কলেজের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

এত সুসজ্জিতা মেয়ে একসঙ্গে অলকা কখনও দেখে নাই। তাহার মনে হইতে লাগিল সে যেন ইন্দ্রপুরীতে আসিয়া পড়িয়াছে। গান, অভিনয়, জলযোগ সবই সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া উপভোগ করিতে লাগিল। তাহার আশেপাশে অনেকেই যে ফিস্‌ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, "ঐ সুন্দর মেয়েটি কে ভাই?" ইহা সে শুনিতে পাইল। মনের ভিতরটা কেমন যেন খুসী হইয়া উঠিল। আবার নিজেই সসঙ্কোচে ভাবিল, "আমি মানুষটা বোধ হয় ভাল না, নইলে নিজের রূপের কথা শুনে আমার এত আনন্দ হবে কেন?"

ফিরিতে রাত হইয়া গেল। শুক্লারই এক বন্ধুর গাড়ীতে তাহারা ফিরিল। নামিয়াই সর্ব্বপ্রথম তাহারা পড়িল সরলের সামনে। শুক্লার দিকে চাহিয়া সে বলিল, "খুব আড্ডা দিয়ে বেড়ান হচ্ছে যে?"

শুক্লা বলিল, "চালুনি বলেন ছুঁচকে। মশায় কত রাতে রোজ ফেরেন ?"

যেন আকাশের দিকে তাকাইয়া সরল বলিল, "শীতটা কেটে গিয়ে কেমন চারিদিকে বসন্তের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, দেখেছিস্ ?"

শুক্লা বলিল, "না, কিছু দেখিনি। আমার হাড়ের ভিতর অবধি কাঁপুনি ধ'রে গেছে। চল্ অলকা উপরে।"

দুতলায় উঠিয়াই দ্বিতীয় নম্বর তাহারা গুণীর সামনে পড়িয়া গেল। নীচে গলার স্বর শুনিয়া সে খাইবার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। শুক্লা ও অলকাকে দেখিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার গাড়ীতে এলে ?"

শুক্লা বলিল, "আতসী পৌঁছে দিয়ে গেল। অলকাকে নিয়ে গিয়ে এক sensation আজ। ওকে কেমন দেখাচ্ছে বল দেখি ?"

গুণী অলকার দিকে তাকাইয়া বলিল, "বেশ কিন্তু একটু সংশোধন আবশ্যক। ঘরের ভিতর এস।" অলকা ঘরে ঢুকিতেই সে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাহা জলে ভিজাইয়া অলকার ঠোঁটের আর গালের রং ঘষিয়া উঠাইয়া দিল, বলিল, "এইবার খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।"

অলকার চোখে প্রায় জল আসিয়া পড়িল। গুণী নিশ্চয় ভাবিয়াছেন যে সে ইচ্ছা করিয়া রং মাখিয়াছে। শুক্লা জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কি ঝিকে মেরে বৌকে শেখান হল বড়দা ?"

গুণী বলিল, "বৌকে শেখানর ভরসা আর আমার নেই ভাই। তুমি চিরদিনই করছ, ওটা চোখে সয়ে গেছে। কিন্তু অলকার মুখে ওটা মানাচ্ছে না।"

শুক্লা বিরক্তভাবে বলিল, "তা হবে," বলিয়া পিছন ফিরিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল, অলকাকে ডাকিলও না।

গুণী অলকার একটা হাত ধরিয়া বলিল, "ও রকম মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ কেন? মনে কষ্ট দিলাম তোমার?"

অলকার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, বলিল, "আমি কিন্তু নিজে ইচ্ছে ক'রে মাখিনি গুণীদা।"

গুণী তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, "সেটা কি আর আমি বুঝতে পারিনি? তোমার এমন সুন্দর মুখটাকে মুখোস বানিয়ে যে শুক্লার কি ভাল লাগল, আমি ত বুঝতেই পারি না। যার যেমন রুচি। যাক, ওখানে গিয়ে ভাল লাগল ত?"

অলকা অনেক কষ্টে গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "বেশ ভাল লেগেছে। এরকম পার্টি ত আগে কখনও দেখিনি কিনা?"

গুণী বলিল, "নানারকম দেখবে এর পর, ভালও লাগবে। তবে শুক্লার সব কথাই গুরুবাক্যের মত মেনে চলবার দরকার নেই। ওর এক-এক বিষয়ে বাড়াবাড়ি আছে। যা হোক, আমি অপছন্দ করছি দে'খে তোমার উপর কোনোও জেদ আর ফলাবে না বোধ হয়।"

এই সময় সরল হন্ হন্ করিয়া মায়ের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। পরদার ফাঁক দিয়া দেখিল, গুণী অলকার হাত ধরিয়া কি যেন বলিতেছে। মেয়েটা মুখ করিয়াছে দেখ না, যেন উহার হাতে কে আকাশের চাঁদ পাড়িয়া আনিয়া দিয়াছে। দাঁতে দাঁত [illegible]পিয়া বলিল, "Damnation!" মায়ের ঘরের খোলা দরজাটা এক লাথি মারিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

গুণী অলকার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "যাও, এবার সব ধড়াচূড়া ছাড় গিয়ে। রাত হয়েছে ঢের।"

অলকা চলিয়া গেল। বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল আনন্দ ও ব্যথার মিশ্রণে। অথচ কেন আনন্দ, কিসেরই বা ব্যথা? ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না।

নিজের ঘরে গিয়া উৎসবসজ্জা ছাড়িয়া সব পাট করিয়া রাখিল।

শুক্লার গহনাগুলি খুলিয়া তাকে দিয়া আসিল। শুক্লা বলিল, "খাবে নাকি কিছু? না পেট ভ'রে গেছে?"

অলকা কথাটার সহজ অর্থই করিল, বলিল, "না ভাই, ওখানে অত মিষ্টি খেলাম, আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। এবার শুয়ে পড়িগে।"

১২

অলকার যখন জন্ম হয়, প্রায় সেই সময় হইতেই গুণী তাহাকে দেখিয়া আসিতেছে। কন্যা সন্তানের জন্মে বিশেষ আনন্দসূচক আচার-গুলি অনেক বাড়ীতেই পালিত হয় না, কিন্তু ভূপেশ কয়েক দিনের জন্য তখন অতিশয় আধুনিক হইয়া উঠিয়াছিলেন, অলকার জন্ম উপলক্ষ্যে আটকৌড়ে, ষষ্ঠীপূজা সবই হইয়াছিল। পাড়ার অন্য ছেলেদের সঙ্গে গুণীও কুলা পিটাইতে গিয়াছিল এবং খই লইয়া আসিয়াছিল। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া নূতন শিশুকে দেখিবার সেই কথা তাহার এখনও মনে পড়ে। ঐটুকু মানবিকাকে দেখিয়া তাহার মনে প্রচুর বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছিল। মানিনী আঁতুড়ঘর হইতে বাহির হইবার পর সব ছেলেমেয়েরাই সুন্দর শিশুকে দেখিতে যাইত, কোলে লইবার আগ্রহও প্রকাশ করিত। ভূপেশ একদিন বলিলেন 'গুণীর কোলে দিতে পার, ও খুব সাবধান, ফে'লে দেবে না।"

শিশুকে কোলে করিতে পাওয়ায় গুণী সেদিন অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিল। সেই হইতে তাহার কেমন একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল, যে পাড়ার অন্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে অলকার উপর তাহার বেশী দাবি আছে। অনেক সময়ই সে অলকাকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহার জন্য কিছু করিতে বলিলে কখনও অস্বীকার করিত না। অলকাও তাহাকে

পাইয়া বসিয়াছিল। মা তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পর তাহার আবদার করিবার একমাত্র লোক ছিল গুণীদা। অলকাকে পালন ভূপেশ কতটা করিয়াছিলেন আর গুণী কতটা করিয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। অন্ততঃ অলকা বাল্যজীবনে সাহচর্য্য যাহা কিছু পাইয়াছিল, তাহা গুণীর নিকট হইতেই।

সাত বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল। যৌবনে পদার্পণ করিয়াও গুণী এই বালিকা সঙ্গিনীকে ভোলে নাই, তাহার জন্য মনে অনেকখানি ভালবাসাই সঞ্চিত ছিল। তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে অত্যন্ত দুঃখ পাইল, কিন্তু কলিকাতায় আসার পর একটু দূরত্ব আসিয়াই পড়িল। খবর দুপক্ষেই পরস্পরের পাইত, কিন্তু দেখাশোনা বন্ধ হইয়া গেল। নিজের পড়াশুনা, ডাক্তারি পাশ করা, পিতার অসুখ, এই সব নানা ব্যাপারে গুণীকে অত্যন্ত জড়াইয়া পড়িতে হইল। অলকা যেন মনের পিছনে চলিয়া গেল। তাহাকে গুণী ভুলিয়া রহিল বটে, কিন্তু ভুলিয়া গেল না।

ভূপেশ যখন গুণীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তখন অলকার কথা মনে করিয়া নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সে চলিয়া গেল। এতদিন নিজের বিগত জীবনের দিকে তাকাইয়া দেখিবার সময় পায় নাই। ভূপেশের টেলিগ্রাম পাইয়া মনটা কেমন যেন নাড়া পাইল। দ্বিধা না করিয়া সে চলিয়া আসিল।

অলকাকে যেমন দেখিবে ভাবিয়াছিল তেমন কিন্তু দেখিল না। প্রথমতঃ গুণীকে সে যেন চিনিতেই পারিল না। গুণীরও তাহাকে সেই পূর্ব্বকালের অলকা বলিয়া ঠিক মনে হইল না। ভূপেশের মৃত্যুর পর দুঃখের সঙ্ঘাতে অলকা তাহার অনেকখানি কাছে আসিয়া পড়িল, তবু সেই পূর্ব্বের সম্পর্ক আর ফিরিল না। অলকার মনে এখন লজ্জা আসিয়াছে, সঙ্কোচ আসিয়াছে। গুণী সম্বন্ধে সে সতর্ক দূরত্ব রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করে। গুণীর হাসি পাইল, কিন্তু কিশোরী বালিকার এই লজ্জাকে সে সম্মান করিয়াই চলিতে লাগিল।

অলকা এখন তাহারই গৃহে বাস করিতেছে, তাহারই আশ্রয়ে। ঘনিষ্ঠতা অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু অলকার মনের সঙ্কোচের ব্যবধানটা এখনও আছে। নিজের মনের ভাব সে পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারে না, কিন্তু শুক্লা যেভাবে গুণীর সঙ্গে কথা বলে ও গায়ে পড়িয়া উৎপাত করে, সেরকম করার কথা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। গুণীর প্রতি ভালবাসা তাহার অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু তাহাতে ভক্তির ভাবও অনেকখানি। গুণী নিজে এটা খানিকটা বুঝিতে পারে হয়, সেও জোর করিয়া এই আড়াল ভাঙ্গিবার চেষ্টা তেমন করিত না। ভাবিত, ক্রমে স্বাভাবিক ভাবেই অলকা আবার সেই বালিকা-বয়সের মনোভাব ফিরিয়া পাইবে। নিজের মনের ভাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখার সময় তাহার ছিল না। অলকাকে চিরদিনই নিতান্ত আপনার ভাবিয়াছে সে। সতর্ক অভিভাবকের মত তাহাকে আগ্‌লাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছে। ইহার প্রতি ভালবাসাটা যে আবার অন্য কোনো রূপ কোনো দিন ধরিতে পারে, এ সন্দেহ তাহার প্রথমতঃ হয়ই নাই।

কিন্তু কয়েকটা মাস কাটিয়া যাইবার পর গুণী হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিল যে বাহিরে বাহিরে ঘুরিতে আগে তাহার যেমন ভাল লাগিত, এখন আর তত ভাল লাগে না। বিকালের দিকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। ভাবিল, "বুড়ো হয়ে পড়ছি বোধ হয়, বাঙ্গালীর যৌবন আর কত দিনের ?"

দরজার কাছে গাড়ী দাঁড়াইলেই সে একবার উপরের দিকে তাকাইয়া দেখে। প্রায়ই দেখা যায়, আরতির প্রদীপের মত উজ্জ্বল দুইটি চোখ তাহার দিকে চাহিয়া আছে। গুণীর মনের ভিতরটায় কে যেন স্নিগ্ধতার প্রলেপ মাখাইয়া দেয়, সমস্ত দিনের কর্ম্মক্লান্তি তাহার ঘুচিয়া যায়।

যেদিন সে মুখখানা দেখা যায় না, সেদিনকার বাড়ী ফেরাটাই গুণীর ব্যর্থ হইয়া যায়। দুই চারবার এইরূপ ঘটিবার পর গুণী নিজের

মনের দিকে একটু ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল। অলকাকে চিরদিনই সে ভালবাসিয়াছে, কিন্তু তাহাকে প্রেয়সীরূপে কল্পনা কখনও করে নাই। নিজেকে একটু ধিক্কার দিয়া ভাবিল, "এরকম ভাব আমার মনে আসা উচিত নয়। ওর বাবা বিশ্বাস ক'রে ওকে আমার কাছে রেখে গেলেন, আর আমি তাকে যদি এখনই গ্রাস করবার চেষ্টা করি ত সেটা বড় খারাপ দেখায়। বড় হোক, মানুষ হোক আগে। আমাকে ও এখন মস্ত বড় ভক্তির পাত্র মনে করে বোধ হয়, সেই ভাবটাই ওর থাক। কিন্তু আমার নিজের সাবধান হওয়া উচিত। There is no fool like an old fool." সাবধান হইবার চেষ্টাটা কি ভাবে করা উচিত, তাহা বিশেষ ভাবিল না। দিন কতক কাজের মাত্রা বাড়াইয়া দিল, দেরি করিয়া বাড়ী ফিরিল, কলিকাতার বাহিরেও দুইচারবার চলিয়া গেল। কিন্তু ফিরিয়া আসিবার জন্য মন তাহাকে প্রচণ্ড তাগিদ দিতে লাগিল, দূরে থাকিতে তাহার আর একেবারেই ভাল লাগে না। নিজের অবস্থা দেখিয়া সে বড়ই বিপন্ন বোধ করিতে লাগিল। ভাবিল, "মাধবদা ওখানে ঠিকই বলেছিলেন। আমার ওর ভার নিতে যাওয়া ঠিক হয় নি। কিন্তু আর কিই বা আমি করতে পারতাম? মেয়েটা এত সুন্দর সব দিক্ দিয়ে, যে তাতেই আরও বিপদ্ হয়েছে।"

কলিকাতায় ফিরিয়া দেখিল, পিসীমা না জানি কি কারণে বড়ই প্রসন্ন হইয়া আছেন। চা খাইতে বসিয়া শুনিল, সন্তু নাকি একটা চাকরি জোগাড় করিয়াছে, খুঁজিয়া পাতিয়া। তাহার মা বলিলেন, "এখন অবিশ্যি মাইনে টাইনে বেশী নয়, তা পরে বাড়বে। একটা সত্যিকারের কাজ নিয়ে থাকবে তবু। শুধু শুধু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ান, এই বয়সে মোটেই ভাল না।"

গুণী বলিল, "যাক, শুভবুদ্ধি হয়েছে সেই ঢের। অলকা, পড়াশুনো কেমন চলছে? তোমার পরীক্ষা ত এসে পড়ল।"

অলকা বলিল, "ভালই চলছে। শুক্লাদির কাছে খুব সাহায্য পাচ্ছি।"

শুক্লা বলিল, "হ্যাঁ, ভারি ত। তোমার সাহায্যের দরকারই নেই কিছু। ভাল কথা, অলকা তুই বড়দাকে বলিস্‌নি পরশুর কথা ?"

অলকা আরক্ত মুখে বলিল, "না।"

গুণী কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পরশু কি ? বিশেষ কিছু আছে নাকি সেদিন ?"

শুক্লা বলিল, "সেদিন ওর জন্মদিন যে ? একেবারে ষোলকলা পূর্ণ হবে।"

গুণী বলিল, "ও, তাই ত! আমার এটা মনে থাকা উচিত ছিল। সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে আমিই ওর প্রথম জন্মদিনের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম। বেশ ত, সেদিন একটা পার্টি দিয়ে দাও, ওর ক্লাশের মেয়েদের নেমন্তন্ন কর, পাড়ায় যদি কেউ বন্ধু থাকে, তাদেরও ডাক। নূতন শাড়ী টাড়ি কিনে দাও।"

অলকা অপ্রতিভভাবে বলিল, "অত কিছু করতে হবে না। ভারি ত বুড়ো বয়সের জন্মদিন।"

গুণী বলিল, "তোমাদের মেয়ে জাতের এই এক রোগ। যতদিন কচি থাকবে, ততদিন বুড়ী সাজবার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। আর যখন সত্যি বুড়ী হবে, তখন বয়স চাপা দিয়ে খুকী সাজবার প্রয়াসটা হবে আরও [illegible]।"

পিসীমা বলিলেন, "ওসব মেমসাহেবদের মধ্যেই বেশী, বাঙালী গেরস্ত ঘরে আবার কোন্ বুড়ী খুকী সাজতে চায় ? সেজে তাদের লাভই বা কি ?"

গুণী বলিল, "সবাইকে নিজের মত ভাব আর কি ? দেখো ত আমাদের মিসেস্ গুপ্তকে ? সাজ দেখলে ভাববে অলকার চেয়েও ছোট।"

শুক্লা বলিল, "বুড়ী এবং খুকীর আলোচনা এখন থাক্। পরশু পার্টির ব্যবস্থা করি তাহলে ?"

গুণী বলিল, "নিশ্চয়।"

শুক্লার মা বলিলেন, "ক'জন খাবে টাবে আমাকে সময়মত জানিও যেন। আজকালকার যা অবস্থা, হট্ করতেই সব জিনিষ ত পাওয়া যায় না ? গোয়ালাটাকেও দুধের জন্য ব'লে রাখতে হবে, পায়েস করবে ত ?"

গুণী বলিল, "জন্মদিনে কি কি করতে হয় সবই ত শুক্লার নখদর্পণে। সব কোরো আর-কি নিয়মমাফিক। টাকাকড়ি কি চাই, সব আমার কাছে চেয়ে নিও।"

শুক্লা বলিল, "বহুৎ আচ্ছা। আমার ক্লাবের আজ একটা উৎপাত আছে, না হলে আজই বাজার করতে বেরতাম। যাক্, কালকের ভিতর আমি সব গুছিয়ে দেব। মা খালি রান্নাটা করিয়ে দিও, আর অলকা ক্লাশের মেয়েদের নাম ঠিকানা দিও।"

নীচে ডাক পড়ায় গুণী এই সময় উঠিয়া গেল। অলকাও নিজের ঘরে যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় সরল আসিয়া ঘরে ঢুকিল। শুক্লা তখনও কাহাকে কি করিতে হইবে, সেই বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছে। সরল তাহার অভ্যস্তভঙ্গিতে ভ্রু দুইটা ঊর্দ্ধে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি ? কিসের campaignএর আয়োজন হচ্ছে ?"

শুক্লা বলিল, "পরশু যে অলকাসুন্দরীর জন্মদিন ? মস্ত পার্টির যোগাড় করছি। বড়দা ত carte blanche দিয়ে গেলেন।"

সরল মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া বলিল, "ও, তাই নাকি ? পরশু বিকেলে তাহলে একটু সাবধান হয়ে বেড়াতে হবে। এমনিতেই আমার দিন ভাল যাচ্ছে না।"

সরলের এই সব ফাজলামি অলকা মোটেই দেখিতে পারে না। অথচ কিছু বলিবারও উপায় নাই। কথাগুলা এমনি শুনিতে খুব আপত্তিজনক

নয়, কিন্তু সে যেভাবে বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে অলকার দিকে তাকায়, তাহাতে অলকার হাড়ের ভিতর সুদ্ধ জ্বালা করে। কিন্তু কি করিতে পারে সে? ইহা লইয়া, ঝগড়া করা যায় না।

শুক্লা বলিল, "তোমার দিন ভাল কোনোজন্মেও যাবে না। তবে অলকার জন্মদিনে তার কয়েকটি খুকী বন্ধু ছাড়া কেউ আসবে না, কাজেই তোমার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।"

সরল বলিল, "খুকীদেরই আমি বিশেষ ভয় করি। তারা মানুষের মানসিক শান্তির পরম শত্রু। Breach of public peaceএর জন্যে এদের শাস্তি হওয়া উচিত।"

"হ্যাঁরে খোকা, দুদিন ভাল মতে চ'লেই বুঝি হাঁফিয়ে গেছিস? দুপুরে খেতে এলি না কেন?" বলিয়া শুক্লার মা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। সরল না আসার কারণ বুঝাইবার জন্য মস্ত এক গল্প ফাঁদিল এবং অলকা সেই অবসরে উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সরলটার জ্বালায় আর পারা যায় না। গুণী বলিয়া দিয়াছে তাহার সহিত স্বাভাবিক ভাবে কথা বলিতে, কিন্তু এইরকম লোকের সঙ্গে কি স্বাভাবিক ভাবে কথা বলা যায়? সরল যে নিজে একটা কথাও স্বাভাবিক ভাবে বলে না? হয় বিদ্রূপ করিবে, না হয় হেঁয়ালী রচনা করিবে। অলকা অত্যন্ত সাবধান হইয়া সরলকে এড়াইয়া চলে, কিন্তু একবাড়ীতে বাস করিয়া লোককে একেবারে উহ্য করিয়া দেওয়া যায় না, মাঝে মাঝে তাহার সহিত দেখা হইয়াই যায়।

পরদিন সকালে শুক্লা উঠিবার আগেই গুণী কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে দেখা গেল। শুক্লা বলিল, "কুচ্ পরোয়া নেহি। আমি ট্রামেই যাচ্ছি বাজারে। মা, আমাকে টাকা দাও ত বেশ গোটা-কতক? বড়দা এলে চেয়ে নিও। আমি অলকার শাড়ীটা কিনে আনি। কি রংএর কিনব রে?"

অলকা বলিল, "যা তোমার খুসি ভাই, ভীষণ ডগ্‌ডগে রংএর না হয়, এইটুকু দেখো।"

শুক্লা বলিল, "বাবা, বাবা, তোমার ন্যাকামির জ্বালায় গেলাম। না হয় 'কুন্দেন্দুতুষারধবলা'ই আছ, তা অত জাঁক কেন? সব রংএই মানায় এইটাই ত বলবার ইচ্ছে?"

অলকা বলিল, "যা তোমার খুসি ভাব। বেশ জান যে অমন কোনোও মানে ক'রে আমি বলিনি।"

অলকার মনে এখন অনেক স্থৈর্য ও সাহস আসিয়াছে। কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে আর ভয় পায় না।

অলকা স্কুলে যাইবার জন্য যখন প্রস্তুত হইতেছে, তখন শুক্লা বাজার করিয়া ফিরিয়া আসিল। ঝক্‌ঝকে জরির পাড় দেওয়া একখানা বাসন্তী রংএর শাড়ী বাহির করিয়া বলিল, "এই নাও গো তপস্বিনী, তোমার জন্যে গেরুয়া বসন এনেছি, আর এই লাল সিল্কের টুকরোটা দিয়ে একটা জামা আমিই তোমায় আজ ক'রে দেব। ওটা আমার present, 'রাঙা বাস পরে যেমন যোগিনী পারা' আমাদের রাধিকার বর্ণনায় আছে, কাজেই লাল পরতে তোমার আপত্তি হওয়া উচিত নয়।"

অলকা বলিল, "বাবা, কি gorgeous শাড়ী! মেয়েগুলো আমাকে বেজায় ঠাট্টা করবে।"

"হ্যাঁ, ঠাট্টা করবে না আরও কিছু। হিংসে ক'রে যদি এক মরে। হ্যাঁ রে, ব্লাউসটা sleeveless করব? অমন সুন্দর হাতগুলো তোর না হয় একদিন দেখাই গেল?"

অলকা সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না ভাই, একেবারে sleeveless আমি কিছুতেই পরব না, ছোট হাত একটু ক'রে দিও।"

"ও, গুরুমশায় চ'টে যাবেন বুঝি? আচ্ছা বাপু, full sleeveএরই করব," বলিয়া শুক্লা জিনিষপত্র গুটাইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

অলকাও একটু পরে স্কুলে চলিয়া গেল, এবং বাড়ী ফিরিবার আগে ক্লাশের জনকুড়ি মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিয়াই ফিরিল।

সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি, কাল পার্টি হচ্ছে ত শুক্লা? রুগীগুলো আজ সারাদিন এত জ্বালিয়েছে যে আর কিছু ভাববার সময়ই আমি পাইনি।"

শুক্লা বলিল, "হচ্ছে বৈ কি? নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে, নূতন পোষাক জোগাড় করা হয়েছে, মা কি সব বাজারও আজ করিয়ে রেখেছেন।"

গুণী বলিল "বেশ, বেশ। পিসীমার কাছে টাকা নিয়ে গিয়েছিলে বুঝি? সকালে তোমায় কিছু দিয়ে যাব ভেবেছিলাম, তা তুমি তখন উঠলেই না। এই নাও, এই টাকাগুলো তোমার মায়ের কাছে রেখে দাও এখন। কালও ত আরও কিছু খরচ আছে? কি অলকা, জন্মদিন করার জন্যে লজ্জাটা এখন কেটে গেছে ত?"

অলকা বলিল, "লজ্জা ঠিক করেনি, তবে কেমন যেন একটু লাগছিল। তা শুক্লাদি বলছেন, যে, জন্মদিন না করলে সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য করা হয় না, তাই আমিও আর কিছু বলছি না।"

"মন্দ নয়, theory হিসাবে এটা বেশ সুবিধাজনক। এই নূতন সমাজতত্ত্বের আইনটা কি শুক্লাই সৃষ্টি করেছে?"

শুক্লা বলিল, "তা করলেই বা? যারা সব আইন সৃষ্টি করে তারা সবাই কি আর আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ?"

গুণীর বাবার চাকর আসিয়া এই সময় খবর দিল যে কর্ত্তাবাবু গুণীকে ডাকিতেছেন। গুণী বলিল, "চল অলকা, ছাতে যাবে?"

অলকা ত তখনই রাজী, কিন্তু জামার মাপ লইবার জন্য শুক্লা তাহাকে ধরিয়া রাখিল, যাইতে দিল না।

পরদিনটা রবিবার ছিল, কাহাকেও স্কুল-কলেজে যাইতে হইল না। বসিবার ঘর, খাইবার ঘর, ল্যাণ্ডিং, সব শুক্লা সাজাইয়া ফেলিল। উৎসাহ

পাইয়া তরু সমস্ত বাড়ী ঝাঁট দিয়া ও বার-দশ করিয়া মুছিয়া সকলকে প্রায় পাগল করিয়া দিল। শশিমুখী রান্না করান এবং চৌর্য্য নিবারণ ব্যাপারে ব্যস্ত রহিলেন।

তিনটা সাড়ে-তিনটা বাজিতে না বাজিতে শুক্লা বলিল, "তুই স্নান ক'রে আয় ভাই, তোকে সাজিয়ে দিয়ে তবে আমি স্নান করতে যাব। স্নানের পর আর কিছু করতে আমার ভাল লাগে না।"

অলকা স্নান করিয়া আসিল। অনেকগুলি কাপড় কাচিতে পাইয়া এতক্ষণে তরুর যেন ধড়ে প্রাণ আসিল। শুক্লা অলকাকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া সাজাইতে বসিল। সেই কলেজের পার্টির পর গুণীর উপর রাগ করিয়া সে আর অলকার উপর হাত দেয় নাই। এখন রাগ পড়িয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া অলকাকে সাজাইয়াও সুখ আছে।

চুল বাঁধা, জামা কাপড় পরান সব শেষ করিয়া বলিল, "চন্দন পরতে কি টীপ পরতে আপত্তি নেই ত?"

অলকা বলিল, "না।" সুতরাং চন্দন পরানও হইল, কপালে কুঙ্কুমের টীপও শোভা পাইল। শুক্লা খানিকক্ষণ একদৃষ্টে অলকার দিকে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর অলকাকে আয়নার দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "এইবার নিজের রূপ দে'খে নিজে মূর্চ্ছা যাও, আমি স্নান করতে চললাম," বলিয়া তোয়ালে সাবান, কাপড় লইয়া একছুটে নিজের বাথরুমে চলিয়া গেল। অলকা একবার আয়নার দিকে তাকাইল, তাহার পর মুখ লাল করিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বাহির হইতে হঠাৎ গুণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "অলকা।"

অলকার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিয়া উঠিল। এত সাজিয়া গুণীদার সামনে সে যাইবে কি করিয়া? কিন্তু তাই যদি না যায়, তাহা হইলে সাজিবার দরকারই বা কি ছিল? মুখ লাল করিয়া বাহির হইয়াই আসিল।

গুণী তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "ইস্, বেজায় সেজেছ। তা সাজটা তোমাকে মানায় ভাল। আচ্ছা, শোন এ দিকে।" গুণীর পিছন পিছন অলকা তাহার ঘরে গিয়া ঢুকিল।

হ্যাট্‌টা খুলিয়া আলনার মাথায় রাখিয়া গুণী বলিল, "তোমাদের তবু আজ ছুটি, কিন্তু আমার একদিনও ছুটি নেই যে। ঘণ্টাখানিক আগে মাত্র ছাড়া পেলাম। তারপর গেলাম তোমার জন্যে present কিনতে। জন্মাবার দিন থেকেই প্রায়, তুমি আমার বন্ধু, ভাল present তোমাকে আমার দেওয়া উচিত। নিতে কিছু সঙ্কোচ কোরো না। জেনো যে দিয়ে আমি খুব আনন্দ পাচ্ছি। দেখি তোমার হাত।" অলকা হাত বাড়াইয়া দিতেই পকেট হইতে সে একটা মখমলের বাক্স বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, "খুলে পর।"

অলকা কম্পিত হাতে বাক্সটা খুলিল। ভিতরে সুন্দর এক জোড়া চুড়ি। গুণী বলিল, "পর অলকা। শাড়ী ত তোমার ঢের হয়েছে, গহনাটারই অভাব, তাই গহনাই দিলাম।"

অলকা আস্তে আস্তে চুড়ি দুইটা দুই হাতে পরিল। বড়রা উপহার দিলে তাহা লইয়া দাতাকে প্রণাম করিতে হয়, ইহা তাহার জানা ছিল। অবনত হইয়া সে গুণীকে প্রণাম করিতে গেল।

গুণী বলিল, "থাক্, আমাকে আর প্রণাম করে না", বলিয়া হঠাৎ এক হাতে অলকাকে জড়াইয়া ধরিয়া নিজের বুকের কাছে টানিয়া আনিল। অলকা অত্যন্ত চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া গুণীর মুখের দিকে তাকাইল, কিন্তু তাহার হাত ছাড়াইবার কোনোই চেষ্টা করিল না। গুণীর বাহু-বেষ্টনের মধ্যে শরীরটা তাহার একবার শিহরিয়া উঠিয়া কেমন যেন এলাইয়া পড়িল। অলকার দৃষ্টিতে আনন্দ, ভীতি, লজ্জা, কত কি যে মিশান ছিল, তাহা তখন আর গুণী বিশ্লেষণ করিল না, কিন্তু অলকা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছে বুঝিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

হাসিয়া তাহার কোমল গণ্ডে হাত বুলাইয়া বলিল, "ভয় পেয়ে গেলে অমনি? ভয় পাবার মত কি হয়েছে? আচ্ছা, যাও এখন, তোমার বন্ধু-বান্ধবরা এসে পড়বে হয়ত। বাক্সটা নিয়ে যাও, চুড়টা হাত থেকে খুলো না যেন।" অলকা কম্পিতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গুণী নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হইয়া পড়িল। অস্থিরভাবে ঘরের ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে ভাবিল, "নাঃ, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পাবে এবার। আমার পালান উচিত এ বাড়ী ছেড়ে, কিন্তু তা করবার কোনোও উপায় নেই। অলকাকে বেশ ভয় পাইয়েই দিয়েছি আজ। আমার সম্বন্ধে কোনোও ভক্তি আর ওর থাকবে না। তা ভক্তি না থাক, ভক্তি পাবার যোগ্যতাও কিছু নেই আমার। কিন্তু আমাকে বড় ভালবাসত, সেটাও কি চ'লে যাবে?"

অলকা নিজের ঘরে গিয়া খাটের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার হাত পা তখনও ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। মুখখানা রক্তগোলাপের মত লাল, চোখে প্রায় জল আসিয়া পড়িয়াছে, বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতেছে।

গুণীদা অমন করিলেন কেন? শুক্লাকে ত তিনি যখন তখন গাল টিপিয়া দেন, কান মলিয়া দেন, টানিয়া সরাইয়া দেন, তাহা ত অলকার চোখে কিছু অশোভন ঠেকে না? নিজের বেলায় শুধু তবে অত বিচলিত হইল কেন? সে ত শুক্লার চেয়েও ছোট, এবং গুণীকে সে দাদা বলিয়াই ডাকে। তিনিও কি তাহাকে ছোট বোনেরই মত মনে করেন না? কিন্তু তাহার মন সায় দিল না। গুণীর দৃষ্টি সে দেখিয়াছিল, অমনভাবে কোনোও দিন ত তিনি শুক্লার দিকে তাকান না? তবে এ কি? তাহার নিজের মনও ত সরলভাবে গুণীকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আসনে বসাইতে পারিতেছে না! এ কি হইল তাহার? অজানা ভাবের তরঙ্গ

এই নবযৌবনার মনে তোলপাড় করিয়া তাহাকে অত্যন্ত অস্থির করিয়া তুলিল।

শুক্লা স্নানাদি সারিয়া অলকাকে ডাকিতে ডাকিতে তাহার ঘরে আসিয়া ঢুকিল। বলিল, "ও মা, ওকি? ও রকম মুখ ক'রে ব'সে আছিস কেন? ভূত দেখেছিস নাকি?"

প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করিয়া অলকা বলিল, "না, ভূত দেখব কেন? এমনি ব'সে আছি।"

"বড়দার গলার স্বর শুনলাম যেন। তিনি ফিরেছেন?"

অলকা বলিল, "ফিরেছেন। আমাকে এইটা present দিলেন।"

"ওমা, কি চমৎকার! How sweet of him!" বলিয়াই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অলকার মুখের দিকে একবার তাকাইল। তাহার পর বলিল, "চল্ বসবার ঘরে, ওদের ত আসবার সময় হল।"

১৩

নিমন্ত্রিতেরা প্রায় সব একই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। শুক্লার গলার স্বরটা সকলের উপরে শুনা যাইতে লাগিল। শশিমুখীও আসিয়া একবার বালিকা ও তরুণীদের সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া গেলেন।

অলকার মন কিছুতেই শান্ত হইল না। কথাবার্ত্তা সহজভাবে বলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া কেবলই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে লাগিল। মুখের চেহারাও ক্ষণে ক্ষণে আরক্ত, ক্ষণে ক্ষণে বিবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। শুক্লা বারবার তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, তবে অলকাকে আরও বেশী বিচলিত করিয়া দিবার ভয়ে কোনোও মন্তব্য করিল না।

[illegible]নিক পরে ঘরে ঢুকিল, হাতে মস্ত একটা ফুলের তোড়া।

অলকার কাছে গিয়া ইংরাজী কায়দায় bow করিয়া ফুলগুলি তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, "আপনার উপযুক্ত উপহার ফুল ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। সোনার দাম এর চেয়ে ঢের বেশী অবশ্য।"

অলকা মৃদুস্বরে বলিল, "ধন্যবাদ", এবং যথাসম্ভব শীঘ্র ফুলগুলি হাত হইতে নামাইয়া একটা ফুলদানিতে রাখিয়া দিল।

সরলের মুখের উপর দিয়া একটা কালো ছায়া ভাসিয়া গেল। শুক্লার কাছে গিয়া নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "কত খসল ডাক্তার সাহেবের ?"

শুক্লা বলিল, "আমি ত আর cash memo দেখতে যাইনি, তুমি জিগ্‌গেস কর না গিয়ে ?"

সরল বলিল "King Cophetua and the beggar maidএর কবিতাটা মনে আছে ?"

শুক্লা বলিল, "ধানাই পানাই ব'কো না ত বাপু এখন। ওর টাকা আছে, ও যাকে যা খুসি দিক না, তোমার তাতে কি ? তোমার পকেট মেরে ত আর দেয়নি ?"

সরল বলিল, "পকেট মারলে ত ভালই ছিল। তার চেয়ে বেশী কিছু মারবেন ব'লেই ভয় হচ্ছে। যাক্, তোমার কাছে এ বিষয়ে সমবেদনা আশা করা বৃথা। কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?"

শুক্লা বলিল, "ওসব থিয়েটারি ঢং আমার কাছে ফলিয়ে লাভ কি বাপু ? যারা ওর মর্ম্ম বুঝবে, তাদের কাছে ফলাও," বলিয়া সে একেবারে ঘরের আর-একদিকে চলিয়া গেল। সরল এককোণে দাঁড়াইয়া কি যে ভাবিতে লাগিল, তাহা সে-ই জানে, কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার কোনোও চেষ্টা করিল না।

গুণী খানিক পরে নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। প্রথমেই তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, অলকার দিকে।

না, এখনও ইহার মনে স্থৈর্য্য ফিরিয়া আসে নাই। তাহাকে কিছু বলিবে কিনা ভাবিতে লাগিল, বলিয়া আবার উল্টা উৎপত্তি না হয়। এমন প্রবল ভাবাবেগের আঘাত অলকার তরুণ জীবনে ইতিপূর্ব্বে কখনও লাগে নাই, সে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। গুণী ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিল, 'আমার ব্যবহারটা ঠিক হয়নি বটে, কিন্তু এতটা upset ও না হলেও পারত। তাকে ছোট থেকে কোলে ক'রে মানুষ করেছি আমি, সে ভাবেও ব্যাপারটা দেখা যেত। কিন্তু স্ত্রীলোকের মন ত দেবতারাও বোঝেন না শুনি, ও কি যে ভেবেছে, তা কে জানে?'

শুক্লা কয়েকটি মেয়েকে আনিয়া এই সময় গুণীর সঙ্গে আলাপ করাইতে প্রবৃত্ত হইল। অলকাও তাহাদের সঙ্গে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, দুই-একটা কথায় যোগও দিল। গুণী খানিকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিল, এইবার হয়ত সামলাইয়া যাইবে। না-হয় রাত্রে তাহাকে বুঝাইয়া বলা যাইবে কিছু।

গান কয়েকটা হইল, একটি মেয়ে সেতার বাজাইল। গল্প ত অবিশ্রাম চলিতেছিল। এইবার খাইবার ডাক আসিল। শশিমুখী, ঝি চাকর ও কন্যাকে লইয়া অতিথিদের প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সরল অযাচিতভাবে আসিয়া তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিল। গুণীর পরিবেশন করাটরা বিশেষ আসিত না, সে দাঁড়াইয়া দৃশ্যটা উপভোগ করিতে লাগিল।

অলকা বন্ধুদের দলের ঠিক মাঝখানে বসিয়াছিল। সরল একবার তাহার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া বলিল, "মিস্ বোস, জন্মদিনে বার্থডে কেক্ করা আর মোমবাতি দিয়ে সেটা সাজান আপনার কেমন লাগে?"

অলকা বলিল, "ওটা ত আমাদের দেশী নিয়ম নয়, নিজে করতে ইচ্ছে করে না।"

"বিদেশী নিয়ম একটাও কি আপনি পালন করেন না?"

অলকা বলিল, "ওগুলো পছন্দের কথা, কোনো নিয়ম ভাল যদি লাগে তাহলে পালন করা যায়।"

সরল বলিল, "পছন্দ জিনিষটার মধ্যে কোনোও লজিক্ নেই। কেন যে কার কি ভাল লাগে, অন্য মানুষে তার মর্ম্মই বুঝতে পারে না।"

অলকা বিরক্ত হইয়া তাহার কথার আর উত্তর দিল না। বন্ধু... সঙ্গে কথা বলিতে লাগিল।

শশিমুখী বলিলেন, "তোমরা দুজনেও ব'সে যাও না গুণী? জায়গা ত রয়েছে।"

গুণী বলিল, "থাক, আমরা পরেই বসব। ওঁরা এত কম খাচ্ছেন, যে আমাদের ওঁদের সঙ্গে ব'সে খেতে লজ্জা করবে।"

"ওমা, কোথায় কম খাচ্ছি? কি আশ্চর্য্য। এর চেয়ে বেশী আবার খাওয়া যায় নাকি?" চারিদিক্ হইতে রব উঠিল। শুক্লা বলিল, "তোমরা থাম ত বাপু। ওদের কথার জবাব দিতে গিয়ে যাও বা খাচ্ছিলে, তাও ভুলে যাবে।"

খাওয়া দাওয়া শেষ হইল। মেয়ের দল উঠিয়া আবার বসিবার ঘরে চলিয়া গেল। সেখান হইতে কেহ সরাসরি বাড়ীই চলিয়া গেল, কেহ বা আর একটু গল্প জমাইবার চেষ্টা করিল। গুণী আর সরল এইবার খাইতে বসিল, শশিমুখী তাহাদের পরিবেশন করিতে লাগিলেন। শুক্লা এ ঘর ও ঘর করিয়া ঘুরিতে লাগিল। সরল ভয়ানক গম্ভীর হইয়া গেল; আধ ঘণ্টা ধরিয়া খাইয়া একটা কথাও না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। গুণী দুই-একবার তাহার দিকে তাকাইল বটে, তবে কথা সেও বলিল না। খাওয়া শেষ হইতেই সরল বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল এবং গুণী গিয়া ঢুকিল নিজের ঘরে।

অলকার বন্ধুরা একে একে চলিয়া গেল। শুক্লা বলিল, "যাক,

মানে মানে উতরে গেল। আমি এরপর শুই গে ভাই, সারাদিন বড় খাটুনি গেছে। তুই কি করবি ?”

অলকা বলিল, “দেখি, আমার এখনই ঘুমতে ইচ্ছে করছে না।”

শুক্লা বলিল, “তা ত করবেই না। Eventful day for you,” বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

অলকা খোলা জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের পুষ্পসম্ভার ইহারই ভিতর ম্লান হইয়া ঝরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। ইহাদের জীবন কি ক্ষণস্থায়ী! মানুষের জীবন-যৌবনও ত তাই? আজ যাহা লইয়া এত আনন্দ, এত বেদনা, কদিনই বা তাহার পরমায়ু? এই কয়েকটা বৎসর ত? তাহার পর কোথায় থাকিবে অলকা, কোথায় থাকিবে গুণী, কোথায় থাকিবে তাহাদের এই আনন্দ-বিষাদ-ভারাক্রান্ত হৃদয়দুটি?

হঠাৎ পিছন হইতে গুণী আসিয়া অলকার মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিল, “একলা একলা কি হচ্ছে অলকা? শুক্লা কোথায়?”

অলকা বলিল, “শুতে গেছেন। আমার এখনি শুতে ভাল লাগছিল না, তাই এখানে একটু দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছি।”

গুণী বলিল, “এইখানটায় ব'সো না একটু, তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।”

অলকার বুকটা আবার কাঁপিয়া উঠিল। গুণীর নি‌র্দেশমত তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে গুণীর মুখের দিকে তাকাইল।

গুণী তাহার পাশে বসিয়া বলিল, “নিজের জন্মদিনের উৎসবটা তুমি ভাল ক'রে উপভোগ করতে পারলে না, এতে আমার বড় খারাপ লাগছে। আমার দোষ আছে এতে খানিকটা তা ঠিক। তবে তুমি ও রকম ভয় পেয়ে যাবে তা আমি ভাবিনি। ছোট থেকে তোমাকে একান্ত আত্মীয়রূপে দেখাই আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। ভাবতাম তুমিও আমাকে সেই চোখে দেখ। তুমি কি বেশী রাগ করেছ?”

অলকার চোখ দুইটা যেন ছলছল করিয়া আসিল। ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "না গুণীদা, না! আমি একটুও রাগ করিনি। আপনার উপরে আমি রাগ করতে পারি কখনও?"

গুণী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "কেন, আমি কি মানুষ না? আমার উপর রাগ করা যাবে না কেন?"

অলকা বলিল, "অন্যলোকে করতে পারে, আমি পারি না।"

গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"আমি কি জানি না যে পৃথিবীতে আমার আপনার বলতে কেউ যদি থাকে ত সে আপনি? আমার মঙ্গল যদি কেউ চায় সেও আপনি।"

গুণীর মনটা কেমন যেন অস্থির হইয়া উঠিল, নিজেকে জোর করিয়া একটু সংযত করিয়া বলিল, "ষোল বছর বয়স হয়েই তুমি যেন অনেকখানি বড় হয়ে গেছ অলকা। আচ্ছা, তাহলে নিশ্চিন্ত রইলাম একদিকে, তুমি কোনোদিন আমার উপর রাগ করবে না। Present পেয়ে সত্যি খুসী হয়েছ ত?"

অন্যদিকে তাকাইয়া অলকা নীচু গলায় বলিল, "খুব।"

গুণী বলিল, "বেশ, এইবার তাহলে শোবার চেষ্টা দেখা যাক। Many happy returns," বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল। অলকার ইচ্ছা ছিল জন্মদিনে গুণীদাকে একবার ভাল করিয়া প্রণাম করে। তাহার বুক যে ভরিয়া উঠিয়াছে, আর যেন সে নিজেকে সম্বরণ করিতে পারে না। গুণীকে সে জানাইতে চায়, কিন্তু কি করিয়া জানাইবে? কি জানাইবে? সাহস হয় না যে?

ধীরে ধীরে নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। উৎসবসজ্জা ছাড়িয়া সব গুছাইয়া রাখিল। চুড় জোড়া খুলিয়া ফেলিল, সেগুলি কোলের উপর রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। সরল বলিয়াছিল, সোনার

দাম বেশী, কিন্তু ফুলই তাহার যোগ্য উপহার। ছেলের কবিত্বের সীমা নাই। অলকাকে কিন্তু বিশ্বের পুষ্পসম্ভার উজাড় করিয়া দিলেও সে এই উপহারটার সঙ্গে তাহা বিনিময় করিতে রাজি হইত না। রাত্রি গভীর হইয়া আসিল, তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অলকা উঠিয়া পড়িল। গুণীর উপহারটা একবার বুকে চাপিয়া ধরিল, একবার চুম্বন করিল, তাহার পর তুলিয়া রাখিয়া দিয়া, বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

গুণীও অনেক রাত পর্য্যন্ত নিজের ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইল, তাহারও ঘুম আসিতেছিল না। তাহার জীবনে একটা সংগ্রামের সময় আসিতেছে তাহা সে বুঝিতেই পারিতেছিল। তাহার নিজের মনই এক-একবার তাহাকে সমর্থন করিতেছিল, আবার অনুযোগও দিতেছিল। অলকার সান্নিধ্য তাহার পক্ষে বিপদ্‌জনক, আজ রাত্রে দ্বিতীয়বার সে তাহা অনুভব করিয়াছে। আবার কবে হঠাৎ কি করিয়া বসিবে কে জানে? নিজের মন সে বুঝিতে পারে, কিন্তু অলকার মন বোঝা অত সহজ নয়। সে গুণীকে মঙ্গলাকাঙ্খী বলিয়া জানে, আত্মীয় বলিয়া জানে, তাহা ত স্বীকারই করিল। কিন্তু তাহার চেয়ে অধিক আর কিছু ভাবে কি? গুণী তাহাকে যে-ভাবে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে ভালবাসার কোনোও প্রতিধ্বনি অলকার হৃদয়ে জাগিয়াছে কি?

অলকা যখন শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, গুণীর ঘরে তখনও আলো জলিতেছে। অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া সরলও সে আলো দেখিতে পাইল। মনে মনে বলিল, "এঁরও রাত জাগার পর্ব্ব সুরু হয়েছে দেখছি। শ্রীমতী কিন্তু দিব্য ঘুমচ্ছেন।"

পরদিন আবার নিয়মমত সংসারের চাকা ঘুরিতে আরম্ভ করিল। চা খাইয়া পুরুষরা বাহির হইয়া গেল, মেয়েরা যে যার কাজে মন দিল। অলকার মনটা আজও অস্থির লাগিতেছিল, সে স্কুলে গিয়া পড়াশুনায় ডুব দিবার আশায় হাঁটিয়াই তাড়াতাড়ি স্কুলে চলিল, সেটা খুব বেশী

দূর ছিল না। শুক্লা কলেজে না গিয়া কোন্ এক বন্ধুর বাড়ী চলিয়া গেল, বলিয়া বারোটার পর আসিয়া খাইবে।

ফিরিয়া আসিয়া বাড়ীতে মা ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ছেলেরা হয় ফিরে নাই, নয় খাইয়া দাইয়া আবার বাহির হইয়া গিয়াছে। শশিমুখী একলা খাইতে বসিয়াছেন। কন্যাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই রোদে হেঁটে এলি নাকি? মুখের কি চেহারা হয়েছে মেয়ের। একটু নিজের শরীরের দিকে দেখতে হয়? আমি একলা কতদিক্ সামলাব বল্ দেখি? বড় হয়েছিস্, আর কিছু না করিস্, নিজের যত্নটা ত একটু করতে পারিস্?"

শুক্লা ব্যাগ ও ছাতা সাইড্‌বোর্ডের উপর রাখিয়া বলিল, "যে ক'টা দিক্ তুমি দেখছ মা, তার চেয়ে আরো অনেক দিক্ দেখা এখন দরকার। বাড়ীর গিন্নি তুমি, এদিকে যে বাড়ীর ভিত টলছে, ছাতেও ফাট ধরেছে, তার খবর রাখ?"

শশিমুখী দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, "কি, বলছিস্ কি তুই? হেঁয়ালি ছেড়ে সোজা কথায় বল্ দেখি, কি হয়েছে?"

শুক্লা বলিল, "ঐ যে একফোঁটা মেয়েটি এসেছেন আমাদের বাড়ীতে ক'মাস আগে, ওটি মেয়ে নয়, আগুনের ফুল্‌কি। চারদিকে আগুন ধরিয়ে দেবে এইবার।"

শশিমুখী বলিলেন, "সে কি কথা? বেশ ত শান্ত মেয়ে, ঝগঁড়াঝাঁটি করে না ত? ঝি-চাকরের সঙ্গেও উঁচু গলায় কথা বলে না।"

শুক্লা বলিল, "আঃ, তোমরা বড় ইচ্ছে ক'রে ভুল বোঝ। ঝগড়া করে কে বলছে? সে হলে ত ভালই ছিল। বলি খোঁজ রাখ কি যে বাড়ীর দুটি আইবুড়ো কার্ত্তিকই তাঁর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন? বড়দারও সুদ্ধ বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে মনে হয়। আর দাদার ত বুদ্ধি কোনোদিন ছিল না, তাই লোপ পায়নি, কিন্তু সেও পাগলের মত ব্যবহার করছে আজকাল।"

শশিমুখীর মুখের গ্রাস মুখেই থাকিয়া গেল। খানিকপরে এক গেলাশ জল খাইয়া, গলাটা সশব্দে পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "ওমা, তলে তলে এত কাণ্ড হচ্ছে, আমি ত জানি না কিছু? আমাকে কেউ কিছু বলেও নি। এইবার মজাবে দেখছি। মেয়ে খুব সুন্দর বটে, লেখাপড়াও শিখছে কিন্তু বউ ক'রে পাঁচজনের কাছে বার করবার মত ত নয়?"

শুক্লা অবাক্ হইয়া বলিল, "তার মানে?"

শশিমুখী বলিলেন, "বিয়ে দিতে গেলেই পাঁচজন বাপমায়ের খোঁজ নেবে ত? তখন কি গলা উঁচু ক'রে বলব যে মেয়ের মা বেরিয়ে গেছে, চিৎপুরে বাড়ী ক'রে ব্যবসা করছে?"

শুক্লা ত আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, "কি কাণ্ড! বড়দা জানে এ কথা? অলকা নিজে জানে? তুমি কার কাছে শুনলে? আমাকে বলনি ত আগে?"

শশিমুখী বলিলেন, "বড়দা জানবে না কেন? অলকার মা যখন চ'লে গেল, তখন দাদা ত ওদের পাশের বাড়ীতেই থাকতেন? অলকা নিজে জানবে কোথা থেকে? মাত্র যখন এক বছরের তখন ত ওর মা পালিয়ে গেল? ওকে আর ঘটা ক'রে কে এ সুখবর দিতে গেছে। আমি শুনেছি দাদার কাছে। গুণী যখন আনতে গেল অলকাকে, তখন দাদা আমায় ডেকে বললেন, 'বড় একটি দুর্ভাগিনী মেয়ে আসছে, নিজের মেয়ের মত ক'রে তার যত্ন ক'রো।' তা করিনি, কেউ বলবে না। তোতে আর অলকাতে খাওয়া বল, পরা বল, কিসে ভেদ করেছি? কিন্তু এইবার মজাবে দেখছি। খোকাকে আজই ডেকে বুঝিয়ে বলতে হবে। আমরা বড়লোক নই বটে, কিন্তু মানসম্ভ্রম আছে ত? গুণীকে আমার কিছু বলা সাজে না। সে নিজেই নিজের অভিভাবক, বাড়ীর কর্ত্তাই সে বলতে গেলে। তাকে আর আমি কি বলব? তবে মত যদি জানতে চায়, তাহলে বলব অবিশ্যি।"

শুক্লা বলিল, "হয়েছে কর্ম্ম। দাদাকে বোঝাতে পার, কিন্তু ভবি কি আর অত সহজে ভুলবে? বড়দাকে ত কিছু বলাই চলে না। আমার ভয় হচ্ছিল যে বাড়ীতে হয়ত একটা সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই লেগে যাবে, তিলোত্তমাকে নিয়ে। কিন্তু এ যে দেখি অন্য বাঁকা পথ ধরল। কি করা যায় এখন?"

শশিমুখী বলিলেন, "ভেবে দেখি। তুই খেয়ে নে বাপু। মেয়েটাকে বোর্ডিংএ পাঠিয়ে দেওয়া যায়, কি অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় ত হয় একরকম। আমার হাতে থাকলে তাই করতাম। কিন্তু গুণী কি আর রাজী হবে?"

শুক্লা বলিল "হ্যাঁ, রাজী হয়ে ত ব'সে আছে! আমার ত মনে হচ্ছে বড়দা অলকার সঙ্গে বিয়ে ঠিকই ক'রে ফেলেছে। ওর জন্মদিনে কি রকম খরচ করল দেখলে না? আমাদের জন্মদিনে অত ঘটা করে কখনও? অলকাকে presentই দিল চারশ সাড়ে চারশ টাকার। আর অলকার মুখ কাল যা হয়েছিল সে যদি দেখতে। নিশ্চয় একটা কিছু হয়ে গেছে, ওদের ভিতর সেদিন। দাদা ত তখন থেকে আহার-নিদ্রা ছেড়েছে, খেতে বললে মারতে আসে।"

শশিমুখী বলিলেন, "খোকাকে বলব আমি আজই। গুণীকেও না-হয় এমনি জিগ্‌গেস করি যে অলকার জন্যে দু'চারটে সম্বন্ধ আসছে, তার কি মত। সুন্দর মেয়ে ঘরে থাকলে অমন আসেই এক-আধটা। সে অবিশ্বাস করবে না কিছু।"

শুক্লা প্লেটের ভাত নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, "যা ভাল বোঝ কর। আমার মনটা ভাল লাগছে না। বেশ শান্তিতে ছিলাম, এ যে কি উৎপাত সুরু হল! অলকার মনটা কোন্‌দিকে, একটু জানতে হচ্ছে।"

শশিমুখী এই সময় খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া গেলেন। শুক্লার

খাওয়াটা হইল নামে মাত্র। শশিমুখীর দিবানিদ্রাটাও সেদিন মোটেই জমিল না। সারাদুপুর শুইয়া শুইয়া ভাবিলেন, কাহাকে কি বলা যায়। সরল নিজের ছেলে, তাহাকে যাহা খুসি বলা যায়, এমন কি ধমক ধামক করা যায়। কিন্তু গুণীর সঙ্গে ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা বলিতে হয়। তাহারই আশ্রয়ে এখন তাঁহারা আছেন, কারণ পরেশ ত এখন থাকিয়াও নাই। গুণী যাহাতে বিরক্ত হয়, এমন কিছু করা তাঁহার উচিত নয়। সরল অলকাকে বিবাহ না করিলেই তিনি বাঁচেন, গুণীর ভাবনা সে নিজে ভাবিবে এখন। অলকার সঙ্গে যদি তাহার বিবাহ হয়, তা হউক না-হয়। অলকা মেয়েটা নিজে ত বেশ ভাল, কোন্ যুগে তাহার পোড়ারমুখী মা কি করিয়াছে তাহার জন্য কি বেচারীর বিবাহই হইবে না?

বিকাল বেলা তাঁহাকে উঠিয়া পড়িতে হইল। এখনই অলকা আসিবে, গুণী ও সরলও আসিবে সম্ভবতঃ, খাইবার ঘরে গিয়া তিনি ঝি-চাকরদের ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

অলকাই আসিল সবার আগে। শশিমুখী আজ একটু তীক্ষ্ণভাবেই তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। সত্যই মেয়েটা বড় সুন্দর, ছেলেদের বিশেষ দোষ নাই। কিন্তু সংসারে অনেক দিক্ ভাবিয়া চলিতে হয়, শুধু ভাবাবেগের মুখে ভাসিয়া গেলেই হয় না। অলকাকে বলিলেন, "শরীর ভাল নেই বুঝি? কিছু ত খাচ্ছ না!"

অলকা বলিল, "একটু খারাপই লাগছে।"

শশিমুখী বলিলেন, "যাও, শুয়ে থাক গিয়ে খানিকক্ষণ। যা হৈ চৈ গেল কাল। শুক্লারও শরীরটা ভাল নেই। দুপুরে খেলও না কিছু, শুয়েই আছে তখন থেকে।"

অলকা সামান্য কিছু খাইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। আগের দিনের প্রবল উত্তেজনার ফলে আজ তাহার দেহে মনে একটা অবসাদ আসিয়া পড়িয়াছিল।

ইহার পর আসিল গুণী। আজ উপরে তাকাইয়া সে অলকাকে দেখিতে পাইল না। অলকা তখন আর একবার স্নান করিতে ব্যস্ত, যদিই তাহাতে দেহমন একটু সুস্থ হয়। একটু ক্ষুণ্ণ ভাবেই গুণী খাবার ঘরে আসিয়া ঢুকিল। শশিমুখীকে জিজ্ঞাসা করিল, "অলকা ফিরেছে স্কুল থেকে ?"

শশিমুখী বলিলেন, "এই ত ফিরল, একটু চা খেয়ে উপরে গেছে। শরীরটা ভাল নেই দেখছি, গরম যা পড়েছে ! তোমার খাবার দিক্ ?"

খাবার আসিল, গুণী খাইতেও বসিল। শশিমুখী গুণীর পাশে চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা গুণী, অলকাকে কি তোমার বি-এ, এম্-এ, পাশ করাবার ইচ্ছে নাকি ? না ম্যাট্রিক পাশ করলেই পড়া ছাড়িয়ে দেবে ?"

গুণী বলিল, "বি-এ, এম্-এ, পাশ করতে পারে ত করুক না ? ম্যাট্রিকের পর পড়া ছেড়ে দিয়ে কি করবে ?"

শশিমুখী বলিলেন, "ওর বাবা ব'লে যাননি কিছু ? তিনি সেকেলে লোক ছিলেন, তাঁর হয়ত ইচ্ছে ছিল মেয়ের সকাল সকাল বিয়ে হয়ে যায়।"

গুণী কেমন যেন উন্মনা হইয়া গেল। একটু পরে বলিল, "ওর বিয়ে এখন দেবার আমার ইচ্ছে নেই। আর একটু বড় হোক। কেন, ওকে কেউ বিয়ে করতে চাইছে নাকি ?" বলিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে শশিমুখীর দিকে তাকাইল।

শশিমুখী বলিলেন, "তা দু-চারটে সম্বন্ধ আসছে বৈকি ? সুন্দর মেয়ে ঘরে থাকলে অমন আসে। ঐ ত সেদিন আমার এক জা এসেছিল বেড়াতে, তার মেজ ছেলেটির জন্যে পাত্রী খোঁজা হচ্ছে। ছেলে ভাল, চাকরিও ভালই করে। সুন্দর মেয়ে পেলে, এমন বিশেষ কিছু চায়ও না তারা।"

গুণী বলিল, "তাঁদের অন্য জায়গায়ই চেষ্টা করতে বল পিসীমা।

অলকার বিয়ে আমি এখন দেব না। ওর বাবার হয়ত সে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ওটা হয়ে উঠবে না।"

অলকার পরীক্ষা আসিয়া পড়িল। যতটা ভাল করিয়া পড়িবে মনে করিয়াছিল, ততটা পারিল না। পড়ায় মন বসে না, খালি অন্য দিকে ছুটিয়া যায়। চোখ থাকে বইয়ের পাতার উপরে, কিন্তু কান থাকে অন্যখানে, মন থাকে কোথায় তা কে জানে? ল্যাণ্ডিং-এর ওধারের ঘরে খুট্ করিয়া শব্দ হইলেই সে চমকিয়া পড়া ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে। ছুটিয়া দরজার কাছে গিয়া পরদা তুলিয়া বাহিরে তাকায়, কেহ আসিল নাকি? গুণীর কণ্ঠস্বর কানে আসিলে তাহার বুকের ভিতর কিসের যেন ঢেউ উঠিতে থাকে। একটা মানুষের গলার স্বরের ভিতর এতখানি আনন্দের সম্ভাবনা কোথায় লুকান থাকে? কয়মাস আগেও ত অলকার কাছে এসব তত্ত্ব অজানা ছিল।

এক-একবার ভয় হয়, সে পাশ করিতে পারিবে না নাকি? ছি, ছি, তাহা হইলে সংসারে আর কাহারও কাছে তাহাকে মুখ দেখাইতে হইবে না। গুণীদাই বা কি মনে করিবেন তাহাকে? এত খরচ করিয়া, এত যত্ন করিয়া তাহাকে পড়াইতেছেন তিনি। অলকা প্রতিজ্ঞা করিল, যে ক'দিন বাকি আছে, সে প্রাণপাত করিয়া পড়িবে। মরিয়া গেলেও আর কোনোদিকে তাকাইবে না।

তিনদিন তিনরাত প্রায় অবিশ্রান্ত পড়িয়া চলিল সে। শুধু খাইবার সময় গিয়া কোনোমতে দুইটা খাইয়া আসে। গুণী ত তাহাকে দেখিতেই পায় না আজকাল। হইল কি অলকার? ডাকিয়া পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় সকালবেলা চায়ের টেবিলে অলকার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তখনও আর কেহ ঘরে আসে নাই, খালি অন্য ঘর হইতে শশিমুখীর গলার স্বর শোনা যাইতেছে।

অলকার মুখ বিবর্ণ চোখের তলায় কালি পড়িয়াছে, হাঁটা-চলার

ভিতর ক্লান্তির ভাব সুপরিস্ফুট। গুণী বলিল, "এ কি অলকা? তোমার অসুখ করেছে নাকি? আমাকে জানাও নি কেন? তাই কাল পরশু তোমায় দেখিনি। কই শুক্লা বা পিসীমাও ত আমাকে কিছু বলেন নি?"

অলকা লজ্জিতভাবে বলিল, "না, অসুখ ত করেনি?"

গুণী বলিল, "এক-একদিকে ত খুব বিজ্ঞ হয়ে উঠেছ, আর এক-একদিকে এমন বুদ্ধি যে নিজের অসুখ হলেও বুঝতে পার না। কিন্তু ডাক্তারের চোখকে ফাঁকি দেওয়া কি এতই সহজ? স'রে এসো দেখি এখানে?"

অলকা আসিয়া গুণীর সামনে দাঁড়াইল। তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া গুণী বলিল, "না, জ্বর হয়নি বটে, তবে শরীরটা তোমার ভালও নেই বিশেষ। কি করছ, খুব রাত জেগে পড়াশুনো হচ্ছে?"

অলকা বলিল, "দুদিন মোটে রাত জেগেছি।"

গুণী বলিল, "আর একদিনও করবে না এমন কাণ্ড। পড়ায় ত বেশ ভাল তুমি, তোমার সব মাষ্টাররাই বলে। তোমার কি দরকার, এসব করবার? এমনিতেই তুমি বেশ ভালভাবে পাশ করবে। Strain কোনো দিক্ দিয়ে তোমার করা উচিত নয়। যদিও নিজে সেটা জান না, কিন্তু তুমি অত্যন্তই delicate."

অলকা বিপন্নভাবে বলিল, "ভাল ক'রে কিছু তৈরি হয়নি যে?"

গুণী বলিল, "না হোক। শরীর নষ্ট করতে পাবে না তুমি। তুমি ত খুব লক্ষ্মী মেয়ে, আমার কথার অবাধ্য হবে না নিশ্চয়।"

শুক্লা এই সময় ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে ভাবিল, "বাবাঃ, অলকার সঙ্গে কথা বলবার সময় বড়দার গলার স্বরই বদ্‌লে যায়।"

অলকা বলিল, "আচ্ছা, রাত্রে পড়ব না তাহলে।"

গুণী বলিল, "আমি ত বেরব, চা খেয়েই। চল আমার সঙ্গে, গড়ের মাঠে গোটা দুই পাক খাইয়ে, তোমাকে আবার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে

তবে কাজে যাব আমি। একটু refreshed লাগবে তা হলে। শুক্লা যাবে ?"

শুক্লা সুর টানিয়া বলিল, "না বাবা, আমি সকালে উঠেই অত দৌড়-ধাপ করতে পারি না। তোমরাই ঘুরে এস।"

অলকা গেল কাপড় বদ্‌লাইতে। দেরাজ খুলিতেই সামনে পড়িল সেই লাল রংএর শাড়ীটা, মোক্ষদা আশ্রম হইতে বাহির হওয়ার পর গুণীর সঙ্গে বাজারে গিয়া যেটা কিনিয়া আনিয়াছিল। সেইটাই পরিয়া বসিল। এখনও এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই, দুই-চারদিন বাকি আছে, কিন্তু অলকার মনে হয়, সে জীবনটা কত যুগযুগান্তর হইল সে পার হইয়া আসিয়াছে। সেই মেয়ে আর এই মেয়ে একই কি ? আগেকার সেই অলকার না ছিল সুখ, না ছিল দুঃখ, চোখ বুজিয়া সে জীবনের পথে চলিয়াছিল। এখন খোলা চোখে চারিদিকে তাকায়, ভগবানের পৃথিবীতে বড় আনন্দ পায়, কিন্তু ব্যথাও যে বড় অসহ্য ?

ল্যাণ্ডিংএর ওধার হইতে গুণী ডাকিল, "হল অলকা ?"

"যাচ্ছি গুণীদা," বলিয়া অলকা ছুটিয়া বাহির হইল। ঠিক সেই সময় সরল সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে দেখা গেল। গুণী ও অলকাকে পাশ কাটাইয়া, একটুখানি কাষ্ঠহাসি হাসিয়া, সে গিয়া ঢুকিল খাইবার ঘরে।

শুক্লা তখনও বসিয়া চামচ দিয়া টেবিলের উপর বাজনা বাজাইতেছিল। শশিমুখী ভাঁড়ার বাহির করিতেছেন খানিক দূরে দাঁড়াইয়া। সরল গিয়া শুক্লার পাশে চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, "মিস্ বোসের আবার আজ জন্মদিন নাকি ?"

শুক্লা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কি রকম ?"

সরল বলিল, "একেবারে মহা সাজগোজ ক'রে গৃহস্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে চলেছেন দেখলাম। ভাবলাম, উৎসব-সমারোহ আছে বোধ হয় কিছু। তবে কি ডাক্তার সাহেবেরই জন্মদিন ?"

শুক্লা বলিল, "মাথায় ভূত চেপেছে তোমার। ওদের ভাবনা একটু কম ভেবে, নিজের চরকায় তেল দাও দেখি? যা কোনোদিনও হবে না, তার জন্যে মাথা কুটে লাভ কি?"

সরলের মুখটা গম্ভীর হইয়া গেল, বলিল, "কোনোদিনও হবে না কি ক'রে জানলে? এ বিষয়ে কেউ তোমাকে কিছু বলেছে?"

"কে আবার কি বলবে আমাকে? চোখ কান ত আছে আমার?"

"তোমার চোখ আর কান কি report করছেন, জানতে পারি একটু?"

শুক্লা বিরক্ত হইয়া বলিল, "তা পার। আমার চোখ report করছেন যে শ্রীমতী অলকা এবং শ্রীযুক্ত গুণীন্দ্রনাথ পরস্পরের সঙ্গে violently প্রেমে পড়েছেন। কান এখন পর্য্যন্ত বেশী কিছু report করেননি, তবে তাঁকেও আরো active ক'রে তুলতে শীগ্‌গিরই চেষ্টা করব।"

সরল নীরবে পেয়ালায় চা ঢালিতে লাগিল। তাহার নিজের চোখও তাহাকে এই খবরই দেয়, কিন্তু যাহা বিশ্বাস করিতে মানুষ অত্যন্ত বেদনা পায়, সহজে সে তাহা বিশ্বাস করিতে চায় না। হইতে পারে শুক্লার এ ধারণা ভুল। সে এসব বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ত নয়? আর সরল নিজে ত এখন প্রায় পাগল হইয়া গিয়াছে, কি দেখিতে কি দেখে তাহার ঠিকানা নাই। অলকার বা গুণীর নিজের মুখ হইতে না শোনা পর্য্যন্ত এ কথা তাহার বিশ্বাস হইবে না। • •

হঠাৎ শশিমুখীর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'মা, বড়দার ঘাড় থেকে এবার আমাদের নেমে গেলে ভাল হয় না?"

শশিমুখী বলিলেন, "ভাল ত হয়, কিন্তু নেমে যাব কোথায় শুনি? চাল-চুলো কিছু ত রেখে যান নি, তুমিও এমন কিছু রোজগার কর না। হঠাৎ এ খেয়াল হল কেন?"

শুক্লা উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। এসব ন্যাকামি তাহার ভাল

লাগে না। ঘাড় হইতে নামিয়া যাইবার ক্ষমতা ত কত! ঢাল নাই, খাঁড়া নাই, নিধিরাম সর্দ্দার!

মায়ের প্রশ্নের উত্তরে সরল বলিল, "বয়স হয়েছে, পরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে আর ভাল লাগে না। তোমাদের অবশ্য এত আরামে রাখতে আমি পারব না। তা তোমরা থাক না-হয়, আমিই দিন কতক অন্য কোথাও থেকে আসি।"

শশিমুখী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ এ বাড়ীর উপর এত বিরাগ হ'ল কেন তোমার শুনি? দশ বছর বয়স থেকে ত এঁদের আশ্রয়ে আছ। দাদা যতদিন ভাল ছিলেন, বাপের মত ক'রে প্রতিপালন করেছেন। গুণীও সর্ব্বদা ভাল ব্যবহারই করেছে তোমার সঙ্গে। নিজের ভাই হলেই বা এর চেয়ে বেশী কি করতে পারত?"

সরল বলিল, "তার দুর্ব্যবহারের জন্যে যাচ্ছি, এমন কথা ত বলছি না? কিন্তু তার বাড়ীতে থাকতে আমার আর ভাল লাগছে না। ধর, আমি যদি এখন বিয়ে ক'রে সংসারী হই, তখন ত আলাদা হয়েই যাব?"

শশিমুখী বলিলেন, "তা ত হবে। কিন্তু বিয়ে কি তুমি এখনই করছ যে এত ভাবনা?"

সরল বলিল, "আমার বয়সে, আমার মত অবস্থায়, বিয়ে কি কেউ করে না? রোজগার ত করছি কিছু, সামনের মাসে মাইনেও বাড়বে।"

শশিমুখী আর সাধারণভাবে কথা বলিতে পারিলেন না। শুক্লার কাছে অলকার সম্বন্ধে সেই কথাগুলি শুনিয়া তিনি বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এতদিনের মধ্যেও সরলকে কিছু বলিবার সুবিধা করিতে পারেন নাই। আজ ছেলে এমনভাবে কথা পাড়াতে তিনিও আর না বলিয়া পারিলেন না।

সরলের কাছে আসিয়া বসিয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, তলে তলে এই সব যুক্তি যে করছ, তা আমি জানি না ভেবো না। তোমরা সব স্বাধীন হয়েছ

আজকাল, নিজেরাই নিজের কর্ত্তা। মা বাপকে কিছু জানানও দরকার মনে কর না। কিন্তু আমি বাপু সোজাই তোমায় বলছি, ও মেয়ের সঙ্গে বিয়ে তোমার হতে পারে না। সুন্দর বটে খুব, মেয়েও ভাল, কিন্তু খুঁতেরও অভাব নেই।"

সরল মুখটা লাল করিয়া বলিল, "শুক্লা তোমায় বলেছে বুঝি? তা বেশ, শুনেছ, ভালই হয়েছে। কিন্তু হতে পারবে না কেন বলছ? খুঁৎ ত সব মানুষেরই থাকে, আমারও অসংখ্য আছে। তাতে কি কারো বিয়ে আট্‌কায়?"

শশিমুখী গালে হাত দিয়া বলিলেন, "কিসে আর কিসে? তোর অবস্থা ভাল না হতে পারে, সদ্বংশের ছেলে ত তুই? মানসম্ভ্রম একটা আছে ত আমাদের?"

সরল বিরক্তির সহিত বলিল, "মানসম্ভ্রমের হানি ঘটছে কোন্‌খানে?"

শশিমুখী গলা নামাইয়া বলিলেন, "ওর মা বেরিয়ে গেছে। এখনও কলকাতায়, চিৎপুরে আছে সে। তুই শেষে বাইজীর মেয়ে বিয়ে করবি নাকি? আমাদের তাহলে আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না।"

সরল মিনিট কয়েক একেবারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর মুখের মেঘটা তাহার হঠাৎ খানিকটা কাটিয়া গেল। বলিল, "তা বেশ। কিন্তু তার মাই না হয় বাইজী, সে নিজে ত ভাল? আমি ত আর তার মাকে বিয়ে করতে চাইছি না?"

শশিমুখী বলিলেন, "আহা, কিবা কথার ছিরি! মায়ের সামনে একটু সমীহও নেই। যা বল তা বল, এ বিয়েতে আমি কখনও মত দেব না।"

সরল উঠিয়া হন্ হন্ করিয়া তেতলায় নিজের ঘরে চলিয়া গেল। দূরে গুণীর গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল এবং মিনিট দুইয়ের ভিতরেই অলকা ও গুণী আসিয়া পৌছিল।

গুণী গাড়ী হইতে আর নামিল না। অলকার জন্য দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল, "নিজের promise মনে রেখ অলকা। আজ বেশ ভাল ক'রে rest করবে।"

"মনে রাখব," বলিয়া অলকা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। গুণীর গাড়ী আবার হর্ণ বাজাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। শুক্লা ঠিক সেই সময় ল্যাণ্ডিং-এ বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে মনে রাখবি ভাই। আমি তোর কথা শুনতে পেয়েছি।"

অলকা মুখ লাল করিয়া বলিল, "তোমার ভাই সব তাতে ফাজ্‌লামি। কাকে আবার মনে রাখব? গুণীদাকে কথা দিয়েছি যে আজ ভাল ক'রে rest করব, সেইটাই মনে রাখব বলছিলাম।" পাছে ঝি-চাকরে তাহাদের কথা শুনিতে পায়, এইজন্য সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া গেল।

শুক্লা তাহার পিছন পিছন ঢুকিয়া বলিল, "তুই কথা ঘুরচ্ছিস্। বড়দাকেই মনে রাখবি, তাই বলছিলি না? সত্যি কথা বল্ দেখি?"

অলকা হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "তাঁকে ওটা ঘটা ক'রে বলবার আর দরকার কি?" বলিয়াই ভীষণ অপ্রতিভ হইয়া থামিয়া গেল।

শুক্লা তাহার পিঠে এক চড় মারিয়া বলিল, "ও, তাই নাকি? ওটা আর বলবারও দরকার নেই? একেবারে let it be grantedএর পর্য্যায়ে চ'লে গিয়েছে বুঝি?"

অলকা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "ঐ কথা নিয়ে আমাকে আর ঠাট্টা ক'রো না ভাই। তুমি যা ভাবছ, সেরকম কিছু মনে ক'রে আমি কথাটা বলিনি। গুণীদাকে আমি জন্মাবধি দেখছি, তাঁকে ত আমার সারাক্ষণই মনে আছে, এই কথাই বলছিলাম।" তাহার চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

শুক্লা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "কেঁদেই ফেল্‌লি একেবারে? ধ্যাঃ,

আচ্ছা খুকী তুই। সত্যি হলেই বা এতে কাঁদবার কি আছে? মানুষ কি মানুষকে ভালবাসে না? ওটা ত মহাপাপ নয় একটা?" অলকা এইবার চোখ মুছিয়া হাসিবার চেষ্টা করিল, বলিল, "পাপ যে নয় তা ত জানিই। কিন্তু এ নি.. ঠাট্টা করলে আমার ভয়ানক কষ্ট হয়।"

শুক্লা বলিল, "হয়েছে তোমার দফা শেষ। যাক, আমার উপর রাগ করিস্ না," বলিয়া তাহার গাল টিপিয়া দিয়া, নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

অলকা চোখ মুছিয়া, জানলার ধারে একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। সে অমন যা তা বলিয়া বসে কেন? শুক্লা যখন যাহা ইচ্ছা তাহার মুখ দিয়া বলাইয়া লয় কেন? অলকার কি কোনোদিন বুদ্ধি হইবে না?

গুণীকে ত তাহার সারাক্ষণই মনে আছে, কথাটা সত্যই। নিদ্রায় বা জাগরণে কোন্‌সময়ে বা তাহাকে ভোলে? কিন্তু লোকের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিবার জিনিষ এ নয়। অলকার এই একান্ত অন্তরতম ধনকে সে হৃদয়ের নিভৃত কোণে লুকাইয়া রাখিতে চায়, কাহারও বিদ্রূপের হাসির সম্মুখে আনিয়া তাহার অসীম মাধুর্য্য ও মর্য্যাদাকে সে ম্লান করিতে চায় না। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি লাইন যেন তাহার বুকের মধ্যে বাজিতে লাগিল।

"গোপন প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত।
আঁধার হৃদয়তলে মাণিকের মত জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মত।"

শুক্লা নিজের ঘরে গিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজের মুখটা দেখিতে লাগিল, নিজের মনেই বলিল, 'কুড়ি বছর ত পার হয়ে গেল, চেহারাটা ত নিতান্ত খারাপ নয়। কিন্তু প্রেমে পড়াটড়া আজ অবধি হয়ে উঠল না। যার যেমন কপাল! অলকাটা কত ছোট, অথচ এরই

মধ্যে জুটো মানুষ তার জন্যে পাগল হয়ে গেছে। বড়দার মত মানুষ, যে এতদিন একেবারে অজেয় ছিল, সে ত আজ সম্পূর্ণ হার মেনেছে, যা দেখছি। ওর তাকান দেখলে আমার যেন কি রকম করে। দাদার অবশ্য চিরকালই প্রেমে পড়ার ধাত, ওর কেস্‌টা আমি তত seriously নিই না। ঘা খাবে একটা, কারণ অলকা বড়দা ছাড়া জগতে যে পুরুষ মানুষ আছে তাই বিশ্বাস করে না মনে হয়, আর কাউকে বিয়ে করার কথা সে স্বপ্নেও ভাববে না। আচ্ছা, নিজের অবস্থা মেয়েটা কি সত্যি বুঝতে পারে না? যে এর দিকে পাঁচ মিনিট তাকাবে সেই ত বুঝবে, যদি বড়দাও অবশ্য সেখানে থাকে। আজ যদি ওর গুণীদা ওকে আগুনে পুড়ে মরতে বলে, ত অলকা তখনি তাই করে। প্রেমের দেবতার খুরে দণ্ডবৎ বাবা, আমার কাজ নেই প্রেমে। অতখানি দাসখৎ আমি কাউকে লিখে দিতে পারব না।'

অলকার আর ইহার পর রাত জাগিয়া পড়া হইল না। গুণী এমন সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিল তাহার উপর যে, নিজের প্রতি উৎপাত করিবার কোনো সুযোগই অলকা পাইল না। ভূপেশের শেষ দিনগুলির কথা ভাবিলেই গুণী যেন আরও শক্ত হইয়া উঠিত। না, ঐ কাল রোগের কোনো সম্ভাবনা অলকার জীবনে সে আসিতে দিতে চায় না। যা ক্ষণভঙ্গুর গোছের চেহারা এই সুন্দরী বালিকার, ইহাকে কোনো কঠিন রোগ ছুঁইলে আর রক্ষা নাই।

দেখিতে দেখিতে অলকার পরীক্ষা আসিয়া পড়িল, এবং দেখিতে দেখিতে শেষও হইয়া গেল।

গুণী একদিন সকালে চায়ের টেবিলে বলিল, "গরমে ত ভূত পালাচ্ছে। শুক্লা আর অলকা দিন কত বাইরে ঘুরে আসুক না?"

শশিমুখী বলিলেন, "এ কি বিলেত পেয়েছ? একলা একলা দুটো মেয়ে কোথায় যাবে?"

শুক্লা বলিল, "আমি একলা যেতে খুব পারি, নিজের আমার কিছু অসুবিধা হবে না। তবে অলকার ভার আমি নিতে পারব না বাপু। It is a great responsibility."

গুণী হাসিয়া বলিল, "তাই নাকি? অলকাকে এত গুরুভার ভাবছ কেন, ও অতি হাল্‌কা মানুষ। আমি বোধহয় ওকে এক হাতে তুলে ফেলতে পারি। যাক্‌, একলা আমি তোমাদের যেতে বলছি না। ডাক্তার মুখার্জ্জীরা সপরিবারে পুরী যাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে গিয়ে দিনকয়েক ঘুরে আসুক না? হোটেলে থাকবে, কাউকে তাদের জন্যে ব্যস্তও হতে হবে না।"

শশিমুখী বলিলেন, "তা যেতে পারে।"

শুক্লা বলিল, "আমি ত এখনি রাজি। তুই কি বলিস্‌ অলকা?"

অলকা বিপন্নভাবে একটু হাসিল। খুব ভাল করিয়া ওজন না করিয়া সে আর কথা বলিবেই না ঠিক করিয়াছিল। তাহার যাইতে একেবারেই ইচ্ছা করিতেছিল না। কিন্তু সে-কথা বলিলে শুক্লার কাছে কি মন্তব্য শুনিতে হইবে কে জানে? তাও আবার গুণীদা পাশেই বসিয়া আছেন।

গুণী বলিল, "ও যাবে ঠিক! শরীরটা একটু সারা দরকার, পরীক্ষার উৎপাতে যা চেহারা হয়েছে। কি বল অলকা? পুরী যেতে ইচ্ছা করে না?

অলকা নিরুপায় হইয়া বলিল, "শুক্লাদি গেলে যাব।"

গুণী বলিল "শুক্লা ত যাচ্ছেই। আচ্ছা, তাহলে ডাক্তার মুখার্জ্জীদের সঙ্গে কথা ব'লে দেখি। ওঁদের আপত্তি হবে না নিশ্চয়ই, ওঁরা ত সঙ্গে লোক জোটাতেই ব্যস্ত থাকেন বরং।"

শশিমুখী বলিলেন, "নিজেদের মেয়ে দুটির বিয়ে হয়ে গিয়ে ওঁরা বড় একলা প'ড়ে গেছেন, তাই সঙ্গী খুঁজে বেড়ান।"

"অথচ বিয়ে দেবার জন্যে ক্ষেপেও ত উঠেছিলেন নিজেরা", গুণী হাসিয়া বলিল।

শুক্লা বলিল, "কণিকার সঙ্গে আর কিছুদিনের মধ্যেই ওঁরা তোমার বিয়ে দিয়ে দিতেন জোর ক'রেই বড়দা। যা কাণ্ড লাগিয়েছিলেন, বাকি ছিল শুধু তোমার দোর-গোড়ায় এসে hunger strike করা।"

গুণী বলিল, "ভাগ্যে ক্ষিতীশ সেই সময় এসে পড়েছিল। সেই-জন্যেই ত ওর বিয়েতে অত দামী present দিলাম।"

শুক্লা বলিল, "অত জাঁক আবার ভাল নয় বাপু। কেন, কণিকা মেয়ে মন্দ কি? পটের বিবির মত সুন্দর নয় অবশ্য, কিন্তু সেরকম বাঙালীর ঘরে ক'টাই বা আছে?"

গুণী কিছু বলিবার আগেই শশিমুখী জোরগলায় বলিলেন, "সুন্দর হলেই অমনি সব হল নাকি? আরো কত দিক্ দেখবার আছে। রূপ মানুষের টেঁকেই বা ক'দিন?"

১৫

বিশেষ কয়েকটা কারণে গুণী অলকাকে বাহিরে পাঠাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম অলকার স্বাস্থ্য। মেয়ে দিনের দিন যেন বাতাসে মিলাইয়া যাইবার জোগাড় করিতেছে। অনিয়ম, অযত্ন কিছুই হয় না, অথচ অলকাকে দেখিলে মনে হয় না সুস্থ। খুব টান করিয়া বীণার তার বাঁধা থাকিলে যেমন তাহা ছুঁইতে ভয় হয়, অলকার দিকে তাকাইলে গুণীর মনে খানিকটা সেই ভাব আসে। এখনই যেন তার ছিঁড়িয়া একেবারে নীরব হইয়া যাইবে, এখনই যেন ভাঙিয়া পড়িয়া চোখের সামনেই অদৃশ্য হইয়া যাইবে। গুণীর মনে একটা ভয় ক্রমেই মাথা তুলিতে লাগিল। এমন সুন্দর, এমন কোমল, এত মধুর, ইহার ও

কি অদৃষ্টে পিতার পথে যাওয়াই লেখা আছে? মানিনীর আর যাহা থাক বা নাই থাক, স্বাস্থ্যটা ছিল জোরাল। মেয়ে তাহার সে জোরটা পাইল না কেন? ইহার কল্যাণের জন্যই এখন ইহাকে গুণীর কাছ হইতে সরাইয়া দূরে পাঠাইতে হইবে। তাহার নিজের মনের আগুনের ছোঁয়াচ এই সুকুমারী তরুণীতেও সংক্রামিত হইয়াছে কিনা কে জানে? সে বলিষ্ঠ পুরুষ, ইহা সহ্য করিয়াও সে চলিতে পারে, কিন্তু অলকার মনে অত ক্ষমতা কোথায়? অন্তরের আগুন যেন পুড়াইয়া তাহাকে খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত করিতেছে, দেহের দীপ্তি বাড়িতেছে, ভার কমিতেছে। অলকা অমন মুখ করিয়া বেড়ায় কেন? চোখের দৃষ্টি অমন আহত হরিণ-শিশুর মত কেন?

অবস্থাটা গুণীরও অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। অলকার আকর্ষণ হইতে দূরে সরিয়া না গেলে, সে আর বেশীদিন নিজেকে সম্বরণ করিয়া চলিতে পারিবে না। মেয়েটার চোখের দৃষ্টিটাও যদি ঐ রকম না হইত? তাহার চোখের দিকে তাকাইলেই গুণীর মনটা পূর্ণচন্দ্রের টানে সাগরের জলের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে চায়। সে জোয়ার একবার আসিতে দিলে আর রক্ষা নাই। গুণীও ভাসিয়া যাইবে, অলকার ত চিহ্নই থাকিবে না।

সুতরাং কিছুদিনের জন্য অন্ততঃ অলকাকে সরাইয়া দেওয়া ভাল। গুণীর নিজের সরিয়া যাইবার উপায় নাই। কর্ম্মের ডোরে সে এখানে বাঁধা। বৃদ্ধ পিতাও অক্ষম, পীড়িত, তাঁহাকে ফেলিয়া গুণী দুই-তিন দিনের বেশী কোথাও বাহিরে থাকিতে পারে না। কাজেই একমাত্র উপায় অলকাকেই সরাইয়া দেওয়া। পরীক্ষার পর অনেকদিন এখন তাহার ছুটি, এই অবকাশটাকে কাজে লাগান যাইতে পারে। শুক্লাও যাইতে বেশ ইচ্ছুক, কাজেই অলকাকে নিশ্চিন্ত মনে যাইতেও দেওয়া যায়।

তৃতীয় কারণ সরল। সরলের মনের অবস্থাটা যে কি, গুণী তাহা নিজের মন দিয়াই বুঝিত। ইহাও বুঝিত যে সরলকে অলকা মোটেই

দেখিতে পারে না, তাহার সান্নিধ্য অলকাকে অত্যন্ত পীড়া দেয়। হয়ত ইহাতেও তাহার মানসিক শান্তি ক্ষুণ্ণ হইতেছে। এই বয়সে শরীর আর মন বড় অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা থাকে, একটায় আঘাত পড়িলে, আর একটা সঙ্গে সঙ্গে ভাঙিয়া পড়িতে চায়। সরলকে কিছু বলা যায় না। কিই বা গুণী তাহাকে বলিতে পারে? সে নিজে যাহাকে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি, সমস্ত আগ্রহ দিয়া ভালবাসিতেছে, অন্য কেহ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে না, এমন আইন ত জারি করা যায় না? সরলকে কোথাও চলিয়া যাইতে বলাও সম্ভব নয়। সকল দিক্ দিয়াই তাহা হইলে দেখা গেল যে অলকাকে বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়াই এ সমস্যার একমাত্র সমাধান।

কিন্তু কথাটা তুলিয়াই গুণী বুঝিতে পারিল যে অলকা যাইতে একেবারে চায় না। জোর করিয়াই পাঠাইতে হইবে, না পাঠাইয়া যখন উপায় নাই। কিন্তু ঐ ফুলের মতন কোমল মনটায় আঘাত দিতে হইবে মনে করিয়া গুণী নিজেই অনেকখানি মুষ্ড়াইয়া গেল। অলকা তাহাকে কি নিষ্ঠুরই না-জানি মনে করিবে। মোক্ষদা আশ্রম হইতে যখন গুণী তাহাকে আনিতে যায়, তখন মনে হইয়াছিল, যে, অলকার মনে বেশ রাগ আছে, স্বভাবটা কালে হয়ত মানিনীর মত ঝাঁঝাল হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু এখন ত সে রাগের চিহ্নমাত্রও দেখা যায় না? মনে হয় ইহাকে বিধাতা আগাগোড়া মাধুর্য্য দিয়াই গড়িয়াছেন! রাগ যদি করিত, সেটা বরং গুণীর সহ্য করা সহজ হইত। রাগকে যুক্তিতর্ক দিয়া প্রশমিত করিবার চেষ্টা করা যায়, অলকার মত ছেলেমানুষের রাগকে হাসিয়া উড়াইয়াও দেওয়া যায়। কিন্তু তাহার চোখের ব্যথিত দৃষ্টিকে উপেক্ষা করিবার মত শক্তি গুণী নিজের মনে খুঁজিয়া পাইল না। চায়ের টেবিল হইতে উঠিয়া গিয়া ভাবিল, 'আজই ডাক্তার মুখার্জ্জীদের কিছু ব'লে কাজ নেই। তাঁদের যেতে এখনও দশ-পনেরোদিন দেরি আছে, আজ

অলকাকে একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেখি আগে। ও যদি নিতান্ত না যেতে চায়, ত জোর করতে পারব না।'

বিকালে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিল। খাইবার ঘর তখন শূন্য। শশিমুখী তখনও ঘুমাইতেছেন, কারণ এত আগে গুণী কোনোদিনও আসে না। শুক্লা তখনও কলেজ হইতেই ফিরে নাই।

গুণীর গাড়ীর শব্দ শুনিয়া অলকাই বাহির হইয়া আসিল। বলিল, "আপনি ত আজ অনেক আগে এসে গেছেন গুণীদা ?"

গুণী বলিল, "এলাম ইচ্ছা ক'রেই। কাজও বিশেষ ছিল না। আমার খাবারটা দিয়ে দিতে বল।"

অলকা চাকরকে ডাকিয়া খাবার দিতে বলিয়া, নিজে আবার গুণীর কাছে ফিরিয়া আসিল, বলিল, "পিসীমা ঘুমচ্ছেন, তাঁকে ডাকব ?"

"না, কি দরকার ? তুমি বোসো দেখি এখানে, তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।"

অলকা গুণীর পাশের চেয়ারটায় আসিয়া বসিল। গুণী একটা মাছ ভাজা ভাঙিতে ভাঙিতে বলিল, "পুরী যেতে তোমার ইচ্ছে করছে না অলকা ?"

অলকা তাড়াতাড়ি মুখটা অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল। ঢোক গিলিয়া বলিল, "আপনি পাঠালে যাব না কেন ? যাবই ত বললাম।"

গুণী বলিল, "যাবে বলেছ বটে, কিন্তু তোমার মুখ দেখেই বুঝলাম যে যেতে তোমার ইচ্ছে নেই।"

অলকার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, অনেক কষ্টে নীচু গলায় বলিল, "যেতে আমার সত্যিই একটুও ইচ্ছে করছে না।"

গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন অলকা ? অমন সুন্দর একটা জায়গা, দেখতে ইচ্ছে করে না ? তা ছাড়া একেবারে একলাও যেতে হবে না, শুক্লা যাবে সঙ্গে। কণিকার মাকেও ত দেখেছ, পরিচয় আছে।"

অলকার মুখের উপর যেন মেঘ নামিয়া আসিল, গলার স্বরও গাঢ় হইয়া আসিল, বলিল, "এখান থেকে চ'লে যেতে আমার একটুও ভাল লাগে না।"

গুণী নীরবে কিছুক্ষণ খাইয়া চলিল, তাহার পর বলিল, "তোমার নিজের স্বাস্থ্যের জন্যে দরকার অলকা। তোমার জন্যে ভাবনার অন্ত নেই আমার। নইলে যেতে যখন চাইছ না, তখন জোর আমি করতাম না।"

অলকাও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "খুব বেশীদিন কি থাকতে হবে ওখানে?"

গুণী বলিল, "এক মাসের বেশী নিশ্চয় নয়।"

অলকা হঠাৎ টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "অতদিন আমি থাকতে পারব না।"

গুণীর খাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে একবার অলকার দিকে তাকাইয়া, সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। ঐ অশ্রুমুখী তরুণীকে বাহুবন্ধনে টানিয়া আনিয়া, ঐ কম্পিত ওষ্ঠাধরে চুম্বন করিয়া এখনই তাহার কান্না থামাইয়া দেওয়া যায়। বলা যায়, তোমায় কোথাও যাইতে হইবে না, তুমি চিরদিন থাক আমারই বুকে। তোমার আনন্দ যেন কখনও না ম্লান হয়।

কিন্তু হায়, সংসারে মানুষের হৃদয়ের প্রয়োজন কতটুকু বা মূল্য পায়? অলকাকে পাঠাইয়া দিতে হইবে অনেক দূরে, অলকার নিজের কল্যাণের জন্য। সর্ব্বাগ্রে ইহাই দেখিতে হইবে গুণীকে। এই পুষ্প-কলিকার উপর দারুণ লোভ তাহার নিজের, কিন্তু লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ত তাহাকে অকালে ঝরিয়া যাইতে দেওয়া যায় না? সে ছিল অন্ধকার কারাগৃহের বন্দিনী, গুণী তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও পূর্ণতা লাভ করিতে তাহার বহুদিন বিলম্ব আছে। এখনও

সে সংসারের কি বা জানে বা বোঝে? ক'টা মানুষকে সে চোখে দেখিয়াছে, ক'টাকে জানিয়াছে? এখন যদি গুণী তাহাকে গ্রহণ করিতে চায়, সে সহজেই ধরা দিবে, কারণ গুণী ভিন্ন আর কাহাকেও সে জানে না। কিন্তু ইহা কি একদিক্ দিয়া তাহাকে প্রবঞ্চনা করা হইবে না? যে জগৎসংসারকে দেখিল না, চিনিল না, তাহাকে সে সুযোগ না দিয়াই গুণী চিরদিনের মত একান্ত নিজস্ব করিয়া লইবে? ভালবাসার সম্বন্ধ অবশ্য একটা তাহার গড়িয়া উঠিয়াছে গুণীর সঙ্গে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, কিন্তু এই ভালবাসা কি পূর্ণযৌবনা নারীর অবিচলিত প্রেম, না বালিকার হৃদয়ের ভক্তিমিশ্রিত কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য? এখনও ত ঠিক করিয়া বুঝা যায় না? ইহাকে এখন সময় দিতে হইবে বিকাশ লাভ করিবার। যে প্রদীপ আজ গুণীর জীবনে আলো দিতেছে, তাহাকে অতি আগ্রহে কাছে টানিয়া আনিয়া নিজের নিঃশ্বাসের আঘাতেই নিভাইয়া বসিবে কি? যে প্রেম প্রেমাস্পদকেই বিনাশ করে, তাহাতে গুণীর প্রয়োজন নাই।

কোনোমতে নিজেকে সম্বরণ করিয়া গুণী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। অলকার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার মুখখানা এক হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "ছি, অলকা, এইরকম ক'রে কাঁদতে হয়! চাকর বাকর কেউ এসে পড়লে কি মনে করত বল ত? এক মাস এমন কি বেশী সময়? দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এর চেয়ে কম দিনের জন্যে পাঠালে তোমার কিই বা উপকার হবে? আমি রোজ তোমায় একটা ক'রে চিঠি লিখব, আর অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর present পাঠিয়ে দেব।"

অলকা মুখটা গুণীর হাতের ভিতর হইতে সরাইয়া লইল। চোখের জল মুছিয়া, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আপনি আমাকে সেই সাত বছুরের খুকীই এখনও মনে করেন দেখছি।"

গুণীও হাসিবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল, "তা কেন মনে হল তোমার ?"

"তা নইলে কি আর present দিয়ে ভোলাবার কথা বলতেন ? ওসব চাই না আমার।"

গুণী বলিল, "চিঠিগুলোও চাই না ?"

অলকা বলিল, "নিশ্চয় চাই, কিন্তু আর কিছু তার সঙ্গে একটুও চাই না। এমনিতেই ত আমার পিছনে একরাশ টাকা খরচ হবে।"

গুণী আবার গিয়া নিজের চেয়ারে বসিয়া পড়িল, বলিল, "নাঃ সত্যি তুমি আর খুকী নেই দেখছি। অনেক সুবুদ্ধি হয়েছে তোমার। খরচের কথাও যখন ভাবতে শিখেছ।"

অলকা বলিল, "আপনি স্থির করেছেন যে আমাকে কখনও seriously নেবেন না। জানি না কেন এমন করেন।"

গুণী বলিল, "মাঝে মাঝে বাধ্য হয়েই করি। পরে এর মানে বুঝতে পারবে হয়ত। মনটা এখন শান্ত হয়েছে ত ? পুরী যাবার কথা বলি তা হলে ডাক্তার মুখার্জ্জীদের ?"

অলকা বলিল, "পাঠাবেনই যখন, তখন আর দেরি ক'রে লাভ কি ? যত শীগ্‌গির চুকে যায় ভাল।" বলিয়া উঠিয়া পড়িল। গুণীও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ওরকম ফাঁশীর আসামীর মত মুখ ক'রে কথা ব'লো না অলকা। ছোটরা একদিক্ দিয়ে বড় স্বার্থপর, তাদের নিজের দুঃখ দিয়ে তারা জগৎসংসার ঢেকে ফেলে। আর কারো যে কোনো দুঃখ থাকতে পারে তা তারা কখনও দেখতে পায় না।"

অলকা বলিল, "না, তা আমি করি না। দুঃখকষ্ট ত সকলেরই থাকে, তা আমি জানি। কিন্তু এ বাড়ীতে যে এতগুলো মানুষ থাকে, বলুন ত কার জীবনে আমার মত দুঃখ আছে ?"

গুণী একটুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "থাক্, ও

আলোচনায় আজ আর কাজ নেই। আজ তোমারও মন ভাল নেই, আমারও ভাল নেই। ওসব কথা ভুলবার চেষ্টা করাই ভাল। পিসীমা উঠেছেন বোধ হয়, তোমরা ও এবার চা টা খাবার জোগাড় কর।"

অলকা বলিল, "আপনার খাওয়াটা মাটি করলাম আমি।"

গুণী বলিল, "তুমি মাটি করনি, আজ ভগবান্ আমার জন্যে অন্ন মাপেননি বোধ হয়," বলিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। অন্যদিন খাইয়া দাইয়া একটুক্ষণ বিশ্রাম করে। শুক্লা বা পিসীমার সঙ্গে গল্পও করে এক-একদিন। আজ আর ঘরে বসিলই না, তাড়াতাড়ি করিয়া গাড়ীটা ডাকিয়া পাঠাইয়া বাহির হইয়া গেল, ফিরিল একেবারে রাত সাড়ে দশটার পর। না, নিজেকে আর কিছু ভাবিবার সময় দিবে না সে। কাজের চক্রে নিজেকে পিষিয়া মারিয়া যদি এই নিরন্তর মানসিক সংগ্রামের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাই করা ভাল। অলকার চোখের দিকেও আর তাকাইবে না সে। কিন্তু বাহিরের দৃষ্টি অলকার মুখের উপর হইতে সরান তবু সহজ। হৃদয়ের ভিতরে যে দৃষ্টি জাগিয়া আছে, গুণী তাহাকে ত ফিরাইতে পারিল না! অলকার অশ্রু-আকুল দুই চোখ সেই দৃষ্টির সম্মুখে অচঞ্চল ধ্রুবতারার মত ফুটিয়া রহিল।

আরও বেশী করিয়া কাজের পাকে নিজেকে জড়াইতে লাগিল। কিন্তু কয়েকদিনের ভিতর আবিষ্কার করিল এ সবই বৃথা। কিছুই সে ভুলিতে পারিল না। তাহাকে সহ্য করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে, না-হয় বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

শুক্লা একদিন তাহাকে তাড়া দিয়া বলিল, "আচ্ছা বড়দা, পাঠাবার ব্যবস্থা ত সব ক'রে দিলে, এখন দু'চারটে জিনিষপত্র কেনার ব্যবস্থাও ত করতে হয়? বাইরে যেতে হলে কত রকম জিনিষ দরকার।"

গুণী বলিল, "তা কেন্ না জিনিষ। কে তোকে বারণ করেছে?"

শুক্লা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আহা, দোকানদার যেন তোমার মতন কি না যে আমার চাঁদমুখ দেখে জিনিষপত্র দিয়ে দেবে নাকি ?"

গুণী বলিল, "আমি দোকানদার হলে ত দিতাম। মুখখানা মন্দ কি ? সত্যিই ত চাঁদমুখ ?"

শুক্লা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, বলিল, "অনেক ধন্যবাদ, বড়দা। তোমার স্বভাবের অনেক উন্নতি হয়েছে। তা ঠিক আমার মুখখানা মনে ক'রে বললে ত ? না আর কারো সঙ্গে ভুল করেছ ?"

গুণী বলিল, "না, অন্য কারো সঙ্গে ভুল করব কেন ? তোর মুখটা সত্যিই ত বেশ ভাল। তা যাক সে কথা। কি কি জিনিষ কিনতে হবে, একটা list ক'রে ফেল্। অলকারও কিছু দরকার থাকতে পারে, ওকেও জিগ্‌গেস ক'রে দেখিস্। টাকা আমি দিয়ে যাব এখন, বেরবার আগে।"

শুক্লা বলিল, "ও ত জানে ছাই, ওকে আবার কি জিগ্‌গেস করব ? দু'জনেরই bathing costume, dressing gown, bathing cap এসব লাগবে। কাপড় চোপড় কেনার কিছু দরকার নেই।"

যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল ধীরে ধীরে। শুক্লার পাল্লায় পড়িয়া অলকাকেও কিছু কিছু কাজ করিতে হইল। গুণীর কাছে না যাইবার-ই এখন যথাসাধ্য সে চেষ্টা করে। দুঃখে, অভিমানে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে দূরে পাঠাইয়া দিবার স্বপক্ষে গুণী যে সব যুক্তি দিয়াছিল তাহা অলকা বুদ্ধি দিয়াই খালি বুঝিয়াছিল, হৃদয় দিয়া বোঝে নাই। অলকার থাকা না থাকা গুণীর কাছে সমানই বোধহয়, তাহা না হইলে কি এমন নির্ম্মমভাবে ঠেলিয়া দূরে পাঠাইয়া দিতে পারিতেন ?

আচ্ছা, বাবা মারা যাইবার পর গুণীদা যদি তাহাকে মোক্ষদা আশ্রমেই আবার ফিরাইয়া রাখিয়া আসিতেন, তাহা হইলে ভালই হইত

হয়ত। সত্য বটে, আনন্দ কি, সুখ কি, তাহা গুণীদার কল্যাণেই সে বুঝিয়াছে ; কিন্তু মর্ম্মভেদী বেদনা কি, তাহাও কি গুণীকে ভালবাসিয়াই সে জানিল না ? অলকার প্রতি স্নেহ আছে তাঁহার, তাহা সে জানে। কিন্তু সে যেমন করিয়া বিশ্বজগৎ তাঁহাকে দিয়াই আড়াল করিয়াছে, সেরকম কোনও ভাব গুণীদার মধ্যে নাই। অলকা তাঁহার কাছে সেই শিশুই আছে, নারীর মূল্য কোনও দিনই পাইবে না।

সরল মাঝে মাঝে আসিয়া শুক্লার কাছে যা তা বকে, আবার তাড়া খাইয়া সরিয়া যায়। অনেক চেষ্টা করিয়াও অলকার সঙ্গে একলা কথা বলিবার কোনও সুযোগ সে পায় না। বেশীর ভাগ সময় বাহিরে বাহিরেই ঘোরে। গুণীর সঙ্গে কথা বলা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছে। মায়ের সঙ্গে এখন পর্য্যন্ত মিটমাট হয় নাই।

অলকাদের যাইবার দিন আসিয়া পড়িল। বিকালে ট্রেণ, সকাল হইতেই সবাই সবাইকে তাড়া দিয়া বেড়াইতেছে। জিনিষপত্র কতবার বাঁধা হইল, কতবার খোলা হইল, তাহার ঠিকানা নাই।

সকালেই শুক্লা বলিল, "বড়দা, ঠিক সময়ে গাড়ী পাঠিও কিন্তু, ভুলে যেয়ো না যেন।"

গুণী বলিল, "আমি তোদের তুলে দিয়ে আসব, কোনও চিন্তা নেই। অলকা কোথায় গেল, চা খাবে না ?"

শুক্লা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "কি জানি, কোথায় কি করছে ? কেন যে তুমি ওকে পাঠাচ্ছ, তাও জানি না বাপু।"

গুণী বলিল, "যেন' লোকে change এ পাঠায়। শরীর ভাল হবার জন্যে।"

"শরীর যা ভাল হবে, তা মা গঙ্গাই জানেন। যেদিন থেকে যাবার নাম হয়েছে, সেদিন থেকে খাওয়া-দাওয়াও ছেড়েছে, ঘুমও ছেড়েছে। মাঝে মাঝে রাত্তিরে উঠে দেখি যে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে।"

গুণী অত্যন্ত অস্থির ভাবে উঠিয়া পড়িল। বলিল, "আমায় আর ওসব বলিস্‌না রে। আমার হাতের বাইরে চ'লে যাচ্ছে অবস্থাটা। এরপর ভগবান্ যা করেন," বলিয়া এক রকম ছুটিয়াই ঘরের বাহির হইয়া গেল।

সারাটা দিন বাহিরে বাহিরেই কাটাইয়া দিল। অলকার সামনাসামনি পড়িতে তাহার ভয় করিতেছিল। আবার তাহার কাছে যাইবার জন্য একটা প্রবল আকর্ষণও অনুভব করিতেছিল। শেষ পর্যন্ত হৃদয়ের কাছে হার মানিয়া সে ষ্টেশনে যাইবার সময়ের কিছু আগেই বাড়ী ফিরিয়া গেল। বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই দেখিল ম্লানমুখে অলকা দাঁড়াইয়া আছে। দোতলায় উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সব গোছগাছ হয়ে গেছে অলকা?"

অলকা বলিল, "হয়েছে, ও ত কাল থেকেই হয়ে আছে।"

গুণী নিজের ঘরে ঢুকিল হাট্‌টা রাখিবার জন্য। হঠাৎ বাহির হইতে অলকা বলিল "গুণীদা, আমি একটু আসব?"

গুণী বলিল, "নিশ্চয়। এস।"

অলকা ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, "গুণীদা, আমি আপনাকে প্রণাম করতে এলাম। আপনি পছন্দ করেন না, কিন্তু আমি আজ প্রণাম না ক'রে যেতে পারব না।"

গুণী হাসিবার অত্যন্ত ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল, "তুমি আমাকে বড় বাড়িয়ে তুলেছ অলকা। তোমার প্রণাম পাবার কোনও যোগ্যতাই আমার নেই। কিন্তু তুমি ত তা বুঝবে না? কিন্তু এখনও ত ঘণ্টা-খানিক দেরি আছে বেরতে, এখনই কেন?"

অলকা বলিল, "আমি কারও সামনে প্রণাম করব না। শুক্লাদিরা এই নিয়ে হাসবে ভাবতেই আমার অসহ্য লাগে।"

গুণী বলিল, "যা তোমার খুসি।"

অলকা একেবারে নতজানু হইয়া বসিয়া, গুণীর দুই পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। পায়ের ধূলা লইয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার দুই চোখ অশ্রুতে প্রায় অন্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহারই ভিতর দিয়া অস্পষ্ট ভাবে দেখিল, গুণী দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মুখের চেহারাটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

একটু ভীতভাবে, কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "রাগ করলেন, গুণীদা ?"

গুণী বলিল, "না অলকা।" দুই হাতে অলকার মুখখানা ধরিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে তাহার চোখের দিকে তাকাইয়া রহিল খানিকক্ষণ। সেই অশ্রু-আকুল দৃষ্টির ভিতর কি সে দেখিল সে-ই জানে। তাহার পর তাহার কুঞ্চিত কেশরাশির উপর চুম্বন করিয়া বলিল, "খুব ভাল ক'রে সেরে এস। আর যেন কোনওদিন তোমায় changeএ পাঠাতে না হয়।"

অলকা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা," বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বাহির হইবার সময় সরলকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। শশিমুখী বলিলেন, "দেখেছ ছেলের আক্কেল ? বোনটা যাচ্ছে, না-হয় একটু তুলে দিয়ে আয়, সে বুদ্ধিও নেই।" মনে মনে যে বিশেষ বিরক্ত হইলেন তাহা নয়।

ষ্টেশনে গিয়া অলকা আর কোনওরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। গুণীই বরং বেশী বিচলিত হইয়া পড়িল। শুক্লা ভাবিল, "মেয়েটা মোমের পুতুল এদিকে, আজ কিন্তু খুব শক্ত হয়ে আছে। বড়দাকে দেখেই বরং মনে হচ্ছে, ওর চোখ ফেটে এখনই জল বেরিয়ে আসবে। ভাগ্যে দাদাও এসে জোটেনি। তাহলে triangular dramaটা বড়ই হৃদয়বিদারক হয়ে উঠত।"

জিনিষপত্র সব গাড়ীতে উঠিল। মুখার্জ্জী-দম্পতিও গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন, অগত্যা শুক্লা ও অলকাকেও তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইল।

অলকা শুধু একবার গুণীর দিকে আকুল ভাবে তাকাইল, কথা কিছুই বলিল না। শুক্লা হাত নাড়িয়া বলিল, "Ta ta বড়দা।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গুণীর দৃষ্টিটা এমন ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল যে সে ট্রেণটা ভাল করিয়া দেখিতেই পাইল না। আন্দাজে বুঝিল, শুক্লা রুমাল উড়াইতেছে। নিজের রুমালটা পকেট হইতে বাহির করিয়া বার দুই নাড়িয়া পিছন ফিরিয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম্‌ হইতে বাহির হইয়া চলিল। আর তাহার এখানে দাঁড়ান অসম্ভব বোধ হইতেছিল। দুই চোখ দিয়া যে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতেছে এবং লোকে অবাক্‌ হইয়া তাহার দিকে তাকাইতেছে, সে জ্ঞানও তাহার ছিল না।

দূরে একটা কোণে দাঁড়াইয়া সরল অপস্রিয়মান ট্রেণটার দিকে চাহিয়া ছিল। গুণীকে কাঁদিতে দেখিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার বদলে নিজের চোখ হইতেও তাহার জল বাহির হইয়া আসিল।

১৬

যতক্ষণ ট্রেণ হইতে হাওড়া ষ্টেশনের প্ল্যাট্‌ফর্ম্‌টা দেখা গেল, অলকা জানলা দিয়ে মুখ বাহির করিয়া সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। গুণীকে কিছুক্ষণের জন্য দেখা গেল, তাহার পর সেও অদৃশ্য হইয়া গেল। দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া অলকা মাথাটা ভিতরে টানিয়া লইল।

শুক্লা বলিল, "ভাগ্যিস তুই পাখী নয়, তাহলে এতক্ষণ জানলা দিয়ে উড়ে পালাতিস্‌।"

ডাক্তার মুখার্জ্জী ভালমানুষ গোছের প্রৌঢ় বাঙালী। আধুনিক যুগের ছেলেমেয়েদের ধরণ-ধারণ খুব বেশী যে বোঝেন তাহা নয়। তিনি অলকার

দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, অলকার বুঝি আসবার ইচ্ছে ছিল না?"

শুক্লা বলিল, "না, কলকাতায় এমন শিকড় গেড়ে গিয়েছে তার যে কিছুতেই কোথাও নড়তে চায় না। অথচ শরীরও ভাল নয়, বড়দা তাই জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলেন।"

মুখার্জ্জী-গৃহিণী বলিলেন, "বড় রোগা মেয়ে, আমার কণির চেয়েও রোগা।"

নানা কথা হইতে লাগিল। অলকা কিন্তু কোনও আলোচনায় যোগ দিল না। তাহারা যখন গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, তখন গুণীদার মুখখানা অমন হইয়া গিয়াছিল কেন? সত্যই কি অলকাকে জোর করিয়া পাঠাইয়া দিতে তাঁহারও প্রাণে ব্যথা বাজিয়াছে? বাড়ীতে যখন অলকা তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল, তখনই বা গুণীর চেহারা অমন অস্বাভাবিক দেখাইতেছিল কেন? গুণীর চুম্বনের স্মৃতি হঠাৎ অলকার শরীরে একটা শিহরণ জাগাইয়া দিল। অমন করিয়া গুণীদা তাহার চোখের দিকে চাহিয়াছিলেন কেন? কি দেখিতে চাহিয়াছিলেন তিনি অলকার দৃষ্টির মধ্যে? তাহাকে আর যেন কোনও দিন changeএ পাঠাইতে না হয়, এই কামনা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে অলকা চলিয়া আসায় তাঁহার মনে কষ্ট একটু অন্ততঃ হইয়াছে?

কিন্তু সারাক্ষণ নিজের ভাবনা লইয়া থাকিতে পারিল না সে। মুখার্জ্জী-গৃহিণী ও শুক্লার পাল্লায় পড়িয়া তাহাকে কথা বলিতেও হইল, খাইতেও হইল এবং ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে হইল। শুক্লা বেশ জমাইতে পারে সব জায়গাতেই। মুখার্জ্জী-গৃহিণী যদিও তাহার মায়ের বয়সী এবং মুখার্জ্জী প্রায় বার্দ্ধক্যের কোঠায় পা দিয়াছেন, তবু তাহাতে শুক্লার কোনোই অসুবিধা হইল না।

জিজ্ঞাসা করিল, "হোটেলটা কেমন?"

গৃহিণী বলিলেন, "ভাল আর এমন কি? অনেক অসুবিধে আছে। তবে proprietor চেনা লোক, আমাদের জন্যে একটু ভাল ব্যবস্থা ক'রে দেন। আমরা অনেকবার ওখানে উঠেছি কিনা?"

শুক্লা জিজ্ঞাসা করিল, "কি ধরণের লোক আসে ওখানে বেশীর ভাগ?"

মুখার্জ্জী বলিলেন, "নানারকম আছে। তবে আমরা ঠিক main hotelটায় থাকি না ত? Annexed cottage একটায় থাকি, কাজেই অন্য সকলের সঙ্গে খুব বেশী মাখামাখি করতে হয় না।"

মুখার্জ্জী-গৃহিণী বলিলেন, "তোমার মাকেও নিয়ে এলে না কেন শুক্লা? তা হলে আমরা দুই বুড়ীতে মিলে খুব গল্প জমাতে পারতাম। তাঁরও বহুকাল পরে একটু change হত।"

শুক্লা বলিল, "মায়ের আসবার জো কি? সংসার দেখবে কে? মামাবাবুকে ত নাড়ান যায় না? বড়দাও কলকাতাতেই আটকে থাকে, কাজেই মা কোথাও যাবার সুবিধা পান না।"

মুখার্জ্জী-গৃহিণী বলিলেন, "তোমার বড়দা ত চিরকুমার-সভার খাতায় নাম লিখিয়েছেন। বিয়ে ক'রে বৌ আনলে, তোমার মা মাঝে মাঝে ছাড়া পেতেন একটু।"

শুক্লা বলিল, "বৌ হয়ত আসবে কোনোদিন, কিন্তু মা তা হলেও নড়তে চাইবেননা। তাঁর ধারণা দুদিনের জন্যে তিনি বাইরে গেলেই সংসারটা সোজা রসাতলে চ'লে যাবে।"

মুখার্জ্জী-গৃহিণী বলিলেন, "সারা জীবন ধ'রে যাদের সংসারের পিছনেই খাটতে হয়, তাদের ঐ রকমই মনে হয় বটে।"

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি ভেদ করিয়া ট্রেণটা সগর্জ্জনে ছুটিয়া চলিয়াছে। বেঞ্চির পিছনটায় মাথা রাখিয়া হেলান দিয়া বসিয়া অলকা তাহার প্রথম কলিকাতা-আগমনের কথা ভাবিতেছিল। গুণী কিরকম নিজের ওভারকোট দিয়া তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া

বুকের ভিতরটা তাহার কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিল। ভাবিল, "আমি তাঁকে যেরকম ক'রে ভালবাসি, তিনি তেমন বাসেন না বটে, কিন্তু স্নেহ আমার উপর তাঁর বরাবরই আছে, থাকবেও হয়ত।"

রাত্রি কাটিয়া ভোর হইল। দেখিতে দেখিতে ট্রেণ পুরীর প্ল্যাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইয়াও গেল। কুলি লইয়া হাঙ্গাম, গাড়ী লইয়া হাঙ্গাম, পাণ্ডার উৎপাত, সব জড়াইয়া একটা তুমুল কাণ্ড। কিন্তু সেটাও দেখিতে দেখিতে পার হইয়া গেল। তাহারা হোটেলে গিয়া উঠিল। শ্রান্তিতে অলকার শরীর অবসন্ন লাগিতেছিল। স্নান করিয়া, খাইয়া সে নিজের নির্দ্দিষ্ট বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

উঠিল যখন, তখন বিকালের রোদ পড়িয়া আসিতেছে। শুক্লা তাহাকে ঠেলা দিয়া ডাকিতেছে "ওঠ্ না রে। এখানে কি খালি ঘুমবার জন্যে এলি?"

অলকা খাটের উপর উঠিয়া বসিল। খোলা জান্‌লার পথে এমন প্রচণ্ড বাতাস আসিতেছে যে বিছানা সুদ্ধ অলকাকে উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে। তরু আসিয়াছে ইহাদের সঙ্গে, মেয়েদের কাজকর্ম্ম করিবার জন্য, সে বলিল, "এখানে বারান্দায় কাপড় দেওয়া চলবেনি দিদিমণি, সব উড়িয়ে দিবে।"

শুক্লা বলিল, "বড় খারাপ জায়গায় এসেছ তরু। এতবড় সমুদ্র হাতের কাছে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে কাপড় কাচবার জো নেই, তখুনি উল্টে ফেলে দেবে। এত বড় beach প'ড়ে রয়েছে, অথচ কাপড় শুকোতে দেবার জো নেই, হাওয়ায় উড়িয়ে কোথায় নিয়ে ফেলবে।"

অলকা জানলার ধারে দাঁড়াইয়া সমুদ্র দেখিতেছিল। কি বিপুল, কি বিরাট্, কি সুন্দর, কি মহিমাময়! অথচ শিশুর মত ক্রীড়াপরায়ণ, নবীনা নারীর মত বিলাসবিভ্রমপূর্ণ। ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদ্‌লাইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে ছন্দতালের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। অলকা বলিল, "শুক্লাদি, কি আশ্চর্য্য সুন্দর! এরকম আমার কল্পনাতেও ছিল না।"

শুক্লা বলিল, "চল্ না, আমরা একটু ঘুরে আসি সমুদ্রের ধারে? তরুটাকে নিয়ে যাব এখন। মিসেস্ মুখার্জ্জী ত এখনও ঘরদোর গুছিয়ে উঠতে পারেননি।"

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "কাপড় চোপড় কিছু বদলাতে হবে নাকি?"

শুক্লা বলিল, "চুলটা খুব tight ক'রে বেঁধে নে। আর শাড়ীখানা দুই পাক দিয়ে পর্। আর কিছু করবার দরকার নেই। অনেক মানুষ ত বেড়াচ্ছে দেখছি, কিন্তু সাজগোজের বালাই বিশেষ কা নেই।"

অলকা নির্দ্দেশমত কাপড় চোপড় পরিয়া শুক্লার সঙ্গে বেড়াইতে চলিল। তরু খানিকক্ষণ আসিল তাহাদের পিছন পিছন। হঠাৎ চেঁচাইয়া বলিল, "আমি পারবনি বাপু এখানে বেড়াতে, ঘরে যাচ্ছি। গড় করি বাবা তোমার সমুদ্দুরকে, মেয়েমানুষের লাজ সরম আর রাখলেনি," বলিয়া বালির উপর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

শুক্লা ত হাসিয়া লুটাইয়া পড়িবার জোগাড়। অলকাও হাসি চাপিতে পারিল না, বলিল, "ওটাকে না আনলেই ভাল হত শুক্লাদি, কি যে ভাঁড়ামি করে সারাক্ষণ।"

শুক্লা বলিল, "একটা মানুষ ত দরকার ঘরদোর আগ্‌লাবার জন্যে? তা ছাড়া বিছান করা, কাপড় কাচা প্রভৃতিও করতে পারে। বেড়াতে এসেছি, সারাদিন বেড়াব। তোর শরীর সারিয়ে না নিয়ে গেলে, বড়দা আমার কান ম'লে দেবে। অত খরচ ক'রে পাঠাল।"

অলকা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, শুক্লাদি, আমার খরচ চলে কিসে? বাবা কি কিছু রেখে গিয়েছেন আমার জন্যে, না গুণীদাই সব খরচ দেন?"

শুক্লা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "আমি ত জানি কচু। বড়দা কি ওসব কথা বলে কোনোদিনও? মাকে জিগ্‌গেস করলে হয়ত জানা যেতে পারে। তা বড়দার ঘাড়টা প্রশস্ত আছে, আমরা ত ছোটবেলার থেকেই

সেখানে চ'ড়ে আছি। ও ডাক্তারি পাশ করার আগে অবশ্য মামাবাবু চালিয়েছিলেন কিছুদিন, তারপর থেকে সব ভার ত ওই বইছে। আমার বাবা অতি সামান্যই কিছু রেখে গিয়েছিলেন, এবং শ্রীমান্ দাদা আজ অবধি যা রোজগার করেছেন তা তাঁর দরজীর খরচেই গিয়েছে।"

অলকা বলিল, "তোমাদের সঙ্গে ত আর আমার তুলনা হয় না? তোমরা তাঁর অতি নিকট আত্মীয়, আমি ত কেউ না?"

"হ্যাঁ, তুমি কেউ না-ই বটে। বাজে কথা বলিস্ না।" অলকা চুপ করিয়া গেল। শুক্লার সঙ্গে এসব বিষয় আলোচনা করার বিপদ্ আছে। অলকাকে দিয়া কি না কি সে বলাইয়া লইবে, তাহার ঠিকানা কি?

ঘণ্টা খানিক বেড়াইয়া তাহারা হোটেলে ফিরিয়া আসিল। মুখাৰ্জ্জী-গৃহিণী বলিলেন, "ওমা, কোথায় পালিয়েছিলে তোমরা? চা টা খেলে না কিছু, আমি ত খুঁজে মরি। শেষে তরু বললে তোমরা সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছ।"

অলকা ও শুক্লা চা খাইতে বসিল। মিসেস্ মুখাৰ্জ্জী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমুদ্র কেমন লাগল?"

শুক্লা বলিল, "ছবিতে যা দেখা যায়, আর কাব্যে যা পড়া যায়, তার চেয়ে ঢের বড় জিনিষ।"

অলকা বলিল, "এত সুন্দর যে ভাষা দিয়ে বা রং দিয়ে ওকে কখনও বোঝান যায় না।"

মুখাৰ্জ্জী-গৃহিণী শাদাসিধা লোক, বলিলেন, "হ্যাঁ, ভারি সুন্দর। প্রথম প্রথম এসে ঘরে মন বসত না, ইচ্ছে করত সারাদিন সমুদ্রের ধারেই ব'সে থাকি, এখন সয়ে গেছে।"

অলকা ও শুক্লাকেও সমুদ্রে পাইয়া বসিল। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা কোনও সময়েই তাহারা ঘরে থাকিতে চায় না। শুক্লা বলিল, "বাপ রে বাপ, কি বিশ্রী জায়গা! এখানে যে নাওয়া, খাওয়া, ঘুমানো কিছুই

করতে ইচ্ছে করে না! খেলার সাথীর মত সারাক্ষণ হাতছানি দিয়ে ডাকছে, সাড়া না দিয়ে থাকা যায় না।"

অলকা মুখ ফুটিয়া অত কথা বলিত না, কিন্তু অনুভব করিত মর্ম্মে মর্ম্মে। সমুদ্রের ধারে গিয়া বসিলেই তাহার মনের জ্বালাটা অনেকটা জুড়াইয়া যাইত। গুণীকে বড় বেশী করিয়া মনে পড়িত, কিন্তু বিচ্ছেদ-বেদনার তীব্রতা কে যেন মন হইতে মুছিয়া লইত। ভাবিত, "যখন বড় হয়ে স্বাধীন হব আমি, তখন এইখানে এসে থাকব। একমাত্র এখানেই আমার মন একটু শান্ত থাকবে।"

দুই-তিন দিন পরে, দুপুরের খাওয়া সারিয়া তাহারা আবার বেলা-ভূমিতে ঝিনুক কুড়াইতে বাহির হইয়াছে। এই সময় ভাঁটার টানে জলরাশি অনেক দূরে সরিয়া যায়, ঢেউ আসিয়া আপাদমস্তক ভিজাইয়া দেয় না, কাজেই নিশ্চিন্তে বেড়ানর সুবিধা। একটুখানি গিয়াই অলকা শুক্লার পিছন হইতে বলিল, "আমি আসছি ভাই একটু, এই দশ মিনিটের ভিতরই ফিরব।"

শুক্লা বিস্মিত হইয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইল। অলকা কেন যে ফিরিয়া চলিল, তাহার কারণ কিছুই বুঝিল না। আর মিনিট-খানিক আগে ফিরিয়া তাকাইলে কারণটা বুঝিতে। অলকা দেখিতে পাইয়াছিল, চিঠির তাড়া হাতে করিয়া পোষ্টম্যান তাহাদের হোটেলের গেটের ভিতর ঢুকিতেছে।

অলকার চিঠি আসিয়াছে। সাধারণ চিঠি, খুব বেশী বড় নয়। কিন্তু নিজের ঘরে দরজা বন্ধ না করিয়া অলকা সে চিঠি খুলিল না। যখন পড়িবে, তখন তাহার মুখ কেহ যেন দেখিতে না পায়।

গুণী লিখিয়াছে—'অলকা, তোমরা ভালয় ভালয় পৌঁছে গেছ, তা শুক্লার টেলিগ্রামে জানলাম। তুমি একটা চিঠি লিখলে না কেন? আমি আগে না লিখলে, লিখবে না বোধ হয়। যাক, আমি ত লিখছি, উত্তর

দিও। তোমরা চ'লে গিয়ে বাড়ীটা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে, সারাদিন প্রাণপাত ক'রে খেটে আধমরা হয়ে গেলেও আমার বাড়ী ফিরতে ইচ্ছা করে না। সকালে বেরই, রাত দশটার আগে প্রায়ই ফিরি না। বাবাকে দেখবার তেমন যদি কেউ থাকত তাহলে আমিও দিন-কতকের জন্য ঘুরে আসতাম তোমাদের ওখানে।

'আমার উপর অভিমানটা এখনও কি আছে? ওটা ভুলে যেও লক্ষীটি। খুব ভাল ক'রে সেরে এস। যতটা পার বাইরে বাইরে থেকো। সমুদ্রে স্নান ক'রো রোজ। তোমার ফরসা রংটা কাল হয়ে যাবে বটে কিছু, কিন্তু সে ভাবনা এখন ভেবো না।

'আশা করি ওখানে তোমাদের কিছু অসুবিধা হচ্ছে না। কোনো কিছুর দরকার থাকলে জানিও। সর্ব্বদা খবর দিও। আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি

গুণীদা।'

শুক্লা একলা বেড়াইতে বেড়াইতে হায়রান হইয়া গিয়া ভাবিল, অলকাটার অসুখ করিয়াছে নাকি? দশ মিনিট ত কখন পার হইয়া গিয়াছে, এখনও আসে না যে? ফিরিয়া যাইবে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় দেখিল যে অলকা ফিরিয়া আসিতেছে।

বালির উপর দিয়া দৌড়ান যায় না, তবু যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া, তাহার চুলের গোছায় একটা টান দিয়া শুক্লা বলিল, "কি, করছিলি কি এতক্ষণ?"

অলকা বলিল, "ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছিল, তাই জল খেয়ে এলাম।"

শুক্লা বলিল, "জল খেতে কারও এক ঘণ্টা লাগে?"

অলকা বলিল, "একঘণ্টা হয়নি ভাই নিশ্চয়ই। সেই সময় ডাক এসে পড়ল, সেটাও দেখে এলাম।"

শুক্লা বলিল, "তাই বল। আমার কোনও চিঠিপত্র এসেছে?"

"এসেছে। পিসীমার লেখা মনে হল। আর একখানাও এসেছে, সেটা কার লেখা চিনতে পারলাম না।"

"আচ্ছা, আমি দেখছি গিয়ে কার লেখা। তোকে বড়দা লিখেছে, নিশ্চয়ই ?"

অলকা সংক্ষেপে বলিল, "হাঁ।" শুক্লা ফিরিয়া চলিয়াছে, কাজেই সেও তাহার সঙ্গেই চলিল।

একই ঘরে তাহারা দুজনে থাকে। তরুও এইখানে মেঝেতে মাদুর পাতিয়া শোয়। অন্য ঘরটিতে ডাক্তার-দম্পতি থাকেন। শুক্লা প্রথম মায়ের চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল, তাহার পর অন্য চিঠিখানা খুলিয়া দেখিতে লাগিল।

কয়েক লাইন পড়িয়াই বলিল, "হয়েছে কাণ্ড।"

অলকা উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে শুক্লাদি ?"

শুক্লা বলিল, "আমার গুণবান্ ভ্রাতা লিখেছেন যে তিনিও কয়েক দিনের জন্যে পুরী বেড়াতে আসছেন।"

অলকার মুখ একেবারে শাদা হইয়া গেল। ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কার কথা বলছ ভাই ?"

শুক্লা বলিল, "আমার সহোদর ভ্রাতা শ্রীমান্ সরলের কথা বলছি, বড়দার কথা নয়। সে এলে কি আর আমাকে লিখত, তোকে না লিখে ?"

অলকা চুপ করিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় উঠবেন তিনি ?"

শুক্লা বলিল, "কোনো হোটেল মোটেলে উঠবে আর কি ? এখানে নিশ্চয়ই নয়, কারণ এখানে ত তিল ফেলবার জায়গা নেই। তোমার ভাবনা নেই, সে তিন-চার দিনের বেশী থাকবে না।"

অলকা বলিল, "আমার ভাবনা হতে যাবে কেন ?"

শুক্লা বলিল, "তুমি ওকে একেবারেই দেখতে পার না, তা কি আর আমি জানি না ? দুঃখের বিষয় যে সেটা তাকে কিছুতেই বোঝান যায় না।"

অলকা কথা বলিল না। শুক্লা বলিল, "অত ভাবছ কেন বাপু ? সে ত আর তোমাকে খেয়ে ফেলতে পারবে না ? চেষ্টা করলেও আমি খেতে দেব না। ছোট থেকে বড়দাই মানুষ করেছে আমাদের, তার স্বার্থের হানি হয় এমন কিছু আমি ঘটতে দেব না।"

অলকা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "কি যে ছাই বকো তুমি। আমাকে সে খেতে যাবেই বা কেন ? আর আমি সেই ভাবনায় মরবই বা কেন ?"

শুক্লা বলিল, "যাক গে সে কথা। আসবার সময় ক্লাসের মেয়েরা সবাই ব'লে দিয়েছে তাদের জন্যে এক-একখানা শাড়ী আনতে। তাদের জন্যে কিনি বা নাই কিনি, নিজেদের জন্যে কিনতে ত আর দোষ নেই ? চল্ না, আজ বিকেলে রিক্শ চ'ড়ে একটু বাজার ক'রে আসি ?"

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "নিজেরা নিজেরাই যাব ?"

শুক্লা বলিল, "তাতে কি হয়েছে ? রোজই এ হোটেল থেকে কত লোক যাচ্ছে। মিসেস্ মুখার্জ্জীকে ব'লে যাব, না-হয় তরুকে escort স্বরূপ নেওয়া যাবে।"

অলকা বলিল, "ও নেকীকে দিয়ে লাভ হবে কি ?"

শুক্লা বলিল, "ও বাবা, ও যা কাঁই মাই ক'রে ঝগড়া করতে পারে, তেমন আমিও পারব না। ও সঙ্গে থাকলে রিক্শওয়ালারা ঢিট্ থাকবে।"

অলকা যাইতে রাজী হইল। সরল আসিয়া উৎপাত একটা কিছু করিবেই, কিন্তু সে ভাবনা ভাবিয়া ত লাভ নাই। নিতান্ত উপায় না থাকে ত, যে চারদিন সরল এখানে থাকিবে, সে চারদিন অলকা অসুখের ভাণ করিয়া শুইয়াই থাকিবে ঘরে। এখন বেড়াইয়া আসা যাক্।

চা খাওয়ার পর অনেক কষ্টে একটা ভাল রিক্‌শ জোগাড় হইল। শুক্লার আর পছন্দই হয় না কোনোটাকে। এটা নোংরা, ওটার বসিবার জায়গায় তেল ঢালা, তৃতীয়টার বাহকটি রোগা, শুক্লাদের উল্টাইয়া ফেলিবে। আধঘণ্টা খানিক বাছাবাছির পর একটা রিক্‌শ শুক্লার পছন্দ হইল। অলকা আর শুক্লা উঠিয়া বসিল, তরু তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল।

খানিকদূর ভাল চওড়া রাস্তা, তাহার পর তাহারা যেন তিন শতাব্দী পূর্ব্বের দেশে গিয়া পড়িল। সরু সরু গলি, নীচু নীচু বাড়ী, একেবারে গায়ে গায়ে লাগান। খোলা দুর্গন্ধ নর্দ্দমা, এতদিনের সঞ্চিত পঙ্কে আর আবর্জ্জনায় ভরপূর যে সেদিকে তাকান যায় না।

শুক্লা বলিল, "বাপরে, কি অসম্ভব নোংরা। ভগবানে আর মানুষে তফাৎ দেখ অলকা। ভগবান্ এখানে সৃষ্টি করেছেন সমুদ্র আর মানুষ বানিয়েছে এই নর্দ্দমা আর গলি। বাবাঃ, গন্ধে নাকটা যে খ'সে যাবার জোগাড়। কেন যে মরতে এলাম।"

অলকা বলিল, "সত্যি ভাই, আমার ছুটে পালাতে ইচ্ছে করছে। এই ত গলি, তার ভিতর আবার হাতী আসছেন একটি [illegible] ন থেকে। যাবে কি ক'রে ?"

হাতীটাকে দেখিয়া শুক্লারও মনে একটু অসোয়াস্তির সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু সেটা দমন করিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই এখান দিয়ে যায় সদা সর্ব্বদা ; কই, অন্য লোকেরা ত কিছু ভয় পাচ্ছে না ?"

সত্যই হাতীটা হেলিতে দুলিতে ঘণ্টা বাজাইয়া তাহাদের পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। তাহাদের পিষিয়াও মারিল না, বা তুলিয়া আছাড়ও দিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই জগন্নাথ দেবের মন্দিরের চারধার ঘিরিয়া যে বাজার, শুক্লারা সেইখানে আসিয়া পৌছিল।

এখানেও সেই ঘিঞ্জি, অপরিচ্ছন্নতা আর দুর্গন্ধ। কিন্তু দেখিবার

জিনিষও আছে ঢের। কত রকম পিতল-কাঁসার জিনিষ, সোনারূপার জিনিষ, সুতি ও রেশমের কাপড়। মিঠাইয়ের দোকান, ফলের দোকান, মহাপ্রসাদের দোকানেরও অভাব নাই। দোকানদাররা বেশীর ভাগই বাংলা বলিতে পারে ও বুঝিতে পারে, কাজেই জিনিষ কেনায় শুক্লার কোনও অসুবিধা হইল না। সে চরকীবাজির মত ঘুরিতে লাগিল, এবং শুরু করিতে লাগিল সমানে বক্‌বক্।

শাড়ীর বহর লইয়া মহা মুস্কিল, সব খাটো, শুক্লার পছন্দ হয় না, অথচ রং এবং পাড় ও আঁচলের বাহার এমন যে কিনিবার লোভও সম্বরণ করা যায় না। শুক্লা অনেক কষ্টে বাছিয়া বাছিয়া গোটা পাঁচ শাড়ী জোগাড় করিল। হঠাৎ বলিল, "কই, তুই ত কিচ্ছু নিচ্ছিস্ না নিজের জন্যে? তোর ত সহজেই পছন্দ হবে, রং সব ক'টাই মানাবে, আর এমন দেহলতা যে আট হাত শাড়ী হলেই কুলিয়ে যাবে।"

অলকা বলিল, "আমার দরকার নেই ভাই, শাড়ী ত ঢের রয়েছে।"

শুক্লা তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল, "ইস্, যৌবনে যোগিনী একেবারে। যাদের অনেক শাড়ী আছে, তারাই ত আরও বেশী শাড়ী কেনে? এ হল কবির ভাষায় 'প্রয়োজনাতীতের আনন্দ।' তুই যদি না কিনিস্ কিছু ত আমি বড়দার কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে?"

অলকা অবাক্ হইয়া বলিল, "তার মানে কি হল?"

"আসবার সময় বড়দা অনেকগুলো টাকা দিয়ে দিয়েছে আমাকে। বলেছে তোর যা যা নিতে ইচ্ছে হয়, সব যেন কিনে দিই!"

অলকা মুখ লাল করিয়া বলিল, "সব দুষ্টুমি, তোমায় কিছু কিনতে বলেননি বুঝি?"

"তাও বলেছেন। তবে শুধু আমার জন্যে যদি কিনি, তাহলে কি ভাববেন তিনি আমাকে?"

অলকা বলিল, "তা হলে ঐ নীল রংএর শাড়ীটা আমায় কিনে দাও,

আর ঐ স্যাক্‌রার দোকান থেকে এক জোড়া রূপোর চূড় আর গলার একটা কণ্ঠী।"

রাস্তার আলো জলিয়া ওঠার পর দুইজন ফিরিয়া চলিল।

১৭

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শুক্লা ও অলকা চিঠি লিখতে বসিল। শুক্লা মাকে লিখিল, গুণীকে লিখিল, ক্লাসের জন দুই বন্ধুকে লিখিল। সরলকে খুব তাড়া দিয়া একখানা চিঠি লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে হয়ত চিঠি পাইবার আগেই বাহির হইয়া পড়িবে, কাজেই আর পণ্ডশ্রম করিল না।

অলকা শুধু গুণীর চিঠির উত্তর দিল, তাহাতে সময় লাগিল অনেকক্ষণ। অথচ চিঠিখানা বড় নয় কিছু। কিন্তু কথার ওজন করিতে সময় যায় অনেকখানি। ধরা পড়িবার ভয়ও অলকার বেশী। গুণীদা যাহা খুসি বলেন, করিয়াও বসেন অনেক সময় যাহা খুসি। কিন্তু অলকা সর্ব্বদা নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে চায়। যে ভালবাসা খুব সম্ভব গুণী চায় না তাহার কাছে, তাহা সে যাচিয়া দিতে যাইবে কোন লজ্জায়? সে লিখিল—

'গুণীদা,—

'আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। আপনি যদি সত্যি আসতে পারতেন, তাহলে খুব ভাল হত। সমুদ্রটা একেবারে চমৎকার, এত সুন্দর জিনিষ আমি আগে কখনও দেখিনি।

'আমরা খুব বেড়াচ্ছি, শরীর হয়ত সেরে যেতে পারে। স্নান প্রায়ই করি, তবে এখনও ভয় করে। আমার চেয়ে শুক্লাদির সাহস ঢের বেশী। অনেকটা কলো হয়ে গেছি আমরা।

বাজারে ঘুরে কয়েকটা জিনিষ কিনেছি। বাজারের দিক্‌টা এত নোংরা যে বেশী যেতে ইচ্ছে করে না।

আপনি কেমন আছেন কিছু লেখেননি কেন? জ্যেঠামশায় আর পিসীমা কেমন আছেন? আমরা একরকম ভালই। এখানে আর কিছু অসুবিধা নেই, শুধু জায়গা বড় কম।

আমার প্রণাম জানবেন। কেমন আছেন লিখবেন কিন্তু। ইতি—

সেবিকা—অলকা

গুণীর উপর অভিমান করিয়া আছে কিনা সে বিষয়ে কিছু লিখিতে পারিল না। অভিমান ত যায় নাই। কিন্তু তাহা লেখাও ত যায় না?

গুণী চিঠিখানা পাইয়া তিনচারবার করিয়া পড়িল। খুকী ভাবিলে অলকা যতই রাগ করুক, খুকীর পর্য্যায় সত্যই কি সে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে? চিঠিখানা ত এমন যে নিজের পিতাকেও লেখা যায়। আর গুণীর অবোধ মন চায় এই মেয়েকে প্রিয়তমারূপে, জীবনলক্ষ্মীরূপে! ভালবাসা জানাইতে শুদ্ধ অলকা পারে নাই। অথচ তাহার চোখের দৃষ্টিতে গুণী কি সবই ভুল দেখিয়াছিল? চলিয়া যাইবার সময় অলকার সমস্ত হৃদয় কি ঐ আকুল দৃষ্টির ভিতর দিয়া গুণীর কাছে আত্মনিবেদন করে নাই? সে কি নিজেকে নিজে ভুলাইতেছে?

পুরীতেও অলকা ভোরেই ওঠে। শুক্লা উঠিবার আগে তরুকে লইয়া হোটেলের সামনে ঘোরাঘুরি করে। বেশী দূর যাইতে ভরসা হয় না।

আরও দুইটা দিন কাটিয়া গেল। মুখার্জ্জীদের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুরীর যত মন্দির, যত সরোবর তাহারা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। বহুকাল পরে প্রচুর পরিমাণে মাছ খাইতে পাইয়াও দলের সকলেই মহা খুসী হইয়া উঠিল, শুক্লাও অলকা বাদে অবশ্য। একজন খাওয়া

লইয়া বাড়াবাড়ি করাটা অতিশয় রুচিবিগর্হিত ভাবিত, আর একঃ কি যে খাইতেছে তাহা সব সময় চাহিয়াও দেখিত না।

বিকালে বেড়াইতে যাইবার জন্য শুক্লা ও অলকা প্রস্তুত হইতে এমন সময় তরু একগাল হাসিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল, বলিল, "ছো দাদাবাবু এসে গেছেন দিদিমণি।"

শুক্লা বলিল, "তা বেশ করেছেন, তুমি এখন দরজাটা ভেজি দাও দেখি।"

তরু অত্যন্ত আহতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বাইরে যাবেনি দিদিমণি ;

শুক্লা বলিল, "কি আপদ্! কাপড়টা পরতে দিবি, না, না?"

তরু বাহির হইয়া গেল। শুক্লা বলিল, "যাই, দে'খে আ মহাপ্রভুকে। তুই যাবি না অলকা?"

অলকা বলিল, "যাচ্ছি।" একই বাড়ীতে বাস করে, না গে অন্যরা কি ভাবিবে? আর যতক্ষণ সরল খোলাখুলি কিছু অন্যায় ব্যবহ না করিতেছে, ততক্ষণ না যাইবার সপক্ষে যুক্তিও কিছু নাই। অগত শুক্লার সঙ্গে সঙ্গে সেও বাহিরের বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল এইটাই এখানে বসিবার ঘরের কাজ করিত, ত তৃতীয় ঘর ছিল না।

সরল ও আর একটি অপরিচিত যুবক বসিয়া মিসেস্ মুখার্জী সঙ্গে কথা বলিতেছে। মেয়েরা আসিয়া দাঁড়াইতেই গৃহিণী বলিলে "এই আমাদের কণির দেওর জ্যোতিব। আর এঁরা হলেন শুক্লা আ অলকা।"

নমস্কার করিয়া দুজনে বসিল। সরল এতক্ষণ কথা বলে না এখন অলকার দিকে ফিরিয়া বলিল, "নমস্কার, চিনতে পারছেন আমাকে?"

অলকা প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল, "এই ক'দিনের মধ্যেই না চিনতে পারার মত কি হয়েছে?"

"আমি কিন্তু আপনাকে প্রায় চিনতে পারিনি, পুরীতে এসে বেশ বদলে গেছেন আপনি।"

মুখার্জ্জী-গৃহিণী বলিলেন, "পুরীতে এসে কালো সবাই হয়। আবার কলকাতার জল গায়ে পড়লেই হপ্তা খানিকের ভিতর সব ঠিক হয়ে যায়।"

অলকা ভাবিল, এ ছেলের কুষ্ঠিতেই লেখে নাই, সাধারণ ভদ্রভাবে কথা বলা। অলকা কালো হইয়াছে ত তাহার কি? বলিল, "তা হবে হয়ত বদ্‌লেছি। কলকাতার ওঁরা সব ভাল আছেন?"

সরল সুর টানিয়া বলিল, "ওঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ত বিশেষ হয় না? তবে অঘটন কিছু ঘটলে খবর পেতাম বই কি? ডাক্তার সাহেব দিন দুই কাজে বেরননি, শুনেছিলাম একটু শরীর খারাপ হয়েছে।"

শুক্লা বলিল, "কোনোদিন শরীরের যত্ন করবে না, খারাপ হতে আর আটক কি? যা ঘোরে আর খাটে অসুরের মত। আমরা হলে কবে ম'রে ভূত হয়ে যেতাম।"

মিসেস্ মুখার্জ্জী হোটেলে বসিয়াও আতিথ্য করার দায় হইতে নিজেকে রেহাই দিলেন না। তরুর সাহায্যে চা ও দুই তিনরকম মিষ্টি আনাইয়া অতিথিদের খাওয়াইতে বসিলেন। অলকা চুপ করিয়া রহিল, তাহার বুকের ভিতর কেমন যেন করিতেছিল। অন্যে কি যে বলিতেছে তাহাও যেন সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

চা খাওয়ান শেষ হইতেই মিসেস্ মুখার্জ্জী বলিলেন, "চল না, সবাই মিলে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্। এরা এল, বেশ বড় দল হবে।"

অলকা হঠাৎ বলিল, "আমি আজ আর বেড়াব না মাসীমা, আমার বড় শরীর খারাপ লাগছে," বলিয়াই তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল, কাহাকেও কিছু প্রশ্ন করিবার অবসরই দিল না।

মিসেস্ মুখার্জ্জী বলিলেন, "এখানে এসেও বিশেষ সারল না মেয়েটি। যে রোগা সেই রোগাই থেকে গিয়েছে।"

অলকাকে বাদ দিয়াই তাঁহারা বেড়াইতে বাহির হইলেন। মেয়ের দেওরের কাছে মেয়ের মা তাহার হাজার রকম খবর লইতে ব্যস্ত, তাহারই ফাঁকে সরল শুক্লাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মিস্ বোস কি মূর্চ্ছা গেলেন নাকি ? বড়দার এমন বেশী কিছু হয়নি, সাধারণ সর্দ্দিজ্বর।"

শুক্লা অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে বলিল, "ঐ সুখবরটা ওকে না দিলেই তোমার চলছিল না ? তুমি চাও যে তোমার সম্বন্ধে ওর ভাল impression হয়, অথচ ওকে জ্বালাতন করবার কোনও সুযোগ তুমি ছাড় না। এ যে কোন্‌দেশী বুদ্ধি, আমি ত বুঝতে পারি না।"

সরল নিজেই কি বোঝে ? গুণীর চিন্তা ছাড়া আর কোনও চিন্তাই এই সুন্দরী তরুণীর মনে নাই, যেই এই কথাটা সরল ভাবে, তখনই তাহার মন হিংস্রতায় ভরিয়া উঠে। অলকাকেই আঘাত করিয়া, কাঁদাইয়া প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করে। অথচ অলকার অপরাধ কোথায় ? সে ত সরলকে অনুরোধ করে নাই, তাহাকে ভালবাসিতে ? নাই বা করিল ? সে এত সুন্দর কেন, এমন প্রচণ্ডবেগে সরলের হৃদয়কে আকর্ষণ করে কেন ? আর সরলের দিকে একবারও তাকায় না কেন ? সরল কি মানুষ নয়, সে কি পুরুষ নয় ? অলকা এমন একাগ্র হইয়া গুণীর ধ্যান করে কেন ? তাহার বুকের ভিতর গুণীর ছবিটি এমন উজ্জ্বল, যে সরলের মনে হয় সে যেন চর্ম্মচক্ষেই অলকার ঐ হৃদয়েশ্বরের ছবি অলকার হৃদয়ের ভিতর দেখিতে পায়। ইচ্ছা করে শাণিত অস্ত্র দিয়া কাটিয়া এই মূর্ত্তি সে এই তরুণীর হৃদয় হইতে বাহির করিয়া লয়।

শুক্লার কথার উত্তরে বলিল, "বুঝবেও না কোনোদিন। যাই হোক্, আমার একটা উপকার যদি তুমি কর তাহলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ থাকব তোমার কাছে। ভাই ব'লে একটু কিছু দাবি ত আছে তোমার উপর ? যদিও ভাইয়ের কর্ত্তব্য আমি কিছু করিনি।"

শুক্লা বলিল, "অত বক্তৃতা দিতে হবে না বাপু, সোজা কথায় বল কি চাও?"

সরল বলিল, "কাল সকালে অলকাকে একবার বেড়াতে নিয়ে আসবে 'বীচে'? আমি তাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।"

শুক্লা বলিল, "ওকে ups t করতে পাবে না তুমি। একেই ওর শরীর খারাপ।"

"খুব upset হয়, এমন কোনো কথা বলব না আমি। আমার কি আর কোনো sense নেই?"

শুক্লা বলিল, "খুব যে আছে, তা বলা যায় না। আচ্ছা, for once, তোমার কথাটা রাখব আমি। আর কোনো কারণে নয়, তোমার এই উৎপাতের একটা শেষ হেস্তনেস্ত হয়ে যায় এই আমি চাই।"

সরল বলিল, "ভ্রাতৃস্নেহ খুব বেশী তোমার, এ অপবাদ কেউ দেবে না।"

শুক্লা বলিল, "না দিল ত বয়ে গেল। তুমি যেন ভগিনী-স্নেহের আতিশয্যে একেবারে মারা যেতে বসেছ, আর কি?"

ভাইবোনে এ ঝগড়া আর কতক্ষণ চলিত কে জানে? কিন্তু মুখার্জ্জী-জায়া শুক্লার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "নূতন মানুষের সঙ্গে তোমরা একটু কথাবার্ত্তা বল? ও সারাক্ষণ বুড়ীর সঙ্গেই গল্প করবে নাকি?"

শুক্লা ফিরিয়া জ্যোতিষের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিল। সরল গিয়া ভিড়িল মুখার্জ্জী-দম্পতির সঙ্গে। বেড়াইতে বেড়াইতে তাহারা বাড়ী হইতে অনেকদূরে চলিয়া গেল।

অলকা তখন ঘরে বসিয়া গুণীকে চিঠি লিখিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতে-ছিল। যাহা লেখে কিছুই পছন্দ হয় না, কাগজখানা ছিঁড়িয়া ফেলে। এই জন্যই শরীরের কথা লেখেন নাই। অসুখ করিয়াছে, বাড়ীতে এমন কেহ নাই যে তাঁহার কাছে একটু বসে, একটু যত্ন করে।

পিসীমা ত খালি চাকরদের বকিতেই ব্যস্ত। আর কোনও মানুষ নাই। কেন অলকা চলিয়া আসিল? কেন কাঁদিয়া কাটিয়া জোর করিয়া থাকিয়া গেল না?

পাঁচ-ছয়খানা কাগজ ছিঁড়িয়া অবশেষে লিখিল—

গুণীদা, সরলবাবু এখানে এসেছেন। শুক্লাদির মুখে শুনলাম যে তিনি তিনচারদিন এখানে থাকবেন। সরলবাবুর কাছে শুনলাম আপনার অসুখ করেছে। শুনে অবধি আমার খালি ভয় করছে, আর মন একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে। কি হয়েছে আপনার? আপনি আমায় টেলিগ্রাম ক'রে জানাবেন আপনি কেমন আছেন। চিঠি লিখলে আসতে অনেক দেরি হবে। ততদিন আমি অপেক্ষা করতে পারব না। টেলিগ্রাম ক'রেই জানাবেন। যদি আমার অনুরোধটা অন্যায় আবদারও মনে হয়, তবুও দয়া ক'রে রাখবেন। আমরা ভাল আছি। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি—

সেবিকা—অলকা।

গুণী সেদিন উঠিয়াছে, ভাত খাইয়াছে, তবে বাড়ীর বাহির হয় নাই। চাকর আসিয়া চিঠিখানা দিয়া গেল। আজ অলকার চিঠি আসিবার কথা নয়, কারণ তাহার শেষ চিঠিখানার জবাব দেওয়া হয় নাই। গুণী একটু বিস্মিত হইয়াই চিঠিখানা খুলিল। পড়িয়া তাহার মুখটা চিন্তাকুল হইয়া উঠিল।

সরল তাহা হইলে ওখানে গিয়া জুটিয়াছে। কোনও উৎপাত না না করে হতভাগা। কিন্তু শুক্লা আছে, সে কি উহাকে সাম্‌লাইতে পারিবে না? চারিদিন মাত্র থাকিবে, এই যা ভরসা। কোথায় যে যাইতেছে তাহা সরল কাহাকেও বলিয়া যায় নাই। মতলবটা খুব বেশী ভাল বোধ হইল না।

কিন্তু আরও ভাবাইয়া তুলিল তাহাকে অলকার ব্যাকুলতা। এ বালিকা, না তরুণী? এত উৎকণ্ঠা, এত আকুলতা কেন? মনে হয় যেন এখানে ছুটিয়া আসিবার জন্য তাহার সমস্ত হৃদয় আছাড় খাইয়া মরিতেছে। তাহা হইলে গুণী ভুল করে নাই অলকার দৃষ্টিকে? পরিপূর্ণ হৃদয়ের প্রেমই সে তাহাকে অর্ঘ্য দিতে চায়?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে টেবিলের কাছে গিয়া বসিল। দেরাজ হইতে টেলিগ্রামের ফর্ম্ বাহির করিয়া লিখিল, 'আমি ভাল আছি, কোনো চিন্তা করিও না। গুণীদা।'

সকাল বেলা অলকা দেখিয়া অবাক্ হইল যে শুক্লা আজ তাহারই মত ভোরে উঠিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "কি শুক্লাদি, তুমি যে আজ এত সকালে উঠলে?"

শুক্লা বলিল, "সমুদ্রের ভিতর থেকে সূর্য্য ওঠাটা একবার দেখতে ইচ্ছে করে। চা হতে এখনও ঢের দেরি, চল্ একটু ঘুরে আসি।"

দুইজনে বাহির হইয়া পড়িল। খানিকদূর যাইতেই দেখা গেল, সরল হন্ হন্ করিয়া তাহাদের দিকে আসিতেছে। অলকার মুখটা একটু ম্লান হইয়া গেল।

কাছে আসিতেই শুক্লা বহিল, "ওমা, আমার purse টা আমি বাইরেই ফেলে এসেছি। অনেক টাকা আছে ওটার মধ্যে, দাঁড়া এক ছুটে নিয়ে আসি," অলকা কিছু বলিবার আগেই সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

অলকা মনকে দৃঢ় করিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া গেল। ভাবিল, কি আর হইবে, বড় জোর গোটা-কত বাজে কথা শুনিতে হইবে। শোনাই যাক্, উপায় নাই যখন। শুক্লার ব্যবহারটা কিন্তু ভারি অদ্ভুত।

সরল কাছে আসিয়া বলিল, "দাঁড়িয়ে গেলেন কেন? চলুন না এগোন যাক। শুক্লা আমাদের ধ'রে ফেলবে এখন, বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটে ও।"

অলকা বলিল, "থাক না। ও আসুক আগে, তারপর এগোন যাবে।"

সরল বলিল, "যেমন আপনার অভিরুচি। দেখুন মিস্ বোস্, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। অনেকদিন থেকে ভাবছি বলব, কিন্তু কলকাতায় কখনও কোনও সুযোগ পাইনি। এমনভাবে আপনি সুরক্ষিত হয়ে থাকতেন, যে আপনার কাছেই যাওয়া যেত না।"

অলকা বলিল, "বলুন, কি বলবেন।"

সরল বলিল, "হয়ত জানেনই কি বলব। মুখের কথায় না বললেও আমার মনের ভাব জানতে আপনার বাকি নেই। আমি আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসি। আপনাকে পাবার যোগ্যতা আমার আছে কিনা, সে কথা তুলব না। আমি কি আশা করতে পারি? চিরদিন প্রাণপণে চেষ্টা করব আমি আপনাকে সুখে রাখতে। আমি অত্যন্ত সাধারণ লোক, কিন্তু পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকই কি তাই নয়?"

অলকা হঠাৎ বালির উপরেই বসিয়া পড়িল। রক্তহীন বিবর্ণ মুখ তুলিয়া বলিল, "আমাকে এ সব বলবেন না, আমি শুনতে চাই না।"

সরল বলিল, "কেন, শুনলেও পাপ?"

অলকা বলিল, "পাপ না হোক, কিন্তু ব'লে কোনও লাভ নেই। আমি কখনও আপনাকে বিয়ে করতে পারব না।"

সরলের মুখখানা প্রবল উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠিল, বলিল "বুঝলাম। কিন্তু অলকা, একটা কথা তোমায় আমি ব'লে রাখছি। আমায় বিয়ে হয়ত তুমি করবে না, কিন্তু অন্য কারও সঙ্গেও তোমার বিয়ে হবে না।"

অলকা কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আপনি শীগ্‌গির চ'লে যান এখান থেকে। আপনার আর কোনও কথা আমি শুনব না।"

"যেতে বলছ যাচ্ছি। আমার কথা মনে রেখো। যে আশা মনে পুষে ব'সে আছ, তা সফল কোনওদিন হবে না। সফল আমি হতে দেব না, যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে।" বলিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল।

শুক্লা মিনিট পনেরো পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, অলকা বালির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। সরলের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না।

অত্যন্ত ভয় পাইয়া, তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া, তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে ভাই? কি বলেছে ও তোকে? আমার তোকে একলা ফেলে যাওয়া ঠিক হয়নি, বড় ভুল হয়ে গেছে।"

অলকা উঠিয়া বসিল, বলিল, "চল ভাই, আমরা কলকাতায় ফিরে যাই, এখানে আর আমি থাকতে পারব না।"

শুক্লা অলকার চুল হইতে বালি ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "আচ্ছা, দেখছি পরামর্শ ক'রে। এখন বাড়ী চল্। হাঁটতে পারবি?"

"পারব," বলিয়া অলকা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পা কাঁপিতেছে তখনও, কিন্তু যাইতে তাহাকে হইবে। শুক্লা তাহাকে একহাতে জড়াইয়া ধরিল, তাহার দেহের উপর ভর দিয়া অলকা ধীরে ধীরে হাঁটিয়া ফিরিয়া চলিল।

ঘরে গিয়া তাহাকে খাটে শোওয়াইয়া শুক্লা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বলবি না ভাই, কি হয়েছে? আমি দাদাকে খুব ব'কে দেব।"

অলকা বলিল, "তোমার দাদা আমাকে বিয়ে করতে চান। আমার কিন্তু ওকথা কানে শুনতেও ইচ্ছা করে না।"

শুক্লা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আর শুনতে হবে না।"

অলকা শ্রান্তভাবে পাশ ফিরিয়া শুইল, শুক্লা বাহির হইয়া গেল।

সারাটাদিন অলকা ঘর ছাড়িয়া বাহিরই হইল না। ডাক্তার মুখার্জী আসিয়া একবার তাহাকে দেখিয়া গেলেন। কি হইয়াছে বিশেষ বুঝিতে পারিলেন না। শুইয়া থাকিতেই উপদেশ দিয়া অন্য কাজে মন দিলেন।

তাঁহার স্ত্রী তরুর সাহায্যে শুশ্রূষা করিতে চেষ্টা করিলেন, তবে কি যে ঠিক করা উচিত তাহা বুঝিলেন না। শুক্লার মনোভাবটা হইল একটু মিশ্রিত রকমের। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনাও হইতে লাগিল, আবার অলকার উপরে রাগও হইল। না-হয় একজনকে ভালই বাস বাপু, তাই বলিয়া কি অন্য মানুষে একটা কথা বলিলেই মূর্চ্ছা যাইতে হইবে? অবশ্য গুণীতে এবং সরলে কোনও তুলনাই হয় না, তবু সরলও মানুষ ত? অতখানি বিচলিত হইয়া পড়িবার কি ছিল?

পরদিন সকাল আটটা, সাড়ে আটটার মধ্যেই গুণীর টেলিগ্রাম আসিয়া পৌঁছিল। টেলিগ্রাম দেখিয়া অলকা ছাড়া সবাই ভয় পাইয়া গেল। শুক্লা বলিল, "তোকে আবার টেলিগ্রাম করল কে রে? এত শীগ্‌গির ত পরীক্ষার result বেরবার কথা নয়?"

অলকা বিছানায় উঠিয়া বসিল। ব্যগ্রভাবে খামখানা তাহার হাত হইতে টানিয়া লইয়া, খুলিয়া পড়িয়া, আবার শুক্লার হাতে ফিরাইয়া দিল।

শুক্লা সেটা পড়িয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এর মানে কি রে? ভাল আছেন সেটা wire ক'রে জানাচ্ছেন কেন? বড়দার সঙ্গে কি তোর telepathic communication চলে?"

অলকা বলিল, "আমিই লিখেছিলাম টেলিগ্রাম করতে।"

শুক্লা গালে হাত দিয়া বলিল, "বেশ বাবা, বেশ। তোমরা কেন যে দুজনে দুধারে ব'সে মাথা কুটছ, তা যদি আমি বিন্দুমাত্রও বুঝি। যেখানে বাধা কিছু নেই, সেখানে জোর ক'রে বাধা সৃষ্টি ক'রে কষ্ট পেয়ে লাভ কি?"

অলকা বালিসে মুখ গুঁজিয়া বলিল, "তুমি ওরকম ক'রে কথা ব'লো না শুক্লাদি। গুণীদাকে আমি দেবতার মত ভক্তি করি।"

শুক্লা বলিল, "তা না হয় কর। কিন্তু ভক্তি করলে ভালবাসা যায় না এমন কোনও আইন ত নেই? রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব কবিতায় পড়নি, 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'?"

অলকা অত্যন্ত নীচু গলায় বলিল, "একথার জবাব চেয়ো না ভাই, আমি বলতে পারব না।"

শুক্লা খানিকক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর হাত নাড়িয়া বলিল, "পঞ্চশরে ভস্ম ক'রে করেছ এ কি সন্ন্যাসী, বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে?" অলকার কাছ হইতে আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। শুক্লা গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, জ্যোতিষ বসিয়া মুখার্জ্জী-গৃহিণীর সঙ্গে কথা বলিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কোথায়?"

জ্যোতিষ বলিল, "তিনি ত আজই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন। সকালে কি কাজ আছে ব'লে বেরিয়ে গেলেন, আমি ভেবেছিলাম এইখানেই এসেছেন বুঝি।"

মিসেস্ মুখার্জ্জী বলিলেন, "দেখ কাণ্ড! দুদিনের জন্যে শুধু শুধু এতগুলো টাকা খরচ করা।"

শুক্লা বলিল, "ও চিরকালই ঐ রকম। কোনও কাজের যদি মাথা মুণ্ডু আছে।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অলকা কেমন আছে আজ?"

শুক্লা বলিল, "ভাল আর কই? আজও শুয়েই থাক্। ওকে নিয়ে এক ভাবনা হয়েছে আমার। আজ বড়দাকে একটা চিঠি লিখতে হবে। আমি এর ভার নিজের ঘাড়ে রাখতে পারব না।"

১৮

গুণী শুক্লার কাছ হইতে মস্ত এক চিঠি পাইল। পুরীর বর্ণনা, বাজার করার বর্ণনা, সরলের আগমন ও প্রস্থান, সব খবরই আছে। শেষে

লিখিয়াছে, 'আমাদের তুমি বৃথাই এত খরচ ক'রে পাঠালে বড়দা। এক-মাস আমরা থাকতে এখানে পারব না। আমি বলেইছিলাম তোমাকে, অলকাকে জোর ক'রে পাঠিয়ে কোনও লাভ হবে না। তার শরীর ত আরওই খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখছি। খাট ছোড়ে নড়তেই চায় না, খাওয়া প্রায় একদম বন্ধ করেছে। আমার কিন্তু একে নিয়ে এখানে থাকতে সাহস হচ্ছে না বাপু, যা মোমের পুতুল মেয়ে, যদি শক্ত কোনও অসুখ করে? তুমি ওকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর, কলকাতায় তোমার চোখের উপর থাকলে তবু ভাল থাকবে।'

চিঠিখানা বার-দুই পড়িয়া গুণী অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। বৃথা চেষ্টা তাহার। অলকাকে ছাড়িয়া সে নিজে থাকিতে পারে না, অলকা ত তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে একেবারেই পারে না দেখা যাইতেছে। গুণীর অন্ততঃ স্বাস্থ্যের অবনতি হয় না, কাজকর্ম্মও যথানিয়মে সে করিয়া যায়। কিন্তু ঐ সুকুমারী বালিকার মনে সে শক্তি কোথায়? হৃদয়ের বুভুক্ষা তাহার শরীরকেও নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। থাক, কাজ নাই, গুণী তাহাকে ফিরাইয়াই আনিবে। এখানে যেমন করিয়া হোক, তাহাকে সাম্‌লাইয়া চলিতে হইবে। অলকার কথা আগে ভাবিতে হইবে সর্ব্ব বিষয়ে। তাহার শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইবে, মনকেও শান্তি অন্ততঃ কিছু পরিমাণে দিতে হইবে।

শুক্লাকে চিঠির উত্তর লিখিল, অলকার যেন খুব যত্ন নেয়। সে যথা-সম্ভব শীঘ্র তাহাদের কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতেছে। ডাক্তার মুখার্জ্জীকে লিখিল যে সে অলকার অসুস্থতার সংবাদে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছে। তাহার নিজের এখন শুক্লাদের আনিতে যাওয়া কঠিন। যদি পুরী হইতে চেনাশোনা কেহ এখন কলিকাতায় ফিরেন, তাহা হইলে শুক্লা ও অলকাকে তাঁহাদের সঙ্গে যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সঙ্গী সহজেই জুটিয়া গেল। কলিকাতায় তাহারা ফিরিয়া যাইবে

দুই-এক দিনের মধ্যে, এ খবর অলকার কানে আসিবামাত্র মন্ত্রবলে যেন তাহার সব অসুখ সারিয়া গেল। সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিল, যথানিয়মে স্নানাহার করিল, বেড়াইতে গেল, শুক্লার সঙ্গে একবার বাজার পর্য্যন্ত গেল। তাহার রকম দেখিয়া শুক্লা অবাক্ হইয়া ভাবিল, 'এই মেয়েকে বড়দা পাঠিয়েছেন তাঁর কাছ থেকে দূরে, শরীর সারতে! একেবারে সূর্য্যমুখী যেন, সূর্য্যও আড়াল হলেন আর মেয়েও ফুলের মত শুকিয়ে নেতিয়ে পড়লেন। আচ্ছা, অলকাটা না-হয় ছেলেমানুষ, নিজের মন বোঝে না ভাল ক'রে। হাবুডুবু খাচ্ছে প্রেমে, আর ভাবছে ভয়ানক ভক্তি করছি। কথার মানেও কি ছাই জানে না? কিন্তু বড়দা ত ছেলেমানুষ নয়, সেও কি কিছু বোঝে না? চ'লে আসবার সময় তার যা মুখ দেখলাম তাতে ত মনে হল না যে তার অবস্থা অলকার চেয়ে কিছুমাত্র ভাল। ইচ্ছে করলে কালই ত বিয়ে ক'রে নিতে পারে? দিব্যি ঘর আলো করা বৌ হবে।'

ফিরিবার আগের দিন বিকালবেলা অলকা অনেকক্ষণ গিয়া সমুদ্রের ধারে বসিয়া রহিল। সে আবার ফিরিয়া আসিবে এখানে। বিধাতা যদি তাহার জীবনে সুখ লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে গুণীদার সঙ্গে আসিবে। আর যদি একলা চলাই বিধিলিপি হয়, তাহা হইলে এখানে আসিয়া নিজের ব্যর্থ জীবনের জ্বালা জুড়াইবে।

সরল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ক্রমাগত গুণীকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল, একবার শুক্লারা কেমন আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগও দিল না। তাহার ব্যবহার চিরকালই অদ্ভুত, সেইজন্য গুণী বিশেষ কিছু প্রথমতঃ মনে করিল না। তবে তাহার পুরী যাওয়া, দুই দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসা, অলকার ওখানে অসুস্থ হইয়া পড়া, সব কয়টা ব্যাপার পরে পরে ঘটাতে, গুণীর মনে মাঝে মাঝে সন্দেহও হইতে লাগিল। ওখানে গিয়া হতভাগা কিছু গোলমাল বাধায় নাই ত?

সেদিন বিকালে বাড়ী ফিরিতেই অলকাদের আগমন-সংবাদ বহন করিয়া টেলিগ্রাম আসিয়া পৌছিল। একটা আনন্দের বিদ্যুৎচমক গুণীর মনের ভিতরটা আলোকিত করিয়া দিয়া গেল। এতগুলা টাকা খরচ করা বিফল হইল, অলকার শরীর সারার বদলে আরও খারাপ হইল, গুণীর জীবনের যাহা সমস্যা ছিল তাহা থাকিয়াই গেল, অথচ ইহারই মধ্যে তাহার হৃদয় এমন অপূর্ব্ব আনন্দের খোরাক পাইল যে সে নিজেই বিস্মিত হইয়া উঠিল। ভাবিল, 'অলকাকে আমি খুকী বলি, নিজেও ত বিশেষ প্রাপ্তবয়স্কের মত ব্যবহার করছি না?'

শশিমুখীকে খবর দিতে গেল। তিনি তখন নিজের ঘরে বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। গুণীকে দেখিয়া বলিলেন, "টেলিগ্রাম এল বুঝি? ওরা কখন আসছে?"

গুণী বলিল, "কাল সকালে। গাড়ীটা trouble দিচ্ছিল, ওটা আজকের মধ্যে ঠিক ক'রে নিতে হবে।"

শশিমুখী বলিলেন "খোকাকে দিয়ে ত কোনও কাজ হবার জো নেঁই? সে-ই গিয়ে ওঁদের ট্যাক্সি ক'রে আনতে পারত। তা না, হাজার কাজের মধ্যে তোকেই দৌড়তে হবে।"

গুণী বলিল, "যাক্, তাতে অসুবিধা নেই কিছু। সারাদিন ত ঘুরেই বেড়াই? ঘুরতে ঘুরতে না হয় একবার ষ্টেশনেও আধঘণ্টার জন্যে যাব।"

শশিমুখী বলিলেন, "একমাসের জন্যে পাঠালি, এরই মধ্যে চ'লে আসছে কেন?"

গুণী বলিল, "শুক্লা, অলকা, কেউই আর ওখানে থাকতে চাইছে না। জোর ক'রে রেখে দেওয়া যায় না ত? হোটেলটাও বিশেষ ভাল নয় বোধ হয়।"

শশিমুখী বলিলেন. "বাড়ীটা যেন কেমন হয়ে উঠেছিল, সারাদিনের

মধ্যে একটা মানুষের গলা শুনতে পেতাম না। তবু হতভাগীর জন্যে শুদ্ধ মন কেমন করত। আর কিছু না করুক, কথা ত সারাক্ষণই বলত?"

গুণী হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, সেটা কেউ অস্বীকার করবে না! যাক, এবার তুমি পেট ভ'রে গোলমাল শুনতে পাবে পিসীমা।"

ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিল, সরল সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া আছে। গুণীকে দেখিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, বড়দা।"

গুণী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কি, বল?"

সরল বলিল, "আমি চাকরি করছি জান বোধহয়। এখান থেকে যাওয়া-আসার একটু অসুবিধে হচ্ছে।"

গুণী বলিল, "তা কি করতে চাও?"

সরল বলিল, "অফিসের কাছে একটা মেস্ আছে, জনকয়েক চেনা মানুষও আছে সেখানে। ভাবছি, সেইখানেই গিয়ে থাকব সম্প্রতি কিছুদিন।"

গুণী বলিল, "যা তোমার অভিরুচি। একেবারে বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবার দরকার ত কিছু দেখছি না।"

সরল চিরকালই গুণীকে সমীহ করিয়া চলে। আজ হঠাৎ উদ্ধত ভাবে বলিল, "সব দরকারই যে তুমি দেখতে পাবে, তার কোনও মানে নেই।"

গুণী বলিল, "ও তাই নাকি? আচ্ছা, আমি এখন ব্যস্ত আছি," বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। তাহার দিকে একটা বিষাক্ত দৃষ্টি হানিয়া সরল তিনতলায় প্রস্থান করিল।

পরদিন সকাল বেলাটা গুণীর কোনও কাজে মন লাগিল না। মাত্র ষোলো সতেরো দিন হইল অলকা চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু গুণীর বুকের ভিতরটা ইহারই মধ্যে শুকাইয়া উঠিয়াছে। যেন কতকাল মরুভূমির তপ্তবালু মাড়াইয়া চলিতেছে। বাড়ীটা একেবারে অসহ্য লাগে,

অলকার ঘরের বন্ধ দরজাটা দেখিলে বুকে যেন কে তাহার শেল মারে। বাহিরে ঘুরিয়া কোনও শান্তি পায় না। [illegible] আজ তাহার আঁধার ঘরে দীপ জ্বলিয়া উঠিবে। কিন্তু অলকার সঙ্গে সঙ্গে গুণীর জীবনের সমস্যাও ফিরিয়া আসিবে। কবে যে ইহার সমাধান হইবে ভগবান্ই জানেন। কি সমাধানই বা হইবে? কিন্তু এ সকল কোনও চিন্তাই আজ আকাশ বাতাস ব্যাপিয়া যে আনন্দবাঁশী বাজিতেছে তাহাকে নীরব করিতে পারিল না।

পুরীর ট্রেণ আসিবার আধঘণ্টাখানিক আগেই গুণী ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইল। ট্রেণটা যেন ইচ্ছা করিয়া বড় বেশী দেরি করিতে লাগিল। প্লাটফর্মে পায়চারি করিতে করিতে ও ঘড়ি দেখিতে দেখিতে গুণী অস্থির হইয়া উঠিল।

যাক্, ট্রেণটা অবশেষে আসিয়াই পৌছিল। প্লাটফর্মে গাড়ী ভিড়িবার আগেই গুণী দেখিতে পাইল, জানলা দিয়া মুখ বাহির করিয়া অলকা মানুষের ভীড়ের মধ্যে কাহাকে যেন খুঁজিতেছে।

গুণী অগ্রসর হইয়া গেল।

গাড়ী হইতে নামিয়াই শুক্লা ও অলকা দুজনেই গুণীকে প্রণাম করিল। শুক্লার গালে একটা টোকা মারিয়া গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে, তোর আবার আমার উপর এত ভক্তি হল কবে থেকে?"

শুক্লা বলিল, "ভক্তিটা ছোঁয়াচে জিনিষ বড়দা। এতবড় ভক্তির পীঠস্থানে ছিলাম!" আসল কথা, গুণীকে শুক্লা নিজের ভাই অপেক্ষা অনেক গুণে বেশী ভালবাসিত। গুণীর কাছ হইতে দূরে সে বিশেষ কখনও যায় নাই। কিছুদিনের ছাড়াছাড়ির পর আবার তাহাকে দেখিয়া আনন্দের আতিশয্যে প্রণামই করিয়া ফেলিল।

অলকা গুণীকে প্রণাম করিয়া, মুখ তুলিয়া আনন্দদীপ্ত চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। অলকার এই দৃষ্টিটিকেই গুণী সর্ব্বাপেক্ষা ভয়

করিত। এখনও অলকার দিকে চাহিবামাত্র বুকের ভিতর কিসের যেন ঢেউ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল তাহার। নিতান্ত প্রকাশ্য প্লাটফর্ম, না হইলে অলকাকে টানিয়া লইয়া বুকেই চাপিয়া ধরিত বোধ হয়। অনেক কষ্টে প্রবল হৃদয়াবেগকে সম্বরণ করিয়া তাহার গালে হাত বুলাইয়া বলিল, "শুধু কালো হবার জন্যেই কি তোমাকে পুরী পাঠিয়েছিলাম অলকা?"

শুক্লা বলিল, "যা গুণের মেয়ে। মানুষ না হয়ে ফুল হলেই ভাল হত। কিসে যে তাজা হয়ে ওঠে, আর কেনই যে মুষ্‌ড়ে শুকিয়ে যায়, কিছু যদি বুঝতে পারি। ওরকম মেয়ে ডাক্তারের বাড়ীতে থাকাই ভাল ভেবে পালিয়ে এলাম। আচ্ছা, অলকা কালো হয়েছে তা ত অমনি চোখে পড়ল্‌ তোমার, আমার কি রকম মহিষের মত চেহারা হয়েছে তা বুঝি দেখতে পাচ্ছ না?"

গুণী বলিল, "পাচ্ছি বই কি? পাছে বললে মনে কষ্ট পাস্ তাই কিছু বলিনি। দিনকতক গঙ্গামাটি আর নারকেল ছোবড়া দিয়ে ঘষে দেখ্‌ tanটা ওঠে কিনা।"

"থাক্‌, তোমার আর আমার জন্যে ব্যবস্থা দিতে হবে না। আমি কালো হলেই বা কি আর ধলা হলেই বা কি? তুমি অলকার জন্যে prescription ঠিক কর। ওর রোগ শুধু একটা নয়, অনেক ভেবে তবে ওর ব্যবস্থা দিতে হবে।"

অলকার মুখ লাল হইয়া উঠিল। শুক্লাদির যা কাণ্ড! যত বাজে কথা কি গুণীদার সামনে না বলিলেই নয়?

শুক্লার কথার উত্তরে গুণী কিছু বলিল না, অলকার দিকে তাকাইয়া শুধু হাসিল। কথা বলিতে বলিতে তাহারা বাহির হইয়া আসিয়াছিল, এইবার সামনে গাড়ী দেখিয়া উঠিয়া বসিল। কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ীতে পৌঁছিয়াও গেল।

উপরে উঠিয়া গুণী বলিল, "আমি এখনই বেরচ্ছি না, একেবারে খেয়ে দেয়ে বেরব। তোমরা স্নানটান ক'রে ফেল, একসঙ্গেই খাওয়া যাবে, আর তোমাদের বেড়ানর গল্পও শোনা যাবে।" যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল। অলকা বাড়ীর দরজার কাছে আসিয়াই যে ভীতভাবে চারিদিকে চাহিয়াছিল, সেটা গুণী লক্ষ্য করিয়াছিল। কাহার জন্য এত ভয়? সরলের জন্য কি? গুণী ভাবিল, 'ভালই হয়েছে, হতভাগা দিনকয়েকের জন্যে বিদায় হয়েছে।'

খাইতে বসিয়া অলকা বিশেষ কথা বলিল না, শুক্লা অনর্গল বকিয়া চলিল। শশিমুখীকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদার হঠাৎ মেসে গিয়ে থাকবার কি দরকার হল?"

শশিমুখী তাচ্ছিল্যের ভাবে হাত উল্টাইয়া বলিলেন, "তোমার দাদাই জানে। আমার সঙ্গে অনর্থক খানিক ঝগড়া ক'রে চ'লে গেল। ওর নাকি এখানে ভয়ানক অসুবিধে হচ্ছে। বুঝবে এখন এরপর, কত ধানে কত চাল।"

গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "অসুবিধেটা কি রকম তা কিছু বলেছে?"

শশিমুখী বলিলেন, "এখানে নাকি কেউ ওকে মানুষ ব'লে মনে করে না। কেন যে হঠাৎ তার এ ধারণা হল, তা কিছুই বুঝলাম না।"

গুণী উত্তর দিল না, অলকার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখের উপর হইতে মেঘ কাটিয়া যাইতেছে।

খাওয়া শেষ হইতেই শুক্লা বলিল, "সব গল্প ত আমার ফুরিয়ে গেল, এইবার বড়দা অলকার গল্প শোন। ও ত তখন থেকে মুখে ছিপি এঁটে ব'সে আছে। আমার বেজায় ঘুম পেয়েছে বাপু, সারারাত কতগুলি লোক প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিক্ থেকে জানলা বেয়ে গাড়ীতে উঠতে চেষ্টা করেছে, আর আমি ব'সে ব'সে তাদের পাখা-পেটা করেছি।"

শুক্লা চলিয়া গেল। শশিমুখী চাকরদের ডাকিয়া বিকালের জলখাবার, রাত্রের রান্না প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং একটু পরেই খাবার ঘর হইতেই অন্য কোথায় চলিয়া গেলেন।

গুণী অলকার পাশের চেয়ারটায় আসিয়া বসিল। বলিল, "অলকা কি জগন্নাথকে বাক্‌শক্তি দান ক'রে এসেছ? একেবারে যে কোনও কথাই বলছ না? কি রকম লাগল তোমার পুরী?"

অলকা বলিল, "সমুদ্রটা ভারি চমৎকার লেগেছে। এত সুন্দর জিনিষ আগে আমি কখনও দেখিনি।"

গুণী বলিল, "সমুদ্র ত ভাল লাগল, পুরী কেমন লাগল?"

এইবার অলকার মুখখানা একটু লাল হইয়া উঠিল, বলিল, "ভাল না।"

গুণী হাসিয়া বলিল, "একেবারে সোজাসুজি ভাল না? কেন অলকা? থাকার কি কিছু অসুবিধা হয়েছিল, না মুখার্জ্জীদের ভাল লাগে নি?"

অলকা বলিল, "না, অসুবিধা কিছু হয় নি। আর ওঁরা ত মানুষ ভালই। আমার মনটা ভাল ছিল না।"

গুণী একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ভারি বিপদ্ হল দেখছি তোমায় নিয়ে অলকা। এই বাড়ীটা ছাড়া কোথাও তোমার মন ভাল থাকে না, অথচ শরীরটা যে এখানে ভাল থাকে না? তোমাকে আর কখনও changeএ পাঠাব না ভেবেছিলাম, কিন্তু তুমি ত কিছু সেরে এলে না? কথা দিয়েছিলে সেরে আসবে, তার বদলে আরও মুখ শুকিয়ে ফিরে এলে।"

অলকা হঠাৎ বলিয়া বসিল, "সেরেই আসতাম, যদি সরলবাবু ওখানে গিয়ে উৎপাত না করতেন!"

গুণী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সরল? কি উৎপাত করেছে সে? কই, তুমি বা শুক্লা আমাকে ত কিছু জানাও নি? কি করেছে বল ত?"

অলকা গুণীর মুখের দিকে তাকাইয়া ভয় পাইয়া গেল। এমন ঝড়ের

আকাশের মত মূর্ত্তি গুণীর আগে সে কখনও দেখে নাই। কিন্তু খানিকটা যখন বলিয়া ফেলিয়াছে, তখন বাকিটাও তাহাকে বলিতে হইবে। মাথা নীচু করিয়া বলিল, "ওখানে একদিন 'বীচে' একলা বেড়াচ্ছিলাম, শুক্লাদি purse বাইরে ফেলে এসেছেন ব'লে সেটা আনতে গিয়েছিলেন। হঠাং সরলবাবু এসে হাজির হলেন। আমাকে বললেন যে তিনি আমাকে বিয়ে করতে চান। তাঁর আশা আছে কিনা জানতে চাইলেন।" অলকার কণ্ঠস্বর প্রায় মিলাইয়া আসিল।

গুণী একটা টেব্‌ল্ ন্যাপ্‌কিন্ মুঠা করিয়া দলা পাকাইতে লাগিল। বলিল, "তোমাকে একলা রেখে যাওয়া শুক্লার একেবারে উচিত হয়নি। তুমি সরলকে কি বললে?"

অলকা বলিল, "আমি বললাম আমি তাঁকে বিয়ে করতে কোনোদিনও পারব না। তিনি ভয়ানক চটে গেলেন। যা তা অনেকগুলো ব'কে গেলেন," এইবার রুদ্ধ অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাহার গলার স্বর আর শোনা গেল না।

গুণী উঠিয়া আসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কাঁদছ কেন অলকা? নির্ব্বোধ একটা ছেলে, ওর কথায় অত বিচলিত হতে আছে? কি যা তা বলেছে সে তোমাকে? আমাকে বল, এসব উৎপাতের প্রতিকারের জন্যেই ত আমার জানা দরকার?"

অলকা অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিয়া বলিল, "বললেন যে আমার আর কারও সঙ্গে বিয়ে কখনও হবে না। তাঁর প্রাণ থাকতে তিনি তা হতে দেবেন না।"

গুণীর মুখ রাগে একেবারে কালো হইয়া উঠিল, বলিল, "নিজেকে ভগবানের প্রতিনিধি ভাবছে বোধহয় ছোক্‌রা। ভালই হয়েছে এবাড়ী থেকে চ'লে গেছে, নইলে বুড়ো বয়সে চাবুক-পেটা হতে হত। তুমি ঐ বাঁদরটার কথা মনে ক'রে কাঁদবে না অলকা, আমি বারণ করছি। তোমার

আর কারও সঙ্গে বিয়ে হয় কিনা, সেটা সে নিজের চোখেই দেখতে পাবে কিছুদিন পরে। শীগ্‌গির চোখ মুছে ফেল। কে একটা আসছে ঝি না চাকর।"

তরু আসিয়া কয়েকখানা প্লেট উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার আগে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া গেল অলকার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে।

গুণী বলিল, "এরকম কথা তোমাকে আরও ঢের শুনতে হবে, অলকা। সুন্দর হওয়ার কতগুলো শাস্তিও আছে। কাজেই এসবে বেশী upset হওয়া উচিত নয়। তবে সরল আর কোনও বেয়াড়ামি করবার সুবিধা পাবে না এ আশ্বাস তোমাকে আমি দিতে পারি। আমার অসুখের খবরও ত ওর কাছেই শুনেছিলে?"

অলকা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে তাহাই শুনিয়াছে।

গুণী বলিল, "এমন বেশী ত কিছু হয়নি। অকারণ ব্যস্ত হবে ভেবে আমি জানাইনি তোমাদের। অত ভয় পেলে কেন?"

অলকা বলিল, "ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। এমন প্রাণ ছট্‌ফট্ করছিল যে মনে হচ্ছিল এখনই ম'রে যাব। ছুটে পালিয়ে আসতে পারলে আমি তখনই পালিয়ে আসতাম।"

নাঃ, ইহাকে লইয়া পারিবার জো নাই। কি ভাবিয়া কি বলে অলকা?

গুণীর ধমনীতে রক্তস্রোত যেন প্রখর হইয়া উঠিল। ঘরের ভিতর কিছুক্ষণ ঘুরিয়া নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "ভাগ্যে সে চেষ্টা করনি। সেই জন্যেই ত একটু বেশী দূরে পাঠিয়েছিলাম, যাতে পরদিনই না ছুটে পালিয়ে এস।"

অলকা বলিল, "আমি দূরে থাকলেই বুঝি আপনার ভাল লাগে বেশী? তাহলে নিয়ে না এলেই পারতেন," তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল।

গুণী হাসিয়া তাহার মাথা ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল, "ইংরেজীতে একটা কথা আছে fishing for compliments, তুমি কি তাই আরম্ভ করেছ?

খুব ভাল ক'রেই কি জান না যে তুমি কাছে থাকলেই আমার ভাল লাগে? তোমাকে পাঠাবার সময় কি আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল ব'লে তোমার মনে হয়েছিল?"

গুণীর তখনকার মুখের স্মৃতি হঠাৎ অলকার মানসনেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। বলিল, "না, তা একটুও মনে হয়নি।" একটুক্ষণ থামিয়া বলিল, "আচ্ছা গুণীদা, আপনাকে টেলিগ্রাম করতে বলাটা কি আমার খুব অন্যায় হয়েছিল?"

গুণী বলিল, "খুব বা অল্প কোনওরকম অন্যায়ই হয় নি। তবে সাধারণতঃ সংসারের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এইটুকু কারণে টেলিগ্রাম করতে বলে না।"

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি খুব পাগল ভেবেছিলেন?"

গুণী বলিল, "পাগল দুচারটে সংসারে না থাকলে চলে কখনও অলকা? বুদ্ধি আর যুক্তির আতিশয্যে পৃথিবীটা তাহলে জ'মে পাথর হয়ে যাবে যে?"

অলকা বলিল, "শুক্লাদি এই নিয়ে আমায় খুব ঠাট্টা করেছিলেন।"

গুণী বলিল, "আসলে শুক্লা নিজে কিছু কম sentimental নয়। সেইটা লুকবার জন্যে অন্যের sentimentকে ঠাট্টা করা ও একান্ত দরকার মনে করে। কিন্তু আজ আর থাক্। তোমার সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে আমার একঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। অবশ্য দরকারী অনেক কথা জানলাম। আমি এখন চলি। তুমি উপরে গিয়ে ঘুমোও। নিশ্চয়ই ট্রেণে তোমার ঘুম হয়নি। মনে কোনোরকম ভয় রেখো না অলকা। সরল যেমন তোমায় শাসিয়ে গিয়েছে যে সে প্রাণ থাকতে তোমার বিয়ে হতে দেবে না, আর কারও সঙ্গে, আমি তেমনি তার উল্টো আশ্বাস তোমায় দিয়ে যাচ্ছি। আমার প্রাণ থাকতে তোমার যাকে খুসি বিয়ে করা, একটা ছেড়ে দশটা সরল এলেও আটকাতে পারবে না। তুমি যাতে সুখী না হও এমন কিছু আমি ঘটতে দেব না। অবশ্য মানুষের ক্ষমতা অসীম নয় সেটা ঠিক।"

নীচে গুণীর গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। অলকা ও গুণী উঠিয়া পড়িয়া নিজের নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

অন্যদিনের মত আজও গুণী সারাদিন কাজে ঘুরিল। নিজের মনের প্রসন্নতায় নিজেই অবাক্ হইয়া গেল। নাঃ, তাহার আর আশা নাই। ভূপেশ অলকার জন্য যে রকম পাত্রের বর্ণনা তাহার কাছে করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সহিত গুণীর খুব বেশী সাদৃশ্য নাই, কিন্তু ভূপেশের কন্যাটিকে শেষ অবধি সে নিজেই দাবি করিয়া বসিবে। অলকার আর একটু বড় হওয়া দরকার। ততদিন যেমন করিয়া হোক গুণীর নিজেকে সম্বরণ করিয়া চলিতে হইবে। অলকা তাহাকে কি-ভাবে ভালবাসে তাহা শুধু ভাবিয়া কিছুই স্থির করা যাইবে না। এখনই জানিয়া লওয়া যায়, তাহার কাছে নিজের আবেদন জানাইয়া। কিন্তু তাহার পর আর আড়ালে থাকা চলিবে না। সোজাসুজি আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহা কি অলকার প্রতি অবিচার হইবে না? চারিদিক্ অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া, বালিকা বধূর সহিত শুভদৃষ্টি-বিনিময় করিতে গুণী চায় না। সে চায় উন্মুক্ত স্বয়ম্বর-সভায় অলকা আসিয়া সকলের মাঝ হইতে চিনিয়া বরণ করিয়া লয় তাহাকে। বরমাল্য শুধু নয়, জয়মাল্যও সে কামনা করে।

অলকা নিজের ঘরে শুইতে চলিয়া গেল। গুণীকে দেখিতে পাইয়া, তাহার স্নেহের স্পর্শ পাইয়া অলকার বুক আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে, আবার তাহার কাছে যত বেদনার কাহিনী বলিতে পাইয়াও তাহার মনের ভার নামিয়া গিয়াছে। সরলও চলিয়া গিয়াছে, অন্ততঃ কিছুদিনের মত অলকাকে জ্বালাইতে সে পারিবে না। সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে গুণীর আশ্বাস-বাণীটা। কিন্তু কথাগুলার বিশেষ কোনও মানে আছে কি? কিছু-দিন পরে সরল নিজেই দেখিতে পাইবে যে অলকার সঙ্গে আর কাহারও বিবাহ হয় কিনা। এ কি বিশেষ কোনও মানুষের কথা ভাবিয়া তিনি বলিয়াছিলেন? আরক্তমুখে বালিশে মুখ গুঁজিয়া অলকা শুইয়া পড়িল,

বুকের ভিতর রক্তস্রোত উত্তাল হইয়া উঠিল। কিন্তু হয়ত সাধারণভাবেই গুণীদা কথাটা বলিয়াছিলেন। গুণীর ভালবাসা না পাইলে সে বাঁচিয়া থাকিবে কি করিয়া তাহা ভাবিয়া পায় না, অথচ পাইবে ভাবিতেও সাহস হয় না।

পাশের ঘরে শুক্লা দিব্য নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতেছে। ওর জীবনটা কেমন নিষ্কণ্টক, শুধু আনন্দেই তাহার মন ভরা, কোনও সমস্যা নাই, কোনও আকুল প্রতীক্ষা নাই, কোনও ভয় নাই। অথচ তবু অলকা তাহার মত হইবার কামনা করে না কেন? না, এই যে বেদনা, ইহা তাহার প্রাণের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত, ইহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে গেলে প্রাণও বাহির হইয়া যাইবে।

বিকাল বেলা উঠিয়া, তাহার অভ্যস্ত জীবনযাত্রার পথে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। শুক্লা বলিল, "চল্, ছাতে বেড়াই গিয়ে। সারাদিন বাইরে ঘুরে ঘুরে ওখান থেকে অভ্যাস খারাপ ক'রে এনেছি, মোটে ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না। বড়দা যদি সকাল সকাল বাড়ী আসত, তাহলে গাড়ী চ'ড়ে খানিকটা ঘুরে আসতাম।"

দুইজনে ছাতে গিয়া উঠিল। শুক্লা বলিল, "মামাবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি দাঁড়া," বলিয়া পরেশের ঘরে ঢুকিয়া গেল। অলকা ছাদের আলিশার পাশে দাঁড়াইয়া রাস্তা দেখিতে লাগিল, গুণীর সঙ্গ ছাড়া সে পরেশের ঘরে যাইত না, কারণ তিনি কি যে বলিতেন তাহা সে বুঝিতে পারিত না।

সরলের ঘরটা এখন খালিই পড়িয়া আছে। কিন্তু ভিতর হইতে মানুষের গলার স্বর শোনা যায় যেন। অলকা একটু মন দিয়া শুনিতে চেষ্টা করিল। তরু আর চাকর বামাচরণে গল্প হইতেছে। তরু বলিতেছে, "মাইনে আমাদের বাড়াবেনি গো বাড়াবেনি। অথচ টাকা নেই, এমন কথা কেউ বলবেনি।"

বামাচরণ বলিল, "এমনিতে ত সব রাজার হালে খরচ। ও বাড়ীর পঞ্চা সেদিন বললে, 'বাবা, তোদের বাজার করা দেখলে কেউ বলবেক নাই যে যুদ্ধ লাগছে। আমাদের দেখনা গিন্নীমা ঠিক দেড় টাকা গুণে দিচ্ছে, এতে পেট ভরুক চায় নাই ভরুক। কুমড়ো ছাড়া তরকারিই খাই না কত দিন।"

তরু বলিল, "বাজারের কথা কি বলছিস, ওতে আর ক'টা টাকা খরচ? ছোট দিদিমণির উপর কি রকম টাকা ঢালে দেখছিস নি? নিজের বোন বড় দিদিমণি, তাকে অত দেয় না।"

বামাচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "ছোটদিদি বাবুর কি সম্পর্কে বোন?"

তরু হাত নাড়িয়া বলিল, "সম্পর্কই নাই। কোথা থেকে কুড়িয়ে আনছে। দয়া খুব আছে দাদাবাবুর পরাণে, কত খরচ করছে ওর লেগে। মেয়েটা চালাক বটে, কেঁদে কেটে বাগিয়ে নিচ্ছে।"

অলকা তাড়াতাড়ি ছাদের অন্য দিকে চলিয়া গেল। এখানে দাঁড়াইলে আর কি শুনিতে হইবে কে জানে? সত্যই ত, অন্যের চোখে তাহার প্রতি গুণীর ব্যবহারটা খুবই বিসদৃশ লাগে বোধহয়। সে ত কেহই না গুণীর। তাহার জন্য এত করেন কেন তিনি? লোকে অলকাকে কি সত্যই এইরকম ফন্দীবাজ মেয়ে মনে করে? সে কাঁদিয়া কাটিয়া গুণীর মনোহরণের চেষ্টায় আছে, সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক সুবিধাও ব্যবস্থা করিয়া লইতেছে। চোখ বুজিয়া কুসুমাস্তীর্ণ পথে চলিতে চলিতে অলকা যেন কাঁটার উপর পা ফেলিয়া জাগিয়া উঠিল।

হায়রে, জগতে সমস্যা ত এক নয়? এখানে হৃদয়ের বুভুক্ষা যদি বা অন্যের চোখ হইতে আংশিক ভাবেও আড়াল করা যায়, মানুষের অপমানের আঘাত হইতে ত নিজেকে বাঁচান বড় কঠিন। যে নির্ম্মল উৎসের জল এখন পর্য্যন্ত অলকাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, ইহারা শেষ অবধি তাহাকেই বিষাক্ত করিয়া তুলিবে কি?

শুক্লা খানিক পরে পরেশের ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিল ছাদে অলকা নাই। ভাবিল, 'বাবাঃ, কি মেজাজী মেয়ে! পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছে অমনি নীচে চ'লে গেছে। বড়দা সুন্দর মুখ দে'খে জগৎসংসার ভুলে গেলেন বটে, কিন্তু এই রাণীর মন জুগিয়ে চলতে তাঁকে বেগ পেতে হ'বে।'

অলকা তখন নীচে বসিয়া কত কি আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। মানুষ হইয়া কবে সে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে? বাবা কি সত্যই তাহার জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই? কতই বা রাখিয়া যাওয়া সম্ভব? তাহাতে এইরকম রাজার হালে থাকাই বা কতদিন সম্ভব? গুণী-দাকে এ বিষয়ে কিছু বলা যায় কি? তিনি যদি রাগ করেন, যদি মনে কষ্ট পান? না, অলকার সাহস হইবে না তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে।

কতক্ষণ যে সে এভাবে বসিয়া ছিল, তাহার ঠিকানা নাই। হঠাৎ অতি প্রিয়কণ্ঠে ডাক আসিল, "অলকা।"

অলকা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গুণীদা?"

"তুমি 1st divisionএ পাশ হয়েছ। Congratulations!"

গুণী অলকার হাত ধরিয়া ঝাঁকাইয়া দিল। যতক্ষণ প্রয়োজন তাহার চেয়ে কিছু বেশীক্ষণ তাহার হাতখানা ধরিয়া রাখিল।

১৯

অনেকগুলি দিন হু হু করিয়া কাটিয়া গেল। একই ভাবে চলিয়াছে-প্রায়। অলকা এখন শুক্লারই কলেজে 1st yearএ পড়ে। শুক্লার এবার বি এ পরীক্ষা দিবার কথা, কিন্তু পড়াশুনা কিছুই হয় নাই বলিয়া সে পরীক্ষা দিবে কি দিবে না ইহা এখনও স্থির করিতে পারিতেছে না।

অলকার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হঠাৎ যেন জীবনটায় ফুলের চেয়ে কাঁটা বেশী দেখা দিতেছে। গুণীর ব্যবহার কিছুই বদ্‌লায় নাই, বরং আগের চেয়েও সে বেশী স্নেহপ্রকাশ করে অলকার সম্বন্ধে। কিন্তু অলকার কুণ্ঠা বাড়িয়া চলিয়াছে। নির্ম্মল আনন্দিত মনে আর সে এই স্নেহকে গ্রহণ করিতে পারে না। মুখে যেখানে হাসি টানিয়া আনিতে হয়, হৃদয়ের ভিতরটা সেখানে রক্তাক্ত হইয়া উঠে। গুণী এখনও এ পরিবর্ত্তনটা বিশেষ লক্ষ্য করে নাই। যদি বা করে, সেটাও সে, অলকার বয়স বাড়িয়া যাওয়ার স্কন্ধে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হয়। কিশোরী এখন যুবতী হইয়া উঠিতেছে, অথচ গুণীকে বাধ্য হইয়া তাহার সঙ্গে এখনও এমন ব্যবহার করিতে হয় যেন সে বারো বৎসরেরই আছে। অলকার হয়ত ইহা ভাল লাগে না। কিন্তু তাহাকে বয়সের মর্য্যাদা দিয়া চলিতে গেলে গুণীর আর আত্মরক্ষার কোনও উপায় থাকে না।

অলকার জন্মদিনটা ঘুরিয়া আসিল আবার। কয়দিন আগে হই-তেই সে ভয়ে ভয়ে ছিল। এই লইয়া আর যেন কোনও ধুমধাম না করা হয়। কিন্তু গুণীদা কি তাহার কথা শুনিবেন? সে ত আসল কারণটা তাঁহাকে বুঝাইতে পারিবে না! ভগবানের কাছে কেবল প্রার্থনা করিতে লাগিল, গুণীদা যেন তাহার জন্মদিনের কথা ভুলিয়া যান।

কিন্তু ভগবান্ অলকার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। জন্মদিনের দিন-দুই আগে গুণী বিকালে বাড়ী ফিরিয়া অলকাকে নিজের ঘরে

ডাকিয়া পাঠাইল। অলকার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। কেন যে গুণীদা ডাকিতেছেন তাহা সে বুঝিতেই পারিল, কিন্তু কি বলিবে সে তাঁহাকে ?

গুণী তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "বোসো অলকা। এবার যে সবাই ভারি চুপচাপ ? জন্মদিনে কি নেবে এবার বল দেখি ? Young ladyদের উপহার দিতে গেলে আমার বড় বিপদ্ হয়। কি পেলে তারা যে খুসী হবে, তা সব সময় বুঝতেও পারি না।"

অলকা বসিল। মিনিটখানিক ভাবিয়া গলাটাকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "এবারে আমায় কিছু দেবেন না গুণীদা। পার্টি ক'রেও দরকার নেই।"

গুণী বলিল, "হঠাৎ এরকম প্রস্তাব কেন ? পার্টিটা কি দোষ করল আর আমিই বা কি অপরাধ করলাম তোমার কাছে ?"

অলকা একেবারে শিহরিয়া উঠিল। গুণীদা এমন করিয়া কথা বলিতেছেন কেন ? ব্যাপারটা এত কঠিন হইবে অলকা বুঝিতেই পারে নাই। তাহার গলার কাছটা ব্যথায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। কোনওমতে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে বলিল, "গুণীদা, ওরকম ক'রে কথা বল্‌বেন না। কথাটা শোনাই যে আমার পক্ষে অপরাধ ! আপনি আমার কাছে অপরাধ করতে পারেন, এ ত আমার কাছে সম্ভবের সী[illegible] বাইরে।"

গুণী কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে অলকার দিকে তাকাইল। আর খোঁচা দিলে এ এখনই কাঁদিয়া ভাঙিয়া পড়িবে। সে দৃশ্যটা সহ্য করা গুণীর পক্ষে অতিশয় কঠিন হইবে, এবং সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করাটা হইবে দারুণ বিপদ্‌জনক। সুতরাং কথার সুর বদ্‌লাইয়া বলিল, "আচ্ছা, ও রকম ক'রে নাই বললাম। কিন্তু কি হয়েছে অলকা ? পার্টি করলে বা আমার কাছে present নিলে কি দোষ হবে ?"

অলকা হতাশভাবে বলিল, "চিরদিন কি আপনার কাছে আমি নিতেই [illegible]"

প্রশ্নকর্ত্রীর মুখের ভাব দেখিয়া গুণী চম্‌কাইয়া গেল। অলকাকে জোর করিয়া আর বালিকা ভাবা চলিবে না বেশী দিন। চেহারা যতই কচি থাক, মনের ভিতরটা দ্রুত পরিণতি লাভ করিতেছে। একটু ভাবিয়া বলিল, "সব মানুষই জীবনের গোড়ায় শুধু নেয় অলকা, তারপর যখন তাদের দিন আসে তখন ফিরিয়ে দেয়। অনেক সময় যা নিয়েছে তার দশগুণ ক'রে ফিরিয়ে দেয়। তুমিও তাই দেবে, যখন বড় হবে।"

অলকা বলিল, "সেদিন কখনও আসবে না আমার জীবনে। আপনার চোখে বড়ও হব না আমি কোনও দিন, আর আমার কাছে নেবেনও না আপনি কিছু। দেবার মত কিছু থাকবেই না আমার।"

গুণী বলিল, "ভবিষ্যতের সবই কি তুমি দেখতে পাও ?"

অলকা মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা পাই না, কিন্তু জীবনের গোড়াটা দেখলাম ত ? তাই দিয়ে খানিকটা বুঝি বই কি, যে শেষটা কেমন হবে ?"

গুণী বলিল, "জীবনের গোড়াটা খুব ভাল তোমার, একথা অবশ্য আমি বলতে পারি না। কিন্তু তার মধ্যে কিছুই কি ভাল নেই ?"

অলকা বলিল, "তা আছে বই কি ? নইলে আমি বেঁচে আছি কি ক'রে ? আপনার স্নেহ না পেলে ম'রেই যেতাম কবে।"

গুণী জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "তুমি অত বেশী বাড়িয়ে দেখো না জিনিষটাকে। বাঁচতেই না একেবারে ?"

অলকা বলিল, "আমি আর আপনি জগৎটাকে এক দৃষ্টি দিয়ে দেখি না গুণীদা। বোধ হয় কোনও ছেলে আর কোনও মেয়েই দেখে না। আপনি পুরুষ মানুষ, বয়সে অনেক বড়, সব দিকেই শক্তি বেশী আপনার। আপনি নিজের জোরে সর্ব্বদা খাড়া থাকতে পারেন, আমি পারি না। যার ভরসায় দাঁড়িয়ে আছি, সেটাকে যদি আমি সব চেয়ে বড় জিনিষ ভাবি, তাহলে কি অন্যায় হয় ?"

আলোচনাটা যে ঠিক এই খাতে প্রবাহিত হইবে তাহা গুণী মনে করে নাই। আরও বেশী দূর গড়াইতে দিলে হয়ত এমন জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইবে যে তখন সত্য কথা বলা ছাড়া উপায় থাকিবে না। সুতরাং কথাটা অন্য দিকে ঘুরাইয়া দিবার চেষ্টায় বলিল, "প্রত্যেক জন্মদিনে তোমার মনের বয়স তিন-চার বছর ক'রে বেড়ে যাচ্ছে, অলকা। তোমার মুখ থেকে এ ধরণের কথা শুনব, আমি তা মোটেই ভাবিনি। তবে কথাটা সত্যিই। স্ত্রীলোকে আর পুরুষে জগৎটাকে ঠিক এক দৃষ্টিতে দেখে না, এবং সব জিনিযের মূল্যও তারা একভাবে দেয় না। স্নেহ-ভালবাসাকে তোমরা সব চেয়ে বড় স্থান যে দাও তা ঠিকই কর, ওগুলি না পেলে জগৎসংসার তোমাদের কাছে মিথ্যাই হয়ে যায়। আমরা যে ভালবাসাকে তুচ্ছ করি তা মোটেই নয়, তবে অনেক সময় ভালবাসাহীন জীবন নিয়েও পুরুষকে কাটিয়ে দিতে হয় কোনও রকম ক'রে। কিন্তু যা নিয়ে কথা আরম্ভ হয়েছিল আমরা তার থেকে অনেকদূরে এসে পড়লাম যে? তোমার জন্মদিনে কি হবে, আর আমি কি দেব, তার ত কিছু ঠিক হল না?"

অলকা বলিল, "জন্মদিনে কিছু হবে না। লক্ষ্মীটি গুণীদা, আপনি আমার উপর রাগ করবেন না। আপনি যদি বুঝতেন কি ভয়ানক লজ্জা আমার করে।"

গুণী বলিল, "লজ্জা কিসের অলকা? তোমাকে স্নেহ করি এটা লোকে জানতে পারলে লজ্জা পাবার কি আছে? লজ্জা তখনই মানুষের করে, যখন সে অপরাধ করে। কিন্তু মানুষকে ভালবাসার মধ্যে অপরাধ কোথায়?"

অলকা বলিল, "যার যেটা পাওনা নয়, তাকে সেটা পেতে দেখলে লোকে সেটা ভাল ভাবে নেয় না। ঠাট্টা করে, আঘাত দিয়ে কথা বলে।"

গুণী বলিল, "কিন্তু অলকা, এ সব দেনা-পাওনার বিচার করবে কে? ভালবাসা জিনিষটা ত এত হিসেব করে না? তার স্বাভাবিক গতি যে

দিকে, সে নিজের খেয়ালে সেদিকে চ'লে যায়, যাওয়াটা উচিত হল কিনা সেটা বিচার করতে বসে না। কিন্তু আমার স্নেহ তোমার পাওনা নয়, *এমন কথা কি কেউ বলেছে? যদি ব'লে থাকে অত্যন্ত মিথ্যা কথা বলেছে।*"

অলকা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গুণী বলিল, "তোমাকে একটা ঘটনার কথা বলি অলকা। তোমার জন্ম হবার মাস-খানিক পরে আমরা পাড়ার কয়েকজন ছেলেমেয়ে মিলে তোমায় দেখতে গিয়েছিলাম। এখন যেমন সুন্দর আছ, তখনও তেমনি ছিলে। সকলে চাইল তোমাকে কোলে নিতে, কিন্তু তোমার মা কাউকে দিতে চাইলেন না। সেই সময় তোমার বাবা এসে বললেন, 'গুণীর কোলে দিতে পার, ও কখনও ফে'লে দেবে না।' তোমাকে কোলে নিয়ে মনে হল, আমাকে যেন খুব বড় রকম honour করা হল। সেই থেকে তোমাকে অত্যন্ত আপনার ভেবে এসেছি আমি। তোমার নিজের সেই দিনগুলোর কথা মনে নেই, বড় ছোট ছিলে তখন। এখনও মাঝে মাঝে আমার ব্যবহারে তুমি অবাক্ হয়ে যাও, কারণ বয়সের যথাযোগ্য মর্য্যাদা সব সময় তোমাকে দিতে পারি না। এখন তুমি young lady হয়ে উঠেছ, কলেজে পড়, তবু তোমার মধ্যে সেই পুরাকালের অলকাকে আমি মাঝে মাঝে দেখতে পাই। এখন যদি কেউ ভাবে যে আমার স্নেহে তোমার কোনও অধিকার নেই, তাহলে অত্যন্ত মূর্খ বলতে হবে তাকে। অধিকার যদি কারও থাকে ত তোমারই আছে।"

অলকার মুখখানার উপর কে যেন আনন্দের রঙীন প্রলেপ মাখাইয়া দিল। উজ্জ্বল চোখে কিছুক্ষণ গুণীর দিকে তাকাইয়া সে বলিল, "আচ্ছা গুণীদা, আমরা মাঝামাঝি একটা রফা ক'রে ফেলি, আসুন। পার্টি হবে না, আমার মন কিছুতেই এতে সায় দিচ্ছে না। কিন্তু আপনার যা খুসি আপনি আমাকে দেবেন, আমি নেব।"

গুণী হাসিয়া বলিল, "অগত্যা তাই, যদিও শুক্লা তোমার কথা শুনলে চ'টে যাবে। সামাজিক কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করছ তুমি।"

অলকার কথা মতই তাহার জন্মদিন হইল। কাহাকেও নিমন্ত্রণ করা হইল না, তবে শশিমুখী তাহাকে একখানা শাড়ী কিনিয়া দিলেন, শুক্লা পায়েস রাঁধিয়া সকলকে খাওয়াইল এবং পার্টি না করার জন্য অলকাকে ভর্ৎসনা করিল প্রচুর পরিমাণে। গুণী কাজ সারিয়া সন্ধ্যায় যখন বাড়ী ফিরিল, তখন নিজের ঘরে ঢুকিয়াই অলকাকে ডাকিয়া পাঠাইল।

অলকা আসিতেই তাহার হাতে একটা খুব দামী ফাউণ্টেন্ পেন্ এবং একটা রিষ্ট্ ওয়াচ্ দিয়া বলিল, "নিতান্ত কেজো উপহার হল। আমার ইচ্ছে ছিল অন্য জিনিষ দেবার, কিন্তু তোমার আবার মনে কোথায় কি খট্‌কা লেগে যাবে, তাই ভয়ে আর দিলাম না। এগুলো নিলে দোষ নেই ত?"

গুণীকে প্রণাম করিয়া অলকা বলিল, "আপনার কাছে কিছু নিলেই আমার দোষ নেই। কিন্তু এটা শুধু আমিই বুঝি, অন্য কেউ বুঝবে না।"

আশীর্ব্বাদ স্বরূপ তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া গুণী বলিল, "অন্যে না বুঝল ত বয়েই গেল। আমার উপহার দেবার এবং তোমার নেবার অধিকার আছে কি না, তা ঠিক করতে ত আদালতে যেতে হচ্ছে না? আমি যদি দিয়ে আনন্দ পাই, আর তুমি যদি নিয়ে খুসী হও, তাহলেই যথেষ্ট হল।"

অলকা বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেই গুণী বলিল, "পার্টি ত করলে না, চল না-হয় তোমাদের সিনেমাই দেখিয়ে আনি, সন্ধ্যাটা আজ free রেখেছিলাম। শুক্লাকে ডাক বরং।"

শুক্লা ত তৎক্ষণাৎ রাজী। অলকাকে সে ঘরে টানিয়া লইয়া গেল, পাছে সে তৈরি হইতে দেরি করে। সময় ত বেশী হাতে নাই? আধ-ঘণ্টার মধ্যেই তিনজনে বাহির হইয়া পড়িল।

ছবিটা ছিল ভালই, গ্রেটা গার্বোর অভিনয় Marie Walewska. কিন্তু অলকা ভাল করিয়া মন দিতে পারিল না। অন্ধকারে একবার গুণীর হাতটা তাহার হাতের উপর আসিয়া পড়িল, এবং অনেকক্ষণ তাহার হাতখানা জোরে চাপিয়া ধরিয়া রহিল। অলকা আরও যেন অন্যমনস্ক ও বিচলিত হইয়া গেল। বুকটা একবার দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। গুণী খানিক পরে তাহার হাতটা ছাড়িয়া দিল বটে, কিন্তু নিজের হাতটা সরাইল না।

ছবিটা শেষ হইতে বাহিরে আসিয়াই শুক্লা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কি চমৎকার, না বড়দা? যদিও কেঁদে নাক চোখ লাল করেছি তবু বলতেই হবে যে কোনও ছবি আমি এত enjoy করিনি, পাঁচ ছ'বছরের মধ্যে। তোর কেমন লাগল রে অলকা?"

অলকা অতি সংক্ষেপে বলিল, "ভালই।"

গুণী একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইল, তবে কোনও মন্তব্য করিল না। শুক্লা বলিল, "তোর তাহলে ভাল লাগেনি?"

অলকা বলিল, "ভাল লাগবে না কেন?"

শুক্লা আর অলকার সঙ্গে কথা না বলিয়া গুণীর সঙ্গেই একটানা গল্প চালাইয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে বাড়ীতেও আসিয়া পৌছিয়া গেল।

ঘড়ি দেখিয়া শুক্লা বলিল, "বাবা, রাত মন্দ হয় নি, যা লম্বা ছবি। বেজায় ক্ষিদে পেয়ে গেছে, আসছি এখনই কাপড় বদলে। এই তরু; শীগ্‌গির আমাদের খাবার আনতে বল্।" বলিয়াই সে ছুট্ দিল নিজের ঘরের দিকে।

অলকা ল্যাণ্ডিংএ একটু দাঁড়াইয়া ঘরেই যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি অলকা, ছবিটা সত্যিই ভাল লাগেনি নাকি?"

অলকা অত্যন্ত মৃদু গলায় বলিল, "আমি ভাল ক'রে দেখিনি।" মাথা নীচু করিয়াছিল বলিয়া দেখিতে পাইল না যে গুণীর চোখের দৃষ্টিটা

অত্যন্ত গভীর হইয়া আসিয়াছে। মিনিট তিন-চার কেহই কথা বলিল না, তাহার পর গুণী বলিল, "ভাল ক'রে দেখলেই না? কি এত ভাবছিলে?"

অলকা বলিল, "এমন বিশেষ কিছু নয়। কি জানি কেন আজ বড় অন্যমনস্ক ছিলাম।"

গুণী বলিল, "যাক্, কি আর হবে? তোমার জন্মদিনে কিছু না করার planটা তুমি বেশ পুরোপুরিই carry out করেছ। ঘড়ি দিলাম সেটা পরলে না, ছবি দেখাতে নিয়ে গেলাম, তা চোখ বুজে ব'সে রইলে।"

অলকা বলিল, "শুক্লা-দি যা তাড়া লাগালেন, তাতে শাড়ী জামা ছাড়া আর কিছু পরবার সময়ই ছিল না। আর চোখ বুজে তাই ব'লে আমি থাকিনি।"

চাকর দুইজন যথোচিত কোলাহল সহকারে খাইবার ঘরে খাদ্যাদি বহন করিয়া আনিতে লাগিল। গুণী হঠাৎ বলিল, "তোমার জন্মদিন-গুলোই আমার পাগলামি করবার দিন অলকা, কিন্তু কিছু মনে ক'রো না, এই আমার অনুরোধ," বলিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া গেল।

অলকার মুখ দেখিবার জন্য কেহ সেখানে ছিল না তাই রক্ষা। রক্ত গোলাপের মত মুখ লইয়া সে কম্পিত পদে ঘরে গিয়া ঢুকিল।

ঘরের এক কোণে ছোট একটা টেবিল। কে সেখানে এক গোছা পদ্মফুল রাখিয়া গিয়াছে। সঙ্গের কার্ডে শুধু ইংরেজীতে লেখা "সরল।" নন্দন-কাননের কুসুমাস্তীর্ণ পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ সম্মুখে কালসর্প দেখিয়া যেন অলকা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল।

গুণী বাহির হইতে ডাকিল, "অলকা, খাবেও না নাকি আজ?"

অলকা রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিল, "যাচ্ছি গুণীদা।"

গলার স্বরটা শুনিয়াই গুণী বলিল, "কি হল তোমার? আমি ভিতরে আসছি" বলিয়া অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই ঢুকিয়া পড়িল।

অলকা তখনও সেই ছোট টেবিলটার সামনে পাংশু মুখে দাঁড়াইয়া আছে। গুণী তাহার কাছে গিয়া বলিল, "কি হয়েছে অলকা? ফুল কে পাঠিয়েছে?"

অলকা কার্ডটা তাহার হাতে তুলিয়া দিল। গুণী বলিল, এমন আশ্চর্য্য বুদ্ধিমান্ ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। কিন্তু তুমি এতে এত ঘাবড়ে গেলে কেন? খাবে চল, দেখি। ফুলগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি, তোমার ঘরে ওগুলোর থাকবার কোনও অধিকার নেই। ঘর থেকে ত বিদায় হচ্ছেই, মন থেকেও বিদায় ক'রে দাও, কেমন?"

অলকা বলিল, "চেষ্টা করছি। আপনি যান খেতে, শুক্লাদি ডাকছেন।"

"তুমিও এস আর দেরি না ক'রে," বলিয়া গুণী ফুলের গোছা লইয়া বাহির হইয়া গেল। একটু পরে অলকাও ঘরের বাতি নিভাইয়া দিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

২০

সরলকে ভুলিয়া যাইতে পারিলে অলকা বাঁচিয়া যাইত, কিন্তু দেখা গেল সরলের নিজেকে ভুলিয়া যাইতে দিতে বিশেষ আপত্তি আছে। তাহার আসা-যাওয়া অতঃপর ঘনঘনই হইতে লাগিল। দু-একদিন সিঁড়িতে ও বারান্দায় অলকার সঙ্গে দেখাও হইয়া গেল। বিদ্রূপের একটা ভাব মুখে টানিয়া আনা ছাড়া প্রথম দু-একবার সে অবশ্য আর কিছু উৎপাত করিল না।

গুণী এ সবের খবর খুব বেশী রাখিত না। আর রাখিলেই বা কি হইবে? সরল এই বাড়ীতেই মানুষ, তাহার মা ও বোন এখনও এই বাড়ীতেই আছে, সে যদি তাহাদের কাছে যায় আসে, তাহা হইলে কেই বা

কি বলিবে? তবু গুণী অলকাকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিল, বলিল, "সরল এসেছে শুনলেই তোমার মুখ অমন হয়ে যায় কেন অলকা? ওর বোকামিগুলো উপেক্ষা করতে পার না?"

অলকা একটু লজ্জিতভাবে বলিল, "কি জানি কেন, আমার বড় ভয় করে।"

গুণী বলিল, "কিছু ভয় করে না। আমি যতক্ষণ আছি, সে এখানে কিছু করতে সাহসই করবে না। convincing রকমের villainy করবার মত জোরাল মন ওর নয়।"

এইখানেই গুণীর ভুল হইয়াছিল। সরলের মনে তখন বিদ্বেষের আগুন তীব্রবেগে জ্বলিতেছে। অলকাকে যেমন করিয়া হোক গ্রাস করিতে হইবে, এবং গুণীকে কোনওমতে জব্দ করিতে হইবে। গুণীর যে কি অপরাধ তাহা সে ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন বোধ করিল না। অলকা গুণীকে ভালবাসে, ইহা মনে করিলেই যেন সরলের মস্তিষ্কে অগ্নিকাণ্ড হইয়া যাইত।

বামাচরণ চাকরটি ছিল তাহার খুব বশীভূত। পয়সাকড়ি মধ্যে মধ্যে তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া সরল তাহার মুখ হইতে অনেক খবর সংগ্রহ করিত। গুণী কখন বাহির হয়, কখন বাড়ী আসে? অলকা কলেজে যায় কখন? রোজই কলেজের গাড়ীতে যায়, না মাঝে মাঝে হাঁটিয়াও যায়? গুণী কি কখনও কলিকাতার বাহিরে যায়? সম্প্রতি যাইবার কোনও সম্ভাবনা আছে কি? ইত্যাদি নানা সংবাদেরই তাহার প্রয়োজন হইত।

বাহিরে যাইবার ডাক একদিন সত্যই গুণীর আসিল। বেশীদিনের জন্য নয়, আজ যাইবে পরশু ফিরিয়া আসিবে। ইহার বেশীদিন বাহিরে থাকিবার সুবিধা তাহার নাই। এবং ইচ্ছাও একেবারে নাই।

তাহার যাইবার নামেই অলকার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে দেখিয়া বলিল,

"তুমি একেবারেই বীরাঙ্গনা নও অলকা। আমি ত পরশুই ফিরে আসব ?"

অলকা বলিল, "পরশু হতে ত ঢের দেরি।"

গুণী বলিল, "কি করা যায় বল ? তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যদি সম্ভব হত ত তাই নিয়ে যেতাম। একদিনের জন্যে বোর্ডিংএ রাখার ব্যবস্থাও করা যায় না। হীরা-জহরৎ হতে যদি তাহলে ব্যাঙ্কে রেখে যেতাম, কিন্তু মানুষের দাম তার চেয়ে বেশী হলেও কোনও ব্যাঙ্কে ত তাদের রাখতে চায় না।"

অলকা বুঝিত ভয়টা তাহার অযৌক্তিকই হইতেছে। জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "যান, কি আর হবে ? আমাকে মেরে ত ফেলবে না কেউ ? বড় জোর খানিকটা জ্বালাতে পারে। আপনি সন্ধ্যের ট্রেণে যাবেন বুঝি ?"

গুণী বলিল, "সেই রকমই ত কথা। তবে একেবারে ঠিক জানতে পারব সাড়ে এগারোটা বারোটার সময়। যে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে যাবেন তাঁকে হস্পিট্যালেই meet করব।"

গুণী রোজ সকালে যেমন বাহির হয় তেমনই বাহির হইয়া গেল। বারোটার সময় শুনিল যে সে ভদ্রলোকের যাওয়া একদিন পিছাইয়া গিয়াছে। মানসনেত্রে একবার অলকার মুখখানা ভাসিয়া উঠিল। সে আজ যাইতেছে না শুনিয়া কেমন উজ্জ্বল চোখে সে গুণীর দিকে তাকাইবে।

অলকা ঘরে বসিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, কারণ আজ কলেজ বন্ধ ছিল। শুক্লা কোথায়, কে জানে ? হয়ত তিনতলায় আছে, না হয় নীচের লাইব্রেরি ঘরে। জ্যোতিষের সঙ্গে তাহার একটু বেশী ভাব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ছেলেটি প্রায়ই আসে, এবং ঘণ্টা দুই বসিয়া গল্প করে। শশিমুখী মাঝে মাঝে আসেন, অলকাও দুই-একবার যায়, কিন্তু গল্প কবাব আসল ভারটাই গ্রহণ করে শুক্লা। তাহার সঙ্গে গল্প

করিতেই যে যুবকটির আগমন হয় সে বিষয়ে শুক্লা বা অন্য কাহারও কোনও সন্দেহ নাই।

সরল হন্ হন্ করিয়া আসিয়া বাড়ীতে ঢুকিল। বামাচরণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার সাহেব বেরিয়ে গেছেন?"

বামাচরণ বলিল, "হ্যাঁ বাবু।"

"আজ ক'টার ট্রেণে তিনি যাচ্ছেন?"

বামাচরণ বলিল, "বিকেলে যাবেন। জিনিষপত্তর সব বাঁধা ছাঁদা হয়ে আছে। কম্পাউণ্ডার বাবুকে ব'লে গেছেন ফোন করলেই জিনিষ নিয়ে হাওড়ায় চ'লে যেতে।"

সরল জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীতে তাহলে বিকেলে আর ফিরবেন না?"

বামাচরণ এ বিষয়ে সঠিক কিছু জানিত না, তবু সরলকে খুসী করিবার জন্য বলিল, "না, ফিরবেন না।"

সরল উপরে উঠিয়া গেল। অলকার দরজার সামনে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "মিস্ বোস্।"

অলকা চম্‌কাইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। ভূতের ভয় করিলে ভূত সত্যই আসিয়া উপস্থিত হয় দেখা যাইতেছে। কিন্তু ভয় পাইলে ত এ শয়তান বিদায় হইবে না? সামনাসামনি দাঁড়াইয়া ইহাকে তাড়াইতে হইবে।

দরজার কাছে আসিয়া পরদাটা একপাশে ঠেলিয়া সরাইয়া অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে ডাকছেন কেন?"

সরল বলিল, "দরকার আছে একটু। আপনি ত ভাববার সময় অনেক মাস পেলেন, আমার প্রস্তাবটার কথা আর ভেবে দেখেছেন কি?"

অলকা বলিল, "নূতন ক'রে তা নিয়ে আর কি ভাববার আছে? আমার যা বলবার ছিল আমি ত তখনই আপনাকে ব'লে দিয়েছি।"

সরল বলিল, "ও, বাস্তবের রাজ্যে এখনও নেমে আসা হয়নি তাহলে? কল্পনারাজ্যেই আছেন?"

অলকা বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "স্বপ্নরাজ্যটা কিসের ?"

সরল ক্রূর হাসিতে মুখখানা ভরিয়া তুলিয়া বলিল, "এই আকাশ-কুসুমের উদ্যান রচনা করা। ভাবছেন এখনও যে ডাক্তার গুণীন্দ্রনাথ আপনাকে বিয়ে করবেন ? খুব প্রেমের অভিনয় করছেন বুঝি তিনি ? করতেই পারেন, এমন একটি সুন্দরী ঘরে পোষা থাকলে লোভ সম্বরণ করা শক্ত। কিন্তু বিয়ে আপনাকে করবেন না তিনি। মস্ত বাধা আছে সে পথে, সেটা তিনি নিজে জানেন, যদিও আপনাকে জানাননি।"

অলকার হৃৎপিণ্ডটা পাগলের মত আছাড় খাইতে লাগিল। কি বলে এই শয়তানের দূত ? পৃথিবীর উপর যেন একটা কালো যবনিকা নামিয়া আসিতেছে। কিন্তু জানিতে হইবে, কি সরল বলিতে চায়। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, অলকাকে উহা জানিতে হইবে। পরদাটা মুঠা করিয়া ধরিয়া, জোর করিয়া গলার স্বর অবিকৃত রাখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের বাধা ? আমি ত কোনও বাধার কথা জানি না ?"

সরল বলিল, "জানেন না, সে ত আমি আগেই বললাম। জানলে একটা ভদ্রলোকের ছেলের প্রস্তাবকে এত উপেক্ষা করতেন না। আপনি নিজে কি জানেন ? সুন্দরী বটে, সুশিক্ষিতা বটে, কিন্তু আপনার মাতৃদেবী এখনও চিৎপুর রোডে বাড়ী ভাড়া ক'রে গণিকাবৃত্তি করছেন। এবার বুঝেছেন বোধহয়, ডাক্তার গুণীন্দ্রনাথ কেন কোনোদিনও আপনাকে বিয়ে করবেন না ?"

অলকার মুখ একেবারে মৃতের মুখের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। চোখের দৃষ্টিটা অস্বাভাবিক হইয়া আসিল। পৃথিবীটা চোখের সামনে যেন উল্টাইয়া পড়িতেছে। একরাশ অন্ধকার কোথা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া তাহাকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিল। পরদাটাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া সে সশব্দে মেঝের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

সরল তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া প্রস্থান করিল। কাহারও কাছে নিজের কৃতকর্মের জবাবদিহি করিবার কোনও ইচ্ছা তাহার ছিল না। মৃত্যুবাণ হানিয়া যাওয়াই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। শীকার হত হইল কিনা তাহা তাকাইয়া দেখিবার মত সাহস সঞ্চয় করিতে পারিল না। বাড়ীর কেহ আসিয়া পড়িয়া তাহাকে দেখিয়া ফেলিবে, সে ভয়ও ছিল।

শব্দ শুনিয়া তরু ছুটিয়া আসিল, এবং তাহার বিকট চীৎকারে শুক্লা, শশিমুখী, বাড়ীর আরও ঝি চাকর যে যেখানে ছিল সবাই এক মিনিটের মধ্যে আসিয়া হাজির হইল। শুক্লা ছুটিয়া অলকাকে তুলিতে গেল, কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল, "মাগো মা, এ কি শেষ হয়ে গেছে নাকি ?"

শশিমুখী অলকার বুকে গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "না রে না, অজ্ঞান হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস পড়ছে ত। শীগ্‌গির গুণীকে ফোন্ কর্। এমন হল কেন ?"

শুক্লা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বড়দাকে এখন কোথায় পাব ?"

গুণীর খাস চাকর নরহরি বলিল, "দাদাবাবু ত এ সময় রোজই সেই হাঁসপাতালে থাকেন।" শুক্লা ছুটিয়া টেলিফোন্ করিতে গেল।

গুণী তখন হাসপাতালেই ছিল। একটি রোগীর বিষয় সেখানকার হাউস্ সার্জ্জনের সঙ্গে কথা বলিতেছিল। এমন সময় একজন নার্স্ আসিয়া বলিল, "টেলিফোনে আপনাকে ডাকছে ডাক্তার মজুমদার।"

গুণী উঠিয়া গিয়া টেলিফোন ধরিতেই শুক্লার কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল, "বড়দা তুমি ?"

গুণী বিস্মিত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ রে, আমিই। কি হয়েছে ?"

"শীগ্‌গির বাড়ী এস। অলকা অজ্ঞান হয়ে গেছে। আমার ভয়ানক ভয় করছে। শীগ্‌গির এস।"

"যাচ্ছি", বলিয়া টেলিফান্‌টা একরকম আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া সে

ছুটিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। ড্রাইভারকে বলিল, "বাড়ী, খুব জোরে চালাও।"

হাসপাতালের লোকেরা কিঞ্চিৎ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার হঠাৎ অন্তর্ধানের পথের দিকে চাহিয়া রহিল। নার্সটি বলিল, "খুব খারাপ খবর এসেছে বোধহয়। ভদ্রলোকের মুখখানা ঠিক ছাইয়ের মত রং হয়ে গেল যেন।"

বাড়ীর সামনে গাড়ী থামিতেই গুণী নামিয়া পড়িয়া এক এক লাফে দুই-তিনটা সিঁড়ি ডিঙাইয়া দোতলায় উঠিয়া গেল। অলকার ঘরের সামনে তখনও সকলে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঝি-চাকরের দল গুণীকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া খানিক দূরে সরিয়া গেল। শুক্লা দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া তখনও কাঁদিতেছে। শশিমুখী অলকার পাশে বসিয়া আছেন। অলকার মুখে চোখে জল দেওয়া হইয়াছে, তরু পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে। অলকার জ্ঞান বোধহয় হয় নাই, শিশিরসিক্ত রজনীগন্ধার গুচ্ছের মত সে ঘরের মেঝেতেই পড়িয়া আছে।

গুণী অলকার পাশে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া তাহার একখানা হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইল। অলকা তাহার স্পর্শেই যেন চোখ খুলিয়া তাকাইল। কিন্তু দৃষ্টিটা তখনও অর্থহীন। গুণী বলিল, "সর দেখি পিসীমা, ওকে খাটে তুলে দিই। মাটিতে ফেলে রাখা ঠিক নয়। জল দেখছি এক বাল্‌তি ঢেলে দিয়েছ। তোয়ালে দিয়ে চুলগুলো মুছে দাও।" গুণীকে দেখিয়া শুক্লার ধড়ে প্রাণ আসিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি আল্‌না হইতে তোয়ালে পাড়িয়া অলকার চুল মুছাইতে গেল। কিন্তু তোয়ালেতে রক্তের ছোপ লাগিবামাত্র শিহরিয়া সেখানা হাত হইতে ফেলিয়া দিল। বলিল, "মাথাটা ফেটে গেছে বোধ হয়।"

গুণী তোয়ালেটা তুলিয়া লইয়া সাবধানে চুলের জল মুছিয়া ফেলিল। তাহার পর অলকাকে কোলে করিয়া তুলিয়া তাহার খাটের উপর শোওয়াইয়া দিল। চাকরকে বলিল, "আমার ব্যাগ্‌টা নিয়ে আয় গাড়ী থেকে।"

অলকার জ্ঞান হইয়াছে। কিন্তু তখনও কথা বলিতেছে না। গুণী একটা ঔষধ পেয়ালায় ঢালিয়া, তাহার মুখের কাছে ধরিয়া বলিল, "এইটা খেয়ে ফেল ত অলকা।"

অলকা ঘাড় তুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথাটা নির্জীব ভাবে আবার বালিশের উপর গড়াইয়া পড়িল। গুণী সন্তর্পণে তাহার মাথাটা একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া, ঔষধটা ধীরে ধীরে খাওয়াইয়া দিল। শশিমুখীর দিকে তাকাইয়া বলিল, "এই ক'ঘণ্টা আগে মাত্র সব ভাল দে'খে বেরলাম, এর মধ্যে এ সব কি হল ?"

শশিমুখী বলিলেন, "কিচ্ছু জানি না বাবা, তরুর চীৎকার শুনে ছুটে এসে দেখি, দরজার কাছে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছে।" তরুকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে পড়িয়া যাওয়ার শব্দ শুনিয়া সে আসিয়াছে। তাহার আগে দিদিমণিকে একবার সে দেখিয়াছিল, তিনি চেয়ারে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন। বামাচরণ বেগতিক দেখিয়া অনেক আগেই পলায়ন করিয়াছিল, অন্য চাকরবাকররা কেহ কিছুই বলিতে পারিল না।

গুণী বলিল, "আচ্ছা, যাও সব এখান থেকে এখন, ঘরের সামনে ভীড় করতে হবে না। শুক্লা, এর কাপড় জামাগুলো সাবধানে বদ্‌লে দিবি ? জল ঢেলে সব ত ভিজিয়ে দিয়েছিস্।"

শুক্লা বলিল, "দিচ্ছি। আগে দেখ ওর মাথার থেকে এখনও রক্ত পড়ছে কিনা। সেখানে ওষুধ দিয়ে দাও, তারপর কাপড় বদলে দেব।"

গুণী অলকার কুঞ্চিত কেশরাশি চিরিয়া চিরিয়া দেখিতে লাগিল। ক্ষত স্থান সহজেই ধরা পড়িল। রক্ত জমাট বাঁধিয়া নিজেই প্রায় বন্ধ হইয়া আসিতেছে। তুলায় করিয়া একটু আয়োডিন্ লাগাইয়া দিয়া বলিল, "বেশী কিছু নয়, নিজেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, তুই কাজ সেরে নে, আমি আসছি।" শশিমুখী আগেই চলিয়া গিয়াছিলেন, এখন গুণীও ঘর হইতে

নিজের ঘরে গিয়া গুণী একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। এরকম ব্যাপার ঘটিল কেন? অলকার ত কোনও অসুখ ছিল না! কোনও শারীরিক আঘাতও তাহার লাগে নাই। আঘাতটা পড়িয়াছে মনেরই উপর। কিন্তু কিসের আঘাত? কাহার হাত হানিল এই আঘাত? সংসারে ক'টা মানুষের সঙ্গেই বা অলকার সম্পর্ক আছে? গুণী নিজে, শুক্লা ও শশিমুখী। কিন্তু এ তিনজনের দিক হইতে কোনও আঘাত আসার কথা ত কল্পনাও করা যায় না? বাকি থাকে সরল। সেই কি ইহার মুলে? কিন্তু নির্ব্বোধ ও কুবুদ্ধিপরায়ণ হইলেও সেই বা এমন কি করিতে পারে?

শুক্লা ডাকিয়া বলিল, "বড়দা, আমার হয়ে গেছে।" গুণী আবার অলকার ঘরে ফিরিয়া গেল। সে ঢুকিতেই শুক্লা ছাড়ান কাপড়চোপড়গুলি একত্র করিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গুণী দেখিল অলকা একদিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া শুইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া অলকার ঠোঁট দুটি একবার নড়িয়া উঠিল, কিন্তু কোনও কথা বাহির হইল না। তাহার মাথার কাছে গিয়া বসিয়া, তাহার একখানা হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আর তত খারাপ লাগছে না, না অলকা?"

অলকার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, কিন্তু এবারেও কথার উত্তর দিল না। গুণী নিজের রুমাল দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিল, মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, "লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি আমায় বল কি হয়েছে, তা না হলে ত আমি তোমায় সারাতে পারব না?"

অলকা হঠাৎ তাহারই হাতের মধ্যে নিজের মুখখানা লুকাইয়া ফেলিল, অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমাকে সারাবেন না, ম'রে যেতে দিন।"

গুণী একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এমন কি ঘটিয়া থাকিতে পারে, এই তিনচার ঘণ্টার মধ্যে? এই একটু আগে যাহাকে দেখিয়া গিয়াছে [illegible] পদ্মকলিকার মত সে এখন মরিতে চায় কেন? দুই হাতে

তাহার মুখখানা ধরিয়া বলিল, "এ সব কি বলছ ? আমি ত কিছু বুঝতে পারছে না ?"

অলকা এবার মৃদু অথচ পরিষ্কার গলায় বলিল, "বাঁচবার সব আনন্দ আমার শেষ হয়ে গিয়েছে গুণীদা। সামনে সব আঁধার লাগ্ছে।"

গুণী তাহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন সব আনন্দ শেষ হয়ে গেল অলকা ? কিছু ত এমন ঘটেনি ?"

অলকার দেহ তখনও রুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে দুলিয়া উঠিতেছিল, তবু জোর করিয়া গলার স্বর অবিকৃত রাখিয়া সে বলিল, "শুনলাম আমার মা কে। তিনি বেঁচে আছেন এখনও তাও শুনলাম। এর পরেও আমাকে বেঁচে থাকতে বলেন ?"

গুণী সোজা হইয়া বসিল। অলকার শীতল ক্ষুদ্র দুইটি হাত নিজের হাতে লইয়া বলিল, "নিশ্চয় বেঁচে থাকতে বলি। কবে, কোথায় তোমার মা কি করেছে, তার জন্যে কি তুমি দায়ী ? সে মায়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্কই বা ক'দিনের ? এ খবরটি দিতে এসেছিলেন কে ? আমাদের গুণবান্ সরলবাবু ?"

অলকা বলিল, "হ্যাঁ। কথাটা সত্যিই, না গুণীদা ?"

গুণী বলিল, "সত্যিই বটে। ও হতভাগা কি উদ্দেশ্যে তোমাকে এটা বলতে এসেছিল জানি না। কিন্তু এ নিয়ে এত দুঃখ পেতে আছে অলকা ? পৃথিবীতে কত লোকের মা-বাবার কত রকম দোষত্রুটি থাকে, কত রকম অসুখবিসুখ থাকে। তার জন্যে কি তাদের ছেলেমেয়েদের জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় ? তুমি নিজে ত নিষ্পাপ, নির্মল, তোমার জীবনে আনন্দের সফলতার যত সম্ভাবনা আছে, সব পূর্ণ হবে, আমি বলছি তোমায়। দুঃখ তোমার হতে পারে, কারণ পিতামাতার পবিত্র স্মৃতি মানুষের একটা পরম সম্পদ, কিন্তু তাই ব'লে কি ম'রে যেতে [illegible] ?",

অলকার ওষ্ঠাধর আবার কাঁপিয়া উঠিল। অনেক কষ্টে বলিল, "আমি সহ্য করতে পারছি না।"

গুণী বলিল, "তোমার মনটা বড় উত্তেজিত হয়ে আছে। এখন তুমি কোনো জিনিষকে ঠিক ওজনে দেখতে পারবে না। একটু ঘুমতে চেষ্টা কর দেখি। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।"

অলকার ঘুম আসিল না। আধঘণ্টা খানিক বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া, গুণী অবশেষে উঠিয়া গেল। শুক্লাকে বলিয়া গেল অলকার কাছে বসিতে। সে কাছে বসিয়া থাকুক ইহাই অলকা চাহিতেছে, তাহা অলকার দৃষ্টি দেখিয়াই সে বুঝিল। কিন্তু সে বসিয়া থাকিলে অলকার উত্তেজনা কমিবে না, ক্রমাগত সে কথা বলিতে চেষ্টা করিবে। অথচ ঘুমান উহার এখন একান্ত দরকার।

ঘরে গিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এখন তাহার কি কর্ত্তব্য। অলকা যেরূপ আঘাত পাইয়াছে, তাহাতে তাহাকে সুস্থ করিয়া তোলা কঠিন ব্যাপার হইবে। অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও অতি ভাবপ্রবণ মন ইহার। যত-খানি দুঃখ পাইয়াছে, আনন্দও যদি ততখানিই পায়, তাহা হইলেই এক তাহার মনের স্বাভাবিকতা ফিরিয়া আসিতে পারে। সে রকম আনন্দ মাত্র এক উপায়েই তাহাকে দেওয়া যায়। গুণী এখনই তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিতে পারে। অলকা তাহাকে ভালবাসে, এ বিষয়ে সন্দেহ কিছু গুণীর ছিল না, তবে ভালবাসাটা এখনও পরিণত হয় নাই এ ধারণাও তাহার ছিল। ভাল, তাহার বক্ষে আসিয়াই না-হয় সে পূর্ণতা লাভ করুক। সরলের উৎপাতও এই এক উপায়েই শান্ত হইবে। তাহাকে দূর করিয়া দেওয়া একেবারে সম্ভব নয়। তাহা হইলে শশিমুখী ও শুক্লাকে অত্যন্ত কঠিন আঘাত দেওয়া হইবে। কিন্তু অলকা গুণীর পত্নী হইলে অন্ততঃ তাহাকে সম্মানের চোখে দেখিতে সরল বাধ্য হইবে। সেখানে

প্রেম নিবেদন করিতে যাওয়ার মত সাহস বা কুবুদ্ধি কিছুই সরলের জোগাইবে না।

অনেকক্ষণ একলা বসিয়া ভাবিয়া সে অবশেষে উঠিয়া নিজের পিতার ঘরে চলিয়া গেল।

২১

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখা গেল অলকার অবস্থার আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। সে কথাবার্ত্তা বলিতেছে বটে, কিন্তু তাহার অবসন্ন ভাবটা কাটে নাই। খাওয়া দাওয়াও বিশেষ কিছু করিল না, বিছানা হইতে উঠিতে গুণীই তাহাকে বারণ করিয়া দিল।

আজ কিন্তু তাহাকে কলিকাতার বাহিরে যাইতে হইবে, অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টার জন্য। তাহার কমে ফিরিয়া আসা সম্ভব নয়। কিন্তু ইহার মধ্যে অলকার আবার কিছু না হইয়া বসে। ইহাকে একেবারে একান্ত নিজস্ব করিয়া না লইলে আর উপায় নাই। এমনই দেহমনের অধিকারিণী যে এক দিনের জন্যও ইহাকে পিছনে রাখিয়া কোথাও যাওয়ার কথা ভাবা যায় না। কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা হইতে ত এখনও কিছুদিন দেরি হইবে। আজকার সমস্যার কি সমাধান?

গুণী বাহিরে যাইবার আগে আর একবার অলকার ঘরে ঘুরিয়া আসিল। সে তেমনি শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া শুইয়া আছে। তাহার পাশে গিয়া বসিল, বলিল, "আজকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে আমাকে বাইরে যেতেই হবে অলকা। কাল রাত্রেই ফিরে আসব। এইটুকু সময় মনে জোর ক'রে থাকতে পারবে ত?"

অলকা একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইল। তাহার পর দৃষ্টিটা অন্যদিকে ফিরাইয়া বলিল, "পারব থাকতে।"

গুণী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "অভিমান ক'রে বলছ ?"

অলকা মাথা নাড়িয়া জানাইল, তাহা নয়। তাহার পর অত্যন্ত ক্ষী স্বরে বলিল, "আমার জন্যে কাজের ক্ষতি করবেন না।"

গুণী বলিল, "যদি দরকার হয় ত কেন করব না ? তুমি হাসিমুে যেতে বল তাহলেই যাব, নইলে নয়।"

অলকা বলিল, "হাসি আমার মুখে আর আসবে না গুণীদা, চেষ্ট করলেও আসবে না। কিন্তু আমি শান্ত মনেই বলছি, আপনি যান, আমি ভয় পাব না।"

অলকার কথা বা কথার সুর কিছুই গুণীর ভাল লাগিল না। এ যেন দুদিনে অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার ত ব্যাপার ? দেখিতে দেখিতে চুকিয়া যাইবে। তাহার যাওয়া সত্যই বড় দরকার। উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা তবে ঘুরেই আসি। কাল এক ঘুম দিয়ে উঠেই দেখবে, আমি ফিরে এসে পৌঁচেছি। তোমার যাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয়, তার সবরকম ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি।"

শুক্লার ঘরে গিয়া বলিল, "দেখ্, তোকে একটা কাজের ভার দিচ্ছি করতেই হবে। তুই কথা দিলে তবে আমি যেতে পারব।"

শুক্লা বলিল, "কি কাজ বল ? পারলে নিশ্চয়ই করব।"

গুণী বলিল, "অলকাকে রেখে যাব, তোর chargeএ। তুই আর পিসীমা ছাড়া কেউ ওর ঘরে যাবে না। কোনও সময় ওকে একলা রাখবে না। যদি তরু বা জমাদারণী কেউ ওর ঘরে যায়, ত তোমরা একজন সঙ্গে থাকবে। রাত্রে তুমি ওর ঘরে থাকবে।"

শুক্লা বিস্মিত হইয়া বলিল, "বেশ তাই করব। কিন্তু ওর কি serious কিছু হয়েছে ?"

গুণী বলিল, "Serious হয়নি কিছু, কিন্তু হতেই বা কতক্ষণ ? আর একবার কিছুর একটা shock পেলে ম'রেই যাবে হয়ত।"

শুক্লা বলিল, "বাবাঃ, এর চেয়ে আমার মত বস্তুতান্ত্রিক হওয়া ভাল। জীবনে কখনও ত faint করিনি। মাথায় মুগুরের বাড়ি মারলে তবে যদি করি কখনও। আচ্ছা, আমি ওকে ঠিকই আগ্‌লে রাখব, তুমি যেতে পার। চব্বিশ ঘণ্টার ত মামলা?"

গুণী চলিয়া গেল। মনটা কিন্তু তাহার অস্থির হইয়া রহিল অলকার জন্য। হঠাৎ এইরকম ব্যাপারটা যদি না ঘটিত? কিন্তু ঘটিয়া যখন গিয়াছে তখন আর সে কথা ভাবিয়া কি লাভ?

শুক্লা অত্যন্ত যত্ন সহকারেই অলকাকে আগ্‌লাইয়া রাখিল। সমস্ত সন্ধ্যা তাহার পাশে বসিয়া গল্প করিবার চেষ্টা করিল, যদিও অলকার দিক্ হইতে বিশেষ সাড়া পাওয়া পেল না। রাত্রেও ক্যাম্পখাট পাতিয়া তাহার ঘরে শুইয়া রহিল। শশিমুখী এতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করিলেন না, কিন্তু গুণী বলিয়া গিয়াছে শুনিয়া বেশী কিছু আর বলিলেন না।

পরের দিনটা প্রায় একই ভাবে কাটিল। অলকা আজ উঠিয়া বসিয়াছে, ঘরের ভিতর দুই-এক পা হাঁটিয়াও বেড়াইতেছে। তবে কথা বিশেষ কিছু বলে না। যাও বা বলে, তাহার ভিতর ক্লান্তি ও অবসাদের সুর স্পষ্ট। শুক্লা ত এই নীরবতার আতিশয্যে হাঁফাইয়া উঠিল। বার বার করিয়া ঘড়ি দেখিয়া ক্রমাগত সমস্ত মন দিয়া ঠেলিয়া যেন সে দিনটাকে আরও অগ্রসর করিয়া দিতে চাহিল।

যাক্, দিনটা শেষ পর্য্যন্ত কাটিয়াই গেল। সন্ধ্যার পর যখন গুণীর গাড়ীর অতি পরিচিত হর্ণ শোনা গেল, তখন শুক্লা ছুটিয়া গেল জানালার কাছে, কিন্তু অলকা যেমন খাটে বসিয়াছিল তেমনি বসিয়াই রহিল। শুক্লা ভাবিল, "বাস্ রে! রাণীর অভিমান হয়েছে বোধহয় বড়দার উপরে। আমাদের যদি কেউ এতটা আদর দিত! যার যেমন কপাল।"

গুণী উপরে উঠিয়াই অলকার ঘরে গেল। সে তখনও একইভাবে

খাটে বসিয়া আছে। তাহার চুলের উপর হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ অলকা?"

অলকা বলিল, "কালকের চেয়ে ভাল।"

গুণী বলিল, "সেটা ত খুব বেশী ভাল নয়। আগের মত ভাল হয়ে ওঠা দরকার চট্ ক'রে।"

অলকা বলিল, "আগের মত আর কোনও দিনই হব না।"

গুণী বলিল, "হবে না কেন? নিশ্চয় হবে। দেখো, আমি কয়েক দিনের মধ্যেই তোমাকে একেবারে সারিয়ে তুলব।"

এমন সময় পরেশের চাকর চন্দ্র গুণীকে ডাকিতে আসিল। কর্ত্তাবাবুর শরীরটা আজ সকাল হইতেই নাকি বিশেষ ভাল নাই। অলকাকে আর কিছু না বলিয়া, গুণী তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেল।

পরেশের অবস্থা হঠাৎ আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। তাঁহাকে লইয়া দুই-তিন দিন গুণীকে বিশেষ করিয়া ব্যস্ত থাকিতে হইল। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনে বাড়ী কোলাহলমুখর হইয়া উঠিল। ডাক্তার ও নার্স্ দুই-একজন সব সময়েই বাড়ীতে হাজির থাকিতে লাগিল।

এত গোলমালের ভিতর অলকার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবার অবকাশ কাহারও ছিল না। তবু গুণী দুই-একবার আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাইত। সে এখন উঠিয়া বেড়ায়, নিয়মমত খায় দায়, অন্ততঃ খাইবার চেষ্টা করে। কলেজে যাওয়ার অনুমতি এখন পর্য্যন্ত পায় নাই! মুখের চেহারাটা আগেরই মত আছে।

পরেশের অসুখ হওয়ার তৃতীয় দিনে, সকালে চা খাওয়ার পর অলকা নিজের ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে, কলেজে যাইবার জন্য আবেদন করিবে নাকি গুণীদার কাছে? ঘরে বসিয়া, আকাশ পাতাল ভাবিয়া আর কতদিন কাটান যাইবে? তাহাছাড়া পড়াশুনা ভালভাবে করা তাহার এখন বিশেষ দরকার। ভবিষ্যৎ জীবন বলিয়া

কিছু যদি থাকে তাহার, তখন ত স্বাধীনভাবে, নিজের পায়ের উপর তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে? তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন।

চাকর আসিয়া একতাড়া চিঠি তাহার হাতে দিয়া গেল। অন্য-সময় চিঠিপত্র সব প্রথম গুণীর হাতে যায়, সে-ই যাহার চিঠি তাহাকে পৌঁছাইয়া দেয়। এখন সে সারাক্ষণই প্রায় রোগীর ঘরে থাকে, কাজেই চাকরবাকর যাহাকে সামনে পায় তাহার হাতেই চিঠিপত্র দিয়া চলিয়া যায়।

অলকা চিঠিগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। খান তিন চিঠি গুণীর, একখানা শুক্লার ও একখানা অলকার। বেশ পুরু. মোটা খাম। কে তাহাকে চিঠি লিখিল? হাতের লেখাটা একেবারে অপরিচিত। সেটা অন্ততঃ সরলের লেখা নয়, এই দেখিয়া সে মনে একটু ভরসা পাইল।

বাকি চিঠিগুলি তরুর হাতে শুক্লার কাছে পাঠাইয়া দিয়া সে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। চেয়ারে বসিয়া খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিল। পড়িতে পড়িতে জগৎসংসার প্রায় তাহার চোখের উপর অন্ধকার হইয়া মিশাইয়া গেল। চিঠিখানার লেখিকা তাহার মাতা মানিনী। মানিনী লিখিয়াছে,

'অলকা, আমি তোমার কাছে অপরিচিত, যদিও পৃথিবীতে আমার মত আপনার তোমার আর কেউ নেই।

'শুনলাম আমি যে বেঁচে আছি, তাই তুমি জানতে না, তোমাকে বোঝান হয়েছিল যে আমি ম'রে গেছি। তোমার বাবার যা পরিচয় আমি পেয়েছি, তাতে তিনি যে আর কিছু তোমায় বলবেন, এ আশা করাই আমার ঠিক হয়নি। তোমার বাবার নিন্দা করছি, হয়ত এতে তুমি বিরক্ত হবে, কিন্তু তুমি তাঁর নিজের মেয়ে, তোমার সঙ্গে যত ভাল ব্যবহারই তিনি ক'রে থাকুন, আমি পরের মেয়ে, আমার সঙ্গে অতি অসদ্ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই তিনি করেননি।

'আমি তোমার মা, কিন্তু এক বৎসরের শিশু যখন তুমি, আমি তখন তোমায় শেষ দেখেছি। বলতে পার, সেটা আমারই দোষ; সেইরকম শিক্ষাই তোমরা পেয়েছ। আমি কিন্তু তোমার বাপের আশ্রয় ত্যাগ করার জন্য কোনো অনুতাপ করি না। স্বামী ছিলেন বটে তিনি আমার, কিন্তু এতবড় শত্রুও আমার আর কেউ ছিল না! যতদিন তাঁর স্ত্রীরূপে ছিলাম, জেলের কয়দীর অধম হয়ে দিন কাটিয়েছি। তারপর স্বাধীনভাবে থেকেছি, ভালই থেকেছি আমার মতে। তোমরা অবশ্য আমার এখনকার জীবনযাত্রা ভাল ভাবে দেখবে না সম্ভবতঃ। স্বার্থপর পুরুষরা মেয়েদের একটা আদর্শ এ দেশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, তার থেকে একটু এদিক্ বা ওদিক্ পা বাড়ালেই তাদের আর সমাজে বা সংসারে ঠাঁই নেই।

'একটা বিষয়ে আমি এখন অনুতাপ করি, সে তোমাকে ফে'লে আসা। তোমাকে যে আমি ভালবাসতাম না তা নয়, তবে এমন দারুণ অত্যাচারের পর আমি স্বামীর ঘর ছাড়ি, যে সে স্বামীর সম্পর্কিত কোনও জিনিষ আর তখন সঙ্গে রাখতে ইচ্ছে হয়নি। তা ছাড়া অসহায় অবস্থায় তখন পথে বেরিয়েছিলাম, ছোটশিশু নিয়ে গেলে তাকে বাঁচাতে পারতাম কিনা কে জানে? তোমার বাবার আর যা দোষ থাক, তোমায় খুব ভালবাসত, তাই তোমায় তার কাছেই ফে'লে গেলাম, অযত্ন হবে না এই আশায়। আমার সম্বন্ধে খুব বেশী খারাপ ধারণা তোমার না হয়, এই আশায় এত কথা লেখা।

'আমার এখন অভাব নেই কিছুর, টাকাকড়ি, বাড়ী, গাড়ী, যা কিছু মানুষের মন চায়, সবই আমার হয়েছে। কিন্তু কার জন্যেই বা এসব? কাকে দিয়ে যাব? নিজের বয়স হয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধবয়সে কে বা আমাকে একটুখানি দেখবে শুনবে?

'তুমি আমার কাছে ফিরে আসতে পার না? তোমার বাপ যখন বেঁচে

নেই তখন আমার কাছে থাকাই ত স্বাভাবিক? আমার সঙ্গেই থাকতে বলছি না, সে তোমার ভাল লাগবে না সম্ভবতঃ। অন্য জায়গায়, খুব ভাল ভাবে থাকার ব্যবস্থা আমি তোমার ক'রে দেব। তোমার কোনো কষ্ট, কোনো অসুবিধা হবে না। যেমন পড়াশুনো করছ করবে, বিলেত যেতে চাও, তাও পাঠাতে পারি। টাকার কোনো অভাব নেই আমার। বিয়ে ক'রে সংসারী হতে চাও, তারও ভাল ব্যবস্থা আমি ক'রে দিতে পারি। ভদ্রঘরের ছেলের সঙ্গেই বিয়ে দেব, তুমি সমাজের মধ্যেই থাকবে, ভয় নেই। সব মানুষেরই দাম আছে ত? দাম দিলেই ভাল ছেলে পাওয়া যাবে।

'তবে একটা কথা। তোমার খবর আমি মাঝে মাঝে নিতাম, তোমার বাবা বেঁচে থাকতেও। তিনি মারা যাবার পর ইচ্ছা ছিল তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসবার। কিন্তু খবর নিয়ে জানলাম তিনি উইল্ ক'রে তোমার অভিভাবকত্বের ভার গুণীন্দ্রের উপর দিয়ে গিয়েছেন। তার হাত থেকে ছাড়িয়ে আনা শক্ত হবে ভেবে এতদিন চুপ ক'রেই ছিলাম।

'কিন্তু তোমার বয়স ত আঠারো বছর হতে চলল। এবার কিছু স্বাধীনতা তোমার পাবার কথা, তবে উইল আছে ব'লে যদি কিছু গোলমাল হয়। তা গুণীন্দ্রের মত নিয়েই ত তুমি আসতে পার। অন্য কোনো মতলব যদি তার না থাকে তাহলে তোমায় ছেড়ে দিতে পারে। একটা মেয়ের দায়িত্ব বয়ে বেড়ান ত কম কথা নয়? তোমার বিয়ে দেওয়াও তার পক্ষে শক্ত হবে। তোমার বাপ ত শুনছি তোমার জন্যে বিশেষ কিছু রেখে যাননি। যাবেনই বা কোথা থেকে? সামান্য কেরাণী ছাড়া আর ত কিছু ছিলেন না?

'কিন্তু শুনছি নাকি তোমার ধারণা হয়েছে যে গুণী নিজেই তোমায় বিয়ে করবে। তাও কি সম্ভব অলকা? সে ত সব কথাই জানে। আমি যখন চ'লে আসি তখন ত তারা পাশের বাড়ীতেই থাকত।

সব জানবার বুঝবার বয়স তখন তার হয়েছিল। সে তোমাকে বিয়ে করবে কেন? ইচ্ছে করলে জমিদারের ঘরের, রাজার ঘরের মেয়ে সে পেতে পারে, কুলত্যাগিনীর মেয়ে সে নিতে যাবে কেন? তাদের এতবড় বংশমর্য্যাদা, এত নাম, এত ধনদৌলত। তোমার জন্যে সকলের কাছে হীন হবে সে? লোকে ঠাট্টা করবে, বিদ্রূপ করবে, হয়ত তার প্র্যাক্‌টিসও কমে যেতে পারে। তোমার জন্যে এতটা করবে ব'লে ত আমার একেবারেই মনে হয় না। শুনেছি তুমি দেখতে খুব সুন্দর, তবে পুরুষমানুষের রূপের তৃষ্ণা দুদিন হাতে পেলেই মিটে যায়। ওদের ভালবাসা শুধু স্বার্থপরতা, তার ভিতর আর কিছু নেই।

'ও যদি সত্যিই বিয়ে করতে চায়, তাহলেই বা তুমি করবে কেন? ওর বাবা এখনও বেঁচে, তিনি কখনও তোমাকে বৌ ব'লে ঘরে নিতে রাজি হবেন না। অন্য আত্মীয়স্বজনরাও রাজি হবে না। তুমি কেন নীচু হতে যাবে তাদের কাছে? তোমার কিসের অভাব? আর গুণী এতদিন তোমাকে খুব যত্ন ক'রেই মানুষ করেছে শুনলাম, তার যাতে অপকার হয়, মাথা হেঁট হয়, এমন কাজ তোমার করা উচিত নয়।

'আমার ত মনে হয় তোমার ওখান থেকে চ'লে আসাই ভাল। সঙ্গে ঠিকানা লেখা খাম দিলাম, চিঠির জবাব দিও। তোমাকে দেখতে ভারি ইচ্ছা করে, কিন্তু গুণীদের বাড়ী আমার যাওয়া চলে না। বড়রাস্তার মোড়ে যে গহনার দোকানটা আছে, ওখানে আমি যাই মাঝে মাঝে। সামনের রবিবার বেলা ৯টার সময় একবার যাব। তখন চাও ত আমার সঙ্গে দেখা করতে পার।

'কি ঠিক কর জানিও। তোমার মত জানলেই আমি এদিকে তোমার জন্যে সব ব্যবস্থা ক'রে রাখব। তোমার কোনো ভয় নেই, বেশ সুখে থাকবে তুমি। আমার আশীর্ব্বাদ জেন।

ইতি—তোমার মা।'

অলকার হাত হইতে চিঠিখানা মাটিতে পড়িয়া গেল। সে সেটা তুলিবার চেষ্টা না করিয়া পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। তাহার জীবনাকাশের এক কোণে যে কালো মেঘ দেখা দিয়াছিল, তাহা যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া জগৎসংসার ঢাকিয়া ফেলিল। দেখিল, সম্মুখে প্রলয়-রাত্রি ঘনাইয়া আসিতেছে। তাহার চিরদিনের আলো যাহা ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া মুছিয়া গেল। ভগবান্ কি সত্যিই আছেন? তাহা হইলে সংসারে দয়া নাই কেন, করুণা নাই কেন? পথহারাকে কেহ পথ দেখায় না কেন?

আধঘণ্টাখানিক পরে তরু পরদার ওধার হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমণি, চান করবেনি? কলেজের গাড়ী এসে যাবে যে?"

অলকা চিঠিপত্র সবসুদ্ধ তাড়াতাড়ি দেরাজে ঢুকাইয়া দিয়া বলিল, "না, এখন চান করব না, তুমি যাও। কলেজে আজ আর আমার যাওয়া হবে না।" বসিয়া থাকিতে আর বেশীক্ষণ পারিবে না বুঝিয়া সে তাড়াতাড়ি বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

মানিনীর চিঠির কি উত্তর দিবে সে? মায়ের কাছে গিয়া থাকার কথা ত চিন্তা করাও শক্ত। কিন্তু তাহার সাহায্যে অন্য কোথাও গিয়া থাকা কি সম্ভব? মানিনীর পাপার্জ্জিত অর্থে জীবনধারণ করিলে কি অলকার নিজেকেই কলঙ্কিত বোধ হইবে না? গুণীই বা তাহাকে যাইতে দিবে কেন? এখনও অন্ততঃ তিন বৎসর তাহার উপর গুণীর অভিভাবকের অধিকার আছে। তাহার অমতে অলকা যাইতে পারে না।

কিন্তু গুণীর নিকট হইতে পলায়নেরই যে আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তাহার? আর কতদিন সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া চলিতে পারিবে? হঠাৎ যদি ধরা পড়িয়া যায়? তাহার মন অত্যন্ত দুর্ব্বল, হঠাৎ যদি আত্ম-সমর্পণ করিয়া বসে? গুণী তাহাকে ভালবাসে ইহাতে অলকার এখন

চিনিতে পারে নাই। এতদিন অলকার একমাত্র দুঃখ ছিল যে গুণী তাহাকে বালিকা মনে করিয়া স্নেহই করে শুধু, প্রিয়তমা বলিয়া চায় না। আজ ভয়কম্পিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিল, তাহা যদি না হয়? তাহার বাহুবন্ধনে ধরা দিতেই যদি অলকাকে আহ্বান করে সে? অলকার কি সাধ্য হইবে সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিবার?

কিন্তু প্রত্যাখ্যান তাহাকে করিতে হইবে। ধরা দিবার উপায় নাই। গুণীর জীবনে কলঙ্কের, অগৌরবের স্পর্শ লাগিতে সে দিবে না। তাহার নিজের জীবন ধ্বংস হইয়া যাক। যাহার কৃপায় এতদিন সে বাঁচিয়া আছে, যাহার ভালবাসা তাহার জীবনের মূলে প্রাণরস জোগাইয়াছে, তাহাকে অলকা ধ্বংস হইতে দিতে পারে না। নিজে হয়ত বাঁচিবে না, কিন্তু তাহাতেই বা কি? গুণীর ঋণপরিশোধ নিজের জীবন দিয়াই করিয়া যাইবে। আর গুণীকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পর তাহার জীবনে কিই বা থাকিবে যাহার উপর মমতা করা চলে? যত শীঘ্র এ জীবন শেষ হইয়া যায়, ততই অলকার পক্ষে ভাল। ভগবান্ তাহাই করুন। শীঘ্র যেন সে এ জগৎ হইতে বিদায় হইতে পারে। বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি তাহার কোথায়? তাহার জীবন-লতিকার মূল আজ ত কাটিয়া ফেলা হইল?

পরেশের অবস্থা আজ সামান্য একটু ভালর দিকে। অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তমনে গুণী আসিয়া খাইবার ঘরে প্রবেশ করিল। শুক্লাকে জিজ্ঞাসা করিল, "অলকা কোথায়? তার খাওয়া হয়ে গিয়েছে নাকি?"

শুক্লা বলিল, "কি জানি অনেকক্ষণ তাকে দেখিনি। এই তরু, যা ত, ছোট দিদিমণিকে ডেকে আন্, বল্ খাবার দেওয়া হয়েছে।"

তরু চলিয়া গেল, মিনিটখানিক পরে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "ছোট দিদিমণি খাবেনি। তার জ্বর হইচে।"

"[illegible]" বলিল গুণী উঠিয়া চলিয়া গেল। শুক্লা রাগ করিয়া

ভাবিল, "পোড়ারমুখী কি জ্বালানই জ্বালাচ্ছে বড়দাকে। বাবা, এরা বিয়ে ক'রে নিলে যে বাড়ীর আবহাওয়াটা একটু শান্ত হতে পারে। আমার হাড়টা জুড়োয় তাহলে।"

অলকার ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া গুণী ডাকিল, "অলকা।"

ভিতর হইতে অলকা বলিল, "আসুন গুণীদা।"

গুণী ভিতরে প্রবেশ করিল। অলকা একটা সাদা চাদরে প্রায় আপাদমস্তক ঢাকিয়া শুইয়া আছে। গুণী কাছে গিয়া তাহার মুখের উপর হইতে টানিয়া চাদরটা খুলিয়া দিল। মুখ একেবারে রক্তহীন, চোখে, গালে অশ্রুজলের সুস্পষ্ট আভাস।

গুণী বিছানাতেই অলকার মাথার পাশে বসিয়া পড়িল। বলিল, "অলকা, তোমরা সবাই মিলে কি আমার মাথাটা একেবারে খারাপ ক'রে দেবে? বাবার এই অবস্থা দেখছ, আমি তাঁকে দেখব না তোমাকে দেখব? মনে একটু জোর কর। দেখি তোমার হাত? তরু বলছে তোমার জ্বর হয়েছে।"

অলকা হাত বাহির করিল না। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "জ্যাঠামশায়কে দেখুন গিয়ে, আমায় দেখবার সত্যিই কোনও দরকার নেই। আমার বিশেষ কিছু হয়নি।"

গুণী জোর করিয়া তাহার একখানা হাত চাদরের তলা হইতে টানিয়া বাহির করিল। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিল, কপালে হাত দিয়া দেখিল। পরে বলিল, "সামান্য একটু feverish ভাব রয়েছে। থাক্, ভাত খেয়ে কাজ নেই। কখন হল এতটা শরীর খারাপ? কাল ত একটু ভাল ছিলে দেখেছিলাম। আমার উপর অভিমান ক'রো না এখন অলকা, কথার উত্তর দাও।"

অলকা নিদারুণ হতাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার গুণীর দিকে তাকাইল। সে দৃষ্টি দেখিয়া গুণীর বুকের ভিতরটা ...

কাঁপিয়া উঠিল। অলকার কি সাঙ্ঘাতিক কিছু হইয়াছে? গুণী কি বুঝিতে পারিতেছে না? ভগবান্ কি অলকাকে কাড়িয়া লইবেন? গুণী কি বড় বেশী দেরি করিয়া ফেলিয়াছে?

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বেশী কি কষ্ট হচ্ছে? আমাকে বল, বল আমাকে লক্ষ্মীটি।"

অলকা বলিল, "কষ্ট যার পাওনা, কষ্টের হাত থেকে তাকে কে রক্ষা করবে গুণীদা? এ ত শরীরের অসুখ নয় যে আপনি ওষুধ দিয়ে সারিয়ে দেবেন?"

গুণী বলিল, "কি জানি, পারি হয়ত সারাতে। কিন্তু তুমি ত পরিষ্কার ক'রে কিছুই বলছ না আমাকে। আজ বিকেলে তোমাকে কয়েকটা কথা বলব, যদি অবশ্য বাবা ভাল থাকেন। আমার একটা কথা শুনবে অলকা? মনকে শান্ত ক'রে একটু ঘুমতে চেষ্টা কর, দেখবে তারপর শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনও অনেক ভাল হয়ে এসেছে। তোমার দুঃখ যতটা আমি জানি, তাতে মনে হয় না যে সেটা প্রতিকারের অতীত। তবে আরও কিছু থাকতে পারে যা আমি জানি না। কথা ব'লে সব স্পষ্ট ক'রে ফেলা ভাল। একলা এসবের সঙ্গে যুদ্ধ করা, তোমার মত delicate দেহমন যার, তেমন মানুষের কাজ নয়। আমাকে এর ভাগ নিতে দাও।" বলিয়া অলকার কপালে আর একবার হাত বুলাইয়া দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

২২

অনেকক্ষণ এক ভাবে পড়িয়া থাকিয়া, অলকা শেষে উঠিয়া বসিল। আজ তাহার জীবনের একটা সন্ধিক্ষণ। গুণী তাহাকে কি বলিবে কে জানে? হয়ত আজ যে মহাভয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অলকার বুক কাঁপিতেছে, তাহা মায়া-মরীচিকার মত মিলাইয়া যাইবে। গুণী তাহাকে সাধারণ উপদেশ দিবে মাত্র, আর কিছু নয়। তাহা হইলে গুণীর সহিত ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও দুই-চারিটা কথা সে বলিতে পারিবে।

কিন্তু তাহা যদি না হয়? যদি গুণীর নিকট হইতে ডাক আসে তাহারই বাহুপাশে ধরা দিবার? কি করিবে তখন অলকা? ভগবান্ কি তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি দিবেন? নিজের হাতে নিজের হৃদয় বলি দিতে সে পারিবে কি? প্রাণ আহুতি দিয়া নিজের জীবনব্যাপী কৃতজ্ঞতার যজ্ঞকে কি শেষ করিতে পারিবে?

ভাবিয়া কিছুরই সে কূলকিনারা পাইল না। মনটা অন্যদিকে দিবার জন্য মানিনীর চিঠিখানা বাহির করিয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিল। অলকাকে সে নিজের সঙ্গে থাকিবার আহ্বান ঠিক জানায় নাই। তাহার থাকার, পড়াশুনার, এমন কি বিবাহের পর্য্যন্ত সকলরকম ভাল ব্যবস্থা করিয়া দিবে, ইহাই বারেবারে বলিয়াছে। ইহার নিকট কোনও রকম সাহায্য লওয়াই কি অনুচিত হইবে? পতিতা হউক, কুলত্যাগিনী হউক, সে ত অলকার জননী? অলকার সম্বন্ধে কোনও কর্ত্তব্য সে অতীতে করে নাই, আজ যদি করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে কি কোনও সুবিধাই দেওয়া উচিত নয়? অর্থ দিয়া নয়, অন্য কোনও উপায়ে যদি পারে?

কিন্তু আর একটা সম্ভাবনা মনে আসিতেই অলকা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তাহার বুকের রক্তটা আরও খানিকটা হিম হইয়া আসিল।

তাহার মা অলকার এত খবর কাহার কাছে পায়? বিশেষ করিয়া গুণীর কথা, অলকার গুণীর প্রতি ভালবাসার কথা, কে মানিনীকে বলিয়া থাকিতে পারে? সরল ছাড়া আর কেহ নয়। সরল ছাড়া এত কথা আর কেহ জানেও না। মানিনীর সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইলে, অলকা আবার সরলের আয়ত্তের মধ্যে গিয়া পড়িবে। মানিনী কন্যাকে যে আশ্বাস দিয়াছে যে সে ভদ্র গৃহস্থঘরে তাহার বিবাহ দিয়া দিবে, তাহাও কি সরলকে পাত্র-রূপে স্থির করিয়া? ঘৃণায় ও ভয়ে অলকার সমস্ত শরীরটাই যেন কেমন করিতে লাগিল।

সারা দুপুর সে ঘুমাইল না, ঘুমাইবার চেষ্টাও করিল না। মানিনীর চিঠি ও নাম-ঠিকানা লেখা খামটা দেরাজে সব বইখাতার তলে চাপা দিয়া রাখিয়া দিল। তাহার হতভাগ্য ইহার পর তাহাকে কোন্ সর্ব্বনাশের পথে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইবে, কেই বা জানে? পরিত্রাণের ভালমন্দ দুই-একটা পথ খোলা পড়িয়া থাক্, কাজে লাগিতে পারে আবার নাও লাগিতে পারে।

বিকালবেলা জোর করিয়া উঠিয়া পড়িয়া সে হাতমুখ ধুইল, কাপড়চোপড় বদ্লাইল। বুকভরা বেদনার সহিত নিজেই ভাবিল, বলির পশুকে প্রথমে লোকে স্নান করাইয়া মাল্যভূষিত করিয়া লয়। সে তাই নিজেকে আজ সজ্জিত করিতেছে। খাঁড়া ত মাথার উপরে উঠিয়াছে, এখন গলার উপর আসিয়া পড়িতে শুধু বাকি।

চা খাইবার সময় কেহ ডাকিবার আগেই সে খাইবার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। গুণী তখনও আসে নাই। শুক্লা একটু পরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, এবেলা একটু ভাল আছিস্?"

অলকা বলিল, "খুব কিছু ভাল নেই, তবে কাঁহাতক আর শুয়ে থাকি? তাই উঠলাম। জ্যাঠামহাশয় আজ কেমন আছেন?"

শুক্লা বলিল, "একটু ভাল। ক'দিন যা গেল বাড়ীর উপর দিয়ে,

বাপ্ রে বাপ্। বড়দা ব'লে তাই এ তাল সা[illegible] পেরেছে, অন্য কেউ হলে heart fail ক'রে ম'রে যেত। তু[illegible] তার উপর অসুখ ক'রে বসলে।"

অলকা বলিল, "অসুখ আর কেউ ইচ্ছে ক[illegible] বাধায় ভাই? অদৃষ্টে ভোগ থাকলে এড়ান যায় না ত?"

গুণী এই সময় স্নান করিয়া, কাপড় বদ্‌লাইয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল, আজ আর সে বাহিরে বেশীক্ষণ থাকে নাই। নেহাৎ যা না করিলেই নয়, সেইটুকু কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে।

অলকাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "উঠে এসেছ? দুপুরে একটুও ঘুমিয়েছিলে?"

অলকা বলিল, "না চেষ্টা ক'রেও ঘুমতে পারলাম না।"

গুণী বলিল, "সে তোমার মুখ দে'খে আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি বড় অবাধ্য হয়ে যাচ্ছ।"

শুক্লা বলিল, "অত আহ্লাদ পেলে সবাই অবাধ্য হয়।"

গুণী বলিল, "অলকা কি খুব বেশী আহ্লাদ পায় নাকি? কে দেয়? আমি?"

শুক্লা বলিল, "তা ছাড়া আর কে দেবে? মা ত তেমন পাত্রীই নয়, আর আমাকে ত অলকা মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না ওর নিজের চেয়েও ছোট মনে করে বোধ হয়।"

অলকা বলিল, "এ তোমার বানান কথা ভাই। কবে, আমার কোন্ ব্যবহারে এ ভাবটা প্রকাশ হয়েছে শুনি?"

গুণী বলিল, "এখন এ বিষয়ে ঝগড়া রেখে, একটু চা টা ঢেলে দাও দেখি। এ ক'দিন যে কি খেয়েছি না-খেয়েছি তাও মনে নেই।"

শুক্লা চা ঢালিতে লাগিল। খানিক পরে বলিল, "আজ মামাবাবু একটু ভাল আছেন, না বড়দা?"

গুণী বলিল, "খানিকটা বটে, আশা করছি কাল নিশ্চিত হতে পারব।"

শুক্লা বলিল, "তাহলে আমি একটু ছায়াদের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি গিয়ে। এ ক'টা দিন ত ঘর ছেড়ে নড়বারই সম্ভাবনা ছিল না।"

গুণী বলিল, "বেশ ত, যাও না। গাড়ী নিয়েই যেতে পার, আমি আজ আর বেরব না।"

শুক্লা মহানন্দে চা খাওয়া শেষ করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। গুণী অলকার দিকে ফিরিয়া বলিল, "চল, আমার ঘরে বসি গিয়ে একটু।"

অলকা উঠিয়া গুণীর পিছন পিছন চলিল। পা দুইটা একবার কাঁপিয়া উঠিল, মনের জোরে সে শরীরের দুর্ব্বলতা সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ঘরে ঢুকিয়া গুণী আলোটা জ্বালিয়া দি। বলিল, "একেবারে আঁধার হয়ে আসছে, একটু আলোর দরকার হবে বোধ হয়। তুমি বোসো অলকা, ঐ ঈজি চেয়ারটায় বোসো।"

অলকা বসিল। কাপড়ের পাড়টা লইয়া কিছুক্ষণ অকারণে ব্যস্ত হইয়া রহিল। মাথার ভিতরটা তাহার কেমন যেন করিতেছে।

গুণী তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। অলকার তুষার-শীতল একখানা হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "হাতটা এত ঠাণ্ডা কেন? তোমার শরীরের অবস্থা দে'খে আমার ভয় হতে আরম্ভ হয়েছে অলকা। এর একটা প্রতিকার করা দরকার। তুমি যেভাবে চলছ, ঐভাবে চললে চলবে না। change একটা দরকার।"

অলকা মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কোথাও পাঠিয়ে দিতে চান? ভাল মনে করেন ত তাই দিন।"

গুণী হাসিয়া বলিল, "সেরকম change নয়। তোমার জীবনযাত্রার ধরণটাই বদ্‌লে ফেলা দরকার।" একটু থামিয়া বলিল, "তোমাকে এক-

মাস বয়স থেকে কোলে ক'রে মানুষ করেছি অলকা, আমার মুখে এ প্রস্তাবটা তোমার কানে কিরকম লাগবে জানি না। তোমাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি, তা ত তুমি জানই। হয়ত ভালবাসাটা কি শ্রেণীর সে বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকতে পারে। সেইটাই আজ পরিষ্কার ক'রে নিতে চাইছি। তোমাকে একেবারে আমার নিজস্ব ক'রে নিতে চাই আমি। তোমার সুন্দর জীবনটা সম্পূর্ণ ক'রে আমার হাতে তুলে দাও, তোমার যত দুঃখ, যত ব্যথা সব আমি বইব তোমার হয়ে। আমার জীবন আলো ক'রে থাক তুমি। ছেলেবেলা থেকে একমাত্র তুমিই ছিলে আমার ভালবাসার পাত্রী, আজও তাই আছ।"

অলকার মাথাটা হঠাৎ চেয়ারের হাতলের উপর নামিয়া পড়িল। খোলা চুলের রাশি মুখের চারিপাশ ঢাকিয়া ছড়াইয়া পড়িল, তাহার বরফের মত ঠাণ্ডা হাতখানা কাঁপিয়া গুণীর হাত হইতে পড়িয়া গেল। গুণী বিস্মিত হইয়া তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অলকা, তোমাকে এত বিচলিত লাগছে কেন? আমার কথার একটা জবাব দাও।"

গুণীর মুখের দিকে না তাকাইয়া অলকা অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "আমি পারব না, গুণীদা।"

গুণী এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর একটু অস্বাভাবি স্বরে বলিল, "পারবে না? বলতে চাও আমাকে কোনোদিন ভালবাস তুমি? আমার মুখের দিকে তাকাও, তাকিয়ে বল।"

অলকা তাহার মুখের দিকে তাকাইল না, আবার বলিল, "দেবতাকে মানুষ যেমন ক'রে ভালবাসে, তেমনি ক'রে ভালবেসেছি, ভক্তি করেছি।"

গুণী তাহার মুখের দুই পাশ হইতে হাত সরাইয়া লইল। জিজ্ঞাসা করিল, "ভক্তি করলে কি ভালবাসা যায় না অলকা? দেবতা ভেবো না আমাকে, আমি সাধারণ মানুষ। সেই ভেবে আমাকে ভালবাসা কি

সম্ভব নয় ? আমি কি সবই ভুল বুঝেছিলাম ? তোমার চোখের দৃষ্টি কি এতদিন আমাকে মিথ্যা কথাই বলেছে ? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না অলকা !"

অলকার ঘাড় ভাঙিয়া মাথাটা আরও লুটাইয়া পড়িল, অস্ফুটস্বরে আবার বলিল, "আপনাকে স্বামী ব'লে গ্রহণ করতে পারব না আমি।"

ঘরের ভিতরের নীরবতা প্রায় শ্বাসরোধকারী হইয়া উঠিল। অলকা মাথা তুলিল না, কিন্তু তাহার সমস্ত সত্তা দিয়া অনুভব করিতে লাগিল যে গুণী তখনও তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চৈতন্যের উপর যেন একটা মূর্চ্ছার যবনিকা নামিয়া আসিতে লাগিল। হঠাৎ দরজার কপাটের শব্দে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, গুণী ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ঘরে সে একলা।

কোনও মতে কম্পিত দেহে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর আছাড় খাইয়া ঘরের মেঝেতে পড়িয়া বুক-ফাটা কান্না কাঁদিতে লাগিল।

তাহার অর্দ্ধেক প্রাণ হাহাকার করিতে লাগিল, "হতভাগিনী, কেন নিজের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিলি ? নিজের হাতে নিজের জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করিলি কেন ? যাহা তোর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনার ধন ছিল, যাহা ভগবানের অসীম করুণার দান বলিয়া গ্রহণ করা উচিত ছিল, তাহা তুই হেলায় হারাইয়া যাইতে দিলি কেন ? আর ত কোনওদিন এ পরমক্ষণ আসিবে না !"

আবার অস্ফুটগুঞ্জনে তাহার অন্য সত্তাটা যেন বলিল, "ভালই করিয়াছি। আমার জীবন আহুতি দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। যাহাকে সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, তাহার গৌরব-হানি না করিয়া আমি বিদায় হইলাম। আর কিছু দিয়া তাহার ভালবাসার ঋণ আমি শোধ করিতে পারিতাম না। জীবন বিসর্জ্জন দিয়াই করিলাম।"

কতক্ষণ যে সে মেঝের উপর পড়িয়াছিল, সে জ্ঞানই তাহার ছিল না। বাড়ীর অন্যত্র কোথায় কি হইতেছে, কেহ কথা বলিতেছে কিনা, কেহ তাহাকে ডাকিতেছে কিনা তাহাও খেয়াল করে । হঠাৎ বাহিরে তরুর ডাকাডাকি শুনিয়া দরজার কাছে গেল। সে অলকাকে খাইতে ডাকিতে আসিয়াছে।

অলকা কোনও মতে বলিল, "আমাকে আর ডেকো না আজ। আমি বেরতে পারব না, খাবও না।"

ফিরিয়া গিয়া আবার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইল। গুণীর ছবি এ বাড়ীর সব ঘরেই একটা না একটা ছিল। অলকার ঘরে, তাহার চোখের সামনেই পড়িল একখানা ছবি। গুণী ডিগ্রী গ্রহণ করার সময় তোলা হইয়াছিল বোধ হয়। ছবিটা যেন একদৃষ্টে অলকারই দিকে চাহিয়া আছে। কাছে গিয়া ছবিখানা দেওয়ালের গা হইতে পাড়িয়া লইল। চিত্রের পায়ে অসংখ্যবার চুম্বন করিয়া, তাহার পর সেখানার উপর মাথা রাখিয়া আবার কঠিন ভিত্তিতলে লুটাইয়া পড়িল।

শুক্লা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া না দেখিতে পাইল গুণীকে না অলকাকে। তরুর কাছে তবু অলকার একটা খবর পাওয়া গেল, গুণীর খবর কেহই দিতে পারিল না। বিস্মিত ভাবে ভাবিল, "এদের হল কি? আমি বেরবার আগে ত তাদের ভালই দে'খে গেলাম?"

চাকরবাকর, শশিমুখী, শুক্লা সকলে বসিয়া বসিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া গেল। দশটা বাজিল, সাড়ে দশটা, এগারোটা, শেষে বারোটা। শুক্লা ভয় পাইয়া বলিল, "মা কি হবে? বড়দার কোনও বিপদ্-আপদ্ হল না ত? কোথায় খবর নেওয়া যায়?"

শশিমুখী কিছু উত্তর দিবার আগেই দূরে গুণীর গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল। শুক্লা ছুটিয়া গিয়া জানলার ধারে দাঁড়াইল। গুণী নামিয়া পড়িয়া, কোনওদিকে না তাকাইয়া সোজা উপরে উঠিয়া আসিল।

শশিমুখী ঘুমের ঘোরে ঢুলিতে ঢুলিতে বলিলেন, "বাঁচালি বাবা, ভয় ধ'রে গিয়েছিল। কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?"

গুণী সংক্ষেপে উত্তর দিল, "কাজ ছিল। তোমরা শোও গিয়ে, আমার জন্যে ব'সে থেকো না। চাকরদের বল, টেবিলে আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে যেতে, আমার খেতে দেরি হবে একটু।"

শশিমুখী আর কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন, সত্যই তাঁহার অত্যন্ত ঘুম পাইয়াছিল। শুক্লা একটু দূরে দাঁড়াইয়া গুণীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। চোখে তাহার দারুণ বিস্ময়। বড়দার চেহারা এমন দেখাইতেছে কেন ? শ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া পঙ্গপালের দল চলিয়া যাইবার পর সেটার যেমন একটা সর্ব্বহারা মূর্ত্তি হয়, গুণীকে যেন সেইরূপ দেখাইতেছে।

সাহস সঞ্চয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বড়দা, তোমার শরীর ভাল আছে ?"

গুণী বলিল, "ভালই ত।"

শুক্লা বলিল, "অলকাটাকে কিছুতেই ঘর থেকে বার করা গেল না। খাওয়া দাওয়া কিছুই করেনি। তুমি একবার ডাকবে ?"

গুণী বলিল, "থাক, এত রাতে আর ওকে বিরক্ত ক'রে কাজ নেই। কাল দেখব।"

শুক্লা অগত্যা নিজের ঘরে চলিয়া গেল এবং খানিক পরে ঘুমাইয়া পড়িল। সারাবাড়ীতে বিরাজ করিতে লাগিল অটুট নীরবতা। শুধু একটা ঘরের মেঝের উপর ছিন্ন কুসুমমালার মত তরুণী মূর্ত্তি তীব্র ব্যথায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, অন্য এক ঘরে পাষাণ-মূর্ত্তির মত একটি যুবকের ছায়া ঘরের দেওয়ালের গায়ে সারারাত প্রতিফলিত হইয়া রহিল।

রাত্রিটা কাটিয়া গেল। বাড়ীর লোকজন, চাকর-বাকর সব উঠিল,

সাড়া জাগিল, কাজ আরম্ভ হইল। শুক্লা অনেক রাতে ঘুমান সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। সকালে বড়দা ও কে জোর করিয়া খাওয়াইতে হইবে। কাল ত দুজনে অনাহারে কাটাইয়াছে। গুণী যে খায় নাই, এ বিষয়ে শুক্লার কোনও সন্দেহ ছিল না।

খাইবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, সেখানে কেহ নাই। তবে গুণীর ঘরের দরজা খোলা। বাহিরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বড়দা, তুমি ঘরে রয়েছ? চা খাবে এখন?"

গুণী বলিল, "একটু পরে খাব। আমি খানিকটা বেড়িয়ে আসি হেঁটে।"

শুক্লা এইবার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "লক্ষ্মীটি বড়দা, এখন বেড়াতে যেয়ো না। আগে দেখ, ঐ মেয়েটার কি হল। ওর ভাবনায় কাল রাত্রে আমার ঘুম হয়নি। যা মেয়ে, কি হয়েছে কে জানে? ক'দিন থেকেই ভয়ানক অদ্ভুত ব্যবহার করছে।"

গুণী ছড়িটা ঘরের কোণে রাখিয়া দিয়া বলিল, "তুই ডেকে দেখ্ না রে?"

শুক্লা বলিল, "আমি ডাকলে সাড়াও দেবে না, দরজাও খুলবে না। একমাত্র তুমি ডাকলেই যদি খোলে।"

গুণী ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল, "চল্ দেখি।"

গুণী গিয়া অলকার ঘরের দরজায় কয়েকবার আঙ্গুল দিয়া ঠক্ঠক্ করিয়া শব্দ করিল। নাম ধরিয়া অলকাকে ডাকিতে তাহার আর ইচ্ছা ছিল না।

ভিতর হইতে অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

গুণী বলিল, "আমি, দরজাটা একটু খোলো।"

মিনিট খানিক পরে দরজার হুড়কাটা খুলিয়া গেল। পা দিয়া কপাটটা খুলিয়া ফেলিয়া গুণী বলিল, "আমি ভিতরে আসছি অলকা।"

অলকা উত্তর দিল না। সে যে পরদার ওপাশেই দাঁড়াইয়া আছে তাহা গুণী বুঝিতে পারিল, তাহার শাড়ীর পাড় দেখা গেল বাহির হইতেই।

পরদা সরাইয়া গুণী ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল। অলকা সামনেই দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু অলকা বলিয়া চিনিবার আর বিশেষ কোনও উপায় নাই। চুল খোলা, বেশবাস বিপর্য্যস্ত, মুখ রক্তহীন বিবর্ণ, কপালে মস্তবড় একটা কালশিরার দাগ। দুই চোখ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

একবার গুণীর দিকে চাহিয়াই অলকা চোখ নামাইয়া লইল। কোনও কথা বলিবার চেষ্টা করিল না।

গুণী কয়েক মিনিট একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কি করেছ সারারাত তুমি? আত্মহত্যা করতে চে করছিলে?"

অলকা উত্তর দিল না। দাঁড়াইবার ক্ষমতা বোধহয় আর ছিল না, মাটিতে বসিয়া পড়িল গুণীর পায়ের কাছে। দুই হাতের ভিতর মুখ লুকাইয়া ভগ্নকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল।

গুণী মনে মনে বলিল, "ভগবান্, তুমি আমাকে শক্তি দাও!" অলকার কাছে গিয়া তাহার অলুলায়িত কেশরাশির উপর হাত রাখিল। বলিল, "কালকের সব কথা ভুলে যাও অলকা ওঠ তুমি। আমি আগেকার সেই আমিই আছি। আমাকে এ রকম শাস্তি দিও না তুমি। এসব আমি চোখে দেখতে পারব না।"

অলকা থামিয়া গেল। তাহার পর মাথা তুলিয়া গুণীর মুখের দিকে তাকাইল, বিস্ফারিত অশ্রুসজল চোখে। হঠাৎ তাহার পায়ের উপর একখানা হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি করব?"

গুণী হাতখানা সরাইয়া দিল, বলিল, "ওঠ, মুখ হাত ধোও, খাবে

চল। আমি তোমায় শিশুকাল থেকে দেখছি, তোমার স্বাস্থ্যের জোর যে কত কম তা আমি জানি। আর এক সপ্তাহ এরকম কর যদি, তুমি আর বাঁচবে না। সেইটাই আমাকে দেখাতে চাও ?"

অলকা খাটের রেলিং ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গুণী বলিল, "আমি শুক্লাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমাকে সাহায্য করবে। যাও, মুখ হাত ধুয়ে ফেল। স্নান ক'রে নিতে পার ত আরও ভাল। এরকম বলির পশুর মত চোখ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ো না। আমার দিয়ে কোনও অনিষ্ট তোমার কোনওদিন হয়নি, হবেও না। তোমার মনের শান্তি যাতে নষ্ট হয়, এমন কিছুই আর কোনওদিন আমি করব না।" সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শুক্লা তখনও খাইবার ঘরে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার কাছে গিয়া গুণী বলিল, "ওর ঘরে যা একটু। স্নান করিয়ে দিতে পারিস ত ভাল।"

শুক্লা জিজ্ঞাসা করিল, "অলকা ভাল আছে ত বড়দা ?"

গুণী বলিল, "ভাল আছে আর কি ক'রে বলি ? তবে আছে এখন পর্য্যন্ত। তুই যা, আর দেরি করিস্ না।"

শুক্লা চলিয়া গেল। খানিক পরে অলকাকে লইয়া আবার ফিরিয়া আসিল। অলকা স্নান করিয়াছে, কাপড়চোপড় বদলাইয়াছে। তবে চোখের মুখের চেহারার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

গুণী বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। অলকার দিকে তাকাইয়া বলিল, "খানিকটা দুধ অন্ততঃ খেয়ে নাও, solid food কিছু হয়ত এখন তোমার গলা দিয়ে যাবে না। তারপর গিয়ে ঘুমোও খানিকক্ষণ। এমনি না পার, ঘুমের ওষুধ একটা দিয়ে দিচ্ছি।"

অলকা কথা না বলিয়া নীরবে তাহার আদেশ পালন করিতে লাগিল।

শুক্লার বিস্ময়ের সীমা ছিল না, অলকার চেহারা দেখিয়া। কিন্তু এ বিষয়ে কৌতূহল প্রদর্শন করা এখন উচিত হইবে না মনে করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

খানিক পরে গুণী বলিল, "থাক্, আর খাবার চেষ্টা ক'রে দরকার নেই। তুমি পারবে না এখন। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়, ওষুধটা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

অলকা উঠিয়া অবসন্ন গতিতে চলিয়া গেল।

২৩

সেদিনটা অলকা আর ঘর হইতে বাহির হইল না। গুণী তাহাকে দুই-একবার দেখিয়া গেল, দরকার মত ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিল। শুক্লা ও তরু মিলিয়া তাহার যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিল। নানা কারণে অলকা সম্বন্ধে শশিমুখীর মন প্রসন্ন ছিল না, তবুও বাড়ীর গৃহিণী হিসাবে তিনিও বার-দুই তাহার খবর লইয়া গেলেন।

পরেশও সে যাত্রা সাম্‌লাইয়া গেলেন। বাহিরের দিক্ হইতে দেখিয়া মনে হইল, এ পরিবারের উপরে যে ঝড়ের মেঘ নামিয়া আসিয়াছিল, তাহা যেন কাটিয়া গেল।

অথচ সে সহজ আনন্দ আর ফিরিল না। গৃহস্বামী গুণী এখন আর বাড়ীতে থাকেই না প্রায় কোনও সময়। নিতান্ত আহারনিদ্রার ব্যাপারটা এ বাড়ীতে না সারিলে নয়, সেটুকু সে করে। অলকার সঙ্গে সামনাসামনি সাক্ষাৎ প্রায় হয় না, কখনও যদি দৈবাৎ দেখা হইয়া যায়, গুণী অন্যদিকে তাকাইয়া চলিয়া যায়। কেহ কথা না বলিলে কথা বলে না, বলিলেও যতটা পারে সংক্ষেপে উত্তর দেয়। শুক্লা আগের মত হাসি-

ঠাট্টা করিয়া বাড়ীর আবহাওয়াটাকে হাল্‌কা রাখিবার চেষ্টা করে, কিন্তু এ কার্য্যে কেহই তাহার সহায়তা করে না। একমাত্র শশিমুখীই প্রায় আগেরই মত চালে চলেন। খাইয়া দাইয়া, চাকরবাকরকে বকিয়া, সংসারের হিসাব লিখিয়া, সময় তাঁহার বেশী হাতে থাকে না। তবে সরল সম্বন্ধে প্রায়ই অভিযোগ করেন তিনি, কিন্তু এ বিষয়ে কাহারও কাছে সাড়া পান না।

অলকা নিজের ঘরের কোণ ছাড়িয়া সহজে বাহির হইতে চায় না। তবে গুণীর নির্দ্দেশমত নাওয়া খাওয়া সবই করিয়া যায়। পড়িবার চেষ্টা করে, কিন্তু বইয়ের পাতার অক্ষরমালা অর্থহীনভাবে শুধু চোখের উপর নাচিয়া যায়, কিছুই যেন সে বুঝিতে পারে না। কলেজে যাইবার অনুমতি এখনও পায় নাই। গুণীকে দেখিলে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। নিজের মানসিক বলের উপর বিশ্বাস তাহার কমিয়া আসিতেছে। পাঁচ মিনিট যদি তাহাকে কেহ জোর করিয়া গুণীর সম্মুখে দাঁড় করাইয়া রাখে, তাহা হইলে সে হয়ত এখনই আত্মসমর্পণ করিয়া বসে। কিন্তু দুর্ব্বল হইলে চলিবে কেন? নিজের বলিদানটা ত বিফল হইতে দেওয়া যায় না? প্রাণমাত্র সম্বল তাহার ছিল, সেই প্রাণেরও মায়া সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিয়া, যে কণ্টকাকীর্ণ পথে সে পা বাড়াইয়াছে, সে পথে তাহাকে চলিতেই হইবে, জীবনান্ত পর্য্যন্ত।

মানিনীর কথা প্রায়ই চিন্তা করে। চিঠির উত্তর . . দেয় নাই। তবে গহনার দোকানে গিয়া সাক্ষাৎ করাটার সময় এখনও আছে। কালই রবিবার। এইটুকু হাঁটিয়া যাইতে কি সে পারিবে না? গাড়ী করিয়া যাইতে হইলে গুণীর অনুমতির প্রয়োজন হইবেই হইবে, কিন্তু গুণীর সঙ্গে কথা বলিবার মত সাহস তাহার নাই। কিন্তু না জানাইয়া যাওয়া কি ঠিক হইবে?

রবিবার সকালে গুণী হঠাৎ কলিকাতার বাহিরে চলিয়া গেল।

বলিয়া গেল, সন্ধ্যার পর আসিবে। অলকা স্থির করিল যে সে মানিনীর সঙ্গে দেখাটা করিয়াই আসিবে। গুণী ফিরিলে পর সে চেষ্টা করিবে তাহাকে সব কথা বলিতে। সম্ভবতঃ গুণী অত্যন্তই বিরক্ত হইবে, হয়ত অলকাকে আর বাড়ীতে রাখিতেও চাহিবে না। কিন্তু এ সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া লইয়াও সে যাওয়াই স্থির করিল।

চা খাওয়া শেষ করিয়া, বাহিরে যাইবার মত কাপড়চোপড় পরিয়া সে প্রস্তুত হইয়া নিজের ঘরে বসিয়া রহিল। গুণীর গাড়ী চলিয়া যাইবার শব্দ পাইয়া তবে সে বাহিরে আসিল। শুক্লা তখন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছিল, বোধহয় গুণীকে বিদায় দিতেই নীচে গিয়া থাকিবে। অলকাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, রবিবারেই কলেজে যাবার জোগাড় করছিস্ নাকি?"

অলকা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "তোমার কি ধারণা যে আমার মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে?"

শুক্লা বলিল, "বাকি যে কি আছে, তাও ত দেখি না। শুধু তোমার কেন, বাড়ীসুদ্ধ সকলেরই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তা সে যাক, তোমাদের মাথার ভাবনা তোমরাই ভেব, এখন যাওয়া হচ্ছে কোথায়?"

অলকা বলিল, "এই পাড়ারই এক জায়গায়। ঘণ্টা খানিকের মধ্যেই ফিরে আসব। এই চুড়িটার মুখ ছেড়ে গিয়েছে, ঐ দোকানটায় সেটা সারিয়ে আনব।"

গহনা সম্বন্ধে অলকা তাহা হইলে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে? ইহা তাহার মানসিক স্বাস্থ্যের একটা লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া শুক্লা সন্তুষ্ট চিত্তেই বলিল, "তা যা ঘুরে আয়। অমিয়াদের বাড়ী যাচ্ছিস বুঝি? বাইরে বেরোলে শরীর মন, দুইই একটু ভাল বোধ করবি। যা সারাক্ষণ ঘরের কোণে ব'সে থাকিস।" সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া অলকা রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

অন্য সময় হইলে এই সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনায় তাহার চিত্তে না-জানি কি আলোড়নই উপস্থিত হইত! তাহার মা! তাহাকে অলকা মনে আনিতে পারে না। আজই সে প্রথম দেখিবে তাহাকে। সত্য বটে এ সাক্ষাতে কোনও আনন্দ নাই, কোনও গৌরব নাই, আশা নাই, তবু আগ্রহ যে একেবারে নাই তাহা নয়। অলকা আজ জগতে একেবারে একাকিনী, কোনও আশ্রয়, কোনও অবলম্বন তাহার নাই। এখানে আশ্রয় লাভ করিবার কথা সে কল্পনাও করিতে পারে না তবু দেখিতে তাহার ইচ্ছা করে।

দোকানটা বেশী দূর নয়। অলকা সেটার সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, বাহিরে একখানা বড় গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। দোকানের ভিতরে তেমন কিছু ভীড় নাই। সোজা ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

গহনার একটা বড় "শো কেস্"এর সামনে চেয়ারে বসিয়া একজন মহিলা ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। তাঁহার দিকে তাকাইবা মাত্র অলকার শরীরের ভিতর দিয়া একটা অজানা ভাবের শিহরণ খেলিয়া গেল। তাহা যে কি, ভীতি না আনন্দ, না ঘৃণা, সে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিল না। এই নিশ্চয় তাহার মা।

মহিলাটি মধ্যবয়স্কা, চল্লিশের উপর বয়স হওয়াই সম্ভব, যদিও তরুণী সাজিবার একটা উৎকট প্রয়াস তাহার সাজসজ্জায় বর্ত্তমান। মুখে রুজ, পাউডার ও লিপ্ষ্টিক্ এমন পুরু করিয়া মাখান, যে মুখের রং কিরূপ বোঝাই যায় না, ফরসা হওয়াই সম্ভব। দেহ মেদ-ভারাক্রান্ত বিপুল, হাতে বড় বড় নখ, ঘোর রক্তবর্ণে রঞ্জিত। পায়ের নখগুলিও রং করা। পরিধানে ঘোর সবুজ সাটিনের হাতকাটা জামা এবং ফিকা সবুজ রংএর জর্জ্জেটের শাড়ী, তাহাতে স্থরাটী জরির পাড় বসান। অলঙ্কার অনেকগুলি সর্ব্বাঙ্গে ঝক্ঝক্ করিতেছে, বেশীর ভাগই জড়োয়া। একটা উগ্র সুগন্ধ তাহার চারিপাশের বায়ুমণ্ডলকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে।

অলকা ঘরে ঢুকিতেই মানিনীর দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছিল, সে হেলিয়া দুলিয়া উঠিয়া আসিল। অলকার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, "তুমি অলকা ত? দে'খেই চিনেছি। আমার ধাঁচের মুখ চোখ সবই হয়েছে।"

অলকা মাথা হেলাইয়া শুধু জানাইল সে অলকাই বটে, কথা বলিতে ইচ্ছা করিল না। মানিনী বলিল, "চল, ঐ দিকের ঐ কোণটায় গিয়ে বসি। এদিকে সারাক্ষণ লোকজন আসছে। কতক্ষণ থাকতে পারবে? গুণীদের ব'লে এসেছ, না এমনি?"

অলকা এইবার কথা বলিল, "না, গুণীদাকে ব'লে আসিনি। তিনি কলকাতায় নেই এখন। আধঘণ্টা খানেক থাকতে পারি।"

হলের এক কোণে দুখানা চেয়ার আগে হইতেই সাজান ছিল, মানিনীই বোধহয় ব্যবস্থা করাইয়া রাখিয়াছে। সেইখানে গিয়া একটা চেয়ার টানিয়া নিজে বসিয়া পড়িল। অলকাকে বলিল, "বোসো মা, তোমায় দে'খে কি খুসী যে লাগছে। সেই কচি বয়সে শেষ দেখেছি। ভারি সুন্দর দেখতে হয়েছ তুমি, ভাগ্যে বাপের চেহারা পাওনি। কিন্তু তারই মত রোগা দেখছি। শরীর কি তোমার ভাল না? একটু আইসক্রীম আনতে বলব?"

অলকা প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, কিছু দরকার নেই, আমি একটু আগেই চা খেয়ে বেরিয়েছি। একটু অসুখ করেছিল, তাই রোগা দেখাচ্ছে বোধহয়।" পিতার চেহারা সম্বন্ধে এরকম মন্তব্য করায় তাহার মায়ের প্রতি বিরাগটা আরও বাড়িয়া গেল।

মানিনী বলিল, "থাক তবে। গুণীদের বাড়ীতে কে কে আছে এখন? পরেশ ডাক্তার বেঁচে আছে? তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে ওরা?"

অলকা বলিল, "বাড়ীতে জ্যাঠামশায় আর গুণীদা ছাড়া, গুণীদার এক

পিসী থাকেন তাঁর মেয়েকে নিয়ে। আমার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করে সবাই।"

"তা করবে। গুণী ছেলে ভাল, ছোটবেলা তোমায় বড় ভালবাসত। তা তোমার খরচপত্তর কি সেই চালায়? না তোমার বাপ কিছু রেখে গিয়েছে?"

অলকা বলিল, "কিছু রেখে গেছেন শুনেছি।"

"কত তা জান না? কতই বা হতে পারে? ওর ঐ একখানা বাড়ী ছাড়া কিছু ত ছিল না? পাঁচ ছ' হাজার হয়ত তার দাম উঠেছে। তা তেমনি তুমি আছ এদের বাড়ী প্রায় দুবছর হতে চলল। আধাআধি খরচই হয়ে গেছে বোধ হয়। খাওয়া-পরা আছে, কলেজে পড়া আছে, গহনাগাঁটিও ত বেশ গায়ে রয়েছে দেখছি। ওরা পয়সাওয়ালা লোক, খরচপত্র ক'রেই থাকে বোধহয়? তা, তোমার পড়া শেষ হতে আর কতদিন লাগবে?"

অলকা বলিল, "বছর তিন-চার লাগতে পারে। এম্ এ, কি বি টি, কিছু একটা পাশ না ক'রে পড়া ছাড়ব না।"

মানিনী বলিল, "তাহলে ও ক'টা টাকায় তোমার কিই বা হবে? সেই জন্যেই লিখেছিলাম, ওদের কাছ থেকে চ'লে এস যদি, তাহলে আমি তোমায় খুব ভাল বোর্ডিংএ রেখে পড়াতে পারি। আমার স' ব্যবস্থা ক'রে দেবার লোক আছে। এম্ এ পড়তে চাও, বিলেত .ত চাও, সবের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আজকালকার গেরস্ত ঘরের মেয়েরাও সব নাচগান শিখছে, সে-সব শেখাবার চমৎকার ব্যবস্থা করতে পারি। তুমি কি বল?"

মানিনীর সান্নিধ্যটাই অলকার অসহ্য লাগিতেছিল। কেন আসিল সে? দুঃখের ত এমনিতেই তাহার সীমা নাই, আরও একটা আত্মগ্লানির ক্ষেত্র বাড়াইয়া কিই বা তাহার লাভ হইবে? গুণীর কাছে এই সাক্ষাতের

বৃত্তান্ত একেবারেই চাপিয়া যাইবে, না বলিবে? বলার ফল কি হইবে তাহাই বা কে জানে?

মানিনীর প্রশ্নে হঠাৎ যেন ঘুম হইতে জাগিয়া সে বলিল, "এখনি কিছু বলতে পারছি না। ভেবে দেখব।"

কন্যার বিষণ্ণ ম্লান মুখশ্রীর দিকে তাকাইয়া মানিনী জিজ্ঞাসা করিল, "শরীর ত ভাল না তোমার, মনও বুঝি ভাল নেই? তা এ অবস্থায় মন কি ক'রেই বা ভাল থাকবে? পরের বাড়ী প'ড়ে আছ, আপনার বলতে কেউ নেই। তোমার বাপ যদি ঐ সব উইল মুইল না ক'রে যেত, তা হলে আর ভাবনা ছিল কি? এখনি গাড়ী ক'রে নিয়ে চ'লে যেতাম। কিন্তু সে জো ত রাখেনি? শেষে থানা পুলিশ করতে পারব না বাপু, এই বয়সে। গুণীকে আমার চিঠির কথা বলেছিলে কিছু? তার মত কি?"

অলকা বলিল, "তাঁকে এখনও জানাইনি। বোধ হয় মত দেবেন না।"

মানিনী বলিল, "কেন যে দেবে না, তাও বুঝি না। একটা দায় ঘাড় থেকে নেমে যেত। নিজের কিছু মতলব টতলব আছে নাকি?"

অলকা অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "না, না, সে সব কিছু নয়। সব মানুষ ত সব জিনিষ এক চোখে দেখে না?"

মানিনী বলিল, "আচ্ছা, ভেবে চিন্তে দেখ। আমার ঠিকানা ত তোমার জানাই আছে? ভুলেও যদি যাও ত এই দোকানে খোঁজ করলেই জানতে পারবে। এদের আমি বাঁধা খদ্দের। সামনের রবিবারেও এখানে আসব আমি। গুণীকে বুঝিয়ে ব'লো। তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না! যা না করতে চাও, এমন একটা কাজও আমি তোমাকে করতে বলব না। আমার ত আর ছেলেপিলে নেই, তোমার আশা আমি ছাড়ি কি ক'রে? এখনই ত দে'খে এমন মায়া প'ড়ে গেছে যে ছেড়ে যেতে মন সরছে না।"

অলকার হাসি পাইল। তাহার মায়ের মনে এত বাৎসল্যরস যদি ছিল, তাহা হইলে অলকার আজ এ দশা কেন? স্রোতের মুখে শৈবালের মত আজ সে ভাসিয়া চলিয়াছে, চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে দুস্তর পারাবার, কূল কোথাও নাই, আশ্রয় কোথাও নাই।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "আমি আজ আসি তবে। গুণীদাকে ব'লে দেখব তিনি কি বলেন।"

মানিনীও কষ্টেসৃষ্টে নিজের দেহখানাকে টানিয়া তুলিল। হাতের ব্যাগটা খুলিয়া বলিল, "আর দেখ মা, তোমর জন্যে এই মুক্তোর মালাটা এনেছি আমি। এত আছে, অথচ পরবার লোক নেই। তোমাকে কোনো-দিন কিছু দিই নি, দিতে মন চায়। আর এই পাঁচশ টাকা, হাতখরচের জন্যে।"

অলকা মানিনীর প্রসারিত হাত ঠেলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "না, না, ও সব আমাকে দেবেন না আপনি। গহনা টহনা বিশেষ পরি না আমি, আর টাকার কিছুই দরকার নেই আমার। আমি যাচ্ছি এখন, পরে চিঠি লিখব," বলিয়া তড়তড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া একেবারে রাস্তায় গিয়া হাজির হইল। অত্যন্ত দুর্ব্বল দেহ তার, কিন্তু সে সমস্তই তখন সে ভুলিয়া গিয়াছিল। দ্রুতপদে হাঁটিয়া সে যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল তখন দেখিল যে তাহার বক্ষের ভিতর শোণিতস্রোত যেন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, কপাল ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে।

কোনও মতে দোতলায় উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া, খাটের উপর বসিয়া পড়িল। ছি, ছি, মানিনীর সহিত দেখা করিতে গিয়া সে বোধহয় ভাল করে নাই। মা ছিল না তাহার, সে দুঃখ ত সহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই মা থাকার দুঃখ সে সহ্য করিতে পারিলে হয়। গুণীদাকে বলিবে কি এই কথা? তিনি কি ভাবিবেন অলকাকে? কিন্তু বলিবার সাহসই কি অলকার হইবে? গুণীর দিকে তাকাইতেই ত তাহার ভরসা হয় না।

সেই রকম মর্ম্মভেদী দৃষ্টি লইয়া গুণী যদি আর একবার তাহার চোখে চোখে তাকায়, তাহা হইলে অলকা সহ্য করিতে পারিবে না। অজ্ঞান হইয়া সেইখানেই গুণীর পায়ের কাছে পড়িয়া যাইবে। না, না, অলকা তাহাকে কিছু বলিতে যাইতে পারিবে না।

মানিনীর সহিত আর কোনও সম্পর্ক রাখা কি উচিত? কন্যাকে পাইবার আগ্রহ তাহার খুবই প্রবল, কারণ তাহার যাহাই হোক। সম্ভবতঃ বৃদ্ধবয়সের অবলম্বন রূপেই সে অলকাকে চায়। টাকাকড়ি যথেষ্ট আছে, অলকার জন্য খরচ করিতেও সে কাতর নয়। কিন্তু অলকার সমস্ত মন যে মাতাকে দেখিয়া বিদ্রোহ করিয়া বসিয়াছে। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আবার স্নান করিয়া কাপড়চোপড় ছাড়িয়া ফেলে, কিন্তু সে মনোভাবটা দমন করিয়া ফেলিল। মানুষকে অমন করিয়া ঘৃণা করা উচিত নয়। মানিনী পাপ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বিচার করিবেন ভগবান্, অলকা ত বিচারক নহে?

এখন কিছু না করাই সে স্থির করিল। কিছুদিন কাটিয়া যাক, তাহার ভাগ্য তাহাকে কোন্ পথে টানে দেখা যাক আগে, তাহার পর এ বিষয়ে যাহা করিবার করা যাইবে। কোনো তাড়া ত নাই?

দোকানে আরও মিনিট দশ বসিয়া, মানিনী বাড়ী চলিয়া গেল। অলকাকে দেখিয়া তাহার ভারি পছন্দ হইয়াছিল। হাঁ, সুন্দরী মেয়ে বটে। তা হইবে না-ই বা কেন? কাহার মেয়ে দেখিতে হইবে ত? ভাগ্যে সেই দাঁড়কাক বাপের মত দেখিতে হয় নাই। মানিনী শুনিয়াছিল যে তাহার নিজের মা খুবই সুন্দরী ছিলেন। ভাবিল, মেয়ে বোধহয় তাঁহার মত হইয়াছে। কিন্তু মেয়েটার বুদ্ধিশুদ্ধি নাই, এখানে বাপের রক্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। টাকাকড়ির মূল্য বোঝে না সে, না হইলে মাকে এমন ভাবে প্রত্যাখান করিতে পারিত না। গুণী সম্ভবতঃ তাহাকে বিবাহ করিবে না, তখন ত মেয়েকে চাকরী করিয়া খাইতে হইবে। এখন মায়ের কাছে

চলিয়া আসিয়া গুছাইয়া বসিলে, রাজার হালে থাকিতে পারিত। দেখা যাক চেষ্টা করিয়া, এখনই হাল ছাড়িবার কোনো প্রয়োজন নাই। সরলের সঙ্গে আর একবার পরামর্শ করিয়া দেখিবে, ভাবিয়া রাখিল।

অলকার সঙ্গে শুক্লার দেখা হইল সেই খাইবার সময়। তাহার আগে জ্যোতিষ আসিয়াছিল, কাজেই শুক্লার আর তখন কাহারও খোঁজ খবর লইবার অবসর হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে কখন এলি? চুড়ির মুখ সারান হল?"

অলকা বলিল, "না, ওদের কারিগরটা আসেনি আজ। তুমি এতক্ষণ খাওনি যে?"

শুক্লা বলিল, "এই ভদ্রলোক এল, কথা বলতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। বড়দাও নেই, মাও আজ আমার আর এক মামার বাড়ী গিয়ে ব'সে আছেন। তাই একটু যথেচ্ছাচার করলাম। নে, তুই খেতে বোস্।"

অলকা খাইতে বসিল। শুক্লা খানিক পরে প্লেটের ভাত তরকারি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "হ্যাঁরে, তুই কি নিয়ে বড়দার সঙ্গে এত ঝগড়া করলি?" কথাটা জানিবার জন্য শুক্লার আগ্রহের সীমা পরিসীমা ছিল না, কিন্তু গুণীর ভয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না, অলকারও এমন একান্ত আর্ত্ত অবস্থা ছিল এই ক'দিন যে তাহাকেও কিছু বলিতে পারে নাই।

অলকা মাথা নীচু করিয়া বলিল, "কই, ঝগড়া আবার কখন হল?"

"না, ঝগড়া কি আর হয়েছে? না-হয় আমি প্রেমেই পড়িনি, তাই ব'লে ঘাস ত আর খাই না? ও ত এমন মুখ ক'রে বেড়ায় যে ওর দিকে তাকাতেই আমার ভয় করে। কারও সঙ্গে কথা বলে না, ঘরে একদণ্ড বসে না। আর তুমি ত 'ফিট্' ক'রে, মাথা কুটে, না খেয়ে, না ঘুমিয়ে এমন ব্যাপার আরম্ভ করেছ যে আমার মেয়ে হলে আমি তোমাকে

পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিতাম। বলতে চাও এসবের কোনো কারণ নেই, শুধুশুধুই হচ্ছে ?"

অলকা সোজাসুজি মিথ্যা কথাটা আর বলিতে পারিল না। বলিল, "কারণ কিছু আছে নিশ্চয়ই। তুমি কিন্তু সেটাকে যে ধরণের ভাবছ, সে ধরণের নয়। আমি তোমাকে এখন বোঝাতে পারব না ভাই।"

২৪

শীতটা যাই যাই করিয়াও যাইতেছিল না। একবার একটু গরম পড়ে আবার ঠাণ্ডা পড়ে। কলিকাতায় বারোমাসই অসুখের হিড়িক লাগিয়া থাকে, এখন সেটা প্রবলতর হইয়া উঠিল।

গুণীর সচরাচর অসুকবিসুখ করে না। স্বাস্থ্য তাহার বরাবরই বেশ ভাল। অলকা এ বাড়ীতে আসার পর কখনও তাহাকে অসুখ করিয়া শুইয়া থাকিতে দেখে নাই। যখন তাহারা পুরী গিয়াছিল, তখন একবার মাত্র শুনিয়াছিল যে গুণীর অসুখ করিয়াছে।

এবার হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা সে জ্বর লইয়া বাড়ী ফিরিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজের ঘরে শুইয়া রহিল। রাত্রে খাইবার টেবিলে তাহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া শুক্লা বলিল, "বড়দা এখনও খেতে এল না যে ? সেই কখন শুনেছি তার গাড়ী এসে গেছে।"

শশিমুখী বলিলেন, "বামাচরণ, যাও, দাদাবাবুকে বল গিয়ে টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে।"

বামাচরণ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু খাবেন না, তাঁর জ্বর হয়েছে।"

অলকা কেমন যেন চমকাইয়া উঠিল। গুণীদার ত কখনও অসুখ

করে না? তাহার উপরেই ত রোগে শোকে অন্য সকলে নির্ভর করে? তাঁহার অসুখ কেন হইল? এ কি অলকাকেই শাস্তি দিবার আর একটা ব্যবস্থা?

শুক্লা বলিল, "এই সেরেছে। আমার পাতে এখন খাবার দিও না, আগে দে'খে আসি ওর কি হয়েছে।" সে উঠিয়া পড়িয়া গুণীর ঘরে চলিয়া গেল।

অলকার সমস্ত প্রাণটা যেন তাহার সঙ্গে ছুটিয়া যাইতে চাহিল। গুণীদার অসুখ করিয়াছে, একলা পড়িয়া আছেন তিনি। সংসারের সকলের সেবা করিবার জন্য তিনি আছেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিবার ত কেহ নাই? কিন্তু তাঁহার কাছে যাইবার অধিকার অলকার আর নাই। দুজনের মাঝখানে যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সে নিজে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাকে অতিক্রম করা শত ইচ্ছাতেও সম্ভব হইবে না। গুণীদাও তাহাকে দেখিয়া কিছুই সন্তুষ্ট হইবেন না।

শুক্লা খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "জ্বর খুব বেশী নয়, তবে সর্দ্দি কাশি আছে বেশ। কাছে যেতেই দেবে না ত দেখব কাকে? এরকম মেজাজ বড়দার কোনোদিন ছিল না।"

শশিমুখী বলিলেন, "শরীর ভাল না থাকলে, মেজাজ আর ভাল কার থাকে বল? বাড়ীতে ত নিত্যি রোগ লেগেই আছে, আর তার তাল সামলাতে হচ্ছে গুণীকে। ঘরে বাইরে একটা লোক কাহাতক আর পারে?" তিনি বক্র দৃষ্টিতে অলকার দিকে একবার তাকাইয়া লইলেন। অলকাকে আজকাল আর তাঁর কিছুই ভাল লাগিত না। নিজের ছেলেটা ত ঘর ছাড়িয়াই গেল এই মেয়েটার জন্য। গুণীর মত হীরার টুকরা ছেলে, তাহার সঙ্গেই বা এ মেয়ে এমন ব্যবহার করে কেন?

অলকা খাওয়া সারিয়া অন্যদের আগেই টেবিল ছাড়িয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। গুণীর ঘরের ভিতর সবুজ একটা আলো জ্বলিতেছে, দরজা

খোলা, তবে পরদাটা ফেলা আছে, ভিতরে কাহাকেও দেখা যায় না। নরহরি সোডাওয়াটার লইয়া আসিল একবার। কম্পাউণ্ডার অখিলও দুই-একবার ওঠা-নামা করিল।

অলকার শুইতে বা ঘুমাইতে, কিছু করিতেই আর ইচ্ছা করিতেছিল না। যদি কেহ তাহাকে একবার যাইতে দিত ঐ ঘরটার ভিতর? এই ত কয়েকটা দিন মাত্র আগে, কেমন অসঙ্কোচে সে ওখানে গিয়াছে আসিয়াছে। সাধারণতঃ তাহার ঘরে কেহ যখন-তখন ঢোকে ইহা গুণী পছন্দ করিত না, কিন্তু অলকাকে দেখিলেই কেমন প্রীতি-উদ্ভাসিত মুখে তাকাইয়া কথা বলিত! সেই অলকার আজ আর অধিকার নাই ঐ ঘরের চৌকাঠ পার হইবার। সে অধিকারকে অলকা নিজেই ধ্বংস করিয়াছে। এখন ঝি-চাকর সকলের পিছনে তাহার স্থান।

অলকা কিছুক্ষণ জোর করিয়াই শুইয়া রহিল। কিন্তু কিছুতেই যে সে ঘুমাইতে পারে না! নিজের ঘরের দরজাটা সন্তর্পণে খুলিয়া আবার সে গুণীর দরজার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাড়ী নীরব এখন, চাকর-বাকর সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নরহরি গুণীর খোলা দরজার কাছে মাদুর পাতিয়া শুইয়া আছে। অলকা ধীরে ধীরে ল্যাণ্ডিংএ বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

বাতাসে পরদাটা মাঝে মাঝে উড়িয়া পড়িতেছে। গুণী খাটের উপর শুইয়া আছে অলকা দেখিতে পাইল, কিন্তু ঘুমায় নাই বোধহয়। বাঁ হাতখানা নিজের চোখের উপর চাপা দিয়া রাখিয়াছে, হয়ত ঐ মৃদু আলোকটাও তাহার চোখে ভাল লাগিতেছে না।

একবার যদি গিয়া অলকা তাহার মাথাটা কোলে করিয়া বসিতে পাইত! পায়ে একবার হাত বুলাইয়া দিতে পারিত! তাহার জীবনের বাকি পরমায়ুটুকু গ্রহণ করিয়া যদি বিধাতা অলকাকে এই অধিকারটা দান করিতেন, তাহা হইলে অনায়াসেই আজ সে পরমায়ুটাকে বিলাইয়া দিত।

অনেকক্ষণ তন্দ্রাবিষ্টের মত সে একইভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ গুণীর কাশির শব্দে তাহার যেন ঘোর কাটিয়া গেল। গুণীদা যদি জাগিয়া থাকেন ও তাহাকে দেখিতে পান, তাহা হইলে বিরক্ত হইবেন। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

পরদিনও গুণী ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল না। নরহরি খবর দিল তাহার জ্বর ছাড়ে নাই। পথ্যাদি গুণী যাহা প্রস্তুত করিতে বলিল, শশিমুখী তাহা তৈয়ারি করাইয়া নরহরির হাতে পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। নিজেও একবার দেখিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ছাড়া আর কিছু না। সাবধান হবে না মোটে, খুব ঠাণ্ডা লাগিয়েছে আর কি? ডাক্তার নিজে, পরকে খুব উপদেশ দিতে পারে, অথচ নিজের স্বাস্থ্যের দিকে যদি নিজের কিছু নজর আছে!"

বিকালে যখন চা খাইবার জন্য তরু তাহাকে ডাকিতে আসিল, তখন খাইবার ঘরে গিয়া অলকা দেখিল শুক্লা তখনও আসে নাই। সে নাকি দুপুরে কোন্ বন্ধুর বাড়ী গিয়াছিল, তাহার সঙ্গে পড়িবে বলিয়া, সেইখানে চা খাইয়াছে বোধহয়। অলকার জন্য খাবার ঠিক করিয়া দিয়া শশিমুখী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন। ভাঁড়ারের অনেক জিনিষ আজ আনাইতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিতে চলিলেন। অলকা বসিয়া চামচ দিয়া পেয়ালার চা-টা নাড়িতে লাগিল, তাহার কিছু খাইবার ইচ্ছা ছিল না।

হঠাৎ গুণীর ঘর হইতে ডাক আসিল, "নরহরি!" নরহরি রান্নাঘরের দিকে গিয়াছিল, একটু গল্প করিবার জন্য; সে শুনিতে পাইল না, সাড়াও দিল না।

একটু বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠেই গুণী আবার ডাকিয়া বলিল, "এই, কে আছিস্ ওখানে, এক গেলাস জল দিয়ে যা এ ঘরে।"

অলকা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। কি করা যায় এখন? নরহরি কোথায় কে জানে? অথচ জল না পাইলে গুণীদার অসুবিধা হইতে

পারে। জল হাতে করিয়া গুণীর ঘরের দরজার সামনে গিয়া সে দাঁড়াইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, ঢুকিতে ঢুকিতেই বলিল, "চাকরদের কাউকে এদিকে দেখতে পেলাম না, আমি জলটা রেখে যাচ্ছি।"

গুণী আরক্ত চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল। রুক্ষভাবে বলিল, "অলকা? এ ঘরে এসো না তুমি।"

অলকাকে কে যেন জীবন্ত সমাধিস্থ করি' দিল। গুণীর এমন স্বর সে কখনও শোনে নাই। হাত হইতে কাঁচের গেলাসটা পড়িয়া গিয়া ঝন্ঝন্ শব্দে চুরমার হইয়া গেল।

গুণী উঠিয়া বসিল। নিজের ব্যবহারে মনে মনে একটু লজ্জাবোধ করিলেও বাহিরে সেটা প্রায় কি ই প্রকাশ করিল না। বলিল, "ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগটা ছোঁয়াচে, তুমি নিজেও সুস্থ নও, এ ঘরে তোমার না আসাই ভাল। আর কোনো কারণে ওকথা আমি বলিনি। তুমি যাও, গিয়ে চাকরদের কাউকে পাঠিয়ে দাও, এগুলো ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার ক'রে ফেলবে।"

অলকা বাহির হইয়া গেল। তরুকে সামনে দেখিতে পাইয়া বলিল, "নরহরিকে গুণীদা ডাকছেন, পাঠিয়ে দাও।" নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

সেইটুকু মাত্র শক্তি তাহার অবশিষ্ট ছিল। তাহা পর মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। এমন একটা কান্না তাহার মর্ম্মভেদ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, যাহাকে বাহির হইতে দিলে সারাবাড়ী শোনা যাইত বোধহয়। অলকা ইহাকে গলা টিপিয়া মারিল বটে, কিন্তু সে চেষ্টায় তাহার নিজেরও প্রায় শ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল।

গুণীদা, সেই তাহার গুণীদা, যে শৈশবে মাতার মত যত্নে অলকাকে পালন করিয়াছিল। বাল্যে সকল সাথীর অভাব, একা সহস্র হইয়া মিটাইয়াছিল। যৌবনে যে অলকার একমাত্র প্রেমাস্পদ, তাহার

দেবতা, তাহার জীবনসর্ব্বস্ব। সেই গুণী, আজ এতটা নিষ্ঠুর হইতে পারিল? অলকার জীবনে এতবড় অভিশাপ বহন করিয়া আনিল কোন্ মহাপাপ? জ্ঞাতসারে সে ত কোনো অপরাধ করে নাই? তবে সত্যই কি জন্মান্তরের পাপপুণ্য জন্মজন্মান্তর ধরিয়াই মানুষকে অনুসরণ করে? অলকা কি বিগত কোনো জন্মে কাহারও সন্তান হত্যা করিয়াছিল, কাহারও বুক হইতে প্রিয়তমকে ছিনাইয়া লইয়াছিল? নির্দ্দয় নিয়তি হতভাগিনী অলকার উপর এ দারুণ শক্তিশেল কেন নিক্ষেপ করিল?

অন্ধকার রাত্রি অলকার কাটিয়া গেল চোখের জলে মাটির কঠিন বুক সিক্ত করিয়াই।' শুক্লা রাত করিয়া বাড়ী ফিরিয়া সোজা শুইতে চলিয়া গেল, অলকা খাইয়াছে কিনা অত খোঁজ আর করিল না। শশিমুখী ব্যস্ত ছিলেন, তরুকে হুকুম করিলেন অলকাকে ডাকিয়া দিতে, এবং সে ডাকিতে গেল কিনা সে খোঁজ না লইয়াই নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। পরের ভাবনা ভাবিতে আজকাল আর তাঁহার ভাল লাগিত না।

ভোরের আলো যখন অলকার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন সমস্ত রাত্রির নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগের পর সে একেবারে অবসন্নতার শেষ সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। উঠিতে চেষ্টা করিয়া প্রথম দুই-তিনবার উঠিতেই পারিল না, তাহার পর দরজার কপাট ধরিয়া কোনোমতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সকালের আলোতে মনে হইল, তরুণী সদ্যবিধবা, স্বামীর চিতাশয্যার পাশ হইতে এখনই উঠিয়া আসিয়াছে যেন।

আয়নার সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া একবার নিজের ছায়ার দিকে চাহিয়া দেখিল। এখনও অলকা বলিয়া চেনা যায় কি? সেই অলকা, যাহার প্রাণ পরিপূর্ণ ছিল ভালবাসিবার আনন্দে, ভালবাসা পাওয়ার আনন্দে? ভগবান্ তাহার আত্মাকে সুদ্ধ আজ বিষাক্ত অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া দিয়াছেন, তবু বাহিরের চেহারা এমন সুন্দর রাখিয়া দিয়াছেন কেন? নিজেকে নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করিয়া একেবারে বিকৃত করিয়া ফেলিবার

একটা খেয়াল তাহাকে পাইয়া বসিল। নিজের চোখ দুইটা অন্ধ করিয়া দিলে কেমন হয়? কিম্বা নিজের মুখখানা ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলে? গুণীদা তাহাকে তাহা হইলে ত আর অলকা বলিয়া চিনিতে পারিবেন না? কাছে গেলে অমন নির্দ্দয় ভাবে তাহাকে দূর করিয়া দিতে চাহিবেন না। কিন্তু এ পাগ্‌লামির ঝোঁক তাহার বেশীক্ষণ থাকিল না, দেখিতে দেখিতে মন আবার অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। কিন্তু চিন্তাধারাটা ঐ খাতেই প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইভাবে সাজিয়া গুজিয়া বেড়াইবার, বড়লোক আশ্রয়-দাতার ঘরে সহস্র আরামের আয়োজনের মধ্যে থাকিবার দিন তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে। সে যেমন ভিখারিণী, সেইভাবেই থাকা তাহার উচিত। এ বাড়ীতে থাকারও তাহার আর প্রয়োজন নাই। পৃথিবীতে তাহার মত অভাগিনী আরও আছে ত? তাহারা যেভাবে থাকে, অলকাও সেইরূপ আশ্রয় একটা খুঁজিয়া লইবে।

হাতের সোনার চুড়িগুলি খুলিয়া ফেলিয়া দিল। গলায় একটা হার সর্ব্বদা পরিত, সেটাও টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, কানের দুলও খুলিয়া রাখিল। এইগুলি এখানে আসার পর গুণী শুক্লাকে বলিয়া তৈয়ারি করাইয়া দিয়াছিল। কাপড়ের দেরাজের কাছে গিয়া, অনেককাল আগের পরিত্যক্ত, মোক্ষদা-আশ্রমের আমলের একটা সরু কালো পাড়ের শাড়ী বাহির করিল। সাদা একটা ব্লাউস খুঁজিয়া বাহির করিল, সেটাও বহুদিন আগের, কলিকাতা আসিবার আগে কেনা। এগুলির সঙ্গে গুণীর কোনো আদরের স্মৃতি জড়ান নাই। স্নানের ঘরে গিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া মাথায় জল ঢালিয়া স্নান করিল, তাহার পর কাপড় চোপড় বদ্‌লাইয়া বাহির হইয়া আসিল। গহনাগুলা প্রথম খুলিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়াছিল, আবার কুড়াইয়া দেরাজে রাখিয়া দিল। পরের জিনিষ, তাহাদের ফেরত দিলেই হইবে।

খাইবার ঘরে গিয়া দেখিল শুক্লা চা ঢালিতেছে। অলকার দিকে

তাকাইয়া শুক্লা টি-পটটা ঠক্ করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। গালে হাত দিয়া বলিল, "এ আবার কি ঢং! Fancy dress partyতে যাচ্ছিস্ নাকি?"

অলকার আর ইচ্ছা ছিল না রাখিয়া ঢাকিয়া কিছু করিবার। যাক, সব আড়াল দূর হইয়া যাক। সত্য যা তাহাই সকলের চোখে প্রকাশিত হউক, অলকার আর লজ্জা নাই তাহাতে। বলিল, "না, fancy dress party আবার কোথায় সকাল বেলা?"

শুক্লা বলিল, "সাত তাড়াতাড়ি বিধবা সাজবার কি দরকার হল তোর পোড়ারমুখী? এমন মেয়েও ত দেখিনি। তুই কি সত্যিই পাগল হয়ে যাচ্ছিস্? কোন্ ভদ্রলোকের ছেলের অকল্যাণ করছিস্ এমন ক'রে? নে, এই চুড়ি দুটো পর্ শীগ্‌গির, নইলে কান ম'লে দেব।"

নিজের হাত হইতে দুইগাছা কালো কাঁচের চুড়ি খুলিয়া জোর করিয়া সে অলকার হাতে পরাইয়া দিল। সেগুলি খুলিবার কোনো চেষ্টা আর অলকা করিল না। ভাবিল, হয়ত অকল্যাণ সত্যই হয়। ভগবান্ ত অন্তর্য্যামী, তিনি ত জানেন যে অন্তরতম জীবনে অলকা কুমারীও নয়, বিধবাও নয়। তাহার জীবনসর্ব্বস্ব স্বামী বলিয়া একজনকে সে বরণ ত করিয়াছিল, মুখের কথায় মিথ্যাচরণ যতই করিয়া থাকুক।

চা খাইবার বৃথা চেষ্টা খানিকক্ষণ বসিয়া বসিয়া করিল। শশিমুখী ঘরে ঢুকিয়া অলকার মূর্ত্তি দেখিয়া বেশ কিছু বিস্মিত হইলেন, তবে সে বিষয়ে সোজাসুজি কোনো মন্তব্য করিলেন না। শুধু বলিলেন, "দিন কাল ভাল না বাপু, সবাই সাবধানে থেকো। এখন ত দেখবার শুনবারও কেউ নেই, নিজেরাই নিজেদের সামলে রেখ। শুক্লা গিয়েছিলি নাকি গুণীর ঘরে? কেমন আছে সে?"

শুক্লা বলিল, "দরজার কাছ থেকে উঁকি মেরে এসেছি। বলল, আজ সকালে জ্বর নেই। কাশিও কমেছে।"

শশিমুখী বলিলেন, "বাঁচা গেল বাপু। গুণীর অসুখ করলে সত্যি আমি দুচোখে অন্ধকার দেখি।"

সেদিন দুপুরে খাইবার সময়, বিকালে চায়ের সময় আবার এই খবরই অলকা শুনিল, গুণী ভাল হইয়া উঠিতেছে।

সারারাত ধরিয়া জাগিয়া কত রকম ভাবনাই যে অলকা ভাবিল তাহার ঠিকানা নাই। কোথায় কেমন ভাবে থাকিবে কিছুই ভাবিয়া সে স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু এখানে আর সে থাকিবে না, তাহা নিশ্চিত। গুণীর চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া সে যাইবেই, যেমন করিয়া হউক, যেখানেই হউক। মানিনীর কথা ক্রমাগত তাহার মাথার ভিতর ঘুরিতে লাগিল, কোনো সাহায্য ইহার কাছে লওয়া যায় কি? গুণীদা বিরক্ত হইবেন। কিন্তু গুণীর জগৎ হইতে ত সে ইহার পর অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, অলকা বলিয়া কেহ যে ছিল কোনোদিন তাহা আর গুণীর মনেও থাকিবে না।

কিন্তু সত্যই কোনো সম্পর্কই কি থাকিবে না? এতখানি প্রাণঢালা ভালবাসা তাহার দৃষ্টির আড়াল হইতে না-হইতে ইহা একেবারে মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে? অলকার বিশ্বাস হইল না। প্রেম কি শুধু এই এক জীবনেরই? আজ যদি মরিয়া সে আবার পৃথিবীতে জন্ম নেয়, এই ভালবাসা বুকে করিয়া আসিবে না কি, গুণীকে কি চিনিতে পারিবে না? গুণী তাহাকে চিনিবে না? অলকা ইহা কল্পনাই করিতে পারিল না। গুণীর মুখে শোনা তাহার সেই শৈশবের গল্পটা মনে পড়িয়া গেল। এত মানুষ থাকিতে ভূপেশ গুণীরই কোলে অলকাকে দিয়াছিলেন কেন? গুণীই বা অত আগ্রহ করিয়া শিশুকে কোলে লইতে গিয়াছিল কেন? জন্মান্তরের কোনো স্মৃতি কি তাহার মগ্নচৈতন্যের ভিতর তখন জাগে নাই?

জন্মান্তরের কথা ছাড়িয়া দিলেও পরলোক বলিয়া ত একটা জিনিষ

আছে? এ জীবনে কখনকার কোন্ পাপে না-জানি সে গুণীর বাহুবন্ধন হইতে খসিয়া পড়িল, কিন্তু পরলোকেও কি তাহাকে পাইবে না? তাহার নিজের নির্ম্মলতায় কোনো কলঙ্কের স্পর্শ লাগিতে দিবে সে কিরূপে? গুণী তাহাকে যেমন নিষ্পাপ, নির্ম্মল বলিয়া জানে সেই ভাবেই তাহাকে এ পৃথিবী ছাড়িতে হইবে। মানিনীকে তাহার একেবারে ভুলিয়া যাওয়াই প্রয়োজন। তবে এমন যদি কোনো উপায় থাকে, যাহা অলকা জানে না, যেভাবে সাহায্য লইলে পাপের কোনা ছোঁওয়া তাহার জীবনে লাগিবে না, সেভাবে লওয়া যায় না কি? কিন্তু গুণীদাকে না জানাইয়া নয়। আজ যখন শেষ বিদায়ের ক্ষণ আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, তখন গুণী সম্বন্ধে সব ভয় অলকার কাটিয়া গেল। সব কথা গুণীদাকে বলিয়াই যাইবে সে।

সকালে চা খাইয়া ঘরে আসিয়া, এক টুক্‌রা চিঠির কাগজ লইয়া লিখিল, "গুণীদা, বিশেষ দরকারে কয়েক মিনিটের জন্যে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনার ঘরে যেতে পারি কি?"

তরুর হাত দিয়া সে চিঠিখানা নরহরির কাছে পাঠাইয়া দিল। বলিয়া দিল, একটা জবাব যেন লইয়া আসে।

মিনিট-দুই পরে নরহরি আসিয়া অলকার কাছে সেই কাগজের টুক্‌রাটা পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। তাহার এক কোণে গুণী লিখিয়া দিয়াছে, "এসো অলকা।"

অনেকক্ষণ জানালার পাশে দাঁড়াইয়া অলকা ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল। তিনি যেন আজ শক্তি দেন তাহাকে। চোখের জল না ফেলিয়া, মাথা উঁচু রাখিয়া সে যেন গুণীর ঘর হইতে আজ ফিরিয়া আসিতে পারে। দুঃখ, যন্ত্রণা সবই সে সহিতেছে; বিধাতা যতদিন তাহাকে আর এ পৃথিবীতে রাখিবেন, সহই সে করিবে। কিন্তু অপমান আর নয়, নিজের অন্তরের এই সর্ব্বব্যাপী ভালবাসাকে সে অপমানিত

হইতে দিবে না, মানব-আত্মার যে সম্মান প্রাপ্য তাহা সে ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না।

ধীরে ধীরে গুণীর দরজার কাছে গিয়া সে দাঁড়াইল। অকম্পিত কণ্ঠেই ডাকিল, "গুণীদা।"

ভিতর হইতে গুণী বলিল, "ভিতরে এস।" অলকা পরদাটা তুলিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিল। গুণী খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া আছে, ধূসর রং-এর একটা শাল তাহার পায়ের দিক্‌টা ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

অলকার দিকে তাকাইয়া গুণী চমকাইয়া উঠিল। এ যেন অলকাই নয়, তাহার অশরীরী আত্মা, পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়া গুণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। বুকের ভিতর [illegible] একটা শিহরণ অনুভব করিল, কিন্তু কঠোরভাবে সেটাকে দমন করি[illegible] প্রায় সহজ স্বরেই বলিল, "বোসো অলকা। তোমার শরীর ভাল আছে?"

অলকা বলিল, "ভালই আছে। আপনি আজ ভাল আছেন?"

গুণী বলিল, "হ্যাঁ, ভালই অনেকটা। কি আমাকে বলতে চাও লিখেছিলে?"

অলকা গুণীর মুখের দিক্ হইতে দৃষ্টিটা সযত্নে অন্যদিকে সরাইয়া রাখিয়াছিল। ও মুখের দিকে আর সে চাহিবে না, সে অধিকার তাহার আর নাই। অন্যদিকে তাকাইয়াই বলিল, "আ[illegible] কলেজে যেতে পারি কি? পড়াশুনোর বড় ক্ষতি হচ্ছে আমার।"

গুণী বলিল, "ভাল থাকলে যেতে পারবে না কেন? কাল থেকেই যেতে পার!"

অলকা এবার প্রাণপণ শক্তিতে মনকে সংযত করিল। আগেকার মত স্বরেই বলিল, "একটা কাজ আমি করেছি গুণীদা, যা আপনাকে জানানো হয়নি। সেইটে বলবার জন্যেই আসলে এসেছি।"

গুণী একটু উৎকণ্ঠিতভাবে অলকার দিকে তাকাইল, কিন্তু তাহার দৃষ্টির

সহিত অলকার দৃষ্টি মিলিল না। আর গুণীর দিকে সে তাকাইবে না বোধ হয়। ভাল, প্রয়োজন নাই।

জিজ্ঞাসা করিল, "কি করেছ অলকা?"

অলকা বলিল, "আমার মা মানিনী কিছুদিন আগে একটা চিঠি লিখে-ছিলেন আমাকে। তাঁর কথামত তাঁর সঙ্গে আমি একদিন গিয়ে দেখা করেছিলাম, আপনার অনুমতি না নিয়েই।"

গুণীর মুখের ভাবটা অত্যন্ত কঠিন হইয়া আসিল। সে বলিল, "একেবারেই ভাল করনি। কোথায় গিয়েছিলে দেখা করবার জন্যে?"

অলকা বলিল, "ঐ মোড়ের গহনার দোকানটায়। ঐখানে যেতেই তিনি আমায় বলেছিলেন।"

গুণী নিজের মাথার চুলের ভিতর অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে বলিল, "কি বললেন তিনি?"

"আমাকে তাঁর কাছে চ'লে যেতে বলছিলেন। [illegible]না করতে যতদূর চাই, কি বিলেত যেতে চাই, তার ব্যবস্থা করতে [illegible]জী আছেন বললেন। তাঁর আর কেউ নেই ব'লে আমায় এখন কাছে পেতে চান বোধহয়।"

গুণী বলিল, "যতদিন আমি বেঁচে আছি, ততদিন ত [illegible]বেন না। অবশ্য তুমি স্বাধীন হবে যখন, তখন আমার আর বে[illegible]া অধিকার থাকবে না। কিন্তু সে এখনও বছর তিন পরের কথা। ততদিন যেভাবে আছ, পড়াশুনো করছ, তাই কর। তোমার এতাদিন যখন মা ছাড়া চলেছে, এর পরেও চলবে। বড় হয়ে গেলে কাউকেই আর দরকার হবে না। কিন্তু এখন ওঁর সঙ্গে আর কোনো সংশ্রব রেখো না তুমি। তাঁর ছায়াও তোমাকে স্পর্শ করছে, ভাবতে আমার কষ্ট হয়।"

অলকা বলিল, "যে কোনো ভাবে হোক, আমাকে সাহায্য করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন তিনি। তাঁকে আমি বলেছি, ভেবে চিন্তে,

আপনার অনুমতি নিয়ে আমার মত তাঁকে জানাব। কি বলব তাঁকে তাহলে ?"

"লিখে দাও কোনো সাহায্যের এখন দরকার নেই। কোনো সম্পর্ক রাখারও দরকার নেই। লিখে দাও, এ কথাগুলো আমারই আদেশে লিখছ তুমি। আমাকে চিনতেন তিনি এককালে, বুঝতে পারবেন।"

আর বেশীক্ষণ বসিবার সাহস অলকার হইল না। মাথার ভিতর কেমন যেন করিতেছে, বুকের ভিতরটা অবশ হইয়া আসিতেছে। বাকি যাহা বলিবার ছিল পরে বলিবে। সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। "তাই লিখে দিইগে তাহলে," বলিয়া স্থির পদক্ষেপে গুণীর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২৫

আরো কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। অলকা কলেজে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। গুণীও আবার আগেকার মত কাজে বাহির হইতেছে। অলকার সঙ্গে তাহার আর দেখা হয় না। আগে সারাদিন এই দুটি মানুষ পথ চাহিয়া থাকিত পরস্পরের জন্য, প্রহর গনি গনিয়া শেষ করিতে চাহিত রাত্রিটাকে, দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তম মুখখানি দেখিবে বলিয়া। আজ প্রাণপণে তাহারা রাত্রির আঁধারকে আহ্বান করে, মুখ লুকাইবার সাহায্য হইবে বলিয়া।

অলকা ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতেছিল। আর যে সে সহ্য করিতে পারে না! তাহার অমৃতের উৎস আজ গরলে পরিপূর্ণ। বুকভরা তৃষ্ণা লইয়া কত কাল আর সে ইহার পাশে বসিয়া থাকিবে? মরুভূমির তপ্ত বালুকারাশির মধ্যে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মরা তাহার অদৃষ্টলিপি, সেটা

যত শীঘ্র ঘটিয়া যায় ততই ভাল। পরিসমাপ্তির ক্ষণটা অগ্রসর হইয়াই আসুক না? বিলম্বিত করিয়া আর লাভ কি?

কিন্তু কিছুতেই গুণীর কাছে আর সে যাইতে পারে না। হৃদয় বড় দুর্ব্বল, শরীরও দুর্ব্বল। ভগবান্‌কে শত-সহস্রবার ডাকিয়াও সে মনে বল সঞ্চয় করিতে পারে না। নিজের অপমান নিজে আর ঘটাইবে না, পণ করিয়াছে সে, তাই দুর্ব্বল মন লইয়া অগ্রসর হইতেও পারে না।

শুক্লা আজকাল নিজেকে লইয়া একটু বেশী ব্যস্ত, অলকার দিকে মন দিবার বেশী সময় পায় না। জ্যোতিষের আসাটা আজকাল খুবই ঘন ঘন হইতেছে, এবাড়ীতে বসিয়া গল্প করার সময়টাও দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া চলিয়াছে। শশিমুখীকে আজকাল একটু প্রসন্ন দেখা যায়। ছেলেটা ত বহিয়াই গেল, পরও হইয়া গেল, এখন মেয়েটার যদি একটা সৎপাত্রে বিবাহ হয় তাহা হইলেই তিনি বাঁচেন। অলকা সম্বন্ধে বিরাগের ভাবটাও কিছু কমিয়া আসিয়াছে, সে আর যাহাই করুক, শুক্লার পথে আর দাঁড়াইবে না। চেহারা দেখিয়াও মনে হয়, বেশীদিন আর তাহার কোনো পথে দাঁড়াইবারই সময় নাই। কিন্তু গুণীকে এ বিষয়ে কিছুই বলেন না তিনি। একেই ছেলেটা মনমরা হইয়া আছে।

শনিবার কলেজ অনেক আগে ছুটি হয়। বাড়ী আসিয়া অলকা বই খাতা গুছাইয়া রাখিতেছে, এমন সময় চাকর আসিয়া তাহাকে একখানা চিঠি দিয়া গেল।

উগ্র সুগন্ধে ভরা, মোটা নীল রংএর খাম। খামের উপর আবার একটা ফুলের তোড়ার ছবি আঁকা। হাতে করিয়াই অলকা বুঝিল, ইহা মানিনীর চিঠি।

চিঠি খুলিয়া ফেলিল, মানিনী লিখিয়াছে ঃ

'অলকা, তোমাকে দেখে অবধি তোমার মুখখানা আমি ভুলতে পারছি না। কাল দোকানটায় এস, আর একবার তোমায় চোখের দেখা দেখব।

'গুণীকে বলেছিলে কি আমার কথা? কি বলল সে? আমি তোমার চিঠির আশায় রইলাম। ডাকে দিলে হয়ত পেতে দেরি হবে। তুমি বরং চিঠি লিখে ঐ দোকানের ম্যানেজারের হাতে দিও, সে পৌঁছে দেবে। তুমি আছ কেমন? বড় শুকনো মুখ দেখেছিলাম তোমার। মায়ের কাছে কিছু কি নেওয়া যায় না?

'শীগ্‌গির জবাব দিও। ইতি, তোমার মা মানিনী।'

চিঠিখানা মুড়িয়া আবার খামে ঢুকাইয়া রাখিয়া অলকা বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। এ ভাবনারও যে শেষ নাই! মানিনী তাহাকে সহজে ছাড়িবে না। অলকা ইচ্ছা করিলে অবশ্য সব সম্পর্ক তুলিয়া দিতে পারে তাহার সঙ্গে। গুণীও ইহাই চায়।

কিন্তু হঠাৎ যেন অলকার মনে একটা বিপরীত ভাবের হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিল। কি হয়, যদি সে মানিনীরই কাছে চলিয়া যায়? তাহার ভালবাসার কাঙাল মন মায়ের স্নেহ পাইয়া কি কিছু তৃপ্ত হইবে না? যেমনই মানুষ হউক, জননী ত বটে? সংসারে আর কে অলকাকে কি ভাবিল, তাহা লইয়া চিন্তা করার প্রয়োজন আছে কি? সংসার হইতে সে বিদায়ই লইতে যাইতেছে যখন?

কিন্তু এ ভাবও বেশীক্ষণ থাকিল না। না, গুণী যাহা চায় না, অলকা তাহা করিতে পারিবে না। তাহাকে নির্মল থাকিতে হইবে, পাপের হাওয়া হইতে দূরেই থাকিতে হইবে। অন্য উপায়েই তাহাকে কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। আর যখন তাহাকে সাহায্য করিবার কেহই নাই, তখন গুণীকেই ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় গুণী ফিরিয়া আসিল। কি করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করা যায়? খাইবার ঘরে নিশ্চয়ই শুক্লা বসিয়া আছে, তাহার সম্মুখে কথা বলা চলিবে না। গুণীর ঘরে যাইবার জন্য কি আবার চিঠি

লিখিয়া পাঠাইবে? কিন্তু চাকর-বাকরের হাতে চিঠি দিতে মোটেই ভাল লাগে না অলকার। তাহারা যেন কিরকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে অলকার দিকে তাকায়।

ঘরের দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। গুণীর খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, সে তিনতলায় চলিয়া গেল, বোধহয় পরেশের ঘরে যাইতেছে। তিনতলায় এখন আর ত কেহই থাকে না, সেখানে গুণীর সঙ্গে কথা বলিবার কোনো অসুবিধ নাই। অলকা ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেল।

গুণী পরেশের খাটের পাশে চেয়ারে বসিয়া কথা বলিতেছিল। ঘরে আর কেহ নাই, ভৃত্যটি নীচে কাজে গিয়াছে। হঠাৎ সামান্য কি একটা শব্দে গুণীর দৃষ্টি বাহিরের দিকে আকৃষ্ট হইল। বাহিরে, আলিসার গায়ে হেলান দিয়া চিত্রার্পিতার ন্যায় অলকা দাঁড়াইয়া আছে। দৃষ্টি তাহার গুণীর দিকে, হয়ত কিছু বলিতে চায় তাহাকে।

গুণী বাহির হইয়া আসিল। অলকার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে খুঁজছিলে?"

অলকা বলিল, "হ্যাঁ, আমার মায়ের কাছ থেকে আজ আর-একটা চিঠি এসেছে।"

গুণী বলিল, "তাই নাকি? দেখি চিঠি?"

চিঠিখানা অলকা গুণীর হাতে তুলিয়া দিল। মানিনীর জন্য মনে একটা ব্যথা অনুভব করিল জীবনে এই প্রথমবার। কি ঘৃণাই মানুষে উহাকে করে! গুণীর মুখের উপর যেন ঘৃণার একটা কালো ছায়া নামিয়া আসিয়াছে।

ছোট চিঠি, পড়িতে বেশীক্ষণ সময় লাগিল না। গুণী চিঠিখানা অলকাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "সেদিন যা কথা হল, তারপর এঁকে কিছু লেখনি বুঝি?"

অলকা বলিল, "লিখিনি। আজ একেবারে লিখে দেব। যা সেদিন বললেন তাই ত লিখব ?"

"তাই লিখো। উনি তোমায় আর চিঠিপত্র যেন না লেখেন। তুমি সংসারে থেকেও সংসারের কিছুই এখনও জান না, এ সংশ্রবে তোমার খুব অপকার হতে পারে। নিজে এখনই আমি কিছু করতে চাই না, তোমার চিঠি পেয়ে তিনি নিরস্ত না হলে আমাকেই এর ব্যবস্থা করতে হবে।"

অলকা বলিল, "বেশ, তাইই লিখে দিচ্ছি। কিন্তু গুণীদা, আমার একটা কিছু ব্যবস্থা আপনি ক'রে দিন," বলিয়াই মুখখানা অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল।

গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের ব্যবস্থা, অলকা ?"

অলকা মুখটা ফিরাইয়াই রাখিল, কণ্ঠস্বরটাকেও স্বাভাবিক রাখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। একটু আর্ত্ততার ভাব তাহাতে মিশিয়াই গেল। বলিল, "আমি এখানে আর থাকতে চাই না, কলকাতাতেই আর থাকতে চাই না। বাইরে কোথাও আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া যায় না ?"

গুণী মিনিট-দুই চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "কেন, এখানে কি তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে ? সেটা দূর করা যায় না ?"

"অসুবিধা হচ্ছে খানিকটা। আমার শরীরটা একেবারে ভেঙে পড়েছে, আমি পড়াশুনো কিছুই করতে পারছি না। আমাকে তাড়াতাড়ি মানুষ হয়ে নিতে হবে ত ?"

গুণী বলিল, "শরীর ভালর চেষ্টা কলকাতায় থেকেও করা যায়। এদিকে আমারই আগে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। বেশী strain হয় ত পড়া না-হয় কিছুদিন বন্ধই থাকবে। আমার কোনো ব্যবহারে যদি ত্রুটি হয়ে থাকে, তারও সংশোধন করা যায়।"

অলকা বলিল, "সেরকম কিছু না। আপনার ব্যবহারে ত্রুটি আবার কি হবে?"

গুণী বলিল, "তবে যাবার ইচ্ছাটা এখনই ক'রো না। আরও কিছু দিন দেখ, কেমন থাক।"

"না, না, আমি এখানে আর থাকতে পারব না। যেখানে হোক, অন্য কোথাও আমাকে পাঠিয়ে দিন। বাইরে ত কত জায়গায় কলেজ আছে। এখানে ধ'রে রাখবেন না আমাকে, আমি পাগল হয়ে যাব তাহলে।"

গুণীর মনে প্রচণ্ড একটা আঘাত লাগিল। এই পুরস্কার তাহার এত দীর্ঘদিনব্যাপী অক্লান্ত ভালবাসার? তাহার সান্নিধ্যে থাকিলে অলকা পাগল হইয়া যাইবে? যেমন করিয়াই হউক, যেখানেই হউক, সে পলাইতে চায়। এতখানি বিরাগ তাহার মনে গুণীর প্রতি?

ভাল, তাহাই হউক। সূক্ষ্ম, অদৃশ্যপ্রায় স্নেহের জোরে ইহাকে সে বাঁধিয়া অন্ততঃ কাছে রাখিবে ভাবিয়াছিল, চোখে তবু ত দেখিতে পাইবে? কিন্তু থাক, প্রয়োজন নাই। নিজেকে ভুলাইয়া হইবেই বা কি? শাখা হইতে যে ফুল একবার খসিয়া পড়ে, তাহাকে কি আর কোনো আগ্রহে, কোনো [illegible]ই আবার জোড়া লাগান যায়?

অলকার দিকে তাকাইয়া বলিল, "অত উত্তেজিত হয়ো না অলকা। আমি জোর ক'রে ধ'রে রাখতে চাইছি না তোমাকে। তবে সব দিক্ ভেবে দেখতে হবে, ভাল জায়গা খুঁজে বার করতে হবে। একটু সময় লাগবে। ততদিন একটু ধৈর্য্য ধ'রে শান্ত হয়ে থেকো।"

অলকা আলিসা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আচ্ছা। আমার যদি আর কেউ থাকত, তাহলে আপনাকে আমি বিরক্ত করতাম না। কিন্তু ভুলে যাবেন না যেন।"

"না, না, ভুলব না অলকা। ভুলব কি ক'রে? আমারও যে নিষ্কৃতির বড় প্রয়োজন," বলিয়া গুণী সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

অলকাও পিছনে পিছনে নামিয়া আসিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। বহুদিন ধরিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিয়া যে মানুষগুলি দেহত্যাগ করে, মৃত্যুর পরে মুখে তাহাদের যেমন একটা প্রশান্তির ছায়া পড়ে, অলকার হৃদয়টা অনেকক্ষণ সেই প্রকার ধীর স্থির হইয়া রহিল। যাক, শেষ হইয়া গিয়াছে, আর তাহাকে কিছু বলিতে হইবে না, গুণীর সামনে গিয়াও আর দাঁড়াইতে হইবে না। মানিনীকে একখানা চিঠি লিখিয়া সে গহনার দোকানের ম্যানেজারের নিকট পাঠাইয়া দিল।

একটার পর একটা দিন কাটিতে লাগিল। আর তাহাকে বেশীদিন নিশ্চয়ই এখানে থাকিতে হইবে না। গুণীদা যখন ভার লইয়াছেন, তখন অলকার একটা ব্যবস্থা হইয়া যাইবেই। কলেজে যায় বটে সে, কিন্তু পড়াশুনার দিকে মন দিবার কোনো চেষ্টামাত্রও করে না। আগে ভাগ্য-লিপি জানিয়া লউক, তাহার পর ছোটখাট জিনিষের ভাবনা ভাবিতে পারিবে।

সকালে সেদিন অলকা কলেজে যাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় বাহির হইতে গুণী ডাকিয়া বলিল, "অলকা, একটু বাইরে শুনে যাও।"

অলকা বাহির হইয়া আসিল। গুণী বলিল, "তোমার জন্যে এক জায়গায় ব্যবস্থা আমি একটা করতে পেরেছি। খুব বেশীদূর নয় কলকাতা থেকে। কলেজটা নূতন, বিষ্ণুপুর ব'লে একটা জায়গায়। বোর্ডিংও আছে চলনসই রকমের। জায়গাটা মন্দ হবে না, বুঝে চলতে পারলে ভালই থাকবে।"

অলকা বলিল, "সেইখানেই ঠিক ক'রে দিন। আমি বেশ থাকতে পারব।"

"আচ্ছা, সেই ব্যবস্থাই করি তাহলে। সীট্ খালি আছে সে খবর পেয়েছি, আজই application আর টাকা পাঠিয়ে দেওয়া যাক। ওখানের

একজন প্রফেসর এসেছিলেন এখানে চিকিৎসার জন্যে। তাঁর কাছেই খবরটা পেলাম। তিনি দিন-কয়েকের মধ্যে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গেই তুমিও যেতে পারবে।"

অলকা অবিচলিত ভাবে সব শুনিয়া গেল। বলিল, "বেশ সুবিধেই হবে, এ ক'দিনে আমিও সব গুছিয়ে নিতে পারব।"

"তাই নিও," বলিয়া গুণী চলিয়া গেল।

অলকা ভাবিল, আজ আর কলেজে গিয়া হইবে কি? এখানকার পাট ত উঠিল? আবার কি ভাবিয়া গাড়ীতে উঠিয়াই বসিল। এতদিনের পরিচয়, শেষ দেখাটা দেখিয়াই আসা যাক।

বাড়ী ফিরিয়া ভাবিল, জিনিষপত্রগুলা গুছাইয়া রাখা যাক আস্তে আস্তে। অনেক জমা হইয়াছে, বেশীর ভাগই রাখিয়া যাইতে হইবে। তিন বৎসর ছিল সে এখানে তাহার ভাগ্যকে রাহু পূর্ণরূপে গ্রাস করিবার আগে পর্য্যন্ত, প্রতিটা দিন কি অক্ষয় সম্পদ্ তাহাকে অঞ্জলি ভরিয়া আনিয়া দিয়াছে। ভালবাসা পাইয়াছে সে অজস্রধারে, ঢালিয়াও দিয়াছে কোনো কার্পণ্য না করিয়া। আজ আবার রিক্ত হস্তে পথে বাহির হইতে হইবে, দিবার অধিকার আর নাই, দাতা যে সেও মুখ ফিরাইয়াছে। নিজের মুখে সেদিন স্বীকারই ত করিল যে সে নিষ্কৃতি চায়?

ঘরখানি আগাগোড়া গুণীর ভালবাসার স্মৃতিতে পূর্ণ। কোনো একটা জিনিষ এখানে নাই যাহা সে নিজে পছন্দ করিয়া না প্রস্তুত করাইয়াছে। অলকাকে সাজাইবার, তাহার ঘরখানিকে সুন্দরী অধিবাসিনীর যোগ্য করিয়া তুলিবার, কত আগ্রহই না সে দেখাইত। কাপড়ের দেরাজ, চেয়ার, বই, ছবি, গৃহসজ্জা, অলঙ্কার, বস্ত্র, সব যেন হাতছানি দিয়া ডাকিয়া অলকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। সব গুণীদার দেওয়া, তাহার স্নেহ যেন মূর্ত্তি ধরিয়া ঘরময় বিচরণ করিতেছে।

এই ঘর ছাড়িয়া যাইবে অলকা। আর ইহাদের দেখিবে না সে।

একটা বেদনার খড়্গ তাহার বুকখানাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিয়া গেল যেন। ভাবিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে অসাড়তা আসিয়া গিয়াছে, আর সে ব্যথা বোধ করিবে না। কিন্তু কই সে অসাড়তা? প্রকৃতি দেবী তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছিলেন বোধহয়, কিছুকালের জন্য তাহার স্নায়ুমণ্ডলী অবশ হইয়া গিয়াছিল। ঔষধের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, এবার নগ্নবক্ষের উপর নিয়তির শেষ অস্ত্রাঘাত সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

নিজেকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া সে কাজে লাগাইয়া দিল। তাহাকে নিজের কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হইবে। বুকের ভিতর শতধারে রক্ত ঝরিতে থাক, বাহিরে থাকিতে হইবে অবিচল। বই-খাতাপত্র সব লইয়া যাইতে হইবে, কলেজে পড়ার জন্য যাহা প্রয়োজন। উপহারের বইগুলি আর গুণীর খান-কয়েক চিঠি, পুরীতে থাকিতে অলকা যাহা পাইয়াছিল, এগুলি রাখিয়া যাইতে পারিবে না। মৃত্যুদণ্ড যাহাদের দেওয়া হয়, তাহাদেরও ফাঁশির আগে পর্যন্ত অন্নজল দেওয়া নিয়ম। প্রাণ-ধারণের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যের মত করিয়াই এই জিনিষগুলিকে সে গ্রহণ করুক না-হয়?

এ ঘর হইতে সে আরও সামান্য কিছু লইবে। তাহার কাছে অসামান্য কিন্তু অন্য কাহারও চোখে পড়িবে না হয়ত। গুণীর সেই ছবিখানা দেওয়াল হইতে নামাইয়া লইয়া নিজের ট্রাঙ্কে একেবারে সব জিনিষপত্রের নীচে সে লুকাইয়া রাখিল।

কাপড়-চোপড়, গহনা, যাহা-কিছু এখানে আসিয়া পাইয়াছে, গুণীর উপহার, শুক্লার উপহার, সব আলাদা করিয়া রাখিয়া দিল। তাহার প্রয়োজনের জন্য যাহা-কিছু গুণী নিজে কিনিয়া আনিয়াছে বা শুক্লাকে দিয়া কিনাইয়া দিয়াছে, কিছুই সে গ্রহণ করিল না। শাদা কয়েকখানা শাড়ী, কলিকাতা আসার আগে যেগুলি পরিত সেইগুলিকে টানিয়া বাহির

করিল। শাদা জামাও দুই-চারিটা আছে, ইহাতেই তাহার চলিয়া যাইবে কোনোমতে। না নিতান্ত চলে, যেখানে যাইতেছে, সেখানে দুই-একটা কিনিয়া লইবে। সোনার চূড়জোড়া, যাহা তাহার প্রথম জন্মদিনে গুণী উপহার দিয়াছিল, হাতে পরিবার সোনার ঘড়ি ও কলম, পরের বৎসর সে যাহা দিয়াছিল, সব হাতে করিয়া কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিল। তাহার পর মাথায় ঠেকাইয়া অন্য জিনিষের সঙ্গে দেরাজে রাখিয়া দিল।

অনেক রাত জাগিয়া এইসব করিয়া, অবসন্নদেহে শেষে সে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

সকালে শুক্লা জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, আজ কলেজে যাবি না? বেশ যে নিশ্চিন্তমনে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্?"

অলকা বলিল, "আর কলেজে যাব না শুক্লাদি। আমি ত এ কলেজ ছেড়েই দিলাম। মফঃস্বলের কলেজে পড়তে যাচ্ছি।"

শুক্লা বলিল, "যাঃ, বড়দা যেতে দিল আর কি তোকে?"

কান্নার চেয়েও করুণ একটা হাসি হাসিয়া অলকা বলিল, "সত্যি কথা ভাই, গুণীদা নিজেই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন।"

ইহাদের কোনো ব্যবহারে অবাক্ হইবার দিন শুক্লার ঘুচিয়া গিয়াছিল। সে বলিল, "বেশ, যা তোমরা ভাল বোঝ। কবে যাচ্ছ?"

"এই দুচার দিনের মধ্যে।"

শুক্লা আর কিছু না বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় গুণী আসিয়া বলিল, "সেই প্রফেসরটি পরশু সন্ধ্যার ট্রেণে যাচ্ছেন। তোমার সব গোছগাছ হয়ে উঠবে ত?"

অলকা বলিল, "আমার প্রায় সব গোছান হয়েই গেছে। তার জন্যে কিছু অসুবিধে হবে না।"

গুণী নীরবে চা খাইতে লাগিল। অলকা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল,

"গুণীদা, বাবা আমার জন্যে যে টাকা রেখে গিয়েছিলেন, তার কতটা আর বাকি আছে ?"

চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া গুণী বলিল, "আছে কিছু। কেন ?"

অলকা বলিল, "আমার খরচের জন্যে যা পাঠাবেন, ঐটের থেকেই পাঠাবেন। ওটা যখন ফুরিয়ে যাবে, তখন আমাকে আর কিছু দেবেন না। আমি ততদিনে কিছু উপার্জ্জন করতে পারব বোধহয়।"

"এটা বলার কি কিছু দরকার ছিল, অলকা ?"

একটুখানি লজ্জিতভাবে অলকা বলিল, "ঋণ আর আমি বাড়াতে চাই না গুণীদা। বললাম ব'লে আমাকে ক্ষমা করবেন।"

কথার কোনো উত্তর না দিয়া গুণী ঘর হইতে উঠিয়া গেল।

শেষদিন আজ। অলকা কেমন যেন হতাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে বাড়ীর প্রত্যেকটা জিনিষের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে। ইহাদের মূর্ত্তি চিরদিনের জন্য বুকের ভিতর আঁকিয়া লইয়া যাইতে পারিবে কি ?

কিন্তু যাহার জন্য আজ হৃদয়ের সমস্ত ক্ষতমুখ দিয়া রক্ত ক্ষরিত হইতেছে, তাহাকে কোথায় রাখিবে সে ? জীবনাকাশ হইতে সূর্য্য আজ তাহার খসিয়া পড়িল, মহাতমস্বিনী আসিতেছে তাহার দিকে কালো দুই বাহু বাড়াইয়া। যে ভূমি হইতে সহস্র মূল দিয়া সে প্রাণরস শোষণ করিয়াছে, আজ সেখান হইতে তাহাকে নির্ম্মম হাতে উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইবে, তাহার পর কেহ দেখিতে আসিবে না সে শুকাইয়া মরিল কি না। হৃৎপিণ্ড আজ তাহার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। তবু সে বাঁচিয়া থাকিবে। যে বায়ুকে প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকের ভিতর গ্রহণ করিয়াছে এতদিন, আজ তাহার প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল, তবু অলকাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

সমস্ত প্রাণ তাহার হাহাকারে ভরিয়া উঠিল। "প্রিয়তম আমার,

তোমাকে আমি আর চোখে দেখিব না, অথচ আমার দৃষ্টি থাকিবে। তোমার কণ্ঠস্বর, যাহা আমার শিরার প্রতি রক্তবিন্দুতে উন্মাদনা জাগাইয়া দিত, তাহা আর কানে শুনিব না, অথচ এই শব্দময় জগৎ ত আমার কাছে নীরব হইয়া যাইবে না? তোমার স্পর্শ, যাহা আমার সর্ব্বাঙ্গে অমৃতের স্রোত বহাইয়া দিত, তাহা এ জীবনে আমার ভাগ্যে আর জুটিবে না, অথচ দেহ ত আমার থাকিবে, তাহাতে পক্ষাঘাতও হইবে না।

শুক্লা হঠাৎ তাহার ঘরে আসিয়া বলিল, "অমন মুখ ক'রে ব'সে আছিস্ কেন ভাই? তোর কিছু গোছাবার থাকে ত দে না আমাকে? আমি ক'রে দিচ্ছি।"

অলকা বলিল, "সবই প্রায় গোছান হয়ে গেছে ভাই। এই দেরাজ-গুলোয়, যা আমি নেব না সঙ্গে, সেই সব জিনিষ রেখে গেলাম। চাবিটা তোমায় দিয়ে যাচ্ছি।"

শুক্লা বলিল, "আচ্ছা, রেখে যা। আমার বড় আলমারিতে সব রেখে দেব তুলে। নইলে যা না সব গুণের চাকর-বাকর, অর্দ্ধেক সরিয়ে নেবে। তুই শুধু একটা বাক্স নিচ্ছিস্? ওতে কিই বা ধরবে?"

অলকা বলিল, "ওখানে কি জিনিষই বা দরকার হবে? বেরোবও না কোথাও, কিছুই না।"

শুক্লা বলিল, "আচ্ছা, গ্রীষ্মের ছুটির সময় যখন আসবি, তখন বাকি জিনিষ নিয়ে যাস্ এখন।"

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। অলকার চেহারা দেখিয়া এমন কি শশিমুখীও মন্তব্য না করিয়া পারিলেন না। বলিলেন, "ট্রেণে যাবে বাছা, আজ একটু ঘুমিয়ে নিও দুপুরে। চেহারাটা বড় খারাপ দেখাচ্ছে।"

একমাত্র গুণীই কোনো মন্তব্য করিল না।

অলকা যখন খাইবার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, তখন তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বিকেলে অখিল তোমায় ট্রেণে তুলে

দিয়ে আসবে অলকা। সন্ধ্যার সময় বাড়ীতেই আমার একটা appointment আছে ব'লে আমি যেতে পারলাম না। ভদ্রলোক সপরিবারেই যাচ্ছেন, তোমার অসুবিধা হবে না কিছু।"

অলকা কথা বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার গলা দিয়া স্বরই আজ বাহির হইল না। অলকার দিকে না তাকাইয়া এবং তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই গুণী চলিয়া গেল।

বিদায়ের ক্ষণ আসিয়া পড়িল। অলকা দেহ ও মনকে অসাড় করিয়া ফেলিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। গলার কাছে মরণ-ফাঁশির মত নিরুদ্ধ অশ্রুর আবেগ তাহার নিঃশ্বাস রোধ করিয়া আনিতেছে। চোখের দৃষ্টিও অর্দ্ধ-আচ্ছন্ন, ভাল করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না। প্রাণপণে প্রার্থনা করিতেছে, মরিতে হয় সে বাহিরে গিয়া মরে যেন, ইহাদের নিষ্করুণ চোখের সামনে নয়।

শশিমুখীর ঘরে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "পিসীমা, আমি যাচ্ছি।"

শশিমুখী বলিলেন, "এসো মা। ওখানে গিয়ে নিজের শরীরের যত্ন ক'রো, ভাল থেকো।"

শুক্লা ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার দিকে তাকাইয়া অলকা বলিল, "চললাম ভাই শুক্লাদি।"

শুক্লা বলিল, "চিঠিপত্র দিস্ গিয়ে," কিছুই হয় নাই যেন এমন মুখ করিয়া অলকার বিদায় ব্যাপারটাকে সে হাল্কা করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল।

গুণী ঘর হইতে বাহিরই হয় নাই। অথচ চাকর-বাকররা জিনিষ-পত্র লইয়া নামিতেছে, উঠিতেছে, সেই সাড়া সে পাইয়াছিল।

তাহার ঘরের দরজা খোলাই ছিল। অলকা পরদার এ পাশে দাঁড়াইয়া এক মিনিট কি চিন্তা করিল, তাহার পর ভিতরে ঢুকিয়া গুণীর

পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। বলিল, "আমি যাচ্ছি গুণীদা।" গুণী কোনো আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিল কিনা তাহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই ছুটিয়া পলাইয়া গেল, রাখিয়া গেল গুণীর দুই পায়ের উপর শুধু তপ্ত অশ্রুজল।

গুণী উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু দরজা অবধি গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। কপাট দুইটা বন্ধ হইয়া গেল মিনিট-খানিক পরে।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে যাইবে অলকা, এমন সময় শুক্লা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "রাক্ষুসী, তুই কেন এসেছিলি আমাদের বাড়ীতে? আমার অমন মহাদেবের মত ভাই, তার বুকটা ভেঙে দিয়ে গেলি? তুই নিজেও যে মরবি পোড়ারমুখী? তোর মুখ দে'খে আমি বুঝতে পারছি, ওকে ছেড়ে তুইও বাঁচবি না।"

অলকা ব্যগ্রভাবে বলিল, "তুমি আমার চেয়ে বড়, ভাই, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর আমাকে, আমি খুব শীগ্‌গির মরি যেন। ভগবানের কাছেও প্রার্থনা ক'রো ভাই আমার জন্যে, আমাকে আজই যেন টেনে নেন।"

অশ্রুঅন্ধ চোখে, স্খলিতপদে কোনোমতে সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

২৬

কম্পাউণ্ডার অখিল সারাপথ গুণীকে মনে মনে গাল দিতে দিতে গেল। এই রকম একটি আরোহিণীর ভার ডাক্তারবাবু তাহার ঘাড়ে চাপাইলেন কেন? দৃষ্টি দেখিয়া মনে হয়, অলকা পাগল হইয়া গিয়াছে। এমন ব্যগ্রভাবে পথের দিকে তাকাইয়া আছে যেন ঐ পথের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিলে বাঁচিয়া যায়। সত্যই যদি গাড়ী হইতে

ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মারা যায়, কিম্বা গাড়ীর ভিতরেই অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অখিল কি করিবে? কি জবাবদিহি করিতে পারিবে সে মনিবের কাছে? সমস্ত পথটা বেচারার শান্তি রহিল না, ভদ্রতা রক্ষা করিয়া পশ্চাতে উপবিষ্টা অলকার প্রতি যতটা দৃষ্টি রাখিয়া চলা যায়, তাহাই সে করিয়া চলিল।

অলকার মাথার ভিতরটা তখন আর প্রকৃতিস্থ ছিল না। সমস্ত চিন্তার ধারা তখন তাহার ছুটিয়াছে নিজেকে ধ্বংস করার দিকে। এখনই কোনোমতে সে মরিয়া যাইতে পারে না? গাড়ীর দরজা খুলিয়া পথের উপর শুইয়া পড়িলে কেমন হয়? একটা না একটা গাড়ী তাহার বুকের উপর দিয়া কি চলিয়া যাইবে না? কয়েক মিনিটের জন্য বেশী যন্ত্রণা বোধ হইবে, তাহার পর ত পরিপূর্ণ শান্তি? নিজের গলাটা দুই হাতে টিপিয়া ধরিয়া থাকিলে কতক্ষণে তাহার প্রাণটা বাহির হয়? শাড়ীর আঁচলটা দিয়া গলায় ফাঁশি লাগাইয়া মরা যায় না কি?

কিন্তু অলকা কিছুই করিতে পারিল না। মনের ভিতরটাও ক্রমে যেন অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল, হাত পা নাড়িতেও কষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

ষ্টেশনে আসিয়া অখিল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। অধ্যাপক-দম্পতির কাছে অলকাকে গছাইয়া দিয়া পলায়ন করিতে পারিলে সে এখন বর্ত্তিয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে প্ল্যাট্‌ফর্মে ঢুকিয়াই সে তাঁহাদের দেখিতে পাইল। অলকাকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "এঁকে নিয়ে এসেছি আমি। ডাক্তার মজুমদার এই চিঠি দিয়েছেন।"

অধ্যাপকের পত্নী অলকাকে কাছে টানিয়া লইলেন। ভাবিলেন, মেয়েটি ভারি সুন্দর, কিন্তু বড়ই অসুস্থ! অলকা দুইজনকে প্রণাম করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। জিনিষপত্র তোলা হইল গাড়ীতে, সকলে উঠিয়াও বসিলেন। অখিল তখন একটা সমবেত নমস্কার জানাইয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। অধ্যাপকের স্ত্রী অলকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শরীর ত ভাল নয় মা? এই জন্যে বুঝি ওঁরা তোমাকে কলকাতার বাইরে পাঠাচ্ছেন?

অলকা বলিল, "হ্যাঁ, এখানে আমি ভাল থাকি না।"

"ডাক্তার মজুমদার কে হন তোমার?"

অলকা অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "আমার দাদা।"

গাড়ী চলিতে লাগিল। ষ্টেশনের আলোকাকীর্ণ সীমানাটার বাহিরে অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। অলকার জীবনের আলো নিভিয়া গেল সেই সঙ্গে। কথাবার্ত্তা কাহারও সঙ্গে কিছু বলিবার চেষ্টা করিল না, সৌভাগ্যক্রমে তাহাকেও কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

একটা নদীর ব্রীজের কাছে আসিয়া গাড়ীটা একটু দাঁড়াইল, তাহার পর গভীর গর্জ্জনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। অলকা বাহিরের আঁধারের দিকে তাকাইয়া দেখিল। অনেক নীচে নদীর স্রোত দেখা যায়, গাড়ীর আলো পড়িয়া এক এক স্থানে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। কেমন একটা অধীর আগ্রহ আসিল তাহার মনে। দরজাটা খুলিয়া ঐ জলরাশির বুকে ঝাঁপাইয়া পড়া যায় না? নদীর স্রোত তাহার দেহটাকে টানিয়া লইয়া যাক না? কিন্তু সত্যকার অলকা যে, সে ত বাঁচিয়া যাইবে? ত[illegible]গুনের শল্যের মত এই যে ব্যথা তাহার হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করিতেছে, ত[illegible]র হাত হইতে ত মুক্তি পাইবে? জানালার দিকে একটু সরিয়া বসিল।

কিন্তু এবারেও অলকা কিছু করিল না। কুহকিনী আশা কি মন্ত্র পড়িল কে জানে, এই ব্যথিতা বালিকার কানে। ছিন্নকণ্ঠ বিহঙ্গিনীর মত তীব্র যাতনায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিল তাহার সমস্ত চিত্ত, অথচ স্থির, নিশ্চল পাষাণমূর্ত্তির মত বসিয়াও রহিল। অধ্যাপকের পত্নী ভাবিলেন; সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে আর ডাকিলেন না।

গন্তব্যস্থানে পৌছিতে পরদিন বেশ বেলা হইয়া গেল। বোর্ডিংএ

আসিয়া অধ্যাপক সেখানকার তত্ত্বাবধায়িকাকে জানাইলেন যে নূতন ছাত্রীটি বড়ই অসুস্থ অবস্থায় আসিয়াছে। তাহাকে আজ আর বোর্ডিংএর নিয়ম না মানাইয়া সারাদিন যেন শুইয়া থাকিতে দেওয়া হয়। সেইরূপ ব্যবস্থাই করা হইল, অলকার জন্য। কাহারও সঙ্গে সে কথা বলিল না, খাইলও না বিশেষ কিছু, বালিশে মুখ গুঁজিয়া মৃতের মত পড়িয়া রহিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া তাহার মনে হইল, সে যেন মরিয়া গিয়াছে। মনের সে তীব্র যন্ত্রণা নাই, দেহ অবসন্ন, কিন্তু খুব ক্লিষ্ট নয়, ভাবিবার কোনো ক্ষমতা নাই। যন্ত্রচালিতের মত, যে যাহা করিতে বলিল তাহাই সে করিয়া গেল। বহুদিন আগেকার আর একটা বোর্ডিংবাসের স্মৃতি আবার মনে ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু এ অবস্থার সহিত তাহার তুলনা হয় না। জীবনের মুকুল তখন সবে তাহার আলোকের দিকে মাথা তুলিয়াছে। তাহার পর ত জীবনাকাশ আলো করিয়া তপনোদয় হইয়াছিল, সব কয়টি দল মেলিয়া সেই জ্যোতির উৎসে সে স্নান করিয়াছে। আজ সন্ধ্যায় সে আলো আর নাই, আলোকের সম্ভাবনাও আর মনে আসে না, মহা তামস নরকের ভিতর ঝরিয়া পড়িবে সে এখন, তাহার আগে অবশিষ্ট জীবনী-শক্তি দিয়া কোনো দিকে প্রাণরস সংগ্রহের চেষ্টা করিবে না।

একটার পর একটা করিয়া দিন তাহার কাটিতে আরম্ভ করিল। কলেজে সে ভর্ত্তি হইয়াছে, পড়াশুনাও আরম্ভ করিতেছে। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে বটে, তবে ভাব কাহারও সঙ্গে হয় নাই। তাহার মুখ দেখিলে আলাপ করিবার উৎসাহও কোনো মেয়ের হয় না। যেন মৃত দেহটাকে যন্ত্রচালিত করিয়া কেহ ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে।

কোনো ভাবনা চিন্তা না করিয়া, কেবল বোর্ডিংএর নিয়মের জাঁতায় নিজেকে পিষিয়া মারিতে সে চায়। কিন্তু মন ত সব সময় একেবারে শূন্য রাখা সম্ভব নয়? গুণীর মূর্ত্তি কেবলই মানসপটে ভাসিয়া ওঠে। তাহার চোখে এত সুন্দর জগতে আর কেহই ছিল না। এখনও কি তিনি

তেমনই দেখিতে আছেন ? তাঁহার দুই চোখ দেখিলে অলকার মনে হইত যেন স্নেহের উৎস, সেইরূপ দৃষ্টিতে কি আর কাহারও দিকে তাকাইয়া দেখেন ? যে বায়ু গুণীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হয়, তাহা কি একবারও অলকার দেহে আসিয়া লাগে না ?

পৌঁছিয়াই গুণীর নামে একখানা টেলিগ্রাম করিয়াছিল, তাহার পর গুণীকে আর কোনো খবর দেয় নাই। শুক্লাকে মাঝে মাঝে এক-একখানা পোষ্টকার্ড লেখে সে, শুক্লাও পোষ্টকার্ডেই জবাব দেয়। অলকা সম্বন্ধে মনে তাহার দারুণ অভিমান, কিছু বেশী লিখিতে ইচ্ছাও করে না। আর বোর্ডিংবাসিনীর কাছে বড় চিঠি লিখিয়াই বা কি লাভ ? সব কথা ত শিক্ষয়িত্রীরা পড়িয়া, আগেই উচ্ছিষ্ট করিয়া দিবে ?

মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি সে এখানে আসিয়াছিল, দিন কাটিতে কাটিতে ক্রমে গ্রীষ্মের ছুটির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এ সময়ে বেশীর ভাগ মেয়েই বাড়ী চলিয়া যায়, হোষ্টেল বন্ধ থাকে। তবে শিক্ষয়িত্রীরা কেহ কেহ থাকিয়া যান, ছুটির সময়টা নিজেরাই একটা ব্যবস্থা করিয়া খাওয়া দাওয়া চালাইয়া লন। যদি দৈবাৎ কখনও কোনো ছাত্রী অবকাশের সময় বাড়ী না যায়, সে ইঁহাদের সঙ্গে থাকিতে পারে।

অলকার জন্য এই ব্যবস্থাই হইল। সে কলিকাতা যাইতে [illegible]হিল না। গুণীকে কর্ত্তৃপক্ষ তাহার ইচ্ছা জানাইলে সে লিখিয়া পাঠ[illegible]। যে অলকা যাহা করিতে চায়, তাহা করিতে পারে।

ছাত্রীরা চলিয়া গেল। বোর্ডিংএর বাড়ীটা কেমন যেন নিঃঝুম হইয়া পড়িল। একলা থাকায় অলকার অবশ্য কোনো অসুবিধা হইল না। মানুষের সঙ্গ এখন সে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলে। শিক্ষয়িত্রীরা আর এখন বোর্ডিংএর কোনো নিয়ম পালন লইয়া কড়াকড়ি করেন না, রাশ সম্পূর্ণ ঢিলা দিয়াছেন, সময়মত খাইয়া লইলেই হয়, আর কোনো কিছু লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না।

সন্ধ্যার সময় অলকা একলাই বোর্ডিং-সংলগ্ন "লন্"এ বেড়াইতেছিল। সে ছাড়া আর একটি মাত্র মেয়ে এখন বোর্ডিংএ আছে। সে ছোট, স্কুলে পড়ে, বাবা-মা বহুদূর দেশে চলিয়া যাওয়াতে, সে ছুটিতে তাঁহাদের কাছে যাইতে পারে নাই। অলকার কাছে সে বড় যাইত না। দুজনে দুধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

গেটের কাছে যে দারোয়ানটা বসিত, সে হঠাৎ আসিয়া বলিল যে একজন ভদ্রমহিলা গাড়ী করিয়া বাহিরে আসিয়াছেন, তিনি অলকার সহিত দেখা করিতে চাহেন। ছোট মেয়েটি তাড়াতাড়ি গেটের কাছে ছুটিয়া গেল, যাহাকেই দেখিতে আসিয়া থাকুক না, সে একটা নূতন মানুষ দেখিতে পাইলেই খুসী।

অলকা বলিল, "তুমি মাসীমাকে বল গিয়ে আগে।"

দারোয়ান বলিল সে মাসীমাকে আগেই খবর দিয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, অলকা ইচ্ছা করিলে দেখা করিতে পারে। গুণী অলকার জন্য কোনো দর্শনপ্রার্থীর তালিকা করিয়া দেয় নাই, শুধু বলিয়া দিয়াছিল, অলকা যাহার সঙ্গে দেখা করিতে চায়, করিতে পারে।

ছোট মেয়েটি ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে ট্যাক্সি গাড়ীতে একজন খুব মোটা ভদ্রমহিলা বসিয়া আছেন। স্কুলের হেড্‌মিস্ট্রেসের চেয়েও তিনি মোটা।

অলকার মনটা চকিত হইয়া উঠিল। মানিনী নাকি? এখানেও আসিয়া জুটিয়াছে? আশ্চর্য্য, যে-কন্যাকে শিশুকালে ফেলিয়া যাইতে কিছুই সে দ্বিধা করে নাই, এখন তরুণী সেই কন্যার জন্য অত আগ্রহ কেন? অলকার চেনা পৃথিবী হইতে আর কোনো সাড়া সে এতদিন পায় নাই, প্রথমেই পাইল কিনা মানিনীর নিকট হইতে? সেই কি একমাত্র অলকাকে মনে রাখিয়াছে?

বসিবার ঘরটার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গেল। দারোয়ানকে বলিল মহিলাটিকে ভিতরে ডাকিয়া আনিতে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মানিনী হেলিতে দুলিতে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। মুখে রং মাখে নাই, এবং পোষাক-পরিচ্ছদও আগের চেয়ে সাদাসিধা। গহনার দোকানের মত করিয়াও বিপুল দেহখানাকে এবার সাজায় নাই।

অলকা উঠিয়া দাঁড়াইয়া একবার ভাবিল, মাকে একটা প্রণাম করিবে নাকি? আবার অন্য একটা চিন্তা আসিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিল। না, প্রণাম সে করিবে না। মুখে শুধু বলিল, "বোসো মা।"

মানিনী চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "কুপুত্র যগুপি হয়, কুমাতা কখনো নয়। সত্যি কথা বাছা। তুমি ত আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখতে চাও না, আর আমি মরছি তোমার ভাবনা ভেবে। কিছুতেই ভুলতে পারছি না তোমাকে। কলকাতায় খবর নিয়ে জানলাম, গুণী তোমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। আবার দৌড়োতে হল আমাকেই। ভাগ্যে এখানের এক উকীলবাবুর সঙ্গে চেনা-জানা ছিল, তাই তাঁর একটা বাড়ীতে থাকবার জায়গা পেলাম, না হলে কোথায় যে, উঠতাম, তার ঠিক নেই।"

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এলে এখানে? আমি ত তোমায় জানিয়েইছিলাম, যে কোনো সাহায্যই আমার এখন দরকার নেই।"

"তা লিখেছিলে বটে। কিন্তু তাতে কি আর মায়ের মন বোঝে? তা ছাড়া বুঝতেই ত পারলাম যে গুণীর আদেশমত লিখেছ। সে চায় না যে তোমাতে আমাতে কোনো সম্বন্ধ থাকে। অথচ কেন যে তাও ত বুঝি না। নিজে ত বিয়ে করবেই না ব'লে শুনি। কত লোক কত ভাল ভাল মেয়ে নিয়ে তাকে সাধছে। তোমাকে এমনি কাছেও যে রাখতে চায়, তাও ত মনে হয় না। তাহলে আমার কাছে দিলে ক্ষতিটা কি? আমি তোমায় ভাল ভাবে রাখব, পড়াশুনো করাব, বিয়ে দিয়ে দেব খুব ভাল ঘরে।"

অলকা বলিল, "তুমি আমাকে নেবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ো না। লেখাপড়া কতদূর করতে পারব, কে জানে? আমার শরীর ভয়ানক খারাপ, বাঁচবই বা ক'দিন তাই বা কে জানে? মিথ্যে দায় ঘাড়ে ক'রে ভুগে মরবে। তা ছাড়া ও-সা[illegible]দার অমতে আমি যাবও না তোমার সঙ্গে।"

মানিনী বলিল, "ব্যস্ত না হয়ে কি করি বল ত বাছা? সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, তুমি একমাত্র সন্তান আমার, তোমাকে অমনি ছেড়ে দেব গুণীর কথায়? সত্যি বাপু, তার মতলব আমি বুঝি না। আগে ভাবতাম তোমার উপর লোভ আছে। এত সুন্দরী মেয়ে, লোভ থাকতে পারে, কিন্তু এখন ত দেখছি তাও নয়। আর শরীরের কথা বলছ, ও কোনো কাজের কথা নয়। চল আমার সঙ্গে তুমি, সাহেব ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধ খাইয়ে দুদিনে ঠিক ক'রে দেব। তাতেও না সারে, হাওয়া বদ্‌লাতে পাহাড়ে নিয়ে যাব। অভাব ত নেই আমার কিছুর?"

অলকা বলিল, "সব অসুখই কি হাওয়া বদ্‌লালে আর ওষুধ খেলে সারে? তাহলে ত পৃথিবীতে বড় লোকেরা অমর হয়ে থাকত।"

মানিনী বলিল, "ও, তোমার বাপের অসুখের কথা বলছ? কেন সেই রকম কিছু হয়েছে নাকি তোমার? তুমি যখন হলে, তখন ত বাপু অসুখবিসুখ ছিল না কিছু? তাহলে কি আর আমার হত না? গুণী কি বলে এ বিষয়ে? সে ত নিজে ভাল ডাক্তার, সে তোমায় ওষুধবিষুধ খাওয়ায় নি কিছু? ও অসুখেরও আজকাল ভাল চিকিৎসা হয়েছে ব'লে শুনেছি।"

অলকা বলিল, "না, বিশেষ কোনো অসুখের কথা আমি বলছি না। এমনি স্বাস্থ্যই আমার ভয়ানক খারাপ। আমার পিছনে টাকা খরচ ক'রে লাভ নেই কিছু। বুড়োবয়সে তোমাকে দেখতে পারব ভাবছ তুমি, কিন্তু খুব সম্ভব তোমার ঢের আগেই আমি ম'রে যাব।"

"বারে বারে মরার কথা কেন বলছ মা? আমি তোমায় সারিয়ে তুলব ঠিক। পড়াশুনো করাতে যদি ক্ষতি হয়, নাই বা করলে তুমি পড়াশুনো আর? তোমাকে ত আর টিচারি করে খেতে হবে না? তোমার মত সুন্দরী মেয়ে পেলে, লাখ টাকা দিয়ে লুফে নেবে। তাও ভাল না লাগে, খুব বড় ঘরে বিয়ে দিয়ে দেব তোমার, পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে থাকবে।"

বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অলকা ভাবিল, হাঁ, বড় ঘরে বিবাহ হইবার মতই তাহার কপাল বটে! আর মানিনীই তাহার জোগাড় ভালরকম করিতে পারিবে।

ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "বড় ঘরের ছেলে বিয়ে করবে কেন আমায়, মা? তুমিই ত লিখেছিলে গুণীদা যদি আমায় বিয়ে করেন, তাতে সমাজের কাছে তাঁর মাথা হেঁট হবে, লোকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে, এমন কি পসারও ক'মে যেতে পারে।"

মানিনী বলিল, "সে একটা বলেছিলাম কথার কথা। গুণীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়, এ আমার একেবারে ইচ্ছে ছিল না, সে তাহলে তোমাকে কেড়ে নিত আমার কাছ থেকে, কোনো সম্পর্ক রাখতে দিত না। যাতে তুমি ওদিকে মন না দাও, সেই জন্যে লিখেছি। আর কি? নইলে কে বা আজকাল অত ঠিকুজি কুষ্ঠি দেখছে। বাপের নামেই সন্তানের নাম, মায়ের খবর অত কেই বা রাখে? বাপের ত তোমার ঠিক আছে, নাম ভাল আছে, তাহলেই হল। কবে আমি চ'লে এসেছি, তারপর আছি কি গেছি, তাই বা কে জানে? সত্যিকারের পেশাদারদের মেয়ে যারা, বাপেরও ঠিক নেই, তাদেরও বলে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আজকাল? টাকায় কি না হয়? যারা জানে আমার কথা, তাদেরই ভিতর বর জুটে যায় এখন। ঐ ত গুণীর ভাই সরল, সে ত পাগল একেবারে তোমার জন্যে। আজ বিয়ে করতে বললে, আজই করে!

সেও জানে আমার কথা। কি বল তুমি? যাবে? গুণী এখন বোধ হয় আপত্তি করবে না, ছেড়েই দিয়েছে একবার যখন। লিখে দেখ না তাকে একবার?"

অলকা বলিল, "থাক গিয়ে। ও-সবে আর দরকার নেই। আমার নিজেরই ইচ্ছে নেই যাবার। যেমন ক'রে হোক দিনগুলো কেটে যাবে এখন। ক'টাই বা দিন?"

"ঐ তোমার এক কথা। ক'টা দিন হতে যাবে কেন? এই বয়সে অমন যোগিনীর মত ভাব কেন তোমার? এখন হাসিখুসি সাধ-আহ্লাদের বয়স। দেখ মা, এবারেও আমি টাকাকড়ি অনেক এনেছি, দিয়ে যাব কিছু তোমায়?"

অলকা বলিল, "টাকা নিয়ে কি হবে আমার? রেখে দাও এখন। বছর তিন পরে, যদি আমি তখনও বেঁচে থাকি, তাহলে দেখা যাবে তখন। এখন আমি উঠি, আমাদের খাবার ঘণ্টা পড়েছে।"

মানিনী অগত্যা উঠিয়া দাঁড়াইল। অলকার গালে হাত বুলাইয়া, সেই হাত চুম্বন করিয়া বলিল, "আসি তাহলে এখন মা। আবার আসবার ইচ্ছে আছে, মাসখানিক পরে। মাঝে একবার পাহাড়ে যাব ভাবছি, বড় গরম কলকাতায়।" সে আবার নিজের অভ্যস্ত গতিতে চলিয়া গেল।

অলকা খাইয়া আসিল, পড়াশুনা করিতে আর ইচ্ছা করিল না, বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। বিগত জীবন হইতে এই একটা হাওয়া আসিয়া তাহার মনকে অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিল। মানিনীর কথা মনে করিয়া তাহার হাসিও পাইতে লাগিল। কিন্তু সে হাসি অশ্রুজলের চেয়েও করুণ। মানিনী কিনা তাহার এখন বড় ঘরে বিবাহ দিতে চায়! আচ্ছা, সত্যই যদি এখন অলকা কাহাকেও বিবাহ করে, তাহা হইলে স্বামীকে কি দিতে পারিবে? কিছুই নয়। হৃৎপিণ্ডটা ত সে উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া

দিয়াছে, মানিনীরই প্ররোচনায় দিয়াছে। হৃৎযন্ত্রটা আছে বটে, কিন্তু তাহাই বা আর ক'দিন আছে ?

শিক্ষয়িত্রীরা এখন আর চিঠিপত্র বিশেষ দেখিতেন না। অনেক দিন পরে অলকা শুক্লাকে খামে একখানা চিঠি লিখিল। খুব বড় নয়, আট দশ লাইন লিখিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "গুণীদা এখন কেমন আছেন ভাই ? তাঁর খবর ত কিছু দাও না ?" সে নিজেও এতদিন চিঠিতে গুণীর নাম উল্লেখ করে নাই। নিজের বুকের নিদারুণ ক্ষতটাকে আর নাড়া দিতে সাহস হইত না। লিখিলে শুক্লাই বা কি মনে করিবে কে জানে, ইহাও ভাবিত।

দিন তিনচার পরে শুক্ল ঠি আসিল, সেও খামেই লিখিয়াছে।

'অনেক ধন্যবাদ যে বড়দার খবর জানতে চেয়েছিস্। ঢের ঢের অকৃতজ্ঞ দেখেছি বাপু, তোমার মত একটিও দেখিনি। মানবচরিত্র সম্বন্ধে ধারণাই তুমি আমার বদলে দিয়েছ। যাই হোক, তিনি সেই একরকমই আছেন, যেমন তাঁকে শেষ দেখে গিয়েছিলে। মামাবাবুর অবস্থা আবার খারাপ হতে আরম্ভ হয়েছে, তাঁকে নিয়েই বড়দাকে আজকাল বড় ব্যস্ত থাকতে হয়।

'কেমন আছিস্ ? ছুটিতে এলে ত পারতিস্ ? ভালবাসা জানাচ্ছি।

তি

শুক্লাদি।'

তাইত, অলকা অকৃতজ্ঞই বটে। যে সহকার-শাখাকে অবলম্বন করিয়া সে বাড়িয়া উঠিয়াছে, প্রাণধারণ করিয়াছে, তাহাকে স্মরণ সে করে না। কিন্তু কোন্ সাহসে গুণীর নাম করিবে সে ? সেই স্নেহের নির্ঝর গুণীদা আর আছেন কি ? অলকার জন্য তাঁহার মনে বিরাগ ছাড়া আর কিছু কি থাকিতে পারে ? তাঁহার মুখ মনে করিতে গেলে এখন সর্ব্বাগ্রে মানসনেত্রে অলকার ভাসিয়া উঠে সেই মূর্ত্তি, গুণীর রোগশয্যায় সে

যাহা দেখিয়াছিল। যেন রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরি। আর মনে পড়ে তিনতলার ছাদের সেই দৃশ্যটা। গুণী যেদিন বলিয়াছিল, তাহারও নিষ্কৃতির বড় প্রয়োজন। এখন যদি গুণী শোনে, অলকা তাহার সংবাদ চাহিতেছে, তাহা হইলে মুখে কি তাহার বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিবে না? কিন্তু তেমন হাসি গুণীর মুখে সে কল্পনাও করিতে পারিল না। অমন দেবোপম, উদার, সুন্দর মুখে, শয়তানের মত হাসি কখনও ফুটিতে পারে না।

আচ্ছা, ফিরিয়া যদি যায় অলকা? মানিনীর কথায় এখন ত মনে হয়, বোধহয় বৃথাই সে নিজেকে বলি দিয়া আসিল। যদি পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চায়? ক্ষমা কি পাইবে না? ভয়ে মনটা পশ্চাৎপদ হইয়া গেল। সাহসই হইবে না তাহার। ঐ পাষাণ দেবতার মত মুখ, উহার পায়ে মাথা কুটিয়াও কি কোনো লাভ হইবে? দাসী হইয়াও গুণীর গৃহে থাকিবার অধিকার কি সে পাইবে? পাইলেও সহ্য করিতে পারিবে কি? রাণী যে ছিল, তাহাকে দাসীরূপে চাহিবেই বা কে? না, দিন তাহার এই ভাবেই শেষ হইয়া যাক। আশার কথা এইটুকুমাত্র তাহার জীবনে আছে যে অনেককাল সে বাঁচিবে না। ইহা ক্রমেই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া আসিতেছে।

২৭

গ্রীষ্মকাল কাটিয়া বর্ষা নামিল। আর তাহারই সঙ্গে ঝরিয়া পড়িল মহানগরীর বুকে মানুষের প্রতি মানুষের পুঞ্জীভূত নিদারুণ বিদ্বেষ। যেন প্রলয়ের জোয়ার আসিয়া একদিনে সমস্ত শহরটাকে হত্যার লীলাভূমিতে পরিণত করিয়া দিল। আহতের আর্ত্তনাদ, মরণাপন্নের শেষ ক্রন্দন, নারীর বিলাপ। শ্মশানের ধূমে আকাশ ছাইয়া গেল।

গুণীদের পাড়াতেও হাঙ্গামা আরম্ভ হইল বটে, তবে খুব সাঙ্ঘাতিক

আকারে নয়। বাড়ীতে নারী ও রোগী ফেলিয়া বাহিরে যাওয়া তাহার কঠিন হইয়া উঠিল, তবু জোর করিয়া কয়েকবার ঘুরিয়া আসিল। গাড়ীর উপর ইঁট পাট্‌কেল খানিকটা পড়িল, নিজে সে সামান্য আহতও হইল, কিন্তু সেদিকে কোনোই মনোযোগ দিল না। শুক্লা ও তাহার মায়ের কথা ভাবিয়া অত্যন্ত চিন্তিত মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। নিজের জন্য তাহার কোনোই ভয় নাই, বৃদ্ধ রুগ্ন পিতা, ও স্ত্রীলোক দুইজনকে সরাইয়া দিবার কি ব্যবস্থা করিতে পারে, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

অবস্থাটা ক্রমেই যেন সঙ্গীন হইয়া উঠিতে লাগিল। পাড়াটায় হিন্দুরাই বেশীর ভাগ বাস করে, কিন্তু মুসলমানও আছে কিছু কিছু। মুসলমান বস্তিও আছে কিছু দূরে। কাজেই সংঘাতের অভাব হইল না। রাত্রিটা হইয়া উঠিল সব চেয়ে ভয়াবহ। নৈশ আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল উভয় পক্ষের বিভীষিকাময় অট্টরোলে। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনি ও ভীত মানুষের আর্ত্তনাদ। হত-আহতও প্রতিদিন সংখ্যায় বাড়িতে লাগিল।

দোকান বাজার সব বন্ধ, বাড়ীতে খাদ্যেরও অভাব ঘটিতে আরম্ভ করিল। শশিমুখীর নিয়ম ছিল, ভাঁড়ারে চাল, ডাল, ঘি, চিনি প্রভৃতি এক মাসের অন্ততঃ তিনি সব সময় মজুত রাখিতেন। গুণী বলিল, "যাক, একেবারে না খেয়ে মারা যাব না। নীচে ডিস্‌পেন্‌সারিতে হর্লিক্‌স্ আছে কয়েকটা, বাবাকেও দেওয়া চলবে।"

কিন্তু খাইবার লোক বাড়িয়া চলিল। আশেপাশে টিনের ঘর ও খোলার ঘরের অধিবাসী যতগুলি ছিল, সকলের লক্ষ্য হইল ডাক্তারের বড় বাড়ীখানা। নীচের ঘরগুলি গুণী তাহাদের জন্য ছাড়িয়া দিল, শুধু ডিস্‌পেন্‌সারিটা নিজেদের কাজের জন্য রাখিয়া দিল।

বাড়ী হইতে বাহির হইবার জো নাই, দরজা জানলা খুলিবার উপায় নাই, কখন কি হয়, কখন বা কে আক্রমণ করে। চাকর-বাকররা ভয়ে প্রায় কাজের অযোগ্য হইয়া গেল। বামাচরণ একদিন পলায়ন করিল,

অলকা বলিল, "ওদের কাউকে কিছু না ব'লে, পিছনের গলি দিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

গুণী বলিল, "কিন্তু কেন অলকা? কেন এ কাজ করলে? তোমার কি ভীষণ বিপদ্ যে হতে পারত, তা তুমি নিজে বুঝতে পারছ না, কিন্তু আমার বুক কাঁপছে তা মনে ক'রে। কলকাতার লোক এখন ঘরবাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছে, যেদিকে যে পারে, আর তুমি একলা চ'লে এলে এই নারকীয় কাণ্ডের মধ্যে? এর মানে কি অলকা? এ কি করলে তুমি?"

অলকা মুখ তুলিয়া তাকাইল। একেবারে রক্তহীন বিবর্ণ মুখ, বিস্ফারিত চোখ উত্তেজনায় আরও বড় দেখাইতেছে। বলিল, "থাকতে পারলাম না কিছুতেই। এখানের সব খবর ওখানে শুনলাম যে?"

গুণী বলিল, "না হয় শুনেইছিলে, তবু এখানে আসার কি দরকার ছিল?"

অলকা এ কথার কোনো উত্তর দিল না। শুধু চোখ দুইটাতে ধীরে ধীরে যেন অশ্রু সঞ্চারিত হইয়া আসিতে লাগিল। গুণী মুখটা অন্যদিকে ফিরাইয়া লইল, বলিল, "বড় অবুঝের মত কাজ করেছ। ওখানে ত থাকতে পারলে না, এখানেই বা তুমি থাকবে কি ক'রে?"

নিদারুণ হতাশায় অলকার চোখের তীব্রতা একেবারে ম্লান হইয়া গেল। যেন নিমজ্জমানের হাত হইতে শেষ তৃণমুষ্টির অবলম্বনও খসিয়া পড়িতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, "থাকতে পারব না? রাখতে পারবে না আমাকে?"

গুণীর মনটা ব্যথায় টনটন করিয়া উঠিল। আবার কি ফিরিয়া আসিতে চায়? বুকে ফিরাইয়া লইবে কি? প্রাণের জ্বালাটার উপশম হয় যে তাহা হইলে? আর ত সে সহ্য করিতে পারে না!

কিন্তু কেন ফিরিয়া আসিতে চায়? কাহার জন্য চায়? গুণীকে চায় কি? হায়, সে বিশ্বাস কোথায়? একবার গিয়াছিল ত বু

লইতেই, কিন্তু অলকাকে ত বুকে পায় নাই, শক্তিশেল বক্ষে করিয়া তাহাকে ফিরিতে হইয়াছে। আর দ্বিতীয়বার সেই বেদনাময় জ্বলন্ত অঙ্গারাকীর্ণ পথে হাঁটিবার ক্ষমতা তাহার আছে কি?

চেষ্টা করিয়া নিজেকে কঠিন করিয়া লইয়া বলিল, "কি ক'রে রাখব বল? বাড়ীতে ত আমি আর বাবা ছাড়া কেউ নেই? শুক্লাদের চন্দননগরে পাঠিয়ে দিয়েছি, একটা ঝি পর্য্যন্ত নেই। এর ভিতরে কি ক'রে থকেবে তুমি? পাড়ার এক পাল ছেলে নীচে থাকে।"

একদৃষ্টে গুণীর মুখের দিকে তাকাইয়া অলকা বলিল, "তা হলে আমি কি করব গুণীদা?

গুণী বলিল, "আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না, কি করা যায়। রাখাও সম্ভব নয়, ফিরিয়ে দেওয়াও অসম্ভব। কে নিয়ে যাবে তোমাকে? কারও হাতে এ সময়ে তোমার ভার আমি দিতে পারব না। বাড়ী থেকে বাইরে বেরোবার কথাই এখন ভাবা যায় না। আর ওখানকার বোর্ডিং-এর authorityরা তোমাকে হয়ত নিতেই চাইবে না এরপর। না ব'লে চ'লে আসাটা ত নিয়ম নয় অলকা?"

অলকা হঠাৎ একটা অদ্ভুত হাসি হাসিয়া বলিল, "আমাকে বাড়ীর থেকে বার ক'রেই দিন না গুণীদা? গুণ্ডারাই এখনই একটা ব্যবস্থা করে দেবে, তাদের ছুরির ধার এখনও ভোঁতা হয়ে যায় নি।"

গুণী চমকিয়া উঠিল। এ কি পাগল হইয়া যাইতে বসিয়াছে? তাড়াতাড়ি বলিল, "আঃ, কি ছেলেমানুষের মত যা তা বলছ? ও-সব কথা মুখে এনো না অলকা।"

অলকা নীরব হইয়া গেল। কয়েক মিনিট পরে আবার মাথা তুলিয়া বলিল, "কয়েকটা দিন অন্য কোনো বাড়ীতে রেখে দিন না-হয়। শুক্লাদিরা ফিরে এলে তখন এখানে আসব।"

গুণী বলিল, "সে আর ক'দিনের জন্যে অলকা? আমি নিজেই ত

কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাব ভাবছি, পশ্চিমের একটা স্যানিটোরিয়ামে চাকরীর জন্যে দরখাস্তও করেছি। সেটা হ'লে, সেখানে বাবাকেও নিয়ে যাওয়া চলবে। বাড়ী হয়ত বিক্রীই ক'রে দেব।"

অলকা যেন উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। দাঁড়াইতে পারিল না বোধহয়, গুণীর চেয়ারের সামনে মেঝেতেই লুটাইয়া পড়িল। মুখখানা দেখাইতে লাগিল মৃতের মুখের মত বিবর্ণ ও জ্যোতিহীন। স্বাভাবিক জ্ঞান ও বুদ্ধি তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য ছাড়িয়া গেল। হঠাৎ গুণীর পা টানিয়া লইয়া নির্দ্দয়ভাবে নিজের গলার উপরে চাপিয়া ধরিল। ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "চ'লে যাবার আগে আর একটা কাজ তোমার আছে গুণীদা, আমার গলাটা মাড়িয়ে মেরে রেখে যাও। তোমার কাছে আমি অপরাধী, শাস্তি ত তুমি দেবেই? কিন্তু নির্ব্বাসন নয়, মৃত্যুদণ্ড দাও। সেই ভাল হবে। তিল তিল ক'রে পুড়ে মরছিলাম এই ক'টা মাস, তার চেয়ে একেবারে শেষ হোক। যন্ত্রণা সহ্য করবার ক্ষমতাও যে শেষ হয়ে গেছে।"

গুণীর আপাদমস্তক বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শিহরিয়া উঠিল। পা সরাইয়া অলকাকে মাটি হইতে টানিয়া তুলিতে না তুলিতেই সে মূর্চ্ছিত হইয়া গুণীরই গায়ের উপর পড়িয়া গেল।

গুণীর মনে হইল তাহার বুকটা এইবার ফাটিয়া যাইবে। যে মৃত্যুদণ্ড চাহিয়াছিল অলকা তাহার কাছে, তাহাই কি সে দিয়া বসিল? মূর্চ্ছিতা অলকাকে কোলে করিয়া তুলিয়া লইল, ভাবিল, বুকে ফিরিল বটে, কিন্তু শেষে এইভাবে ফিরিল? বিছানায় শোওয়াইয়া দিয়া তাহার জ্ঞান ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রথমে বোধ হইল, তরুণীর ব্যথিত আত্মা তাহার ক্ষীণদেহ ছাড়িয়াই চলিয়া গিয়াছে, যন্ত্রণাময় পৃথিবীতে আর ফিরিবে না। শেষ মুহূর্ত্তে সে শুধু গুণীর নিষ্ঠুরতার স্মৃতিই বহন করিয়া লইয়া গেল? গুণী তাহাকে রাখিতে চায় নাই, তাই অভিমান করিয়া চিরদিনের মত বিদায় হইয়া গেল? অলকার সংজ্ঞাই

দেহের উপর মাথাটা রাখিয়া যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে ডাকিল, "অলকা, অলকা একবার চেয়ে দেখ। চ'লেই যাও যদি, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও।"

অলকার মনে হইল সে যেন হু হু করিয়া কোনো তমসাচ্ছন্ন গহ্বরের দিকে নামিয়া যাইতেছে। নীচে ও কি, ঐ কি বৈতরণীর কালো জল? তাহার যন্ত্রণার শেষ হইল বুঝি এবার?

"অলকা, অলকা, অলকা," অতি প্রিয় পরিচিত কণ্ঠে কে তাহাকে ডাকিতেছে! গুণীদার গলার স্বরই ত! তাহা হইলে অলকা মরিয়া যাইতে চায় না। তাহাকে সাড়া দিতে হইবে।

ক্লান্ত চোখ মেলিয়া চাহিল। গুণীরই ঘরে, তাহার বিছানায় সে শুইয়া আছে। তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি দেখিতেছে গুণীদা? উহার মুখ অমন অন্য মানুষের মুখের মত দেখাইতেছে কেন? গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "এখন একটু ভাল বোধ করছ অলকা?"

অবসন্নভাবে অলকা বালিশে মুখ লুকাইয়া ফিরিয়া শুইল। অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "আমাকে আর ডেকো না। তুমি ডাকলে আমি চ'লে যেতে পারব্ না। আমাকে বাঁচাবারও আর চেষ্টা ক'রো না। ম'রেই যেতে দাও। আর কোনো পথ ত নেই? যে জানোয়ারগুলোর সারবার আশা থাকে না, তাদের ত তোমরা মেরে ফেল? সেই রকম ক'রে আমাকেও শেষ ক'রে দাও। আমার বাঁচবার কোনো সম্বল ত নেই? নিঃশ্বাসবায়ু কেড়ে নিলে মানুষ বাঁচে না।"

"আমাকে বলছ্ তোমায় মেরে ফেলতে? এই আশা নিয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছিলে বুঝি? তোমাকে বুকে ক'রে মানুষ করেছিলাম আমি, তার এই পুরস্কার দিতে এসেছ তুমি? এত নিষ্ঠুর তুমি, অলকা?"

গুণীর কণ্ঠস্বরটা যেন পাহাড়ের বুকফাটা আর্ত্তনাদের মত শুনাইল। অলকারও তাহা মর্ম্ম ভেদ করিয়া গেল। মাথা তুলিয়া দেখিল, তাহারই

পাশে গুণী বসিয়া পড়িয়াছে। এক হাতে খাটের রেলিংটা চাপিয়া ধরিয়া আছে, হাতটা কাঁপিতেছে।

অলকার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। নিজের মাথাটা গুণীর কোলের উপর তুলিয়া দিয়া বলিল, "না, তুমি পারবে না। আমাকে কি ক'রে মেরে ফেলবে তুমি? আমাকে তুমি যে বড় ভালবাসতে। আমার বাঁচতে আবার ইচ্ছে করছে। কিন্তু কি নিয়ে বাঁচব? আমাকে ক্ষমা করবে তুমি? ফিরে নেবে?"

গুণীর আত্মসংযমের বর্ম্ম এইবার একেবারেই ভাঙিয়া পড়িল। কিসের যেন জোয়ার আসিয়া তাহার সমস্ত সত্তাকে প্লাবিত করিয়া দিল। কথা বলিতে পারিল না; দুই হাতে অলকাকে জড়াইয়া ধরিয়া, সে তাহাকে টানিয়া আনিল নিজের স্পন্দিত বক্ষের উপরে। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা অশ্রুজলের রূপ ধরিয়া তাহার চোখ ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিল। অলকার অশ্রুসিক্ত মুখের উপর মুখ রাখিয়া সে প্রাণপণে নিজেকে সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুক্ষণ সেই চেষ্টা সফল হইল না।

গুণীর চোখের জলের স্পর্শে অলকার হৃদয়ের তীব্র যাতনা যেন জুড়াইয়া গেল। তাহার বক্ষলগ্ন হইবামাত্র অলকার প্রাণ ভরিয়া উঠিল নিশ্চিন্ত শান্তিতে। আর ভয় নাই, আর দুঃখ নাই, তাহার ঝটিকাবিধ্বস্ত জীবনতরী আজ নিরাপদ্ পোতাশ্রয়ে আসিয়া ঠেকিল। নিজের বোঝা আর তাহাকে বহিয়া বেড়াইতে হইবে না, তাহার পারের কাণ্ডারীর হাতে আজ সব সে তুলিয়া দিল।

কিন্তু না, এখনও তাহার অপরাধের বিচার হয় নাই। ক্ষমা সে পাইয়াছে কি? আনন্দলোকের তোরণে সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু দুয়ার তাহার জন্য খুলিবে কি?

গুণীর অশ্রুপ্লাবিত মুখ কম্পিত হাতে স্পর্শ করিয়া বলিল, "একবার

নিজের মুখে বল আমাকে ক্ষমা করেছ। আমার প্রাণ শান্ত হচ্ছে না তা না হলে।"

গুণী মুখ তুলিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কিসের জন্যে ক্ষমা অলকা? তোমার কোনো অপরাধ আমার মনে নেই।"

"আমি যে বলেছিলাম তোমাকে ভালবাসি না আমি, শুধু ভক্তি করি, তোমাকে স্বামীরূপে চাই না আমি। এর চেয়ে বড় মিথ্যে কথা ত আর কিছু নেই। তোমাকে ভালবেসেছি আমি আমার জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে, তোমাকে ভালবাসা ছাড়া ভালবাসার কোনো অর্থ ই ত নেই আমার কাছে! তোমাকে স্বামী ব'লে পাওয়া ছাড়া আর কোনো কামনা আমার জীবনে ছিল না, ভগবনের কাছে আর কিছুর জন্যে আমি কখনও প্রার্থনা করিনি।"

গুণী এমন প্রবল আবেগে অলকাকে বুকে চাপিয়া ধরিল, যেন দুইজনে একেবারে এক হইয়া মিশিয়া যাইতে চায়। অধীর আগ্রহে বার বার করিয়া অলকার কম্পিত ওষ্ঠাধরে, তাহার অশ্রুসিক্ত কপোলে, তাহার কণ্ঠে, তাহার মৃণাল গ্রীবায় চুম্বন করিতে লাগিল, গাঢ়স্বরে বলিল, "তুমি প্রাণ ফিরে দিলে আজ আমায়, হারানিধি আমার!" তাহার হৃৎপিণ্ডটা উন্মাদের মত আঘাত করিতে লাগিল অলকার বক্ষপটে, যেন বক্ষপঞ্জর ভাঙিয়া ফেলিয়া সে এখনই অলকার হৃদয়ের সহিত মিলিত হইতে চায়। ক্ষমা চাহিবার, ক্ষমা করিবার কথা এই বিপুল পুলকের প্লাবনে কোথায় ভাসিয়া গেল।

কিন্তু এতখানি প্রবল হৃদয়াবেগের অভিঘাত সহ্য করিবার মত শক্তি অলকার দুর্ব্বল দেহে ছিল না। স্নায়ুমণ্ডলী তাহার ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল বীণার তারের মত। মনে হইল শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়া বিদ্যুতের স্রোত প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। গুণীর আলিঙ্গনের ভিতর তাহার দেহটা শিহরিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। নিঃশ্বাস তাহার রুদ্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম করিল। হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়াটা বুঝি একেবারেই

থামিয়া যাইতে চায়। আজই তাহার জন্মগ্রহণ সার্থক হইল, দেহধারণের পরমতম আনন্দের স্বাদ সে পাইল, আজই কি তাহাকে বিদায় লইতে হইবে? ব্যাকুল হৃদয়ে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল, "আজ নিয়ে যেয়ো না প্রভু, আজ নিয়ো না।"

ভগবান্ তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন বোধহয়, তাই অলকা বাঁচিয়াই রহিল। তাহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আবার সহজ হইয়া আসিল, গুণীর বুকে মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণ সে চোখ বুজিয়া তন্দ্রাচ্ছন্নের মত পড়িয়া রহিল। তাহার আনন্দদীপ্ত মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, যেন কোনো অদৃশ্য পূর্ণচন্দ্রের আলো তাহার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে।

অলকার অবস্থা গুণী খানিকটা বুঝিতে পারিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আলিঙ্গনপাশ শিথিল করিয়া তাহাকে বুক হইতে নামাইয়া ডাকিল, "অলকা।"

"কি?"

"কোনো কষ্ট হচ্ছে তোমার?"

"না, না, কোনো কষ্টই ত আর নেই।"

"তোমাকে শুইয়ে দেব বিছানায়? ঘুমোবে একটু?"

অলকা তাহাকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিল, গুণীর বুকের উপর মাথাটা আবার তুলিয়া দিয়া বলিল, "না আমাকে সরিয়ে দিও না, তোমার কাছে রাখ। আমি ঘুমোতে চাই না, ওষুধ চাই না, বিশ্রাম চাই না। এতেই বাঁচব আমি, এতেই ভাল হব।"

যে অলকা কোনোদিন মুখ ফুটিয়া গুণীকে একবারও ভালবাসা জানায় নাই, প্রণাম করা ছাড়া কোনোদিন কোনো ছলে স্পর্শও করে নাই, আজ তাহার এই ব্যবহার, এই কথা!

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গুণী ভাবিল, কি প্রচণ্ড দুঃখের আঘাতে ইহার চিত্তের সব আগল আজ ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

তাহার নিজের দীর্ঘদিন-বঞ্চিত হৃদয়ের ক্ষুধা ...ও কিছুই মিটে নাই, শিরায় শিরায় শোণিতস্রোত তখনও উন্মত্ত নৃত্য করিতেছে। অসীম আগ্রহে আবার সে অলকাকে বুকে তুলিয়া লইল, তাহার ললাটে, তাহার কুঞ্চিত কেশরাশিতে, তাহার হাতের অঙ্গুলিগুলিতে চুম্বন করিয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া নিজের মনের অস্থিরতা শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অলকার মুখের আনন্দদীপ্তি যেন তাহাকে কোন্ এক নূতন রাজ্যের দ্বার খুলিয়া দেখাইল। ভাবিল, এ জন্মগ্রহণই করিয়াছিল আমার বুকে থাকিবে বলিয়া। এতদিন কি বিষাদের ছায়াই এই অপরূপ সুন্দর মুখখানিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত, আজ যেন সব মেঘ কাটিয়া গিয়া পূর্ণিমার চন্দ্রোদয় হইয়াছে। মূর্খ আমি, কেন দিয়াছিলাম ইহাকে ভাসিয়া যাইতে? অকরুণ ভাগ্যই বা ইহাকে টানিয়া লইয়া গেল কেন?

অলকার শিশুকালের কত কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। আঘাত পাইলে বা বেদনাবোধ করিলেই সে গুণীদার কোলে যাইবার জন্য কাঁদিত, পিতা বা পরিচারিকার কোলে কিছুতেই থাকিতে চাহিত না। বিস্মৃত অতীতের আরও কত কথা ভীড় করিয়া তাহার মনে আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণের জন্য একটু অনমনস্কই হইয়া গেল সে। ...াৎ অলকার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সে চোখ খুলিয়া একদৃষ্টে তাহারই মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। সেই আগেকার দৃষ্টি, সমস্ত প্রাণ যেন চোখের ভিতর দিয়া গুণীর কাছে আত্মনিবেদন করিতেছে।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত এই দৃষ্টিকে গুণী কি ভয়ই না করিয়া আসিয়াছে। সর্ব্বদাই নিজের দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছে, আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছে ইহার মায়ামন্ত্রের মত প্রভাব হইতে। আজ আর ভয় নাই, নিজের দুই চোখ দিয়া কিছুক্ষণ যেন অলকার সেই দৃষ্টিকে সে অঞ্জলি ভরিয়া পান করিল। তাহার পর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "কি দেখছ অমন ক'রে?"

"তোমাকে। জান, ছ'মাস হয়ে গেছে, তোমায় আমি দেখিনি।"

গুণী বলিল, "আজ আর সত্য কথা বলতে ভয় নেই, না অলকা?"

অলকা বলিল, "না, আর ভয় কেন করব? তখন ধরা পড়তে চাইতাম না, তাই মিথ্যা দিয়ে নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছিলাম।"

তাহার চোখের উপর চুম্বন করিয়া গুণী বলিল, "এই চোখ দুটিই কেবল জীবনে আমার কাছে কখনও মিথ্যা বলেনি। তোমার মুখের কথায় বিশ্বাস না ক'রে, যদি এদের কথাটাই বিশ্বাস করতাম! কিন্তু কেন মুখে ও কথা বলতে গেলে তুমি অলকা? আমার কথা না-হয় ছেড়ে দিলাম, নিজের উপর এমন নিষ্ঠুরতা কি ক'রে করলে?"

"তা না হলে ত তোমায় পেতাম না?"

গুণী বলিল, "আমায় পেতে না? আমি ত তোমারই ছিলাম? যে দিন জন্মেছ, সেইদিন থেকেই ত আমার উপর রাজত্ব করছ?"

অলকা বলিল, "দাম না দিয়ে পেলে, রাখতে পারতাম না। যা প্রাণের চেয়েও বড়, তার জন্যে অন্ততঃ প্রাণটা দিতে না এগোলে, তা কি কেউ পায়?"

গুণী বলিল, "সংসারে তাই কি চারিদিকে দেখছ অলকা? এখানে মানুষ কি মানুষকে পাচ্ছে না? তারা কি সবাই নিজেকে এমনি ক'রে বলি দিতে এগোচ্ছে?"

অলকা তাহার বাহুবন্ধনের মধ্যে একটু নড়িয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, "সংসারে সবাই কি পায় এ জিনিষ? এত মানুষ দেখি, কারও মুখ দে'খে ত মনে হয় না যে এ আগুন তাকে ছুঁয়েছে। ভগবান্ দেন না সবাইকে।"

গুণী তাহার চুলের উপর হাত বুলাইতে লাগিল। বলিল, "তা ঠিক। খাঁটি সোনাই বেশী ক'রে আগুনে পোড়ে. বোধ হয়। খড়কুটোতে সে রকম আগুন কেউ লাগায় না। কিন্তু একটা কথা বল আমায় অলকা। কি ভেবে অমন ক'রে আমায় ছেড়ে চ'লে গেলে?"

অলকা বলিল, "কুলত্যাগিনীর মেয়ে বিয়ে ক'রে তুমি মানুষের চোখে ছোট হয়ে যাবে, এ আমি সহ্য করতে পারিনি। তোমার মাথা হেঁট হবে, সমাজে অপযশ হবে, এই ভয় আমাকে পেয়ে বসেছিল। এত ভালবেসেছ আমায়, তা ত তবু তখনও বুঝিনি। ভাবলাম, আমার বেঁচে থাকার মূলেই ত তুমি, তুমিই আমাকে এত বড় করেছ স্নেহ দিয়ে, তার এমন প্রতিদান দেব? তাই তোমায় ছেড়েই গেলাম, আর কোনো পথ না পেয়ে।"

"ও, মাথাটা হেঁট হবার ভয়ে, আগেই সেটাকে পাগল ক'রে দিয়ে গেলে বুঝি? আমার কি দশা করেছিলে তা কি কখনও বুঝবে তুমি অলকা? আমার মত শক্ত মানুষ, তাকেও আত্মহত্যার চিন্তা তুমি করিয়েছ। বাড়ীর থেকে সেদিন যখন বেরিয়ে গেলাম, ফিরে আসার কোনো ইচ্ছা নিয়ে যাইনি। অলকা, ও কি করছ?"

অলকা সজোরে গুণীর হাত ছাড়াইয়া তাহার পায়ের উপর গিয়া পড়িল। দুই পায়ের ভিতর মুখ রাখিয়া, আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। গুণী আবার জোর করিয়া তাহাকে নিজের আলিঙ্গনে ফিরাইয়া আনিল। অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, "আমার অন্যায় হয়েছে এ কথা তোমার সামনে বলা, আর কোনোদিন বলব না। আজ আমার কথায়, ব্যবহারে অনেক ত্রুটি হবে মাণিক, আমি একেবারেই প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নেই। পাগলের কথা শুনে কষ্ট পেয়ো না, ক্ষমা ক'রো। আজকের মত দিন আমার জীবনে কখনো আসে নি। সমস্ত সংযম আমার হারিয়ে গিয়েছে। আর কেঁদো না, তোমার মুখখানা কি সুন্দর দেখাচ্ছিল এই একটু আগেই, আমি আবার ঐ চোখে জল নিয়ে এলাম। আমার উপর দয়া ক'রে শান্ত হও, আমার সহ্যশক্তিও যে আজ আর নেই!"

অলকা গুণীর কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া নীরব হইয়া গেল। শরীরটা রুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে কয়েকবার দুলিয়া উঠিল, তাহার পর শান্ত হইল।

খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া গুণী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে এই শুভবুদ্ধি তোমায় দিয়েছিল? সরল, না তোমার মা?"

অলকা এতক্ষণ পরে মুখ তুলিল, গলা দিয়া স্বর যেন আর বাহির হইতেই চায় না। কোনোমতে বলিল, "সরলই প্রথম বলেছিল যে কলঙ্কিনীর মেয়ে তুমি কখনো বিয়ে করবে না, মাও পরে চিঠিতে ঐ কথা লিখেছিলেন।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া গুণী বলিল, "এত উপকারী বন্ধু আমার আছে যে জগতে তাই জানতাম না। একবার যদি সব আমায় খুলে বলতে অলকা! কিন্তু অদৃষ্টে যা দুঃখ লেখা আছে, তার হাত থেকে অত সহজে পরিত্রাণ পাওয়াও যায় না।"

ঘরের মধ্যে আরও কিছুক্ষণ নীরবতাই বিরাজ করিল। হঠাৎ অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার থাকার কি ব্যবস্থা হবে এখন?"

গুণী তাহাকে বুকে আরও নিবিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া বলিল, "এই ত বেশ ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছ!"

এতক্ষণ পরে ক্ষীণ একটা হাসির রেখা অলকার পাণ্ডুর ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "ও ব্যবস্থা কতক্ষণেরই বা আর? কিন্তু তারপর? বাঁচিয়েছ যখন, তখন আর ত ফে'লে দিতে পারবে না? আর কোথাও পাঠিও না, তোমার কাছে রাখ, যেমন ক'রে হোক।"

গুণী বলিল, "তোমাকে সরিয়ে দেবার আগ্রহটা তুমি বড় বেশী দেখছ আমারা, না?"

অলকার সুন্দর মুখের উপর একটা কালো ছায়া যেন ভাসিয়া আসিল, অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "প্রথমে কি চাওনি দূর ক'রে দিতে?"

গুণীর কণ্ঠস্বর বেদনায় গাঢ় হইয়া আসিল, বলিল, "অপরাধের শাস্তি পাওনা থাকলেই পরিপূর্ণ ক'রে দিয়ে দিতে নেই অলকা। অপরাধীর সহ্যশক্তি কতখানি তাও দেখতে হয়।" কয়েক ফোঁটা চোখের জল অলকার মুখের উপর আসিয়া পড়িল।

অলকা একেবারে শিহরিয়া উঠিল। আবার কেন সে অপরাধ করিয়া বসিল? ঐ অভিমানটার আর কণ্ঠরোধ করিতে পারিল না? দুই হাতে গুণীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার মুখের উপর নিজের কোমল মুখ রাখিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "আর বলব না, জীবনে আর কখনও বলব না। এই একবার আমায় ক্ষমা কর, আমি না-হলে এখনি বুক ফেটে ম'রে যাব।"

গুণী চোখ মুছিয়া ফেলিল, অলকাকে সরিয়া যাইতে দিল না, তাহার মুখখানা নিজের মুখের উপর অনেকক্ষণ ধরিয়া রাখিল। খানিক পরে অলকা বলিল, "এইবার আমায় নামিয়ে শুইয়ে দাও। কতক্ষণ আর কোলে নিয়ে ব'সে থাকবে? তোমার কষ্ট হবে।"

গুণী একটু হাসিয়া বলিল, "কষ্ট ত দুইদিকেই? তবে কোলে না পাওয়ার কষ্টটা ঢের বেশী অসহ্য ছিল। থাক, তোমায় এখনই অত ব্যস্ত হতে হবে না। এমনি ভারি মানুষ তুমি, যে এতক্ষণ কোলে নিয়ে যে ব'সে আছি তা আমার মনেই ছিল না। একটা ফুলের মালারও এর চেয়ে ভার বেশী হয় বোধহয়। ওখানে কি আহারনিদ্রা সবই ছেড়ে দিয়েছিলে? শরীরে রক্ত মাংস ত আর কিছু আছে ব'লে মনে হচ্ছে না। তার বদলে মলয় পবন, আর চাঁদের কিরণ দিয়ে দেহটা গ'ড়ে নিয়ে এসেছ?"

চোখের জলের ভিতর দিয়া হাসিবার চেষ্টায় অলকার মুখখানা অপূর্ব্ব সুন্দর দেখাইতে লাগিল। কথা না বলিয়া শুধু গুণীর হাত ধরিয়া হাসি-মুখে তাকাইয়া রহিল।

গুণী বলিল, "হাসতে যখন পারছ, তখন সাহস ক'রে একটা কথা বলি। কিন্তু যদি এর ভিতর কিছু ভাল না লাগে বা শুনে কষ্ট হয়, তবু মার্জ্জনা ক'রো আজ। আর যাই কর, চোখের জল ফেলো না, ও আর আমার সহ্য হবে না। বলব?"

অলকা বলিল, "বল।"

গুণী বলিল, "মনে তোমার একটা ভয়ানক অভিমান রয়েছে আমার

উপরে। স্বীকার করছি আমার অপরাধ হয়েছে. অমন কঠোর কথা বলা, রাখতে না চাওয়া, দুটোই অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখ, আমার পক্ষে বলবার কি কিছু নেই? কাকে রাখতে চাইনি আমি? এই যাকে বুকে নিয়ে ব'সে আছি তাকে ত নয়? সে আর এক অলকা, যে আমার প্রাণঢালা ভালবাসা এক কথায় উপেক্ষা ক'রে চ'লে গিয়েছিল। তাকে আমি আমার কাছে রাখতামই বা কোন্ অধিকারে? সে ত আমার কেউ ছিল না? লোকে নিশ্চয়ই নিন্দা করত, অজস্র অপ্রিয় সমালোচনা হত, হবার সঙ্গত কারণও যে থাকত না তাও বলতে পারি না। কিন্তু যে মৃত্যুভয় তুচ্ছ ক'রে এই প্রলয়ের ভিতর ছুটে এসেছে আমার কাছে, শুধু আমাকে চায় ব'লে, তাকে আমি কেন রাখতে পারব না? সে ত একেবারে আমার নিজের, আমার অস্তিত্বেরই অংশ একটা। আমি যেখানে থাকব, সেও সেখানে থাকবে। এতে কারও কিছু বলবার নেই, বলেও যদি ত আমার কিছু এসে যায় না। তুমি আমার কাছেই থাকবে, যতটা কাছে রাখতে পারি ততটা কাছেই রাখব। তবে এই নিয়ে নিন্দে কিছু শোন যদি, দুঃখ পেয়ো না কোনোদিন। শুক্লাদেরও যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা আমি করব, তখন অসুবিধা আর কিছু থাকবে না।"

অলকা বলিল, "আমার জগৎসংসার বলতে ত তুমি? তার বাইরে কোথায় কি কে বলছে, তা আমার কানে যদি বা আসে, মনে আসবে না। এত ভয়ানক দুঃখের ভিতর দিয়ে আজ আবার তোমায় ফিরে পেলাম, লোকের বাজে কথার জন্যে আর আমি দূরে যেতে পারব না।"

গুণী বলিল, "দূরে তোমায় যেতে দিচ্ছেই বা কে? এই রকম আত্মঘাতী বোকামী মানুষে একবারের বেশী দুবার করে না।"

বাহির হইতে গলা খাঁকারি দিয়া ভৃত্য নরহরি জিজ্ঞাসা করিল, "অপনার খাবার নিয়ে আসব, দাদাবাবু?"

গুণী হাসিয়া বলিল, "ভৃত্যমহলে sensation প'ড়ে গিয়েছে বোধ

হচ্ছে। এঁরাই হবেন আমার প্রথম সমালোচক।" বাহিরে নরহরিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "খেতে দেরি আছে, এখন যা।" অলকাকে বলিল, "আমার ঘরটাকে অন্দরমহল ব'লে ভাবা ওদের অভ্যাস নেই, নিতান্ত bachelor ডাক্তারের ঘর। হয়ত হুড়মুড় ক'রে ভিতরেই এসে হাজির হবে। চল, তোমাকে শুক্লার ঘরে নিয়ে যাই। সে ঘরটা ঠিকই আছে।"

"আচ্ছা," বলিয়া অলকা উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। গুণী বাধা দিয়া বলিল, "থাক্, উঠতে হবে না, আমি নিয়ে যাচ্ছি। যা অবস্থা করেছ নিজের।"

শুক্লার ঘরে আনিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিয়া বলিল, "বড় কষ্ট গেল আজ তোমার। আমার কাছ থেকে দয়ামায়ার বিশেষ কোনো পরিচয় পাওনি, গোড়ার দিক্‌টায় অন্ততঃ, নিজের প্রতি নিজেও কোনো মমতা দেখাও নি। এইবার চুপ ক'রে ঘুমোতে হবে। তার আগে একটু কিছু খেতেও হবে।"

"আমি খেতেও পারব না, ঘুমোতেও পারব না। আমার কি ইচ্ছে করছে জান? সারারাত ব'সে তোমার সঙ্গে কথা বলতে। পাঁচ-ছ' মাস ত ধরতে গেলে আমি কথাই বলিনি।"

"ঢের দিন প'ড়ে আছে কথা বলবার। আজকে আমার কথা শুনে চলতেই হবে, না হলে কাল আর তুমি উঠে দাঁড়াতে পারবে না। ডাক্তারী বিদ্যেটা আবার আস্তে আস্তে ফিরে আসছে মাথায়, কাজেই এটাকে doctor's order ব'লেও ধ'রে নিতে পার।"

মনের মেঘ দুইজনেরই ধীরে ধীরে কাটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ কোথায় ছিল বিদ্যেটা?"

"কি জানি? আর যেখানেই থাক, মাথায় ছিল না। তাহলে কি আর fainting fitএর এইরকম অপূর্ব্ব চিকিৎসা করি? মেরে ফেলিনি তোমায়, সেই ঢের!"

অলকা এবার মন খুলিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "ভাগ্যিস্ ডাক্তারী চিকিৎসা করতে যাও নি, তাহলেই মেরে ফেলতে, fainting fit টাই চিরস্থায়ী হয়ে যেত।"

গুণী হাসিয়া বলিল, "তাই অন্য প্রেরণাটা এসেছিল বোধহয়। আচ্ছা, চুপ ক'রে শুয়ে থাক দেখি পাঁচ মিনিট, আমি চাকরদের তোমার জন্যে একটু খাবার তৈরি করতে ব'লে আসি। উঠো না একেবারে।"

অলকা শুইয়াই রহিল। মধুর একটা তন্দ্রার আবেশ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। গুণী যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সে প্রায় অর্দ্ধ-নিদ্রিত। কি যে খাইল, কি কথার কি উত্তর দিল, কিছু মনে রাখিতে পারিল না। গুণীর একটা হাত দুই হাতে ধরিয়া হঠাৎ এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

গুণী অনেকক্ষণ নিদ্রিতা অলকার মাথার কাছে বসিয়া রহিল। আজ সকালে কি একবারও ভাবিতে পারিয়াছিল যে মহানগরীর এই প্রলয়সমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার জীবনলক্ষ্মী উঠিয়া আসিবে অমৃতের পাত্র হাতে করিয়া? তাহা হইলে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া রাখিত। প্রথমেই কি নির্ম্মম আঘাত সে দিল অলকার মনে! এমন নিষ্ঠুর ভাবে কেন সে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে গেল? যাহার অভাবে সারা জীবন তাহার হাহাকারে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে-ই যখন অযাচিত ভাবে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহাকেই ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা কার কেন? এ কি আহত অভিমান, না আর কিছু? অলকা বলিল বটে যে জীবনে সে এ কথা আর মুখে আনিবে না, কিন্তু হৃদয়ের ভিতর হইতে এই ক্ষতচিহ্ন কোনোদিনই কি তাহার মুছিবে? গুণীর দুই চোখ দিয়া ক্রমাগত জল ঝরিতে লাগিল। অলকা ঘুমাইতেছে, কাজেই এই চোখের জলকে সে আর নিরোধ করিতে চেষ্টা করিল না। ইচ্ছা করিতে লাগিল, অলকাকে আবার বুকে টানিয়া আনে, আনিয়া অজস্র আদরে তাহার মন হইতে সব আঘাতের চিহ্ন, সব নিষ্ঠুরতার স্মৃতি মুছিয়া দেয়। মনে হইতে লাগিল, ঐ শুভ্র মৃণাল গ্রীবার

উপরে গুণীর নির্ম্মম পদচিহ্ন এখনও রক্তবর্ণ হইয়া ফুটিয়া আছে। সন্তর্পণে একবার সেখানে চুম্বন করিল। অলকা নড়িয়া উঠিল, অতি অস্পষ্টভাবে যেন গুণীরই নাম উচ্চারণ করিল।

না, ইহার ঘুম এখন ভাঙান চলে না। ক্লান্তি ও অবসাদের চরম সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে সে। ইহার জীবনলতার মূলে যে নিদারুণ কুঠারাঘাত বাজিয়াছে, তাহার ক্ষত সারিতে দীর্ঘদিন কাটিয়া যাইবে। সে আরোগ্য-বিধানের ভার লইতে হইবে গুণীকেই, অক্লান্ত অপরিসীম ভালবাসা দিয়া।

অনেকক্ষণ পরে সে ধীরে ধীরে অলকার হাতের মুঠি খুলিয়া নিজের হাতটা সরাইয়া লইল। নিজের ঘরে গিয়া শুইতে ইচ্ছা করিল না। যতটা কাছে থাকিতে পারা যায়। আর একটু হইলেই চিরদিনের মত হারাইয়া যাইত, গুণীর ভালবাসা, গুণীর আকুল আগ্রহ কিছুই আর তাহার নাগাল পাইত না। বুকের ভিতরটা এখনও ভয়ে তাহার শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

আরও কিছুক্ষণ শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিল। একবার ভাবিল, সারারাত এইখানে বসিয়াই কাটাইয়া দিবে। আবার কি ভাবিয়া বাহিরে গিয়া চাকরকে ডাকিয়া বলিয়া আসিল, পাশের ঘরে তাহার জন্য একটা বিছানা করিয়া দিতে। নরহরি সেদিনকার মত গুণীর ঘরে গিয়া শুইয়া রহিল। বাড়ীর সব দরজা-জানালা ঠিকভাবে বন্ধ করা হইয়াছে কিনা গুণী নিজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া আসিল। অন্যদিন এসব দিকে তত মন দেয় না। আজ তাহার ঘর ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ। সাবধানতার অভাব ঘটিতে দেওয়া চলে না।

ল্যাণ্ডিংএ ও রাস্তার ধারের ছোট বারান্দায় ঘুরিয়াই অনেকটা রাত সে কাটাইয়া দিল। ঘুম যেন তাহার দুই চোখ ছাড়িয়া একেবারে চলিয়া গিয়াছিল। রাত্রিটা কতক্ষণে শেষ হইবে?

ভোরের আলোয় পূর্ব্বাকাশ স্বচ্ছ হইয়া উঠিতেই আবার গিয়া অলকার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। অলকার নিদ্রার ঘোরও কাটিয়া আসিতেছে, মুখে জাগরণের পূর্ব্বাভাস।

২৯

ভোরের দিকে অলকা কোন্ সুখস্বপ্ন দেখিতেছিল কে জানে? মুখে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের হাসি লাগিয়া ছিল। ঘুমের মধ্যেই যেন গুণীর দৃষ্টিটা অনুভব করিয়া, হঠাৎ ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। চোখ চাহিয়াই দেখিল, তাহার স্বপ্ন বাস্তব হইয়া পাশেই বসিয়া আছে। গুণীর বাহু-বেষ্টনের মধ্যে উঠিয়া বসিয়া, তাহার মুখের দিকে তাকাইয়াই হাসিয়া ফেলিল।

গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "একেবারে চোখ চেয়েই হাসি? রাতটা খুব ভাল কেটেছে ব'লে বোধ হচ্ছে!"

অলকা বলিল, "সকালটা আরও ভাল। এমন সুপ্রভাত আমার জীবনে কখনও হয়নি ত? অনেকদিন আগে শোনা একটা বাউলের গান আমার মনে পড়ছে, 'আমি মেলুম না নয়ন, যদি না দেখি তায় প্রথম চাওনে' আজ চোখ খুলেই তোমার মুখ দেখতে পেলাম।"

"অলকা, তোমার চেহারাটা যেমন মূর্ত্তিমতী কবিতার মত, মনটাও তেমনি কবিত্বরসে ভরপূর। কিন্তু অপাত্রে অপব্যয় ক'রো না। আমার কালো মুখটা দেখে এত সুন্দর কথা বললে, আমার লজ্জা বোধ হয়। কবিত্ব যদি কারও মুখ দে'খে করতেই হয়, তা আমি বরং করতে পারি তোমার মুখ দে'খে। তুমি যখন ঘুমোচ্ছিলে, তখন পাশে ব'সে ভাবছিলাম, 'জনম অবধি হম্ রূপ নিহারল, নয়ন ন তিরপিত ভেল, লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল, তইও হিয় জুড়ল ন গেল।' বিদ্যাপতি কবিতাটা আমার জন্যেই লিখেছিলেন মনে হয়।"

অলকা বলিল, "কি যে তুমি বল তার ঠিক নেই। কালো মুখ কার?

তোমার ? জগতে অত সুন্দর ত আমার কাছে অন্ততঃ কিছু নেই। এক জায়গায় খালি তোমার রূপের তুলনা আমি দেখেছিলাম।"

গুণী তাহার চিবুক ধরিয়া মুখটা নাড়িয়া দিয়া বলিল, "এ আবার কি unpleasant surprise ? আমার rival আছে নাকি কেউ ? কে তিনি গুণবান্ ?"

"গুণবান্ই বটে, রত্নাকর পুরীর সমুদ্র।"

গুণী বলিল, "অলকা, তুমি আমার ভাবনা ধরিয়ে দিচ্ছ। শুধু রক্ত-মাংসের এই সাধারণ মানুষটাকে নিয়ে তুমি একেবারেই খুসী থাকবে না। তোমার প্রিয় যিনি, তিনি কখনও হয়ে ওঠেন দেবতা, কখনও সমুদ্র, কখনও হিমালয়। অতবড় ক'রো না হৃদয়ের ideaটাকে, আমি তার কাছাকাছি যেতে পারব না।"

"আচ্ছা, আমি খুসী থাকি কি না থাকি, সে আমি বুঝব, আর বুঝবেন আমার অন্তর্য্যামী ভগবান্।" একটু থামিয়া বলিল, "আর তুমিও বুঝতে পারবে, তোমাকে কি আমি বোঝাতে পারব না ?"

অলকার মুখের দিকে তাকাইয়া গুণী বলিল, "অনেক কষ্টে একটু মেঘ কেঁটেছিল, হঠাৎ আবার মুখখানা অত গম্ভীর হয়ে গেল কেন ? একটু হাস দেখি ? এতদিন ত বুকে পাষাণভার নিয়ে অশ্রুসাগরে সাঁতার দিয়ে দিন কাটল, আজ আর তোমার মুখে হাসি ছাড়া আর কিছু দেখতে ইচ্ছে করছে না।"

অলকা চেষ্টা করিয়াই হাসিল, যদিও মন একেবারে এখনও সুস্থ হয় নাই তাহার। গুণীর বাহুতে একটু চাপ দিয়া বলিল, "এই নাও, হাসছি। কিন্তু আমি উঠি এবার ? কাল থেকে ত একটানা শুয়েই আছি !"

গুণী তাহাকে মুক্তি দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "ওঠ, না উঠে উপায় নেই যখন। আমিও একটু নীচটা দে'খে আসি। সকালে চা টা কিছু জুটবে কিনা তারও খোঁজ করতে হবে।" সে নীচে নামিয়া গেল।

অলকা হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। খোলা জানালার পথে রাস্তাটা দেখা যায়। পথের আলোগুলি এখনও একটানা জ্বলিয়া চলিয়াছে। লোক-চলাচল বিশেষ নাই। দুই-একটা 'জীপ্' গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে। অলকার মন হইতে মাঝের পাঁচ-ছয় মাসের স্মৃতিটা যেন রাত্রিশেষে দুঃস্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল। এইখানেই ছিল যেন, এইখানেই আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। বুকের ভিতরটা কিন্তু আগে কোনওদিন এমন দুই কূল প্লাবিত করিয়া ভরিয়া উঠে নাই। তবু ইহারও মধ্যে কোথায় যেন একটু ব্যথার কাঁটা ফুটিয়া আছে। অলকার মনটা তখন কিন্তু আর তাহার বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিল না, সভয়ে পিছাইয়া গেল।

গুণী ফিরিয়া আসিয়া আবার ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার দিকে তাকাইয়া অলকা বলিল, "আচ্ছা, গুণীদা—"

গুণী কাছে আসিয়া তাহার গালটা টিপিয়া ধরিল, বলিল, "ওটা আর চলবে না অলকা, সম্বোধনটা বদ্‌লাতে হচ্ছে।"

অলকা লজ্জিতভাবে বলিল, "চিরদিনের অভ্যাস, চট্ ক'রেই বদ্‌লান শক্ত।"

"কেন, 'আপনি' বদলে 'তুমি'টা ত বেশ চট্ ক'রেই বলতে পারলে কাল? শুনে অবাক্ই হয়ে গেলাম।"

অলকা বলিল, "মনে মনে চিরকাল 'তুমি'ই যে বলতাম?"

"মনে মনে কি আমাকে 'গুণীদা' ছাড়া আর কিছু ব'লে কোনোদিন ডাক নি?"

অলকা আরক্তিম মুখে বলিল, "তা ত ডেকেইছি শত-সহস্রবার। কিন্তু সে ডাক ত সদাসর্বদা চলবে না? সর্ব্বসমক্ষে ত চলবেই না।"

গুণী বলিল, "আচ্ছা, কানেকানেই ডেকো, মাঝে মাঝে। আটপৌরে ডাক একটা ভেবে চিন্তে ঠিক করা যাবে। চলনও ত আছে অনেক-গুলোর। কিন্তু কি বলতে চাইছিলে তখন, আমি বাধা দিলাম।"

"বলছিলাম যে আমি ত ওখান থেকে কিছুই আনিনি, যা পরেছিলাম তখন, সেইভাবেই পালিয়ে এসেছি। আজকে স্নানটান ত করতে হবে? কি ব্যবস্থা করা যাবে কাপড়ের? বাড়ীতে ত মেয়ে মাত্র আমিই একলা, এমন কি তরু পর্য্যন্ত নেই।"

গুণী হাসিয়া বলিল, "মেমসাহেব হলে না-হয় আমার একটা স্যুট্ তোমায় পরিয়ে দেখা যেত, কিন্তু sizeএ গোলমাল হত বড় বিষম রকম।"

অলকা বলিল, "আহা, কি চমৎকার ব্যবস্থাই হত! মেমসাহেবদের যা অপরূপ দেখায়! আমার হাতে যদি দেশ-শাসনের ভার থাকত তাহলে আমি ওগুলোকে জেলে পূরে রাখতাম।"

গুণী ব'লিল, "তোমাকে কিন্তু বেশ ভালই দেখাত ব'লে আমার বিশ্বাস। তা পরবে না যখন, তখন আর উপায় কি? শুক্লা তার জিনিষপত্র সবই রেখে গেছে, চাবিটাও সৌভাগ্যক্রমে আমারই কাছে আছে। ওর কাপড়-চোপড় থেকে যা দরকার নিয়ে ব্যবহার কর।"

"চাবি আছে নাকি? তাহলে ত ভালই। আমার অনেক কাপড়-চোপড় আমি ওর কাছে রেখে গিয়েছিলাম, বোধহয় এই আল্মারিতেই আছে। আমার ঘরের দেরাজগুলোতেও থাকতে পারে।"

গুণী বলিল, "ও ঘরে কিছু নেই। জিনিষপত্র সরিয়ে আমি ওটা তালা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম। ওখানে আর কেউ থাকবে, এ চিন্তাই আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল।"

অলকা বলিল, "আর কোনোদিন আমি ফিরে আসব, এটা ভাবনি বোধহয়?"

"সজ্ঞানে ত ভাবিনি, আশা করবার কোনো কারণও তুমি রেখে যাওনি। তবে subconsciousএর মধ্যে আশাটা ছিল হয়ত। বাড়ী বিক্রীর চেষ্টা, কলকাতা ছেড়ে যাবার চেষ্টা সবই করেছি, কিন্তু কিছুই তত জোর দিয়ে করিনি।"

অলকা বলিল, "দেশ ছেড়ে চ'লেই যদি যেতে, তা হলেই আমার উপযুক্ত শাস্তি হত।" কথাটা বলিতে গিয়া শেষের দিকে তাহার গলাটা কাঁপিয়া গেল।

গুণী পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল, অলকার মাথাটা নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আর উপযুক্ত শাস্তিতে কাজ নেই, যা হয়েছে তার ধাক্কা সাম্‌লাতেই এ জীবনটা কেটে যাবে। তাও একটি পোষমানা ডাক্তার স্বামী পাচ্ছ ব'লে। এখন কাপড় সংগ্রহের কাজটা সেরে ফেল দেখি? রাত্রে ত প্রায় তোমাকে কিছুই খাওয়ানো গেল না, সকালে সে ত্রুটিটা সংশোধন ক'রে নিতে হবে।"

অলকা বলিল, "পিসীমা নেই ব'লে তাঁর কর্ত্তব্যগুলো বুঝি তুমি করবার ভার নিয়েছ?"

"কি আর করা যায়, কাউকে করতে হবে ত? এক সঙ্গে গৃহকর্ত্তা, গৃহিণী, ডাক্তার এবং প্রণয়ীর part ভাল ক'রে play করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়, তা একটা সন্ধ্যাতেই বেশ বুঝতে পেরেছি।"

অলকা বলিল, "প্রথম দুটো কেমন করবে জানি না, তবে শেষের দুটো বেশ ভাল পারবে, এ certificate আমি দিতে পারি।"

গুণী বলিল, "তাই নাকি? লিখে দিও ত, ভবিষ্যতে ঢের কাজে লাগতে পারবে।"

"আচ্ছা, লিখেই দেব, এখন চাবিটা দাও ত, আল্‌মারিটা খুলি।"

গুণীর হাত হইতে চাবির তাড়াটা লইয়া অলকা শুক্লার আল্‌মারি খুলিয়া ফেলিল। তাহার সব জিনিষই ইহার ভিতর আলাদা তাকে সাজান রহিয়াছে। বলিল, "সব এতেই আছে।"

গুণী একটা মোড়া টানিয়া আনিয়া তাহার পাশে বসিয়া বলিল, "এ সব-গুলোই রেখে গিয়েছিলে? তা হলে নিয়ে গিয়েছিলে কি?" তাহার দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া বলিল, "দীর্ঘ অদর্শনের পর মুখটা দেখতেই এত

ব্যস্ত ছিলাম কাল, যে কি যে প'রে আছ, তা ... আর লক্ষ্য করিনি। পোষাকটা ত প্রায় মোক্ষদা-আশ্রমের পোষাকেরই মত সুশ্রী, শুধু সেই পুরো আস্তিনের সেমিজটা নেই। ওখানে কি ঐরকম ক'রে বেড়াতে নাকি ?"

অলকা বলিল, "হ্যাঁ, ওখানে আর সাজগোজ করে বেড়িয়ে লাভ হত কি আমার ?"

"কেন, ওখানকার লোকদের কি চোখ নেই নাকি ?"

অলকা বলিল, "চোখ তাদের হয়ত ছিল, কিন্তু আমি যে একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম ? চোখ খুলে তাকিয়েও ত কিছু দেখতে পেতাম না। আশ্চর্য্য, ওখানকার একটা মানুষের মুখও আমার মনে নেই, জায়গাটার চেহারাও এরই মধ্যে আমার মনে ঝাপ্‌সা হয়ে আ..."

গুণী তাহাকে এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "নিজে... নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে মনটা আমাকে ধিক্কার দিচ্ছে, অলকা। তোমার কথা বিশ্বাস করা আমার উচিত হয়নি। তোমাকে চ'লে যেতে দেওয়াও আমার উচিত হয়নি। মুখের কথাটাকে বড় না করলেই পারতাম।"

"জোর ক'রে আমাকে ধ'রে রাখলে না কেন ? পাঁচ মিনিট যদি ধ'রে রাখতে, তা হলে আমার সাধ্যই হত না আর যাবার।"

গুণী বলিল, "তোমার বাবা তোমার মাকে হারিয়েছিলেন ...র করতে গিয়ে, সেই ভুলটা ছিল। তা ছাড়া এমন ভয়ানক আঘাত ...য়েছিলাম যে কাণ্ডজ্ঞান ব'লে আমার আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। সে সময়টার কথা ভাবতে আমার ভয় করে, ভীষণতম দুঃস্বপ্নের চেয়েও ভয়ানক তার স্মৃতিটা। কিন্তু থাক, সে সময়ের কোনো কথা তোমার কাছে বলব না, তোমায় কথা দিয়েছি।"

অলকা গুণীর বুকে মাথা রাখিয়া নীরবে শুনিয়া গেল। কথা বলিতে গেলে কাঁদিয়া ফেলিবে এই ভয়ে কথা বলার চেষ্টাই করিল না। বুকের ভিতরটা তীব্র ব্যথায় টনটন করিয়া উঠিল।

শুণীও কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "যাক গে, ও সব কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করাই ভাল। কি বল তুমি? এতদিন ঐ অপুর্ব্ব সাজে বেড়িয়ে যে অপরাধ করেছ মানবজাতির কাছে, তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ খুব ভাল দে'খে একটা শাড়ী বার কর, আর গহনাগুলো যদি এর মধ্যে থাকে ত সেগুলোও বার কর। তোমার এই চক্ষুশূল পোষাকটার দিকে আমি আর চাইতে পারছি না। ভাবী পত্নীকে এইরকম বিধবা সেজে বেড়াতে দেখলে, নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই একটা সন্দেহ এসে যায়। এই রকম ক'রে বেড়িয়ে তুমি আমার কল্যাণ করনি কিছু। দাঙ্গার সময় যে ভালমন্দ কিছু ঘ'টে যায়নি, এ তোমার বিশেষ ভাগ্য।"

অলকা বলিল, "ঠিক শুক্লাদির মত কথা বলছ তুমি। এই কালো চুড়িদুটো ও জোর ক'রে আমায় পরিয়ে দিয়েছিল, তোমার অকল্যাণ হবার ভয়ে।"

"দেখ, শুক্লা তাহলে আমাকে তোমার চেয়ে বেশী ভালবাসে বোধহয়। তুমি ত দিব্যি খালি হাত ক'রে বসেছিলে?"

অলকা বলিল, "বেশী আঘাত পেলে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না এ ত নিজেই স্বীকার করলে? যেদিন সব গহনাগাঁটি খুলে ফেললাম, সেদিন আমি নিজের চোখও উপড়ে ফে'লে দিতে পারতাম, এগুলো ফে'লে দেওয়া ত সহজ।"

"সেটা কোন্ দিন অলকা?"

"সেই যে তোমার জ্বর হয়েছিল, আমি জল নিয়ে তোমার ঘরে গিয়েছিলাম।"

"ও, সেই দিন? এখনও রা'গটা তোমার মনে আছে দেখছি। থাকতেই পারে, যার কাছে চিরদিন আদরই শুধু পেয়েছ, তার মুখে কঠোর কথা শুনলে মনেও লাগে, এবং সহজে ভোলাও যায় না। কিন্তু ভেবে দেখ অলকা, আমার ব্যবহারটা কি একেবারে অমার্জ্জনীয় ছিল? যাকে তোমার

চোখ এতকাল ধ'রে ব'লে এসেছে, 'আমি তোমায় ভালবাসি,' তোমার গায়ে যার হাত ঠেকলে নূতন ফোটা কদম ফুলে[illegible] শিউরে উঠেছ, যার ভালবাসা অজস্রধারে পেয়েছ, যাকে দুহাত ভ'রে রাজ-ঐশ্বর্য্য দিয়েছ, তাকে এক কথায় পথের ভিখারী ক'রে দিলে। তখন সে যদি কঠোর হয়, তাকে ক্ষমা করা যায় না ?"

মনের কোণের সেই কাঁটাটা আবার বিষাক্ত হুলের মত তাহার হৃদয়ে ফুটিয়া গেল। অলকার অবাধ্য অশ্রু আর বাধা মানিল না। গুণীর বুকে মুখ লুকাইয়া, সে কাঁদিয়াই ফেলিল। অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলিল, "আমি ক্ষমা না ক'রে কি করব ? প্রথম অপরাধই ত আমার ? কিন্তু দুর্ব্বল ব'লে, জ্ঞানহীন ব'লে একটু যদি দয়া করতে ! আমার কি সাধ্য ছিল অত ব্যথা সহ্য করবার ? আমি কি ক'রে যে বেঁচে আছি[illegible] আমি নিজেই জানি না।"

গুণীর নিজের চোখেও জল আসিয়া পড়িল। অলকা দেখিতে পাইলে আরও ব্যথিত হইবে মনে করিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। অলকার চুলের উপর চুম্বন করিয়া বলিল, "জ্ঞানহীন আমিই কি কম ছিলাম, লক্ষ্মী আমার ? তাহলে এত দুঃখ আমাদের পেতে হবে কেন ? তোমাকে ভালই বেসেছি সমস্ত প্রাণ দিয়ে, বু[illegible]র চেষ্টা ত কোনোদিন করিনি ?"

অলকা তখনও নিজেকে সম্বরণ করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিয়া ধরিয়া গুণী বলিল, "আর কেঁদো না লক্ষ্মীটি। আমাদের দুজনেরই মনের যা অবস্থা দেখছি, তাতে সুস্থ হয়ে উঠতে এখনও ঢের সময় লাগবে। একদিনেই এতদিনের বিভীষিকাকে ভুলে যাওয়া যায় না। তবু চেষ্টা কর। পোষাক-পরিচ্ছদগুলি বার কর এবার, বেলা হয়ে যাচ্ছে যে ?" অলকা নড়িবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না, মন তখন তাহার কোথায় চলিয়া গিয়াছে কে জানে ?

গুণী তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিল, "হয়েছে, একটা কথাতেই এত upset হও যদি, সংসারে তাহলে টিঁকবে কি ক'রে? আচ্ছা, এস, আমি তোমার কাপড় বেছে দিচ্ছি।"

কলিকাতায় আসিয়া অলকা প্রথম জন্মদিনে যে বাসন্তী রংএর শাড়ীটা উপহার পাইয়াছিল, গুণী সেইটাই বাছিয়া বাহির করিল। বলিল, "এইটাই পর, সেদিন তোমাকে ভারি সুন্দর দেখিয়েছিল। সে চুড়-দুটো কি হল?"

অলকা মখমলের বাক্সটা বাহির করিয়া বলিল, "এইটার মধ্যে আছে।"

বাক্স খুলিয়া চুড়-দুইটা বাহির করিয়া গুণী বলিল, "দেখি, আমি পরিয়ে দিই।" অলঙ্কৃত সুগোল শুভ্র মণিবন্ধে চুম্বন করিয়া বলিল "প্রথম দিনই এই ইচ্ছাটা ছিল, কিন্তু গায়ে একবার হাত দিতেই যা কাণ্ড করলে! আর কিছু করবার ভরসাই হয়নি তার পরে। অত ভয় পেয়েছিলে কেন?

অলকার চোখের জল তখনও একেবারে শুকায় নাই, এইবার চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "কি জানি, হঠাৎ সমস্ত জগৎটার চেহারা বদলে অন্যরকম হয়ে গেল যেন।"

গুণী বলিল, "দেবতা ব'লে এত ভক্তি করতে, দেখলে সে নিতান্তই সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ, বড়ই shock লা' মনে, না? সংসার সম্বন্ধে কি চমৎকার ধারণাই না তোমার ছিল। পুরুষজাতটাকে কি ভাবতে তুমি বল ত? তারা শুধু দারোয়ানের মত আগলে নিয়ে বেড়ায়, আর গুরুমশায়ের মত উপদেশ দেয়? তারা নিজেরা সব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহের অতীত? তাদের শুধু প্রণাম করা যায়, আর প্রণাম জানান যায় চিঠিতে? এবং তারাও উল্টে শুধু অতি platonic ভাবে আশীর্ব্বাদ ক'রে ব'সে থাকে, চুমো খেতে চায় না, বুকে টেনে নিতেও চায় না, এমন কি হাতটা ধরতেও চায় না?"

অলকা এইবার হাসিয়া বলিল, "প্রায় তাই। একদিন সিনেমাতে নিয়ে গিয়েছিলে মনে আছে, Marie Walwesca দেখাতে? অন্ধকারে খানিকক্ষণ হাতটা চেপে ধরেছিলে, তাতেই আমার এমন বুক কাঁপতে লাগল যে ভাবলাম এবার heart fail ক'রে ম'রেই যাব। ছবিটা একেবারে দেখতেই পেলাম না।"

গুণী তাহার মাথাটা ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল, "আচ্ছা কাণ্ড! তোমার বাবার বোধহয় ইচ্ছে ছিল যে তুমি রোম্যান্ ক্যাথলিক্ সন্ন্যাসিনী-দের আদর্শে মানুষ হয়ে ওঠ। কিন্তু অভিভাবকটি বড় খারাপ বেছে গিয়েছিলেন। তোমার মত একটি সাগর-ছেঁচা মাণিক চোখের সামনে ঝুলিয়ে রেখে, চোখ বুজে বৈরাগ্য সাধন করব, তেমন স্বভাব নিয়ে ত জন্মাই নি? তুমি নিজেও বিশেষ সন্ন্যাসিনী বা বৈরাগিণী হবার মত চিত্তবৃত্তি নিয়ে জন্মাও নি, তাও আমাকে সত্যের খাতিরে বলতে হচ্ছে, অলকা।"

অলকার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস ঘনাইয়া উঠিল, বলিল, "আঃ, কি যে বাজে বক। আমি কোথাথেকে বৈরাগিণীর চিত্তবৃত্তি পাব? যেমন গুণের অভিভাবক আমার, তাঁর দে'খেই ত শিখছি সব? সত্যি কিন্তু, আমি যে শুধু তোমাদের জাতকেই চিনতাম না, তা নয়, নিজেদের জাতকেও চিনিনি। নিজেকে চিনতেই ত কতদিন কেটে গেল, তাও শেষ অবধি চিনতে পারলাম না।"

"চিনতে এখনও কি পারনি?"

"এই পালিয়ে আসবার পর থেকে যদি চিনে থাকি। তার আগে পর্য্যন্ত ধারণা ছিল আমার, যে, আমি বেঁচে থাকতে পারব, তোমার কাছ থেকে দূরে গিয়েও। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আমি আর কিছুদিনের মধ্যেই নিশ্চয় ম'রে যেতাম। ভিতরে ভিতরে আমার সব ক্ষ'য়ে এসেছিল।"

গুণী কিরকম যেন অস্থির হইয়া উঠিল। অলকার দুই হাত ধরিয়া

নিজের কাছে তাহাকে টানিয়া আনিয়া বলিল, "সে বিষয়ে আমারও কোনো সন্দেহ নেই, যা মূর্তি তোমার দেখছি। আরও আগেই কেন পালিয়ে এলে না তুমি আমার কাছে? আমাকে জানালে না কেন? তখনই গিয়ে বুকে ক'রে নিয়ে আসতাম।"

"কোন্ লজ্জায় আসতাম, কিই বা তোমাকে জানাতাম? আমার দৃঢ় ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে তোমার মনে আমার জন্যে আর স্নেহ ভালবাসা কিছুই নেই, আছে শুধু বিরাগ। তাই অনেক ভাবলাম, কিন্তু নিজে মরা ছাড়া আর কেনো উপায় খুঁজে পেলাম না।"

"তাই নাকি? তাহলে ঐ প্রলয়ের ভিতর ছুটে এলে কিসের আশায়? তোমার ধারণাটা বোধহয় আমি দৃঢ়তর ক'রে দিয়েছিলাম, প্রথম কয়েকটা মিনিটের জন্যে অন্ততঃ?"

"দাঙ্গার খবরটা যখন এল, তখন মনে হল আমার বুকের ভিতর আর একটা চোখ খুলে গেল। বুঝলাম এতদিন সবই ভুল দেখেছি। তুমি চাও বা না চাও, ভালবাস বা না-ই বাস, আমাকে আসতে হবে। যদি এ জগতেও আর না থাক, তবু আমাকে যেতে হবে তোমার সন্ধানে। আমার আমিটা তোমাকে বাদ দিয়ে একটা আলাদা জিনিয নয়, সেই দিনই ত তা ভাল ক'রে বুঝলাম।"

হর্ষ ও বিষাদের মধ্যে দুজনের মন খালি দোলা খাইতে লাগিল। একবার কথাবার্ত্তার সুর হাল্কা হইয়া আসে, আবার অশ্রুসজল হইয়া ওঠে। অলকার কথা শেষ হইতেই গুণী তাহাকে টানিয়া আনিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। কথা বলিবার চেষ্টা কেহই আর করিল না।

খাইবার ঘর হইতে চাকরদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ভাগ্যক্রমে আজ সকালে একটু দুধ পাওয়া গিয়াছে, তাই সকলের উল্লাসের সীমা নাই। যথোচিত কোলাহল সহকারে তাহারা চায়ের ব্যবস্থা করিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গুণী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,

"যাও, স্নানটা সেরে এস অলকা। চা খেয়ে একবার উপরে বাবার কাছে যেতে হবে। ভাবী বধূমাতাকে তিনি একবার আশীর্বাদ করুন। তুমি যে ফিরে এসেছ, সে খবরটাই তিনি জানেন না এখন পর্য্যন্ত।"

অলকা কাপড়চোপড় হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আজ শুক্লাদি থাকলে আমার খুব ভাল লাগত। যদিও যাবার দিন তাঁর কাছ থেকে শীগ্‌গির মরবার আশীর্ব্বাদ নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"সে কি অলকা?"

"ওর দোষ ছিল না কিছু, আমিই ঐ আশীর্ব্বাদ চেয়েছিলাম। সমস্ত পথ ভগবান্‌কে প্রাণপণে ডেকেছিলাম, যে কলকাতার সীমানা ছাড়াবার আগেই আমি যেন কোনোমতে ম'রে যাই। তাহলে চিতাটা অন্ততঃ কলকাতায়ই পাতা হত ত? হয়ত এক কণা ছাই উড়ে গিয়ে কোনোদিন তোমার পায়ে পড়তেও ত পারত?"

গুণী মুখটা ফিরাইয়া লইল। মিনিট দুই পরে ফিরিয়া অলকার কোমল গণ্ডে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিল, "অলকা, পাষাণ থেকে জল বেরোয় কিনা তাই কি দেখতে চাইছ? কাল একবার দেখলে ত, ভাল লাগল না। ও চেষ্টা আর ক'রো না, বেশী আঘাত দিলে পাষাণ অনেক সময় ফেটেও যায়। পাগল খানিকটা ত হয়েই আছি, বাকিটুকু আর ক'রে দিও না। যাও, স্নান কর গিয়ে এখন, তোমাকে আর কথা বলতে দিতে সাহস হচ্ছে না আমার।" সে ঘর ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

স্নান সারিয়া, রঙীন সাজে সজ্জিত হইয়া অলকা বাহির হইয়া আসিল খানিক পরে। তাহার ঘরে গুণী নাই, পাশের ঘরেও নাই। হয়ত নিজের ঘরে আছে মনে করিয়া অলকা ল্যাণ্ডিংএ বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

গুণী খাইবার ঘর হইতে ডাকিয়া বলিল, "এই ঘরে এস।"

অলকা ঘরে ঢুকিতেই তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "এইবার বেশ দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে আমার পরমায়ুটাও যেন কুড়ি বৎসর বেড়ে গেল।

শুক্লা সাজসজ্জার সব উপকরণগুলো কি রেখে যায় নি? একটা টিপ্ পরলে না কেন? জন্মদিনে যেমন পরেছিলে?"

অলকা বলিল, "তোমরা আবার অত দেখ নাকি? কতদিন ত টিপ্ প'রে সামনে গিয়েছি, আবার না প'রেও গিয়েছি, কিন্তু কখনও ত তোমার দৃষ্টি দে'খে মনে হয়নি যে কিছু তফাৎ তুমি বুঝতে পারছ?"

"বুঝতে যে পারছি, সেটা বুঝিয়ে দেবার কোনো উপায় কি আর রেখেছিলে? আমার অধিকার ত ছিল খালি প্রণাম নেবার এবং আশীর্ব্বাদ করবার, আর নিতান্ত অসুখবিসুখ হলে হাত ধ'রে pulse দেখবার। Pulseটা অবশ্য নানারকম খবর আমাকে মাঝে মাঝে দিত। পুরীতে পাঠাবার দিন খালি একবার তোমার চুলের উপর চুমো খেয়েছিলাম একটা, নিতান্ত প্রাণের দায়ে। তিনটে বছর কি পরীক্ষাই না আমার গিয়েছে। এরপর টের পাবে তুমি। শাস্তি সব পাওনা রইল তোমার।"

চাকরবাকর চারিদিকে ঘুরিতেছে, কাজেই তখনই তখনই অলকার শাস্তি হইল না কিছু। তাহার গালে হাত বুলাইয়া গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "স্নান ক'রে শরীরটা আগের চেয়ে ভাল লাগছে ত? সাত তাড়াতাড়ি উঠে ত পড়লে!"

অলকা বলিল, "ভালই ত মনে হচ্ছে, তবে একেবারে সুস্থ এখনও লাগছে না।"

গুণী বলিল, "দেখো, আমার ডাক্তারীর অপমান ক'রো না যেন। অনেক কষ্টে সারিয়েছি!"

অলকা হাসিয়া বলিল, "অপমান আজ করব না, তবে কখনও করব না একথা বলতে পারি না।"

"তাই নাকি? চিকিৎসাটার উপর তোমার বেজায় লোভ দেখছি?"

অলকা হাসিয়া বলিল, "যা ভাবতে চাও ভাব। লোভ নেই বললেই ত আর তুমি বিশ্বাস করবে না?"

গুণী বলিল, "না, তোমার মুখের কথায় আর কোনোদিন বিশ্বাস করব না আমি। তবে সুখের বিষয়, তোমার মনের আসল কথাটা তুমি লুকিয়ে রাখতে পার না। তোমার চোখ ব'লে দেয়, সারা দেহই ব'লে দেয়। আশা আছে, ভবিষ্যতে ভুল বোঝার থেকে কোনো tragedy আর ঘটবে না।"

"মুখও তোমার কাছে আর মিথ্যা বলবে না। শাস্তি আমিই ত তোমার চেয়ে বেশী পেয়েছি ?"

"সেইটাই আমার আসল শাস্তি অলকা। আমার যেটা পাওনা ছিল, তার থেকে অবশ্য আমি নিষ্কৃতি পাইনি। কিন্তু তোমারটাও যদি আমি বইতে পারতাম, তাহলেই আমার ভালবাসার অহঙ্কার বজায় থাকত। কিন্তু ভগবান্ সে মুখ রাখেন নি আমার।"

অলকা তাহার দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। সান্ত্বনা দিতে চায়, অথচ কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে ? নীরবে শুধু গুণীর একখানা হাত দুই হাতে ধরিয়া বসিয়া রহিল।

চাকররা এইবার ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের উপর চায়ের বাসন সাজাইতে লাগিল। অলকা বলিল, "সর্ব্বদাই এ ঘরটা ভর্ত্তি লোক দেখেছি, আজ এত বড় ঘরে আমরা দুটো মানুষ মাত্র, কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে।"

গুণী বলিল, "এ ক'দিন ত আমি একলাই ছিলাম, সেও না থাকারই মধ্যে। খাবার বিশেষ কিছু জুটত না, কাজেই এ ঘরে ব'সে থাকবার কোনো আগ্রহও ছিল না। আজ শুনছি বাজারে কচু শাক আর কুমড়ো উঠেছে ব'লে চাকররা খুব হৈ হৈ করছে। হয়ত ভাত একমুঠো জুটতেও পারে। তোমার যা চেহারা হয়েছে, দে'খে মনে হয় না অন্ন খুব recently জুটেছে, ভাতটার উপযুক্ত সম্মান দিতে পারবে।"

অলকা চা ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "দুর্ভিক্ষের দেশেই ছিলাম, তা ঠিক, তবে অন্নের দুর্ভিক্ষ নয়।"

গুণী বলিল, "সবরকম দুর্ভিক্ষেরই অবসান হোক আজ থেকে তোমার, এই আশীর্ব্বাদ করি।"

অলকা হাসিয়া বলিল, "বেশ সেই আগেকার গুণীদার styleএই আশীর্ব্বাদটা হল।"

"কোন্‌টাকে পছন্দ বেশী? কাল সন্ধ্যায় যে পাগলটাকে পেয়েছ, না আগেকার সেই অতি ভদ্রলোক গুণীদাকে?"

"অতি ভদ্র ত কত! থেকে থেকে এমন চম্‌কে দিতে, যে পাঁচ-ছ ঘণ্টার আগে আমার palpitationই থামত না। তবে কাল যাঁকে পেলাম তাঁর সঙ্গে ত তুলনা হয় না, ও ভগবানের দয়ায় কেউ কেউ এক-একবার পেয়ে যায় জীবনে। সকলের জন্যে নয় ও জিনিষ।"

গুণী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, "অলকা, ভগবান্ সকল দিক্ দিয়ে আমাকে disadvantageএ ফেলেছেন এখন, ব'লে নাও যা খুসি।"

অলকা বলিল, "কিছু মানে বুঝলাম না। প্রশংসাই ত করলাম তোমার? তাতেও রাগ করতে হবে?"

"রাগ করিনি, রাগ করিনি। তোমার কথাগুলোর উপযুক্ত জবাব ছিল। কিন্তু সে ত দেওয়া চলে না এখন। চল, উপরে যাবে কথা ছিল, সেইটে সেরে আসা যাক। সিঁড়ি উঠতে পারবে ত? কষ্ট যদি হয়, ত আজ থাক, কাল হবে।"

অলকা বলিল, "পারবই ত মনে হচ্ছে। তবে তুমি ডাক্তার মানুষ, তুমিই ঠিক বুঝতে পারবে।"

গুণী তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিল, "চল খুব আস্তে আস্তে, আমি ধরছি।" তাহার বাহুর সাহায্যে ধীরে ধীরে অলকা উপরে উঠিয়া আসিল। পরেশের তখন ঘুম ভাঙিয়াছে, গুণী কখন আসিবে সেই আশাতেই বোধহয় দরজার দিকে চাহিয়া ছিলেন। অলকাকে দেখিয়া

তাঁহার দৃষ্টিতে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল, এমন দিনে কোনো অতিথির আগমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল।

ঘরে ঢুকিয়া গুণী বলিল, "বাবা, অলকা ফিরে এসেছে! এইখানেই থাকবে এরপর।"

বৃদ্ধ অলকা ও গুণীর দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। দুইটি আনন্দোজ্জ্বল তরুণ মুখই তাঁহাকে নিজেদের বার্ত্তা জানাইয়া দিল। অলকা পরেশের পায়ের কাছে অবনত হইয়া প্রণাম করিল, গুণীও সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করিল।

পরেশ দুজনের মাথায় হাত দিয়া অস্পষ্টভাবে কি যেন বলিয়া গেলেন। অলকা তাঁহার কথা কিছু বুঝিতে পারিল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। গুণীও কিছু পরে পিতার শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিল, "চল, নীচে যাই।"

ছাদের উপর বাহির হইয়া আসিয়া অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি বললেন? আমি ওঁর কথা বুঝতে পারি না।"

গুণী বলিল, "তোমাকে বললেন, 'এই লক্ষ্মীর মত রূপ নিয়ে চিরদিন এই ঘর আলো ক'রে থাক।' আজ সত্যিই লক্ষ্মীর মত দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেথান দিয়ে পা ফে'লে যাচ্ছ, সেখানকার মাটিটাও খুসী হয়ে গান গেয়ে উঠছে।

অলকা বলিল, "আবার বুঝি বিদ্যাপতি মনে প'ড়ে গেল? শুক্লাদি যে বলত 'you have missed your vocation,' তা ঠিক। ডাক্তারদের এত কবিত্ব করতে নেই।"

"ডাক্তারদের ধারে কাছে তোমরা না এলেই ত পার তাহলে? তারাও ত মানুষ?"

"আচ্ছা, সব দোষ আমাদেরই। কিন্তু বাবা তোমায় কি বললেন?"

"আমায় বললেন, 'গুণী, তোমার সম্বন্ধে আমি আজ থেকে একেবারে নিশ্চিন্ত হলাম'।"

অলকা ডাগর চোখে একরাশ বিস্ময় ভরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও মা, কেন? একটা বোকা মেয়ে চিরদিনের মত ঘাড়ে চাপল এতে নিশ্চিন্ত হবার কি আছে?"

"খুব ভাল জাহাজেরও ballast দরকার হয় লক্ষ্মী, তা না হলে সেটা উল্টে ডুবে যায়।"

"ও আবার কোন্‌দেশী compliment হল?"

গুণী বলিল, "আর cmplimentএ কাজ নেই। আদর, সোহাগ এবং complimentএ তোমার আকণ্ঠ বোঝাই হয়ে উঠেছে, এখন অন্য রস একটু আস্বাদন করা ভাল। স্বাস্থ্যের পক্ষে সব চেয়ে ভাল হচ্ছে mixed diet."

সিঁড়ির কাছে আসিয়া অলকা হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল। সামনেই ছাদের সেই কোণটা, যেখানে ড়াইয়া গুণী তাহাকে আশ্বাস দিয়া গিয়াছিল যে অলকাকে সে দূরে পাঠাইয়া দিবে, কারণ নিষ্কৃতির তাহারও প্রয়োজন।

গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখছ ওদিকে, চোখগুলো অত বড় বড় ক'রে?"

অলকা বলিল, "দেখছি ছাতের ঐ কোণটা, যেখানে দাঁড়িয়ে তোমার কাছে আবেদন জানাতে এসেছিলাম আমাকে বিদা ক'রে দেবার জন্যে। আমার মত বুদ্ধিমতী জগতে আর একটিও আছে কিনা সন্দেহ।"

"বুদ্ধিমতী আছে কিনা জানি না, তবে বুদ্ধিমান্ প্রায় তোমার সমানই একজন আছে, যে তোমার চ'লে যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিল। অভিমানে একবার চোখ অন্ধ হয়ে গেলে মানুষে না করতে পারে এমন বোকামীই নেই। কিন্তু চল এখন নীচে। এ বাড়ীটা নিতান্তই বেচে দিতে হবে দেখছি, আনাচে কানাচে কতরকম স্মৃতিই যে এর জড়ান।"

"না, না, বেচতে পাবে না কখনও। আমার মনে বাড়ী বলতে এই

একটা বাড়ীর ছবিই আছে, আর কোনো বাড়ীকে আমার নিজের বাড়ী ব'লে আমি মনেই করতে পারব না।"

চন্দ্র এই সময় গুণীকে ডাকাতে সে আবার পরেশের ঘরে ফিরিয়া গেল। অলকা নীচে নামিয়া আসিল। শুক্লার ঘরে ঢুকিয়া জানালার রেলিংটা ধরিয়া অনেকক্ষণ উদাস দৃষ্টি মেলিয়া বাহিরের জগৎটার দিকে তাকাইয়া রহিল। এই দারুণ অগ্নিপরীক্ষার কথা সে জীবনে ভুলিতে পারিবে কি? বোধ হয় না। আজ অমৃতের প্রলেপে হৃদয়ের ক্ষত আরোগ্য হইতে চলিয়াছে, কিন্তু সেই মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার স্মৃতি ত যায় নাই! ব্যথারই মত তাহা তাহার বুকে বাজিতেছে এখনও।

গুণী কখন নামিয়া আসিয়াছে তাহা অলকা বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ পিছন দিক্ হইতে সে অলকাকে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের উপর টানিয়া আনিল। বলিল, "ভুলে যাও অলকা, ভুলে যাও। অতীতের দুঃখের স্মৃতিগুলোকে এমন ভূতের মত তোমাকে তাড়া ক'রে ফিরতে দিও না। আমাকে কি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছ না? মনের একেবারে তলায় কিসের একটা কাঁটা তোমার ফুটে রয়েছে, আমার এতদিনের ভালবাসাটার চেয়ে ঐ ক'টা মুহূর্ত্তের নিষ্ঠুরতাই তোমার কাছে কি বড় হয়ে উঠেছে? তুমি কি ব্যথা দাও নি? সেই ভেবে ক্ষমা কর। তোমাকে দুঃখ দিয়েছি, তার ব্যথা আমার কত বড়, সেটা বুঝে ক্ষমা করতে পারবে না?"

হায়রে, গুণী কি অলকার মনের অন্তস্তল অবধি দেখিতে পাইতেছে? যে কাঁটা ফুটিয়া আছে সেখানে, তাহা ত গুণীর নিষ্ঠুরতার স্মৃতি নয়, অলকার নিজেরই অপরাধের জ্বলন্ত স্মৃতি। ইহাকে সে ত ভুলিতে পারে না?

কিন্তু গুণীর কথার উত্তর ত দিতে হইবে? জানাইতে ত হইবে যে অলকার হৃদয়ে তাহার প্রতি কোনো অভিমান আর নাই, কোনো অভিযোগ নাই, আছে খালি জীবনপ্লাবী ভালবাসা আর কৃতজ্ঞতা।

গুণীর দুই হাত টানিয়া লইয়া সে নিজের বুকের উপর একবার চাপিয়া ধরিল। যন্ত্রণার স্মৃতিও ঐ স্পর্শে মিলাইয়া আসে যেন। হয়ত কোনো-দিন একেবারে ভুলিয়াও যাইবে।

তাহার দুই হাতে চুম্বন করিয়া অলকা বলিল, "আজ থেকে ভুলে গেলাম। আর মনে পড়বে না।"

কিন্তু নিজের অপরাধকে সে ভুলিতে পারিল না। গুণীর বুকে মাথা রাখিয়া যতই ভুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই যন্ত্রণার শল্য হৃদয়কে তাহার বিদ্ধ করিতে লাগিল। অধিকার নাই তোর, এতবড় ঐশ্বর্য্যে অধিকার নাই। প্রায়শ্চিত্ত তোর পূর্ণ হয় নাই।

৩০

দুপুর বেলার খাওয়া-দাওয়াটা চুকিয়া গেল। আজ কিছু বাজার করা গিয়াছে বলিয়া চাকরবাকরের দল মহাখুসী। সাধারণতঃ গুণীর সামনে কথা তাহারা বেশী বলে না, পিসীমার সঙ্গেই তাঁহাদের কারবার। কিন্তু তিনি না থাকায় অগত্যা গুণীর কাছেই নিজেদের আবেদন নিবেদন খানিকটা জানাইয়া রাখিল।

খাইবার ঘর ছাড়িয়া আসিয়া দুইজনে ড্রয়িং রুমে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। গুণী বলিল, "বাড়ীর গিন্নিগিরি করাটা একটু একটু ক'রে শিখতে আরম্ভ কর অলকা। আমার দ্বারা এ সব কাজ দুই-একদিনের বেশী চলবে না।"

অলকা বলিল, "শিখতে অবশ্য চেষ্টা করতে পারি, আমার চেয়েও অনেক বোকা মেয়েকে গিন্নিগিরি করতে ত দেখেছি? কিন্তু এখনই কি কিছু দরকার আছে? পিসীমা ত ফিরেই আসবেন এখানে?"

গুণী বলিল, "একটা [illegible] হবেই আমার বিয়ে হয়ে গেলে।

পিসীমা সম্ভবতঃ এখানেই থাকতে চাইবেন, শুক্লা ত নিশ্চয়ই চাইবে। তবে সরল যদি বিয়ে টিয়ে করে তাহলে তার মা তার কাছেই যেতে চাইবেন হয়ত। তোমার নিজের কি ইচ্ছে বল ত? সেইটেই সকলের আগে দেখবার কথা।"

সরল বলিয়া একটা মানুষ যে জগতে আছে, তাহা এই কয়দিন অলকা ভুলিয়াই ছিল। হঠাৎ মনের ভিতরটা কেমন যেন করিয়া উঠিল। এতবড় মহাশত্রু অলকার আর কেহ আছে কি? অনন্ত নরকবাস কামনা কেহ যদি অলকার জন্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই মানুষটিই করিয়াছে।

গুণীর কথার উত্তরে বলিল, "শুক্লাদি থাকলে আমি খুব খুসী হব, আমার নিজের দিদিরই মত লাগে তাকে। পিসীমা অবশ্য আমাকে দেখতে পারেন না, তবু তিনিও থাকুন সেইটেই চাই, সংসারটা ঢের ভাল চলবে তা হলে। আমি ঐ রকম ক'রে ভাঁড়ার আর রান্নাঘর তদারক ক'রে দিন কাটাতে পারব না। তোমার কাছে থাকব কখন তাহলে?"

গুণী তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, "এইরকম সমস্তদিন আমার গা ঘেঁসে ব'সে গল্প করতে পাবে চিরকাল ভাবছ বুঝি?"

অলকা বলিল, "সমস্তদিন পাব না তা ত জানিই, কিন্তু খানিকটা সময়ও কি পাব না?"

গুণী তাহার একখানা হাত ধরিয়া, অঙ্গুলিতে চুম্বন করিয়া বলিল, "পাবে বৈ কি? নইলে আমার দশা কি হবে? আমি ত শুধু একটি সুন্দরী housekeeper চাইছি না?"

অলকা বলিল, "খালি একটা জিনিষের জন্য ভয় করে। পিসীমারা থাকলেই সরলবাবুর যাওয়া-আসা আবার সুরু হবে। এত বড় শত্রু আমার আর নেই। ওকে আবার চোখে দেখতে হবে মনে করলেই, আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।"

গুণীর মুখটা গম্ভীর হইয়া গেল। একটু পরে বলিল, "ও হতভাগাটাকে ক্ষমা করতে চেষ্টা ক'রো অলকা। অনেক দুঃখ তোমার জীবনে ও বয়ে এনে দিয়েছে, তবু ওকে আর ভয় ক'রো না। আর কি অনিষ্টই বা সে তোমার করতে পারবে? মানুষ ভালবাসলে পাগল হয়ে যায়, কারও বা পাগ্‌লামি তাকে উপরের দিকে তোলে, কাউকে বা নীচে নামায়, তবু অন্য অপরাধীর চেয়ে এই শ্রেণীর লোকগুলোর বিচার একটু করুণার সঙ্গে করতে হয়।"

অলকা বলিল, "আচ্ছা, তোমার কথাই রাখতে চেষ্টা করব। কিন্তু প্রথম প্রথম ওর সামনে দাঁড়াতে আমার ভয়ানক অদ্ভুত লাগবে।"

গুণী বলিল, "ও ভাবটাও কিছুদিনের মধ্যে কেটে যাবে। তা ছাড়া সরল এ বাড়ীতে আর বাস করতে চাইবে ব'লে আমার মনে হয় না, দু-একবার আসা-যাওয়া হয়ত করতে পারে। এখনই এখানে এসে থাকতে পারা সম্ভবও নয়। অন্ততঃ আমি হলে ত পারতাম না, তুমি যদি আর কাউকে বিয়ে ক'রে বসতে।"

অলকার মাথাটা একেবারে গুণীর কোলের ভিতর নামিয়া আসিল। মুখ লুকাইয়াই বলিল, "দোহাই তোমার, ওরকম কথা মুখে এনো না। ভাবলেই আমার ম'রে যেতে ইচ্ছে করে।"

গুণী দুই হাতে তাহার মুখটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "বাপ্‌ রে, একেবারে classical যুগের সতী! অন্য কারও নামও শুনতে পার না?"

"পারিই না ত। আমি জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই ত ঠিক হয়ে গেছে যে আমি কার হব? তুমিও ত নিজেই যেচে আমাকে তখন থেকে তোমার নিজের ব'লে claim ক'রে রেখেছিলে! তোমার ও রকম কথা বলতে কষ্ট হয় না?"

"কথা একটা বলতে কষ্ট কিছু হয় না,—বিশেষ, ঠাট্টা ক'রে যদি বলি। তবে কার্য্যতঃ সেরকম কিছু ঘটলে, কি যে আমি করতাম তা কল্পনাই

করতে পারি না। কিন্তু যাক্ গে, ওসব চিন্তা ক'রে, জোর ক'রে মন খারাপ করার এখন দরকার নেই। তুমি দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নাও গে যাও, কাল যতটা বিশ্রাম তোমার দরকার ছিল, তা হয় নি।"

"তুমি কাল ঘুমিয়েছিলে ?"

গুণী হাসিয়া বলিল, "না, আমার সারারাত প্রায় টহল দিয়ে বেড়িয়েই কেটে গেছে। কিন্তু তাতে আমার কিছু হবে না, আমি ত তোমার মত ঠিক নয় ?"

অলকা উঠিয়া পড়িয়া, তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া দিল, বলিল, "তুমি যাও শীগ্‌গির, খানিকটা ঘুমিয়ে নাও। আমার মত হও বা না-ই হও, ঘুম ত সব মানুষেরই দরকার ? আজও হয়ত রাত্তিরে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াবে।"

"বিচিত্র নয়, যদি আজও তোমায় পাহারা দিতে পাশের ঘরে শুয়ে থাকতে হয়, তবে গুরুদায়িত্বের ভারে ঘুম নাও হতে পারে।"

"কি আবার ছাই গুরুদায়িত্ব ? আমাকে কি কেউ চুরি ক'রে নিয়ে যাবে ?"

"তা নিতে যে না পারে, তাও না। কিন্তু তোমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। ভয়টা যে কিসের তা হয়ত বুঝতেই তুমি পারবে না। চাকরদের সব বলেছি, একটা ঝি জোগাড় ক'রে আনতে, তাহলে এক রকম ব্যবস্থা করা যাবে। শুক্লাকে আজ একটা চিঠি লিখব ভাবছি, তবে আজকাল অনেক কাজই করব ভাবি, একটাও করা হয়ে ওঠে না। আচ্ছা যাও এখন, ঘুমিয়ে নাও গে একটু," বলিয়া গুণী নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

অলকাও নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল বটে, কিন্তু ঘুম তাহার হইল না। এই প্রথম গুণীর মুখে সে নিজেদের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে উল্লেখ শুনিল। মনটা ভয়ানক চঞ্চল ও অস্থির হইয়া উঠিল। সত্যই কি গুণীর জীবনে সে চিরদিনের মত স্থান পাইবে ? একেবারে তাহার হইয়া যাইবে ?

গুণীকেও একেবারে একান্ত আপনার নিজস্ব বলিয়া পাইবে? ভাবিতে সাহস হয় না, বিশ্বাস করিতেও সাহস হয় না। বুকের ভিতরের সেই ব্যথাটা যেন জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডের মত তাহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল।

কিসের এই যন্ত্রণা? প্রেমই ছিল অলকা ...তের একমাত্র দেবতা, সেই প্রেমের কাছে সে অপরাধ করিয়াছে। নিজের অমন জীবনব্যাপী ভালবাসাকে অস্বীকার করিয়া, মিথ্যাচরণ করিয়া সে মহাপাপ করিয়াছে। এতটাই এতদিন সে ভাবিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবিয়াছিল যে নিজে যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিল, গুণীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া তাহাতেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই ক'দিন আর এক নূতন ধারা আসিয়া মিশিয়াছে তাহার চিন্তাস্রোতে। শুধু প্রেমের দেবতার নিকটেই সে অপরাধ করে নাই, গুণীর কাছেও করিয়াছে, তাহাকে ভ...ণ যন্ত্রণা দিয়াছে সে। যতবার মনে করে যে তাহার সেই মিথ্যাচরণের দিনে গুণী বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল আত্মহত্যা করিবে বলিয়া, ততবার নিজেকে তখনই গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। গুণী তাহাকে এত ভালবাসে তাহাও কি আগে সে কখনও বুঝিয়াছিল? আশৈশব সে স্নেহ পাইয়াছে গুণীর কাছে, অসীম নির্ভরে তাহার হাতে জীবনের সব ভার ছাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু গুণীকে ভাল করিয়া ত বোঝে নাই? নিজের ভালবাসাকে বহু উ...ে সে স্থান দিয়াছিল। কিন্তু এইবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার চোখ খুলিয়া গেল। স্নেহের উৎস একটি আছে, সেখানে গিয়া তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ জীবনের জ্বালা জুড়াইবে, এই ভাবিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর কি বিপুল বন্যা আসিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল, নিজেকে আর যেন সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহার পর হইতে এই প্রেম-বারিধির তরঙ্গেই যেন তাহার অস্তিত্ব ক্রমাগত প্লাবিত হইতেছে, ইহারই ভিতর সে এখন বাঁচিয়া আছে। যত প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তত হৃদয়ের জ্বালা বাড়িয়া যাইতেছে। কাহাকে সে এমন

আঘাত দিয়া গিয়াছিল? আপনার জগতের একমাত্র দেবতাকেই সে বিনষ্ট করিতে বসিয়াছিল। গুণী হয়ত তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে, না হইলে কি এমন করিয়া ভালবাসিতে পারিত? কিন্তু ভগবান্ ত শুধু দয়াময় নন, তিনি ন্যায়বান্‌ও বটেন, তিনি কি অলকার এই মহা অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন? যে ঐশ্বর্য্যে অলকার জীবন আজ ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার বুকে থাকিবে কি শেষ পর্য্যন্ত? শাস্তি তাহার আরও পাইতে হইবে। কিন্তু কি শাস্তি? বিচ্ছেদ কি? তাহার পর ত বাঁচিয়া থাকা আর কিছুতেই সম্ভব হইবে না? কি করিবে সে? কাহার কাছে এ দারুণ দুঃখ জানাইবে?

বিকাল বেলা চা খাইতে গিয়া বসিতেই, গুণী তাহার পাশে আসিয়া এক হাত দিয়া মুখটা তুলিয়া ধরিল, উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে অলকা? এই তোমার ঘুমোনো বুঝি? সারাদুপুর ধ'রে কি করেছ তুমি?"

"এমনি শুয়েছিলাম, ঘুম হয় নি।"

"ঘুম ত হবেই না, অত কাঁদলে। মুখ ধুয়ে পাউডার মেখে এলেই কি আমার চোখকেও ফাঁকি দেওয়া যায় ব'লে তোমার ধারণা? কি হয়েছে বলতে হবে তোমায়।"

অলকা বলিল, "কি বলব বুঝতে পারি না। তোমাকে বোঝাতে পারব না।"

গুণী বলিল, "আমি কি এতই বোকা, অলকা? ব'লেই দেখ না বুঝতে পারি কিনা।"

অলকার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল, অবাধ্য ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল। চারিদিকে চাকরবাকর ঘুরিতেছে, ইহার ভিতর কি সান্ত্বনাই বা দেওয়া যায়? গুণী বলিল, "চা-টা ঢেলে ফেল, কড়া হয়ে যাবে। ঘরের কোণে ব'সে ব'সে তোমার আরও শরীর-মন খারাপ হচ্ছে, অথচ এখন

কোথাও নিয়ে যাবারও উপায় নেই। চল, চা খেয়ে খানিকক্ষণ ছাতেই বেড়িয়ে আসি।"

চা খাওয়া শেষ করিয়া দুজন ছাদেই চলিয়া গেল। নির্জ্জন ছাদ, পরেশ বিশ্রাম করিতেছেন বোধহয়, তাঁহার দরজা বন্ধ। গুণী অলকার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের সামনে দাঁড় করাইয়া বলিল, "এইবার আমার দিকে তাকিয়ে বল দেখি কি হয়েছে? তুমি মুখে যাই বল, তোমার চোখ ঠিক কথাটাই বলবে।"

অলকা তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "আমি ঢের অন্যায় কাজ করেছি, সেগুলো ভাবলে আমার মনে আর শান্তি থাকবে না।"

গুণী বলিল, "অন্যায় কখনও করেনি, এমন লোক কোথায় আছে? তোমার ক'দিনের বা জীবন, এর মধ্যে কি অন্যায়ই বা তুমি ক'রে থাকতে পার?"

অলকা বলিল, "বয়স কম হলেই কি আর অন্যায় করা যায় না? ছোটরাও ঢের অপরাধ করে, বুঝে না-বুঝে।"

"না বুঝে করলে সেটা অপরাধই নয়। তুমি আমাকে যদি father confessor হিসাবে নাও ত ভাল হয়, পাপের বোঝা তোমার মন থেকে আমি এখনই নামিয়ে দিতে পারি।"

গুণীর কাছে আসিলেই মন কেন আপনা হইতেই হাল্‌কা হইয়া যায়? অলকা কোনও দুঃখ, যন্ত্রণা, অনুতাপকে কিছুতেই কেন আর তখন মনে রাখিতে পারে না? একটু ক্ষীণ হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, যা চমৎকার father confessor হবে, তা আর ব'লে কাজ নেই।"

"কেন, মন্দ হব কিসে?"

"কি ক'রে absolution দেবে তুমি?"

"দেখবে?" বলিয়া গুণী তাহাকে টানিয়া নিজের কাছে লইয়া আসিল। অলকা সন্ত্রস্তভাবে তাহার হাত ছাড়াইয়া সরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "কি যে কর খোলা ছাতের উপর।"

গুণী হাসিয়া বলিল, "সব sinএর ভাবনা ভুলিয়ে দিতে পারতাম এখনই। এর চেয়েও ভাল absolution কোনও পাদ্রী দিতে পারে না।"

অলকা চোখের জলের ভিতর দিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার ডাক্তারী, পাদ্রীগিরি, সবই আমার বেলায় নূতন রকম হয়ে ওঠে।"

"Successful হয় ত? তাহলেই হল। বেড়াবে, না, এখানেই বসবে?"

"চল, বেড়িয়েই যাই খানিকটা।" তখনকার মত অলকার দুঃখ-বেদনার কথা তাহার নিজের মনের অনেক পিছনে চলিয়া গেল।

রাত্রির খাওয়া-দাওয়া ত চুকিয়া গেল। গুণী বলিল, "কালকের ব্যবস্থাই আজও থাক, তাহলে? বাড়ীতে তৃতীয় প্রাণী ত নেই? এবং এদিকে একেবারে একলা তোমাকে আমি রেখে দিতেকিছুতেই পারব না।"

অলকা বলিল, "আমি ফিরে এসে তোমাকে আচ্ছা বিপদে ফেললাম দেখছি।"

"হ্যাঁ, ভয়ানক বিপদ্, একলা একটা বাড়ীতে এতদিন কি আরামে ছিলাম। আজ আমি ঠিক ঘুমোব এখন দেখো। জায়গাটাও তত নূতন লাগবে না, এবং অবস্থাটাও খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছে।"

"অবস্থাটা খুবই কি নূতন লাগে তোমার? আমি বোধহয় কল্পনায় নিজের জীবনের এই পরিণতিটা এতবার দেখেছি যে আমার আর নূতন লাগে না কিছু।"

"আমি ঠিক সে কথা বলছিলাম না। কিন্তু থাক, কি যে বলছিলাম সেটা তোমায় ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে চাই না। তবে বাড়ীতে এভাবে শুধু আমরা দুজন থাকার জন্যে নানা রকম কথা নিশ্চয়ই উঠবে অলকা, এবং যেমন ক'রে হোক তোমার কান পর্য্যন্ত আসবেই, কাজেই প্রস্তুত থেকো, এবং মারাত্মক রকম shocked হয়ে যেয়ো না। ওটা সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই।"

"সত্যি ত কোনো অন্যায় আমরা করছি না ?"

"সেটা ত শুধু আমরাই জানলাম, অন্য লোকে ইচ্ছে করলে বিশ্বাস না-ও করতে পারে। কিন্তু এই প্রলয়সমুদ্র মন্থন ক'রে লক্ষ্মী এলেন জীবনে, এবং অমৃতও নিয়ে এলেন হাতে ক'রে ; বিষও কিছু কি আর এর থেকে না উঠবে ? সেটাও গ্রহণ করতে হবে যেমন ক'রে হোক।"

"আচ্ছা, অমৃতটা তুজনে ভাগ ক'রে নিয়েছি ত, বিষটাও তাই নেব। তাহলে তুজনের পক্ষেই সেটা সহ্য করা সহজ হবে।"

গুণী তাহার কপালে চুম্বন করিয়া বলিল, "তাই নিও। এখন ঘুমোও গিয়ে যাও। আমিও ছাতে আর একপাক দিয়েই এসে শোব। চন্দ্রকেও একটা কথা ব'লে আসতে হবে।" সে উপরে উঠিয়া গেল। অলকা গিয়া শুইয়া পড়িল, এবং খানিক পরে ঘুমাইয়াও পড়িল।

মহানগরীর প্রলয়াগ্নি ধীরে ধীরে নিভিয়া আসিল। পথঘাট আস্তে আস্তে পরিষ্কার হইতেছে, মাঝে মাঝে দোকানপাটও খুলিতেছে। রাস্তায় মানুষ চলে, এমন কি তুই-একটা ফিরিওয়ালাও হাঁক দিয়া যায়। বাজার হাট যথারীতি বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভীতাত্রস্তা নগরী যেন অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে একটু একটু করিয়া চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। শহর ছাড়িয়া যাহারা পলায়ন করিয়াছিল, তাহারাও পাঁচ-দশজন করিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। চাকর-বাকর যাহারা প্রস্থান করিয়াছিল, তাহারাও আবার দেখা দিল।

এমন কি অলকার জন্য একজন ঝি সুদ্ধ আসিয়া তাহার পরদিন উপস্থিত হইল। নরহরির চেনা লোক, সে পাড়ারই এক বস্তি হইতে ইহাকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। অলকার ঝি-চাকর রাখা বা তাহাদের কাজ বুঝাইয়া দেওয়ার কোনও অভ্যাস ছিল না। তবু কোনোমতে মাহিনা ঠিক করা এবং কাজ বলিয়া দেওয়ার পর্ব্বটা শেষ করিল।

দেখিল, গুণী নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। ঝিটাকে

বলিল, "আচ্ছা, তুমি রান্নাঘরে গিয়ে বস এখন। তারপর ঘরদোর ঝাঁট দিও এসে, সকালের কাজ খানিকটা ত হয়েই গেছে।"

ঝি নরহরির সন্ধানে প্রস্থান করিল। গুণী কাছে আসিয়া বলিল, "ঝিটি প্রায় দেবীচৌধুরাণীর গোবরার মায়ের মত হবে যা দেখছি। কোন্ কাজটা যে পারবে বোঝা গেল না। তবে তোমার ঘরে ঘুমোতে সে রাজী আছে, অতি বিস্ময় সহকারে। হারাণীর মত নাক না ডাকায় তা হলেই হয়।"

অলকা বলিল, "এখন কি কাজই বা আছে? আমার কাপড় কাচা আর বিছানা করা, আর একটা ঘর ঝাঁট দেওয়া। বামাচরণও ফিরেছে, আজ সকালে দেখলাম, সুতরাং কাজের ভারে এই ঝিটি মারা যাবে না। তরু আমাদের ভাল ছিল। বলত, 'আমি কাজ দেখিলেই করি, কার কাজ অত জানিনি বাপু'।"

"তরুর মত ক্ষণজন্মা ক'টাই বা আছে? আচ্ছা শোন অলকা, ঝিটা যখন এলই, আমি আজ ঘণ্টা-খানিক ঘুরে আসি? রুগী-গুলো ক'টা বেঁচে আছে, দেখা ত দরকার? দূরে কোথাও যাব না, ভয় নেই। এই আবার মুখ শুকিয়ে এল, কি বিপদ্! আচ্ছা যাব না তা হলে।"

অলকা নিজেকে সামলাইয়া লইল। সত্যই ত, এমন করিলে চলিবে কেন? গুণীর হাত ধরিয়া বলিল, "না, না, যাও, আমার বোকামী শুনো না। কাজ ত তোমায় করতেই হবে, সারাদিন আমাকে নিয়ে ব'সে থাকলে চলবে কেন?"

"এই ত চাই! এই রকম মাঝে মাঝে ঠেলে সরিয়ে দিও। তা না হলে আমি যে সব কাজের বার হয়ে যাব? লোভ দেখিও না, এবং প্রশ্রয় দিও না খুব বেশী। বলছি বটে, কিন্তু আমার কথাটা অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রো না তুমি লক্ষীটি।"

অলকা বলিল, "কি যে উল্টোপাল্টা কতকগুলো ব'লে গেলে তার যদি কোনো মানে হয়। যা-ই বল, ঠেলে সরাতে তোমাকে প্রাণ গেলেও আমি আর কখনও পারব না। একবারেই যথেষ্ট আক্কেল হয়েছে। তোমার যখন দরকার হবে, তুমিই দিও আমাকে সরিয়ে।"

আবার ঐ সুন্দর মুখে বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে। গুণী খানিকটা বুঝিতে পারে, সবটা বুঝিতে পারে না। ব্যাপারটাকে এখনকার মত হাল্কা করিয়া উড়াইয়া দিবার ইচ্ছায় বলিল, "তাই নাকি পারি কখনও? Ungallant ব'লে নাম খারাপ হয়ে যাবে যে?"

"Gallantryর জন্য কি তুমি খুব বিখ্যাত ছিলে আগে? কই শুনিনি ত? বরং শুনতাম তুমি চিরকুমার-সভায় নাম লিখিয়েছ।"

"ও হল গিয়ে কন্যার পিতামাতাদের অভিযোগ। আমার lady patientদের জিগ্‌গেস ক'রো, তা হলে ঠিক খবর পাবে।"

অলকা বলিল, "হয়েছে, তা'হলে আর আমার জেনে কাজ নেই। patient একবার নিজেও হয়ে দেখেছি ত?"

"না, না, ওরকম কোনো caseএর চিকিৎসা আগে আমি কোনোদিন করিনি। ও চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রথম এবং শেষ patient তুমিই। আশা করি এটা বিশ্বাস করছ?"

"প্রাণের দায়েই করছি! যাও, তুমি তোমার কাজ সেরে এসো গিয়ে। যত বেরোতে দেরি করবে, তত ফিরতেও দেরি করবে। খাবার সময় ঠিক এস কিন্তু।"

"এই ত বেশ গিন্নির মত সুরে কথা বলতে পারছ। খালি ঝি-চাকরের বেলায়ই পার না। আচ্ছা আসি তবে ঘুরে," বলিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অলকা বিষণ্ণ মনে নিজের ঘরে গিয়া খানিকক্ষণ শুধু শুধু বসিয়া রহিল। তাহার পর অকারণেই আলমারির গোছান জিনিষগুলাই আর একবার গুছাইয়া রাখিল, তাহাতেও সময় কাটে না দেখিয়া একখানা

উপন্যাস টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিল। বেশীক্ষণ পড়িতেও ভাল লাগিল না, তখন স্নানের ঘরে গিয়া মহা আড়ম্বরে স্নান করিতে সুরু করিল।

স্নান সারিয়া, নূতন ঝিকে কাপড়গুলি কাচিবার আদেশ দিতে না দিতেই গুণীর গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল নীচে। ছুটিয়া জানলার কাছে গিয়া দেখিল, গুণী নামিয়া পড়িয়াছে। অলকার দৃষ্টির আকর্ষণেই যেন একবার উপরে তাকাইয়া দেখিল। কতকাল আগে এই অভ্যাস তাহাদের ছিল! গুণী যখন অলকাকে প্রথম কলিকাতায় লইয়া আসে তখন বাড়ী ফিরিয়াই এমনি করিয়া তাকাইয়া দেখিত। তাহার পর মাঝে কি ভীষণ কালরাত্রির স্মৃতি! কি ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়া একলা অলকা পথ চলিয়াছে!

গুণী উপরে উঠিয়া আসিয়াই তাহার গালে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিল, "কি দেখছ এখানে? পুরাকালের সেই খুকী অলকাকে মনে পড়ছে আমার, যে গাড়ীর শব্দ শুনেই ছুটে আসত দেখতে যে কে এসেছে?"

অলকা বলিল, "পুরাকাল ত কত। তিন বছরও পূরো হয়নি এখনও।"

নূতন ঝিটির সহবং শিক্ষা একেবারেই হয় নাই বোধ হয়, সে এতক্ষণ অলকার ঘরের দরজার কাছে ছাড়া কাপড় হাতে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। গুণী এবং অলকার সম্বন্ধ-নির্ণয়ে তাহার মস্তিষ্ক ব্যস্ত ছিল। এখন হঠাৎ খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অন্য দিকে চলিয়া গেল।

অলকা বলিল, "যাঃ, এটা একেবারে হনুমান্! দেব নাকি বিদায় ক'রে?"

গুণী বলিল, "থাক্ কয়েকটা দিন। শহরের অবস্থা যা দেখলাম, আর দুচার দিন পরে শুক্লারা চ'লেই আসতে পারবে। তখন বিদায় করলেই হবে।"

দিনটা সেদিন বিনা সমস্যায় ভালভাবেই কাটিয়া গেল। গুণী আর বাহিরে গেল না, সারাদিন গল্প করিয়া এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করিয়া অলকাকে এমন ব্যস্ত করিয়া রাখিল যে সেও আর আত্মনিপীড়নের কোনো অবকাশ পাইল না।

পরদিনও গুণীকে সকালে বাহির হইতে হইল। অলকা নূতন ঝিকে সঙ্গে করিয়া খানিক কাজ দেখাইয়া বেড়াইল, তাহার পর একটা শেলাই লইয়া বসিল। কোনো কাজে মন লাগে না, গুণীই যে শুধু কাজের বার হইয়া যাইবার ভয় করিতেছে তাহা নয়, অলকা ত হইয়াই গিয়াছে মনে হয়। এখন যদি তাহাকে কেহ পড়াশুনা করিতে বা কলেজে যাইতে বলে, তাহা হইলে সে পারে কি?

গুণীর ফিরিতে আজ দেরিই হইবে বোধহয়। কর্ম্মজগৎ হইতে ডাক আসিয়া পৌঁছিতেছে। সে ত আর খেলার সাথী লইয়া চিরকাল এই ভাবে দিন কাটাইবে না? অলকার সময় কাটিবে কি করিয়া? তাহাকেও কোনো না কোনো কাজের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। শেলাই ফেলিয়া উঠিয়া গিয়া স্নান করিয়া আসিল। তাহার পর একখানা বই হাতে করিয়া খাটের উপর আসিয়া বসিল।

বইখানার দিকে কিছুতেই মন যায় না। মনটা উৎকর্ণ হইয়া আছে, কখন সিঁড়িতে প্রিয় পদধ্বনি শোনা যায়। দুই-একবার বাহিরে গিয়া দেখিয়াও আসিল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার খাটে বসিল। কতদিনই বা আর এই স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করা চলিবে?

হঠাৎ সিঁড়িতে শব্দ শোনা গেল। কে একজন দ্রুতগতিতে উঠিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ ত গুণীর পদধ্বনি নয়? পরিচিত নারীকণ্ঠে কে যেন বলিয়া উঠিল, "ও মা, এ আবার কে? এই, তুমি কে গো? কোথা থেকে এসে জুটেছ? এ বাড়ীতে ঝিয়ের post খালি ছিল তা ত জানতাম না? বড়দার এ আবার কি ব্যবস্থা?"

নূতন ঝি বলিল, "আমি নূতন এসেছি ... কিছুই জানি না।"

শুক্লার কণ্ঠস্বর! হঠাৎ সে আসিল ... হইতে?

অলকা উঠিয়া দরজার কাছে যাইতে ... তেই সে একটি ছোটখাট ঘূর্ণীবায়ুর মত ঘরের ভিতর ছুটিয়া আসিল।

"ও মা, তুই কোথা থেকে এলি রে রাক্ষুসি? কেউ ত আমায় জানায় নি? বড়দা চুপি চুপি নিয়ে এসেছে বুঝি? বেশ বাবা, বেশ, আমাদের দূর ক'রে দিয়ে তলে তলে এইসব হচ্ছে বুঝি? ইস্, লাল শাড়ী প'রে, ঠোঁট রাঙা ক'রে ব'সে আছেন দেখ না? এই, কবে এলি বল্ না পোড়ার-মুখী? কি ক'রে এলি এই ভীষণ দাঙ্গার মধ্যে?

অলকা তাহার দুই হাত ধরিয়া টানিয়া খাটের উপর বসাইয়া দিল। বলিল, "আমি এসেছি ভাই, পাঁচ-সাত দিন হল। তোমার বড়দা আনেন নি, নিজেই প্রাণের দায়ে এসেছি। এমন ক'রে এসেছি যে তার স্মৃতিও মনের মধ্যে নেই। শুধু মনে আছে একটা আগুনের ঝড়ের মধ্যে পড়েছিলাম, কেমন ক'রে জানি না ঘরে এসে পৌঁছলাম।"

"ঘরের দরজায় বড়দা দাঁড়িয়ে ছিলেন বুঝি দুই হাত বাড়িয়ে, তোমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে? ও আর আমায় বলতে হবে না, না হলে আর তোমার এমন মুখ, আর এমন সাজ? ইচ্ছে হচ্ছে চুলের মুঠি ধ'রে পিঠে তোর কয়েকটা কিল মারি। কেন গিয়েছিলি চ'লে? আবার ইচ্ছে হচ্ছে জড়িয়ে ধ'রে গাল দুটোতে খুব কষে চুমু খেয়ে দিই।

গুণী যে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই। শুক্লার কথা শেষ হইতে না হইতে সে পিছন দিক্ হইতে শুক্লার পিঠে একটা চড় মারিয়া বলিল, "চুলের মুঠি ধ'রে কিল মারাটাই বিশেষ দরকার। ঐটা করবারই লোক নেই। বড় প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে। আগে যাও বা ভয়ডর ছিল একটু আমার সম্বন্ধে, এখন ত একেবারে মাথায় চ'ড়ে বসেছে।"

শুক্লা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গুণীর দুই হাত ধরিয়া প্রাণপণে ঝাঁকাইয়া দিল। বলিল, "congratulations বড়দা! এতদিনে শুভবুদ্ধি হয়েছে তাহ'লে?"

গুণী বলিল, "কিসের শুভবুদ্ধি?"

"এই যে, এই ঠাকরুণটিকে বিয়ে ক'রে একেবারে মাথায় তোলার শুভবুদ্ধি। ও রকম মেয়েকে হয় একেবারে দূর ক'রে দিতে হয়, মনেও জায়গা দিতে নেই, নয় এমন ক'রে বেঁধে রাখতে হয় যে এক পা কোথাও নড়তে না পারে। তুমি দুইয়ের একটাও করনি, তাইতেই ত এই বিপদ্। এক বছর আগেই ত বিয়ে করতে পার[illegible], তা না, মনগড়া কি সব ঝগড়াঝাঁটি বাধিয়ে দুজনেই মরতে ব[illegible]লে। যাক্, সব ভাল যার শেষ ভাল। তা তুই আমার ঘরটা দখল ক'[illegible] ব'সে আছিস্ কেন?"

গুণী বলিল, "তুই পিসীমার ঘরে থা[illegible] না ক'দিন, তার মধ্যে অলকার ঘর আবার ঠিকঠাক হয়ে যাবে।"

"ও, সব আবার নূতন ক'রে সাজাতে হবে বুঝি? এখন ত আর শুধু অলকা নয়? বৌরাণী হতে যাচ্ছেন! কিন্তু মায়ের ঘরে থাকতে বলছ মাও ত আর তিন-চার দিনের মধ্যে এসে হাজির হবেন? চন্দননগরে ওঁর ভয়ানক অসুবিধা হচ্ছে। আমার সেই কাকার বাড়ী না আছে ঝি, না আছে চাকর, একলা তরুকে মা আর কতই বা বকবেন? তাই কলকাতা ফিরে আসাই ঠিক করেছেন। আজ [illegible]ান থেকে একদল লোক কলকাতা ফিরল, আমিও সেই সঙ্গে চ'লে এলাম। হাঁপিয়ে উঠেছি একেবারে। বাবা, এতদিনে যেন ধড়ে প্রাণ এল। তা তোমার বিয়েটা হচ্ছে কবে বড়দা?"

গুণী বলিল, "এই, যত শীগ্‌গির হয়। তোদের সব পথ আটকে আছি, এটা ভাল নয় ত? আমি সরলে তবে ত তোরা এগোবি? ব্যবস্থা কর্ না তাড়াতাড়ি। পিসীমাকে আসতে লিখে দে। সরল কোথায়?"

"কে জানে কোথায়? সে কি ওখানে ছিল নাকি? আমাদের পৌঁছে দিয়ে একদিন মোটে চন্দননগরে ছিল, তারপর স'রে পড়ল। পরশু বুঝি মায়ের কাছে একটা চিঠি লিখেছিল। কোথা থেকে লিখেছে, তা আর আমি অত দেখিনি। কিন্তু বড়দা, অলকা এল কি ক'রে? কলকাতায় আসা বা কলকাতা থেকে যাওয়া, এ ক'দিন ত সমানই অসম্ভব ছিল?"

গুণী বলিল, "ওকেই জিগ্‌গেস কর্ না?"

"ও কি সব কবিত্ব করছে, তার মানেই আমি বুঝতে পারছি না। জানই ত আমি বোকা মানুষ, সোজাসুজি কথা ছাড়া কিছুই বুঝি না।"

গুণী বলিল, "অলকার ঐ বড় দোষ, কবিত্ব ছাড়াই ওর চলে না। এই ক'দিন একলা পেয়ে আমাকেই কম জ্বালাতন করেছে? ওর কবিত্বের জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে উঠেছি।"

অলকার মুখখানা ক্রমেই আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। এইবারে সে উঠিয়া অন্য ঘরে ছুটিয়া চলিয়া গেল। শুক্লা বলিল, "মেজাজটি ঠিক আগের মতই আছে। তোমায় জব্দ হতে হবে বাপু, এই মেয়ে নিয়ে।"

গুণী খাটের উপর বসিয়া বলিল, "জব্দই হই একটু। এতদিন অখণ্ড শান্তিতে ত আমার প্রাণটা প্রায় বেরিয়ে যাবার জোগাড় করেছিল।"

হঠাৎ হাসিঠাট্টা ছাড়িয়া মুখটা একটু গম্ভীর করিয়া শুক্লা জিজ্ঞাসা করিল, "ওকে চ'লে যেতে দিলে কেন বড়দা?"

গুণী বলিল, "নিজেই জেদ ক'রে গেল, আমি কি আর ওকে যেতে বলেছিলাম?"

"ওর ত ভারি বুদ্ধি, ও জেদ করলেই যেতে দিতে হবে অমনি? আর জেদই বা হঠাৎ ও করল কেন? পুরীতে একমাসের জন্যে পাঠালে,

তাতেই সে কেঁদে কেটে মরতে বসল। যে মেয়ে একবেলা তোমায় ছেড়ে থাকতে পারত না, সে অমনি শুধু শুধু জেদ ক'রে চ'লে গেল ?"

গুণী বলিল, "আর জেরা করতে হবে না, থাম এখন, গোলমাল একটা খুবই হয়েছিল, উভয় পক্ষেরই দোষ ছিল, শাস্তিও দুজনেই পেয়েছি। ভগবান্ দয়া ক'রে যে আবার ফিরে দিয়েছেন সেই ঢের। ব্যাপারটা মনে করতেই এত কষ্ট হয় যে ও নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছাই করে না।"

"কিন্তু দেখেছ, অলকা কি দশা করেছে শরীরটার ? একেই ত যেরকম রোগা ছিল ! এই কয়েকটা মাস কি ঝড়ই না মেয়েটার উপর দিয়ে বয়ে গেল। যেদিন কলকাতার থেকে চ'লে গেল, সেদিন ওর মুখ দে'খে আমার যা ভয় হয়েছিল ! ভেবেছিলাম দুএকদিনের মধ্যেই শেষ সংবাদ নিয়ে টেলিগ্রাম এসে হাজির হবে। তুমি এত বড়, এত বুদ্ধিমান্, তোমার উচিত হয়নি ঐটুকু মেয়ের সঙ্গে ওরকম কঠোর ব্যবহার করা, ওকে ছেড়ে দেওয়াও উচিত হয় নি।"

গুণী বলিল, "বাড়ীতেই ত ছিলে, শুভবুদ্ধি এবং সদুপদেশগুলো তখন দাওনি কেন ? আমার নিজের মস্তিষ্কের অবস্থাটা তখন মোটেই এতটা ভাল ছিল না, যে এতসব ভেবে দেখব। তা ছাড়া নারীজাতির মনের কথা বোঝাও ত সহজ নয় ? তাঁরা মনে ভাবেন এক, মুখে বলেন আর এক। আমরা সব সময় বুঝতে ত পারি না কোন্‌টা ঠিক।"

"হ্যাঁ, অলকার মন কি বলছে তা নাকি কারও জানতে বাকি ছিল ? প্রথম যেদিন ওকে নিয়ে এলে, সেদিন থেকেই আমি জানি।"

গুণী হাসিয়া বলিল, "বলিস্ কি রে ? অত আগে থেকেই ? তখন ত ও খুকী ছিল একেবারেই। আমাকে গুরুমশায় মনে করত।"

"গুরুমশায় মনে করত, কি পতিদেবতা মনে করত তা জানি না বাপু। কিন্তু তুমি যখন সেদিন ওকে রেখে প্রথম কাজে বেরিয়ে গেলে, তখন যা

হারিয়ে যাওয়া হরিণশিশুর মত চোখ ক'রে তাকিয়ে রইল, তাতেই ধরা প'ড়ে গেল।"

"তুমি দেখছি বড় বেশী চালাক। তোমাকেও নানারকম ক'রে তাকাতে দেখেছি এক ভদ্রলোকের দিকে। মানেটা আগে খুব ভাল ক'রে বুঝিনি, এখন একটু একটু পরিষ্কার হয়ে আসছে।"

শুক্লা বলিল, "আঃ, কি যে ছাই বল তুমি। আমি plain মানুষ, অত নানারকম করে তাকান টাকান আমার আসে না। ও তোমার 'চকিত-হরিনপ্রেক্ষণা'রাই পারেন ভাল। তাঁদেরই পারা উচিত। 'মানসী'তে পড়নি,

'ভালবাসিলে ভাল যারে দেখিতে হয়
সে যেন পারে ভালবাসিতে,
মধুর হাসি তার দিক সে উপহার
মাধুরী ফুটে যার হাসিতে।'

আমাদের এই থ্যাব্ড়া মুখে তেমন হাসি কোথা থেকে বা ফুটবে?"

গুণী উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, বলিল, "অলকার সব রোগের ছোঁয়াচই তোমার লেগেছে শুক্লা। কবিতাও আওড়াচ্ছ দেখছি। কবি যা বলেছেন সেটা অবশ্য বেদবাক্য ব'লে মেনে নিলাম না, তাহলে আমাদের ত ভালবাসার rightই চ'লে যায়। তবে ভালবাসলে তোমাদের জাতের অধিকাংশকেই বেশ ভাল দেখায় তা ঠিক। এটা স্বীকার করছি।

শুক্লা বলিল, "অধিকাংশকে ভাল দেখায় না হাতি! নিজে একটি টুক্‌টুকে বৌ পাচ্ছ ব'লে যত সব আজগুবি ধারণা তোমার মাথায় ঢুকছে।"

অলকা এই সময় আবার ঘরে ফিরিয়া আসিল। বলিল, "আমার নিন্দে করা শেষ হয়েছে? তাহলে এবার খেতে চল।"

শুক্লা বলিল, "যা, যা, আর গিন্নিপনা করতে হবে না। তোকে কেউ কোনোদিন মানবে ব'লে ভেবেছিস্? মোমের ডলি-পুতুলের মত ত

চেহারা, তাও আবার কথায় কথায় চোখে জল এসে যায়। তা ছাড়া official positionও কিছু হয়নি তোর। হবে যখন, তখনও আমার উপর সর্দারি করতে পাবি না, জানিস্ ত 'ননদিনী রায়বাঘিনী'।"

গুণী বলিল, "বাঘিনী ত বাঘ জুটিয়েছেন ব'লে শুনছি, শীগ্‌গির নিজের একটা জঙ্গলও খুঁজে নেবেন। তখন অলকাকে সামলাবে কে ?"

শুক্লা বলিল, "তুমি জোর ক'রেই আমাকে বিদায় করতে চাও, না ? আমি যাচ্ছি না এখন বাপু। আগে তোমার বিয়ে হোক, ননদ-ভাজে দিনকতক খুব ঝগড়া করি, তারপর যদি যাই। কিন্তু এখন উঠি, স্নানই হল না এখন পর্য্যন্ত। তরু নেই, এতগুলো ময়লা কাপড় কাচবেই বা কে ?"

"নূতন ঝিকে দিয়ে দাও। যদিও তরুর মত কাপড় কাচায় অনুরাগ ওর নেই।"

শুক্লা বলিল, "তরুও ফিরল ব'লে। ওখানে ও থাকতে চায় না। কাকার বাড়ীর লোকদের কাপড়চোপড় ভারি কম। ওরা গামছা প'রেই দিনের বেশীরভাগ সময় কাটিয়ে দেয়," বলিয়া সে স্নানের ঘরে চলিয়া গেল।

অলকা গুণীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "ভাই বোনে মিলে আমার খুব নিন্দে করা হল, না ?"

গুণী বলিল, "হলই ত ? তোমার নিন্দে করবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছিলাম, একটা লোক পেয়ে বেঁচে গেলাম।"

"কি নিন্দে করলে ?"

"বললাম, তুমি বড় বেশী সুন্দর, কাজে কর্ম্মে বড় বাধা দাও, বড় বেশী বিরক্ত কর, আর মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা বল।"

"মিথ্যে কথা জীবনে একবার মাত্র বলেছিলাম তোমার কাছে।"

"তাতেই ত জীবনান্ত হবার জোগাড় হয়েছিল। চল, এখন খাওয়া-দাওয়ার চেষ্টা দেখা যাক। শুক্লাটা এসে বাড়ী বেশ গম্‌গম্ করছে।"

"ও! এতদিন ভাল লাগেনি বুঝি ?"

"অমনি অভিমান হয়ে গেল? সাধে শুক্লা বলে যে তোমাকে গিন্নি ব'লে কেউ মানবে না? ভাল লেগেছে কি না, তার পরিচয় নিজে কিছু কি পাওনি? আমাকে ব'লে দিতে হবে?"

অলকা তাহার একখানা হাত দুই হাতে ধরি বলিল, "দাও না ব'লে একটু?"

গুণী তাহার ঊর্দ্ধমুখী ফুলের মত মুখখানা দুই হাতে ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলিল, "যত আদর পাচ্ছ, তত আদরের লোভ বেড়ে যাচ্ছে তোমার।"

অলকা বলিল, "তা না হয় বাড়লই। তোমার কি stock ফুরিয়ে এসেছে?"

"না, ওদিকে অন্ততঃ দেউলে হতে কোনোদিনও হবে না, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

"তা হলে আর ভাবনা কি? না-হয় আমি একটু বেশী লোভই দেখালাম? মাঝে কতদিন উপবাস গিয়েছে, তা কি মনে নেই?"

গুণী বলিল "না, তা কি আর আছে? উপবাস তুমিই শুধু করেছ, আর আমি রাজভোগ খেয়েছি আগাগোড়া, এই কি তোমার বিশ্বাস? বয়স কম হওয়ার এবং স্ত্রীলোক হওয়ার এই বড় মুস্কিল তাদের নিজের দুঃখ ছাড়া জগতে আর কারও দুঃখ চোখে দেখতে পায় না।"

অলকার মনটা ভাল ছিল না, ভিতরের ব্যথাটা তাহাকে কোনও সময় শান্তি দেয় না যে? একটু উত্তেজিতভাবেই বলিল, "তাই হবে হয়ত আমি তোমার দুঃখ বুঝিনি। কিন্তু আমার দুঃখটা একদিনও বুঝেছিলে তুমি? এখান থেকে চ'লে যখন গেলাম, তার আগের মাসটা একবারও আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখেছিলে? যদি দেখতে তাহলে বুঝতে, তুষের আগুনে পোড়ালে মানুষের কি রকম চেহারা হয়। একটুও দয়া করনি

খন আমার উপরে, যদিও তুমি স্ত্রীলোক নয় এবং বয়সেও ঢের বড় আমার চেয়ে।"

গুণী তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল, "অত রাগ করে না, একটু ঠাণ্ডা হও দেখি? কথাটা আমার সবটাই serious নয়, একটু ঠাট্টাও ছিল তার মধ্যে। আমি সে সময় তোমার মুখের দিকে তাকাইনি, ঠিকই বলেছ। তাকাবার সাধ্য ছিল না ব'লেই তাকাইনি, আর কোনও কারণে নয়। আর তখন আমার কাছ থেকে দয়া প্রত্যাশা করলে, একটু অন্যায় আশা করা হত না কি? তোমার মত হরিণনয়ন আর সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত দেহ নিয়ে কেউ ব্যর্থ প্রেমে কষ্ট পাচ্ছে শুনলে, পৃথিবীর সব কবিদের বীণার তারেই ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। কিন্তু এই হতভাগা কাঠখোট্টা ডাক্তারটার বুকের পাঁজরের ভিতর যে ছুরি চালান হয়েছিল, তার যন্ত্রণা কম ছিল না কারও যন্ত্রণার চেয়ে। কিন্তু সেটা বুঝেছি শুধু আমি, আর বুঝেছেন আমার ভাগ্যবিধাতা।"

গুণী খাটের উপর বসিয়াছিল। অলকা হঠাৎ মাটিতে তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া, তাহার কোলে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। যত কান্না রোধ করিতে চেষ্টা করে, ততই তাহা শতধারে ভাঙিয়া পড়ে। গুণী তাহাকে তাড়াতাড়ি খাটের উপর টানিয়া তুলিয়া আনিল, তাহার মাথাটা বুকে লইয়া, চোখের জল মুছাইয়া, চোখে চুম্বন করিয়া কান্না থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বারবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হল অলকা? কি এমন বললাম আমি? যাই ব'লে থাকি, তোমায় দুঃখ দেবার জন্যে নিশ্চয় বলিনি। যদি অন্যায় কিছু ব'লে থাকি, ক্ষমা কর। এ রকম করে কেঁদো না লক্ষ্মী। আমার এক ফোঁটা চোখের জল তুমি সহ্য করতে পার না, আর তুমি এই রকম ক'রে কাঁদলে আমার সেটা কেমন লাগে, একবার বুঝতে চেষ্টা কর।"

অলকা অবশেষে মাথা তুলিল, তখনও দুই চোখ দিয়া জল ঝরিতেছে।

গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি এমন অপরাধ করলাম আমি, একটু বুঝিয়ে বল দেখি? এই রকম কর যদি তাহলে ভয়ে আমি আর তোমার সঙ্গে কথাই বলতে পারব না।"

অলকার গলা দিয়া স্বরই আর বাহির হইতে চায় না। কয়েক মিনিট চেষ্টা করার পর বলিল, "তুমি আমাকে খুব বেশী ক'রে শাস্তি দিলে না কেন?"

"শাস্তি না পাওয়ার জন্যে এইরকম ক'রে কাঁদতে হয় নাকি? আর আমি শাস্তি দেবার কে? তোমাকে শাস্তি দিয়ে আমার লাভই বা হত কি? সেটা দশগুণ হয়ে আমারই বুকে ফিরে আসত। এটাও পুরুষ হওয়ার আর বয়সে ঢের বড় হওয়ার আর-একটা অসুবিধা।"

অলকা আবার চোখের জলের ভিতর দিয়া বলিল, "আমি ত তখনই বলেছিলাম যে আমাকে ম'রে যেতেই দাও, বাঁচিও না। সত্যি, আমার অধিকার ছিল না আর তোমাকে ফিরে পাবার, আর এত বেশী ভালবাসা পাবার!"

গুণী তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "নিজের দোষ বুঝতে পারা ভাল অলকা, তবে সেটাকেও অযথা বাড়াতে নেই। ভুল একটা বড়রকম করেছিলে, কিন্তু উদ্দেশ্যটা ত ভালই ছিল? কষ্ট আমাকে ভয়ানক দিয়েছিলে কিন্তু আনন্দও ত তার চেয়ে বেশী পরিমাণে দিয়েছ? এই যে মৃত্যুভয় তুচ্ছ ক'রে ছুটে এলে আমার কাছে, তোমার কি ধারণা যে এর মূল্য আমি বুঝি না? যত বড় ভুলই ক'রে থাক, প্রায়শ্চিত্ত তার পুরোপুরি হয়ে গেছে। আমারই বরং চিরজীবন ধ'রে অনেক ভুলের প্রায়শ্চিত্ত, অনেক অকৃত কার্য্যের ক্ষতিপূরণ করতে হবে। শুক্লা আসছে বোধহয়, মুখের যা অবস্থা করেছ, ধরা তোমায় পড়তেই হবে। মুখটা না-হয় ধুয়ে এস গিয়ে।"

শুক্লা পরমুহূর্ত্তেই ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, অলকা তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া

পলায়ন করিল। একটু সন্দিগ্ধভাবে গুণীর দিকে তাকাইয়া শুক্লা জিজ্ঞাসা করিল, "অমন ক'রে ও ছুটে পালাল যে? ঝগড়া হচ্ছিল বুঝি?"

গুণীর মুখের ভাবটা একটু বিপন্নই দেখাইতেছিল। বলিল, "ঝগড়া করব কার সঙ্গে? বাতাসের ভর সয় না ওর গায়ে, এমনি অবস্থা করেছে। চিরদিন একে নিয়ে আমার ভয়ে ভয়ে কাটাতে হবে।"

"এই সবে ভীষণ ধাক্কা সাম্‌লে উঠছে, এখন কিছুদিন করবেই ঐ রকম। একে ছেলেমানুষ তাতে এমন ঘা খেয়েছে যে মনের balanceই চ'লে গেছে ওর। আচ্ছা, আমি খাবার ঘরে যাচ্ছি, তোমরা এস," বলিয়া শুক্লা চলিয়া গেল।

অলকা ফিরিয়া আসিল। গুণীর কাছে না গিয়া, জানালার ধারে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গুণী তাহার একখানা হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "এখনও রাগ গেল না? দাঁড়াও, তোমাকে জব্দ করবার খুব একটা ভাল plan করেছি আমি।"

অলকা অস্ফুট স্বরে বলিল, "কি?"

"ঐ রকম ক'রে কাঁদ যদি, তা হলে আমিও আরও বেশী ক'রে কাঁদব। দেখি কে জিততে পারে।"

অলকা হাসিবার চেষ্টা করিল, যদিও চেষ্টাটা বিশেষ সফল হইল না। বলিল, "আমি আর এরকম বোকামী না করতেই চেষ্টা করব।"

গুণী বলিল, "সাধু সংকল্প, মনে রাখতে চেষ্টা ক'রো! চল, এখন খাবে চল।"

"কিন্তু দেখ, আমি সত্যিই খুকী নয়, যদিও তাই ভাবতেই তোমার ভাল লাগে।"

"খুকীর মত ব্যবহার দেখলে আর কি ভাবব?"

অলকা কম্পিতস্বরে বলিল, "ভাবতে পার না, যে, এত কষ্ট পেয়েছে যে বুদ্ধির স্থিরতা এখনও আসেনি? ভাবতে পার না, যে, নিজে যে ভয়ানক

অপরাধ করেছিল, তার উল্লেখ শুনলেই তার তখনই ম'রে যেতে ইচ্ছা করে ? একটুও দয়া হয় না আমার উপর ?"

গুণী বলিল, "তোমার সম্বন্ধে মনোভাবটাকে দয়া বললে একটু ভুল বলা হয় অলকা। যাই হোক, কথাটার উত্তর আমি একটু ভেবে চিন্তে দেব। হাল্‌কা ভাবে অনেক সময় অনেক কথা বলি, তোমাকে cheerful রাখবার জন্যে, তাতে মাঝে মাঝে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী হয় বোধহয়। অতীত tragedyটাকে যত সহজে জীবন থেকে আমরা মুছে ফেলব, আশা করেছিলাম, তা হবে না দেখছি ! সব ক'টা কাঁটাই প্রায় এখনও তোমার মনে ফুটে রয়েছে, অনেক সময় লাগবে সেগুলোকে উপড়ে ফেলতে। চল, খাওয়ার পর্ব্বটা আগে শেষ করা যাক।"

খাইবার ঘরে ঢুকিতেই শুক্লা বলিল, "আমার অর্দ্ধেক খাওয়া হয়ে গেলে পরে ত এসে ঢুকলে ভুজনে। অলকার কর্ত্রীত্বে কি এই রকম নূতন নিয়ম-কানুন চলবে ?"

অলকা বলিল, "কর্ত্রী হই আগে কোনোদিন।"

গুণী একবার অলকার ছায়াচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, তবে মন্তব্য কিছুই করিল না।

খাওয়া শেষ হইতে না হইতেই শুক্লা টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। বলিল, "আমি চললাম লম্বা ঘুম দিতে। পাশের ঘরে ব'সে বেশী চেঁচিয়ো না কিন্তু।"

গুণী মিনিট ভুই পরে বলিল, "চল অলকা, আমার ঘরে বসি গিয়ে।"

অলকা তাহার পিছন পিছন আসিয়া ঘরে ঢুকিল। গুণী বলিল, "বোসো ঐ চেয়ারটাতে। ঐটেই সব চেয়ে আরামদায়ক, এঘরের চেয়ার-গুলোর মধ্যে।"

অলকা বলিল, "আমার পক্ষে আরামদায়ক হবে না। আমি ওটাকে দেখতে পারি না। ঐখানে বসে অতবড় মিথ্যে কথাটা বললাম !"

"আর একবার ব'সে, খুব মিষ্টি ক'রে সত্যি কথাটা বল, তাহলেই ন্যারটার শুদ্ধি হয়ে যাবে।"

অলকা বসিল বটে, তবে কোনো কথা বলিল না। গুণী ঘরের ভিতর রিতে লাগিল। খানিক পরে অলকার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তামার মনটা এখনও ভয়ানক বিচলিত হয়ে আছে। কিন্তু কেন যে, টা আমি খুব ভাল ক'রে বুঝতে পারছি না। এত যন্ত্রণার পরেও যদি ন শান্তি না আসে, তাহলে তুমি বাঁচবে কি ক'রে? এই ত তোমার ীর। কি করলে শান্তিতে থাক, খুসী থাক, তা নিজে কি বুঝতে পার? মাকে বলতে পারবে?"

অলকার মুখটা বিবর্ণ হইয়া গেল। গুণীর একটা হাত ধরিয়া বলিল, ষ্টা করছি তোমায় বলতে। ব'লে ফেলাই ভাল, কতদিন আর এই া বুকে পুষে ব'সে থাকব? তুমিও কি যে আমাকে ভাব জানি না। মার মনে একটুও শান্তি নেই, ভয়ও একটা আমাকে এমন ক'রে পেয়ে ছে যে আর বেশীদিন এ ভাবে গেলে আমি হয়ত পাগল হয়ে যাব।"

গুণী তাহার দুইটা হাত ধরিয়া বলিল, "কিসের জন্যে এত ভয়, এত ান্তি? বুঝিয়ে বল আমাকে। এরকম কিছু যে তোমার মনে ঘটছে ই সন্দেহ ছিল আমার মনে, কিন্তু কারণটা ত ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"পারবে কি ক'রে? তুমি কি কখনও এত বড় অপরাধ করেছ?"

"সেই একটা অপরাধের স্মৃতি নিয়ে এত কষ্ট পাচ্ছ? এটা ঠিক না কা। আত্মনিপীড়নেরও একটা সীমা থাকা উচিত। তার প্রায়শ্চিত্ত াপূরি তোমার হয়ে গিয়েছে, আমি বলছি তোমাকে। ওটাকে া যাও।"

অলকার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বলিল, রাধ একটা নয়, আরও আছে। তোমার কাছে ভয়ানক অপরাধ করেছি। তার জন্যে কোনও শান্তি আমি পাই নি। এই চিন্তায়

এক মুহূর্ত্ত আমি শান্তি পাই না। ভগবান্ কি ভেবে আবার আমাকে এত বড় ঐশ্বর্য্য ফিরে দিয়েছেন জানি না। কিন্তু একে বুকে ক'রে রাখবার অধিকার আমার নেই। আমি জানি, শেষ অবধি তোমাকে আমি পাব না। আমি তোমাকেই হত্যা করতে গিয়েছিলাম যে! ভগবান্ আমাকে কখনও ক্ষমা করবেন?"

গুণী তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া হতাশভাবে খাটের উপর বসিয়া পড়িল। বলিল, "কি পাগলের মত বকছ অলকা? আমাকে হত্যা করতে যাবে কেন তুমি? আমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল কিছুক্ষণের জন্মে, তাই আমি একটা কাজ করতে গিয়েছিলাম মূর্খের মত, কিন্তু ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে সেটা করিনি। অর্দ্ধেকের বেশী দোষ আমারই এ ক্ষেত্রে। তোমাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে আমার মাথাটার অবস্থা যদি সেদিনও অতটা খারাপ হয়ে না যেত, তাহলে কখনও এ কথা আমি তোমাকে জানতে দিতাম না। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন এটা তোমায় ভুলতেই হবে। যেমন্ ক'রে হোক।

অলকা কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, "কি ক'রে ভুলব বল তুমি? ভগবান্ কি আমাকে ক্ষমা করেছেন? তুমি কি ক্ষমা করেছ?"

"ভগবানের বিষয় কতটুকু আমি জানি, অলকা, যে এর উত্তর দেব? তবু বলছি, ক্ষমাই তিনি করেছেন। আমার বুকে ফিরে এসে কোনো আনন্দ কি তুমি পাওনি? মুখ দে'খে ত মনে হয়েছিল, যে, জীবনে আর কিছু তোমার চাইবার নেই। এতবড় আনন্দ তোমাকে কি তিনি দিতেন, যদি তোমায় ক্ষমা না করতেন? তিনি ত নিষ্ঠুর শিকারীর মত জীবের প্রাণ নিয়ে খেলা করেন না অলকা? দিয়ে কেড়ে নেবেন আবার ব'লেই কি দিয়েছিলেন? আর আমার ক্ষমার কথা? মুখে তোমাকে সেটা বলিনি বটে, কিন্তু বুঝতে কি পারনি এ ক'দিনের ব্যবহারে? তোমার বিরুদ্ধে আর কোনো অভিযোগ আমার থাকতে পারে এখন? এত আনন্দ

জীবনে আমিই কি কোনোদিন পেয়েছি, এত কৃতার্থতাই কি পেয়েছি? সব তোমার হাত দিয়ে এসেছে, জীবনের লক্ষ্মী আমার! ক্ষমা তোমাকে করবার কোনো দরকার আছে তাই ত মনে করতে পারিনি।"

অলকা চেয়ার ছাড়িয়া আসিয়া গুণীর পায়ের কাছে মাটিতেই বসিয়া পড়িল। তাহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, "ভগবান্ ত নিজের মুখে কিছু বলবেন না আমায়, কাউকেই তিনি বলেন না। কিন্তু তুমি বল আমাকে, তাই আমি বিশ্বাস করব। অপরাধ করিনি বললে আমার মন সায় দেয় না, আমি জানি যে খুব বড় অপরাধই আমি করেছি। কিন্তু তুমি ব'লে দাও, কি করলে তার প্রায়শ্চিত্ত হয়। তোমার কথাই আমি শুনব।"

গুণী গভীর স্নেহে তাহার চুলের উপর হাত বুলাইতে লাগিল। বলিল, "যে অপরাধ করনি, তার প্রায়শ্চিত্ত-বিধান বড় শক্ত অলকা। তবু চেষ্টা আমায় করতে হবে, না হলে হত্যা আমাকে করার চেষ্টা তুমি ক'রে থাক বা না-ই থাক, নিজেকে শেষ করবে। এবং তার ফল আমার পক্ষেও অত্যন্ত অশুভ হবে। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না যে অন্যায় যদি কিছু ক'রেও থাক তার শাস্তি তোমার পাওয়া হয়ে গিয়েছে? আমাকে ছেড়ে গিয়ে নিজেও যন্ত্রণা ত কম পাওনি? আর-এক দিক্ দিয়ে না-হয় দেখ। আমাকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিলে বটে, কিন্তু আনন্দ যা দিলে তাই কি কম? আরও দেওয়া ত তোমার হাতে রয়েছে? আমার জীবনের একমাত্র কামনার ধন ছিলে তুমি, সেই তোমাকে ফিরে পেয়েছি, এবং তোমায় ফিরে পেয়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছি বললে কিছু অত্যুক্তি হয় না। যে জীবন আমাকে ফিরে দিলে সেটাকে এমন ক'রে আশা, আনন্দ আর কৃতার্থতায় ভ'রে দাও, যেন কোনও বেদনার চিহ্ন আর তাতে না থাকে। নিজের জীবনটাকেও আনন্দে ভ'রে তোল লক্ষ্মী। তোমার আনন্দময়ী মূর্তি আমি বড় কম দেখেছি। এখন থেকে তাই শুধু দেখতে দাও। সেই হবে আমার

জীবনের অক্ষয় সম্পদ্। যত দুঃখই আমি পেয়ে থাকি, সবের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে এইতে। কোনো অপরাধ যদি তুমি ক'রেও থাক আমার সম্বন্ধে, এই হবে তার সব চেয়ে বড় প্রায়শ্চিত্ত। আর কোনো প্রায়শ্চিত্তের কথা আমি ত ভাবতে পারি না।"

ভোরের কুয়াসার জাল কাটিয়া শুকতারা যেমন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া ওঠে, অলকার দুই চোখ অশ্রুর অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে তেমনি আনন্দদীপ্ত হইয়া উঠিল। হঠাৎ গুণীর পায়ে চুম্বন করিয়া উঠিয়া গিয়া আবার সেই চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল।

গুণীর বুকের ভিতর একটা বাষ্পোচ্ছ্বাস ঘনাইয়া উঠিল। অনেক কষ্টে সেটাকে নিরোধ করিয়া, খাট হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "অলকা, তুমি যাতে আনন্দ পাও, এমন কোনও কিছুতে বাধা দিতে আমার ইচ্ছা হয় না, কিন্তু আমার দিক্‌টাও একটু দেখো দয়া ক'রে। আমারও চোখে জল এসে যায় এমন কিছু ক'রো না।"

অলকা তাহার কথা যেন শুনিতেই পাইল না। গুণীর দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "এইখানে এস একটু আমার কাছে।"

গুণী চেয়ারটার সামনে নতজানু হইয়া মাটিতেই বসিয়া পড়িল। দুই হাতে অলকাকে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার কোমল বুকের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, "এই এসেছি, বল কি বলবে?"

তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া অলকা গুণীর মাথাটা আরও নিবি[illegible] করিয়া নিজের বুকে ধরিয়া রাখিল। কানের কাছে মুখ আনিয়া মৃদু গুঞ্জনের স্বরে বলিল, "ভগবান্‌কে সাক্ষী ক'রে আজ আমি তোমাকে নিলাম আমার স্বামী ব'লে, আমার জীবনসর্ব্বস্ব ব'লে, আমার দেবতা ব'লে।" নিজের গলার সোনার হারটা খুলিয়া গুণীর গলায় পরাইয়া দিল।

গুণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে টানিয়া আনিল নিজের আলিঙ্গনে। অলকার দেহ তখন থরথর্ করিয়া কাঁপিতেছে, গুণীর সবল বাহুর আশ্রয়

না পাইলে দাঁড়াইতেই পারিত না বোধহয়। মুখের আনন্দদীপ্তি কিন্তু ম্লান হয় নাই। তাহার আনত মুখ তুলিয়া ধরিয়া অসংখ্য চুম্বনে তাহা রক্তিম করিয়া দিয়া গুণী বলিল, "আর আমিও আজ ভগবান্‌কে সাক্ষী ক'রে তোমাকে নিলাম আমার চোখের আলো ব'লে, আমার প্রাণের নিঃশ্বাসবায়ু ব'লে, আমার জীবনের লক্ষ্মী ব'লে।"

অলকার হারটাই নিজের গলা হইতে খুলিয়া লইয়া আবার অলকার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল, "নিজের বিয়ের খবরটা নিজে বড় বিলম্বে জানতে পারলাম, তা না হলে ভাল ক'রে প্রস্তুত থাকতাম। যাক, এর ত্রুটি সংশোধন আজকালের মধ্যেই করা যাবে। কিন্তু এ যে একেবারে "without benefit of clergy" হল অলকা? শুক্লা শুনলে বেজায় চ'টে যাবে, বলবে সামাজিক কর্ত্তব্য আমরা একেবারে লঙ্ঘন করছি।"

অলকা এতক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, "আমাকে বাঁচতে হবে ত? কিন্তু এত সংশয় নিয়ে আমি বেশীদিন বাঁচতাম না। তাই যেমন ক'রে হোক নিজেকে নিজে শাস্তি দিতে হল। তোমাকে নিজের ব'লে দাবি ক'রে ত নিলাম। তুমি আমার দাবিটা মেনেই নিলে যখন এবং এখন অবধি যখন আমার মাথায় বাজও পড়ল না, তখন ভগবান্ আমার প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হয়েছে ব'লে ধরে নিয়েছেন হয়ত। তোমার কাছে প্রায়শ্চিত্ত ত সারাজীবন ধ'রে করব। যদিও এতখানি আনন্দ যার ভিতর, সেটা শাস্তি হিসাবে কতখানি কাজের হবে তা জানি না। কিন্তু তুমি ত আর কোনও শাস্তি আমায় পেতে দেবে না?"

তাহার মুখের উপর নিজের মুখ রাখিয়া গুণী বলিল, "নিশ্চয় দেব না। তোমাকে শাস্তি দেওয়া মানে নিজেকে সহস্রগুণ বেশী ক'রে শাস্তি দেওয়া। তুমিও ত এখন আমার একেবারে, নিজেকেও আর শাস্তি দেবার অধিকার তোমার রইল না।"

অলকা একটু থামিয়া বলিল, "দেখ, তুমি হয়ত আমাকে খুব অদ্ভুত ভাবলে, আমাদের দেশের মেয়েরা নিজের থেকে এতটা এগোয় না ত? কিন্তু আমার ভয় যেত না আর কিছুতেই। সামাজিক কর্ত্তব্য যা করবার আছে তা ত করবেই, সেটাকে বাদ দিতে একেবারেই বলছি না। সেটা হল বাইরের সকলের জন্যে, এটা একান্তভাবে আমাদের নিজেদের, এর কথা আর কেউ জানবে না। কিন্তু ও সবের ব্যবস্থা হতে ত এখনও ঢের দেরি আছে, না?"

গুণী হাসিয়া বলিল, "ভাগ্যে অদ্ভুত হয়েছিলে তুমি। বেশী সাধারণ sane হলে আমার চলত না যে? আর, দেরি করার কথা বলছ? না, 'ঢের দেরি' আর এরপর করা চলবে না। আমার অবস্থাটা আরোই কঠিন হয়ে উঠল যে? একেবারে 'মিলন-সমুদ্র-বেলায়, চির-বিচ্ছেদ-জর্জ্জর-মজ্জা।' এ রকম ক'রে বেশীদিন থাকা অসম্ভবই হবে। প্রাণের দায়ে যেমন ক'রে হোক একটা 'শর্ট্ কাট্'এর ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে। যাক, সে ভাবনা আমিই ভাবব। তোমরা মনটা শান্ত হয়েছে ত? খুসী হয়েছ?"

অলকা সংক্ষেপে বলিল "খুব।"

"তারপর সারা দুপুরটা কাটাবার এখন কি ব্যবস্থা? সাধারণতঃ বিয়ের পরে আসে বাসর ঘর, কিন্তু আমাদের এই নবতর [illegible]নের বিবাহে সেটা এখনই সম্ভব হবে না! তবে বিয়েটার মর্[illegible] রক্ষার জন্যে কিছু একটু করা উচিত। এখনই যদি আমি ধড়াচূড়া এঁটে ডাক্তারি করতে বেরিয়ে যাই, কিম্বা তুমি গিয়ে পরীক্ষার পড়া করতে বোসো, তাহলে প্রণয়ের দেবতার অপমান করা হয়। কি করতে চাও এখন, বল?"

"এই, ঘরে ব'সে ব'সে গল্প করা যাক তোমার সঙ্গে। আজ ঘুমোতে যাবার আগে পর্য্যন্ত একবারও আমাকে ছেড়ে যেতে পাবে না তুমি।"

"ছেড়ে যাবার জন্যে আমি ত একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি। ভাল, গল্পই কর। শুধু বিকেলে আধঘণ্টার জন্যে তোমাকে আমার সঙ্গে বেরোতে হবে, ঐ মোড়ের দোকানটা পর্য্যন্ত। সেটা দিন-দুই হল খুলেছে দেখেছি।"

"যেখানে নিয়ে যাবে, যাব। এইবার ছেড়ে দাও, আমি বসি একটু। পা দুটো এখনও কাঁপছে।"

গুণী তাহাকে আরাম-চেয়ারটায় বসাইয়া দিয়া বলিল, "এখন আর এটাতে বসতে খারাপ লাগবে না বোধহয় ?"

"না, সত্যি এটার শুদ্ধি হয়ে গেছে। এরপর ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখলেও চলে, না হয় আল্‌পনা দিয়ে চিত্রিত ক'রে।"

"তাই রেখ, যখন এ ঘরের অধিষ্ঠাত্রী হবে। আচ্ছা, আজ একটা কথা দেবে আমাকে ?"

"দেব, যদি দেওয়া আমার সাধ্যে থাকে।"

"সাধ্যে না থাকলে তোমার কাছে আমি চাইবই বা কেন ? যখন যা পেতে চাইবে, সেটা মনে লুকিয়ে রেখো না, মুখ ফুটে আমাকে ব'লো। অর্দ্ধেকের বেশী কষ্ট তুমি এই চুপ ক'রে থেকে থেকে ডেকে এনেছ। এই যে একটা ব্যাপার ঘটালে আজ, এটা ত ঢের আগেই ঘটতে পারত, এত যন্ত্রণা ভোগ তোমায় করতে হত না। বলতে পার, আমি নিজেই কেন বুঝতে পারি না। অলকা, সেটা সম্ভব নয়, তোমার আর আমার মন ঠিক এক ধাতুতে গড়া নয়। কেমন, পারবে কথা দিতে ?"

"চেষ্টা করব, কিন্তু সব সময় আমি নিজেও বুঝতে পারি না ঠিক ক'রে, কি আমি চাই।"

"তাহলেই ত বিপদ্! কবিবরের 'বিরহিণী নারী'র মত অবস্থা হবে দেখছি। যাই হোক, 'যারে চাই, তার নাম না কহিতে পারি'র stage আর নেই। সেইটুকু যা রক্ষা। যাকে নিজেই এগিয়ে এসে এত আগ্রহ

ক'রে গ্রহণ করলে আজ, তাকে অন্ততঃ চাও, এটা ধ'রে নিতে হবে ঠিক ত?"

অলকা গুণীর হাতের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, "ঠিক বটে, ঐটে একমাত্র ঠিক এখন পর্য্যন্ত। তোমাকে ভালবাসিনি, এমন একটা দি আমি মনেই করতে পারি না। সাত বছর পর্য্যন্ত একদিকে, আর এ তিনবছর এদিকে, এই দশটা বছর জেনেশুনেই ভালবেসেছি। যতক্ষ জেগে থেকেছি, তার ভিতর ক'টা মুহূর্ত্ত ছিল যখন তোমার কথা ভাবিনি মাঝের কয়েকটা বছর তুমি স'রে গেলে চোখের সামনে থেকে কিসের যেন একটা ঘোমটা প'ড়ে গেল মনটার উপর, কিন্তু যেই আবা তোমাকে দেখলাম সেই অদ্ভুত বোর্ডিংএর ঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে তখনই মনে হল, জগৎসংসার সব আলো হয়ে উঠেছে, আকাশে সূর্য দেখা দিয়েছে।"

গুণী বলিল, "অলকা, ভাষায় যতগুলো সুন্দর কথা আছে, সব যদি তুি একলা ব'লে নাও, তাহলে আমার জন্যে আর বাকি থাকে কি? কিন্ত আমি অতখানির যোগ্য নয় জেনেও শুনতে কিছু কম ভাল লাগছে না অতিশয়োক্তি জিনিষটার একমাত্র আশ্রয়ই বোধহয় এই প্রেমিক প্রেমিকাদের মুখে। এখানেই একমাত্র তারাও মর্য্যাদা পায়। তোমা মিষ্টি মুখ থেকে, কথাগুলো আরও মিষ্টি হয়ে বেরোয়, আমার মুখে অত ভাল হয়ত শোনাত না, যদিও আমার বলাটা ঢের বেশী শোভন হত। যাক তোমাকে বাধা দেব না, যা ব'লে হোক, যা ক'রে হোক, তুমি খুসী থাক তোমার মত স্বভাব হলে আমি বোধহয় ভয়ই পেয়ে যেতাম নিজে সৌভাগ্যের আতিশয্যে, কিন্তু জানি, এই একমাত্র জায়গায় ভগবা যোগ্যতার বিচার করেন না।"

"করেন না হয়ত, কিন্তু তুমি আমার ভালবাসার যোগ্য নয় এই কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বল?"

"না, না, আমি কিছু বলছি না তোমাকে। যা বিশ্বাস ক'রে আনন্দ পাও, তাই বিশ্বাস কর। নিজেকে অযোগ্য যে ভাবি ঠিক তাও নয়। ভালবাসা পাবার যোগ্যতা দেয় একমাত্র নিজের ভালবাসবার ক্ষমতা, সে ক্ষেত্রে নিজেকে খুব হীন মনে হয় না। এখন একটু স'রে বোসো দেখি, চেয়ারটা যথেষ্ট বড়, ওতে তুজন মানুষ স্বচ্ছন্দে বসতে পারে।"

কথা বলিতে বলিতে তুপুর কাটিয়া গিয়া কখন যে বিকাল আসিয়া পড়িল, তাহা তুইজনে খেয়ালই করিল না। হঠাৎ বাহির হইতে শুক্লা বলিল, "তোমাদের কি চা টা কিছু খাবার দরকার নেই? বাবাঃ, কি নিদারুণ কবিত্বের মধ্যেই পা ফেলেছি। জানলে কয়েকটা দিন আরও পার ক'রে আসতাম।"

গুণী বলিল, "চা দিয়েছে নাকি? আগে বলিস্‌নি কেন? এত বেশী কথা বলতে হয়েছে সারা তুপুর যে আমার গলাই শুকিয়ে গেছে। ওঠ দেখি, চল এখন চা খাবে।"

তুজনে বাহির হইয়া আসিল। শুক্লা তাহাদের চা ঢালিয়া দিতে দিতে বলিল, "মেয়ের না হয়েছে চুল বাঁধা, না হয়েছে গা ধোওয়া। বড়দা কেন যে এই সবের প্রশ্রয় দাও, কিছু বুঝতে পারি না।"

"প্রশ্রয় না দিলে, প্রশ্রয় পাবার আশাও যে থাকে না?"

"থাক্ বাপু, তোমাদের মস্তিষ্কের যা অবস্থা দেখছি, তাতে হিতোপদেশ দিয়ে কোনো লাভ হবে না। ড্রাইভারের কাছে শুনলাম তুমি নাকি বিকেলে বেরোচ্ছ বড়দা? কোন্ দিকে যাবে?"

"ঐ বড় রাস্তার মোড়টা পর্য্যন্ত।"

"তার মানে গহনার দোকানে?"

"হ্যাঁ, যাবি নাকি আমাদের সঙ্গে?"

শুক্লা বলিল, "রক্ষে কর। অভিশাপ দেবে মনে মনে। এসব ক্ষেত্রে two is company, three is none; কিনে টিনে আন, তারপর আমি

বাড়ী ব'সে সমালোচনা করব।" অলকাকে বলিল, "যাও দেখি বাপু, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, আঁধার হবার আগে না গেলে জিনিষ কেনা শক্ত।"

গুণী বলিল, "তুই আজ ওকে সাজিয়ে দে না রে ভাল ক'রে। এই নে আমার চাবিটা, মায়ের আলমারিতে অনেকগুলো বেনারসী শাড়ী আছে, তার থেকে একটা পছন্দ ক'রে নিয়ে পরিয়ে দে।"

শুক্লা বলিল, "ঠিক বলেছ, এমন দিনে ত বিয়ে করবে তোমরা যে একটু হৈ চৈও করা যাবে না? ঘরে ব'সে যেটুকু হয়। আয় অলকা।"

গুণী বলিল, "যাই, আমিও একটু সেজে আসি গিয়ে, যদিও কেউ সেটা বুঝতে পারবে না।"

দোকানে যাইবার জন্য যখন দুইজনে অবশেষে বাহির হইল, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। অলকার দিকে তাকাইয়া গুণী বলিল, "তোমাকে নিয়ে বেরোতেই যে ভয় করছে। দাঙ্গাটা অনেক কষ্টে থেমেছে, আবার যদি বেধে যায়?"

অলকা মুখ লাল করিয়া বলিল, "নিজেই ত বললে শুক্লাদিকে, সাজিয়ে দিতে। ও হাতে নিলে আধাআধি ক'রে ত ছাড়ে না?"

"বিয়ের দিন আজ তোমার, সাজবে বৈ কি? তোমাকে কিসে যে ভাল না দেখায়, তাই ভাবি। যেদিন পালিয়ে এসে উঠলে দাঙ্গার মধ্যে, সেদিন খুব সুসজ্জিতা ছিলে কেউ বলবে না, অথচ ঠিক একগোছা রজনী-গন্ধা ফুলের মত দেখাচ্ছিল। আজকে ঠিক মূর্ত্তিমতী পূর্ণিমা রাত্রির মত দেখাচ্ছে।"

"যার বুকে এমন পূর্ণচন্দ্রোদয়, তাকে দেখাবেই ত পূর্ণিমা রাত্রির মত?"

গুণী বলিল, "রক্ষে কর, তোমার সঙ্গে ভাষায় আর কবিত্বে পাল্লা দিয়ে কোনোদিন পারব না আমি। হার মেনেই গেলাম, হেরে এত সুখ

কোনোদিন পাইনি যদিও। কিন্তু অলকা, সত্যি পূর্ণচন্দ্রোদয় কারও বুকে যদি হয়ে থাকে ত আমার বুকেই হয়েছে।"

গাড়ীটা ঠিক এই সময় দোকানের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া যাওয়ায় অলকার আর উত্তর দিবার অবকাশ হইল না। ঘরের ভিতর আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ক্রেতার ভীড় কিছু নাই। অলকাকে ও গুণীকে এক সঙ্গে এত সুসজ্জিত হইয়া ঢুকিতে দেখিয়া ম্যানেজার ও তাহার সহকারীরা অত্যন্ত কৌতূহল সহকারে একবার তাকাইয়া দেখিল।

গুণী বলিল, "দেখ, নিজে পছন্দ ক'রে নাও, আমার ও সব বিশেষ আসে না জানই ত, যদিও মানুষ পছন্দ করতে খুব ভালই পারি!"

অলকা বলিল, "সে হচ্ছে না, আমি আজ নিজে পছন্দ কিছুতেই করব না, তোমাকে পছন্দ ক'রে কিনে দিতে হবে।"

"যথা আজ্ঞা। আচ্ছা, এই হীরের আংটিটা নাও, আর গলার জন্যে ঐ মুক্তার মালাটা।"

"অত টাকা খরচ ক'রো না।"

"থাক্, সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না। টাকা ত খরচ করবার জন্যেই, আর কি সার্থকতাই বা তার আছে? আর কি নেবে বল?"

অলকা বলিল, "আর কিছুতেই কিছু নেব না, চল তুমি শীগ্‌গির এখান থেকে," বলিয়া তাড়াতাড়ি একরকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া আসিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। গুণী মিনিট-পাঁচ পরে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "আশ্চর্য্য মেয়ে, কোথায় আর একটু আদায় ক'রে নেবে, না পালিয়ে এলে? যাক, একদিক্ দিয়ে ভাল, আমার একটা দুর্ভাবনা কেটে গেল। ভয় ছিল এমন পরমাসুন্দরীকে বিয়ে করছি, আবদার খুব বেশী শুনতে হবে, এবং আবদার রক্ষা না ক'রেও পারব না, কাজেই খরচটাও একটু বেশী পড়বে।"

"আবদার ঢের রাখতে হবে, সত্যিই। কিন্তু তাতে টাকা খরচ হবে না কিছু।"

"সে ত হবেই, তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছি। কিন্তু সে রকম আবদারের হাত থেকে তুমিও নিষ্কৃতি পাবে মনে ক'রো না। কবিত্ব ক'রে আমাকে হারিয়ে দাও বটে, কিন্তু আবদার রক্ষার ব্যাপারে নিজেই হেরে যাবে।"

"কক্ষনো না, দেখো তুমি। আমি জানি, আমি তোমার জন্যে সব করতে পারি। আমাকে বিষ খেতে বল তাও পারি, মাথাটা কেটে দিতে বল তাও পারি।"

গুণী বলিল, "গাড়ীর মধ্যে ব'সে এ রকম কথা বলতে নেই অলকা, মুখের কথায় এর কি উত্তরই বা দেওয়া যায়? যাই হোক, ওরকম কোনো অত্যাশ্চর্য্য আবদার আমি করব না, এমন কি তোমার মত পায়ে চুমো খেতেও হয়ত চাইব না।"

অলকা মুখ লাল করিয়া বলিল, "আঃ, কি ছাই বকছ, ড্রাইভার শুনতে পাবে।"

গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল। সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিতে উঠিতে অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "খুব রাগ করেছিলে বুঝি?"

"রাগ ঠিক করিনি, তবে খুসীও হইনি। তুমি আমাকে সাধারণ একটা মানুষ ভাবলেই পার ত। না তাতে মনের তৃষ্ণা তোমার মেটে না?"

"অত ভেবে দেখিনি। আমার কাছে একেবারেই তুমি সাধারণ নয় যে, কি ক'রে তোমাকে সাধারণ ভাবব? ওটা আমার কত দিনের সাধ ছিল, মিটিয়ে নিলাম আজ। লক্ষ্মীটি রাগ ক'রো না।"

গুণী বলিল, "তোমার উপর রাগ করবার আমার সাধ্য থাকলে ত? —থাম, একছুটে অমনি শুক্লার কাছে গিয়ে হাজির হ'য়ো না যেন। আমার ঘরে চল, অনুষ্ঠানটার এখনও কিছু বাকি আছে।"

ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া বলিল, "এইবার এস দেখি। হাতখানা

বার্‌ কর, বেনারসীর তলা থেকে।” অলকার আঙ্গুলে আংটিটা পরাইয়া দিয়া বলিল, “এটা অনেক আগে দেওয়া উচিত ছিল।”

“কত আগে ?”

“বলা ত শক্ত। তোমার বাবা যেদিন আমার কোলে কন্যা-সম্প্রদান করেছিলেন, সেইদিন দিলেই ঠিক হত বোধহয়। তুমিও ত ধ’রে রেখেছ যে সেদিন থেকেই তুমি engaged! আচ্ছা, এইবার মাল্যদানের যেটুকু বাকি আছে, সেটা সারতে হয়।—আবার, ও কি হচ্ছে ?”

অলকা তাহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “কি আবার করলাম ? যতই রাগ কর, প্রণাম আমি তোমাকে করবই। তা না হ’লে, সত্যি বলছি, আমার আনন্দটা সম্পূর্ণই হয় না। আর এই বুঝি তোমার আবদার রাখার নমুনা ? সব তাতে খালি রাগ করবে ?”

গুণী তাহার মুক্তামালিকা-শোভিত কণ্ঠে চুম্বন করিয়া বলিল, “তুমি বেশ বুঝতে পেরেছ যে তোমার কোনো কাজে বাধা দেবার সাহস আমার নেই, সেটির সুবিধে বেশ নিচ্ছ এখন থেকে! Old man’s darlingরা চিরকালই এই রকম অত্যাচারী হয়। নিজেই নিজের বিপদ্‌ ডেকে এনেছি, এখন হা-হুতাশ করে লাভ নেই কিছু। আমার যা দশা হবে বিবাহিত জীবনে তা ভেবে আমার এখন থেকে হৃৎকম্প হচ্ছে।”

অলকা বলিল, “একটুও কিচ্ছু খারাপ দশা হবে না, দেখো তুমি। আমি তোমার প্রত্যেকটি কথা শুনে চলব।”

“তোমাকে একটা কথাও বলবার সাহস হলে ত আমার ? ঐ চোখ-গুলোকে আরও বড় ক’রে যখন তাকাও, আর তাতে জল ভ’রে আসতে থাকে, তখন আমার প্রায় নাড়ী ছেড়ে যাবার উপক্রম হয়। এবং এটিও তুমি যে না জান তা নয়।”

“সত্যি, আমি এ সব কিছু জানি না। আমাকে এমন scheming মানুষ ভাব তুমি ?”

"তোমাকে কি যে ভাবি, তা যদি ভাষায় বর্ণনা ক'রে বলতে বসি, তাহলে তুমিও অবাক্ হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার মত অত দখল ভাষার উপর আমার নেই, তাই সে চেষ্টা করলাম না।"

শুক্লা দরজার কাছে আসিয়া বলিল, "তোমরা ভীষণ স্বার্থপর হয়ে গিয়েছ, তা বাপু আমি বলবই। পৃথিবীতে আরও মানুষ আছে, তোমরা দুজন ছাড়া, তা কি একেবারে স্বীকার করতে নেই? কি কিনে আনলে তা দেখবার জন্যে এদিকে আমি ছট্‌ফট্ করছি, আর তোমরা দিব্যি ঘরের কোণে ঢুকে প্রেমালাপ করছ। বেরোও না একটু!"

গুণী বলিল, "ভিতরে এসে নিজেই দেখ্ না বাপু, কেন বাইরে দাঁড়িয়ে বক্‌বক্ করছিস্?"

"অভয় দাও ত ঢুকতে পারি," বলিয়া শুক্লা আসিয়া ভিতরে দাঁড়াইল। অলকাকে কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "বাঃ, কি সুন্দর জিনিষ হয়েছে। অবিশ্যি গুণটা গহনার না তোমার তা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

গুণী বলিল, "ঠিক বলেছিস্, মনে হচ্ছে গহনাগুলোই কৃতার্থ হয়ে গেছে।"

"তোমার ত তা মনে হবেই বড়দা; আমার সঙ্গে যে এমন খারাপ সম্পর্ক, আমারই মনে হচ্ছে। আরও আশ্চর্য্য যে আজকে অলকাকে রীতিমত খুসী দেখাচ্ছে। সুন্দর ও চিরকালই, কিন্তু এত হাসিমুখ আগে কখনও দেখিনি। আজ কি তোমাদের formal engagement হল নাকি? মামাবাবুকে একবার বৌ দেখিয়ে আন, খুব খুসী হবেন। আমারই হবে বিপদ্, এই মেয়েকে আবার বৌদি বলতে হবে, প্রণাম করতে হবে। দেখলে ত মনে হয় গাল টিপলে এখনি দুধ বেরিয়ে আসবে।"

অলকা বলিল, "কক্ষনো আমি তোমার প্রণাম নেব না শুক্লাদি, ভাবতেই আমার এমন অদ্ভুত লাগে। চিরকাল দিদি বলেছি, তাই বলব, সেই চোখেই দেখব।"

"চিরকালের সম্পর্কগুলোই সব রাখছ কিনা! বড়দাকেও ত গুণীদা বলতে আর দিনরাত ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করতে। এখনও কর তাই?"

গুণী বলিল, "চেষ্টার ত্রুটি নেই। আচ্ছা, আমরা ছাতেই যাচ্ছি এখন; বাবা যদি জেগে থাকেন, বৌ দেখিয়েই আনব।"

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে অলকা বলিল, "সত্যি, আজ আমাকে ত খুসী দেখাতেই পারে। ঐ কেনা গহনাগুলোর জন্যে নয় কিন্তু, একেবারেই।"

গুণী বলিল, "কতখানি যে খুসী দেখাচ্ছে, তা তুমি নিজেও বুঝতে পারছ না। অন্যেরা তোমার আসল ঐশ্বর্য্য লাভের কথাটা জানে না ত? তাই ভাবছে গহনাগুলোরই গুণ। অন্য ঐশ্বর্য্যটিও অবশ্য কেনা তোমার, বহুকাল আগে থেকেই।"

অলকা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "দাম দিয়েই ত কিনেছি? ফাঁকি দিই নি?"

"তা আর বলতে? দাম যা পেয়েছি সেটা জিনিষের মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী। আমিই হয়ত ঠকিয়েছি তোমায়!"

"ও মা, কক্ষনো না। আমার জীবনের সব চেয়ে বড় সম্পদ্ যা তাকে তুমি ছোট করতে চাও? কখনোও এ চেষ্টা ক'রো না।"

"যা তোমার হুকুম। কিন্তু বাবার ঘরের দরজা ত বন্ধ দেখছি, ঘুমিয়েই পড়েছেন বোধহয়।"

"আচ্ছা, কাল আবার আসব না-হয়। আজ এখন বেড়িয়েই যাই। একেবারে খাবার সময় নামব। একটা কথা জিগগেস করি, ঠিক উত্তর দেবে?"

"ইচ্ছে ক'রে বেঠিক উত্তর দিই না ত কখনও? কি প্রশ্নটা?"

"তুমি আজ খুসী হয়েছ সত্যি?"

"সত্যি খুসী হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপা পরশ-পাথর পেয়েও ছুঁড়ে

ফে'লে দিয়েছিল, 'বাকি অর্দ্ধভগ্ন প্রাণ' দিয়েও আর সেটা খুঁজে পেল না। আমি তার চেয়ে ভাগ্যবান্, আবার খুঁজে পেয়েছি।"

অলকা গুণীর একটা হাত খানিকক্ষণ নিজের স্পন্দিতবক্ষে চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর হাতের উপর চুম্বন করিয়া বলিল, "এখন আর লজ্জা করছে না আমার ঐ রকম কাণ্ড করার জন্যে।" কিছুক্ষণ আর ইহার পর কথা বলিবার কোনও সুযোগই পাইল না সে।

সন্ধ্যা কখন রাত্রিতে মিলাইয়া গেল, সে খবর কেহ রাখিল না। শেষে অনেক ডাকাডাকি করিয়া শুক্লা তাহাদের নামাইয়া আনিল। বলিল, "দোহাই বড়দা, মাথাটাকে একটু ঠাণ্ডা কর। এটা নিতান্তই মাটির পৃথিবী, এখানে খাওয়া-দাওয়া, নাওয়া, শোওয়া, সব-কিছুর নিয়ম একটু একটু মানতে হয়। ডাক্তার মানুষ তুমি, তোমার অন্ততঃ এগুলো মেনে চলা উচিত। কবি 'পথ ভুলে মর ফিরে' ব'লে তোমাদের জাতকে যে আশীর্ব্বাদ করেছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সার্থক ক'রে দিলে বাপু। ভাগ্যে মা বাড়ীতে নেই, তা না হলে তিনি কি যে করতেন তোমাদের কাণ্ড দে'খে, আমি বুঝতেই পারি না।"

৩১

পরদিন সকালবেলা সবে চায়ের পর্ব্ব শেষ হইয়াছে, এমন সময় বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্ত্তে বামাচরণ ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, "পিসীমা এসেছেন।"

সকলে তাড়াতাড়ি ল্যাণ্ডিংএ বাহির হইয়া আসিল। গুণী নীচে নামিয়া গেল। শশিমুখী গম্ভীরমুখে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া, ভাড়া চুকাইয়া দিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিলেন। পিছন পিছন তরু নামিল, এবং সোজা দুতলায় চলিল। যতবড় পোঁট্‌লা হাতে করিয়া বিদায় হইয়াছিল,

দেখা গেল ফিরিবার সময় সেটা আরও কিছু বড় করিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছে।

লাইব্রেরীর সামনে দাঁড়াইয়া শশিমুখী গুণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে, অলকা ফিরে এসেছে, খুকী লিখেছিল। তা বিয়ে কি একেবারে ঠিক ক'রে ফেলেছিস্?"

গুণী হাসিয়া বলিল, "ও ত বহুকাল ঠিক হয়ে আছে, নূতন ক'রে আর কি ঠিক করব?"

"তবু একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল বোধহয়। অনেক দিক্ ভাবতে হয় ত? মেয়ে খুব সুন্দর, খুব ভাল, তা জানি, কিন্তু অন্য দিক্ও কয়েকটা আছে ত?"

গুণী বলিল, "পিসীমা, বিয়েটা যাদের কাছে মুখ্য, তারা অনেক দিক্ ভাবতে পারে। দাঁড়িপাল্লা নিয়ে লাভ-লোকসানের হিসাবও করে। আমার ত সে-রকম বিয়ের দরকার ছিল না কিছু? তাহলে ত ঢের আগেই বিয়ে করতে পারতাম? যাকে পাবার জন্যে বিয়ে এখন করছি, তাকে বাদ দিয়ে বিয়ে করার কি মানে হত?"

"যা ভাল বোঝ কর বাবা। তুমি বড় হয়েছ, বুদ্ধিমান্ কৃতী ছেলে, তোমাকে আর আমি কি বলব? এইটুকু বলা কর্ত্তব্য ভাবলাম তাই বললাম। কিছু মনে ক'রো না।" তিনিও উপরের তলায় উঠিয়া গেলেন।

অলকা ও শুক্লা সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। অলকা শশিমুখীকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, "থাক্ মা, থাক্। তুমি যে ফিরে এসেছ তা শুক্লার চিঠিতে জেনেছিলাম। বাইরে গিয়েও শরীর কিছু সারেনি দেখছি। খাওয়া-দাওয়া ভাল হত না বুঝি?"

শুক্লা বলিল, "কলকাতার এই বাড়ীর খাওয়া ছাড়া ওর আর কিছু পছন্দ হলে ত? এইবার সারবে বোধহয়। তোমার কাছে গিন্নীগিরিও শিখে নিতে পারবে।"

শশিমুখী বলিলেন, "গিন্নীগিরিও শিখতে হয় বই কি বাছা? আর তা একদিনে হবার জিনিষও নয়। সংসারী হতে হলে কত দিকের যোগ্যতাই যে দরকার, তা ছেলেমানুষ তোমরা কি বোঝ? আচ্ছা তরু, জিনিষগুলো নিয়ে যা আমার ঘরে, আমি একেবারে স্নান ক'রে আসি।"

শশিমুখীর মুখের ভাব একেবারে প্রসন্ন নয়, কথার সুরেও বিরক্তির আভাস সুস্পষ্ট। শুক্লা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া গেল। অলকা গিয়া গুণীর দরজার সামনে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি উপরে এসেছ? আমি ভিতরে যাব একবার?"

গুণী ফিরিয়াই আসিয়াছিল, বলিল, "নিশ্চয় আসবে, তোমার কি আবার অনুমতি নিতে হবে নাকি? ঘর ত তোমারই হয়ে গেছে। আমি tenant মাত্র।"

অলকা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "চিরকালের tenant হয়ে থেক কিন্তু। ঘর ছেড়ে কখনও পালিও না।"

"তা ত পালাবই না। আজকালকার দিনে তাড়ালেও tenant যায় না, আর থাকতে বললেও যাব? এমনি কি বোকা? কিন্তু নির্ম্মল আকাশে আবার একটুখানি মেঘসঞ্চার হয়েছে কেন?"

অলকা আসিয়া গুণীর পাশে বসিয়া পড়িল, বলিল, "জান, পিসীমার একেবারে বৌ পছন্দ হয় নি? ভীষণ গম্ভীর মুখ ক'রে এসেছেন. এবং আমার যে সংসারের গিন্নী হবার যোগ্যতা নেই সেটাও শুনিয়ে দিলেন।"

গুণী তাহার মুখখানা একহাতে ধরিয়া বলিল, "সকলের সকলকে পছন্দ হয় না, তাতে আর এসে যাচ্ছে কি? গিন্নী তুমি হ'য়ো না অলকা, তোমাকে একেবারে মানাবে না, এ বিষয়ে ওদের সঙ্গে আমিও একমত। তুমি অলকাই থাক, সেইটেই আমার সব চেয়ে ভাল লাগবে।"

অলকা বলিল, "কেউ আমাকে একেবারে চাইছে না, সহ্য করতে পারছে না, ভাবলে আমার খারাপ লাগে বড়।"

"আমি এত বেশী ক'রে চেয়ে তোমার অভ্যাসটাই খারাপ ক'রে দিয়েছি দেখছি। 'কেউ'টা কে সেটা দেখতে হবে ত? ধর তোমার বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না আমাকে তোমার স্বামীরূপে। তিনি খুব ধার্ম্মিক বর চেয়েছিলেন, আর খুব কড়া প্রকৃতির, যে তোমায় বেশ শাসনে রাখতে পারবে। তা ধার্ম্মিক আমি একেবারেই নই, এবং শাসন তোমায় কি চমৎকার যে করছি তা দেখতেই পাচ্ছ। তোমার মাও তোমার নির্ব্বাচনের একেবারেই প্রশংসা করবেন না। আমার কিন্তু এ সবের জন্যে কোনও কষ্ট নেই মনে। তুমি এমন ক'রে চাইছ, সেই আনন্দ রাখবারই জায়গা হচ্ছে না, কষ্ট আবার কোথায় রাখব?"

"আমিই কি আর খুব কষ্ট পাচ্ছি, তা নয়। তবে আমার আনন্দের উপর কারও অপ্রসন্ন দৃষ্টি পড়েছে ভাবলেই আমার ভয় হয়। কিন্তু যেই তোমার কাছে এসে দাঁড়াই, ভয়টা চ'লে যায়।"

"তা হলে ভাবনাই নেই ত আর! আর ক'টা দিন বা মাঝে? তারপর ভয় পাবার আর অবকাশ পাবে না, কারণ আমার কাছ থেকে একেবারেই আর ছাড়া পাবে না। কিন্তু শুক্লা কেন ডাকছে দেখ। বোধহয় ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে পিসীমার জন্যে।"

অলকা বলিল, "তা, আমি গিয়ে কি করব? এসব ব্যবস্থা কি আমি কোনওদিন করেছি? পিসীমাই ত করেন চিরদিন, তিনিই করুন। তুমি আমাকে তাড়াতে চাইছ এখান থেকে, তাই বল।"

গুণী তাহার গালটা টিপিয়া দিয়া বলিল, "এমন না হলে আর তোমার বুদ্ধি! যেদিন থেকে বুকে ক'রে নিয়েছি, সেইদিন থেকে তোমার ধারণা হয়েছে যে আমি তোমায় তাড়াতে চাইছি। আগে যখন অনেকটা দূরে ছিলে তখন তবু এ বিষয়ে কিছু সন্দেহ ছিল তোমার মনে। কিন্তু শুক্লার ডাকে কর্ণপাত একটু করা ভাল অলকা, গিন্নীগিরি কর বা নাই কর, পদটা তোমারই হবে, সেটা সকলকে জানতে দেওয়া মন্দ নয়।"

অলকা উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "চললাম তাহলে।"

"আমিও আসছি তোমার পিছনে মিনিট-পাঁচ পরে।"

অলকার নিজের ঘর খোলা হইয়াছে এবং সশব্দে ঝাড়া মোছা চলিতেছে, খাটটা জোড়া লাগান হইতেছে, তরু প্রাণপণে ঘর পরিষ্কার করিতেছে, এবং সে না থাকায় বাড়ীর কি ভয়ানক দুর্গতি হইয়াছে, সেই বিষয় বক্তৃতা করিতেছে।

অলকা ঘরে ঢুকিতেই শুক্লা বলিল, "এস ঠাক্‌রুণ, তোমার অলকা নাম বদলে এবার রাধিকা নাম দিতে হবে। একেবারে জগৎসংসার ভুলে ব'সে আছ। অন্য মানুষটিও তেমনি, নামেও গুণী, কাজেও গুণী। যাই হোক, এ ঘরে একটা আয়না আর আল্‌না হলেই চলবে ত? বেশী হাঙ্গাম ক'রেই বা কি হবে? ক'দিনই বা থাকবে তুমি এ ঘরে?"

অলকা বলিল, "তাই দাও, কাপড়চোপড় তোমার আলমারিতেই থাক্ এখন।"

শুক্লা বাহির হইয়া গেল, তরুরও ঘর মোছা হইয়া গিয়াছিল, সেও ঝাঁটা বালতি লইয়া প্রস্থান করিল।

অলকা খাটে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইয়া আর একবার অতীতের দিনগুলার মধ্যে বেড়াইয়া আসিল। এই ঘরখানা হইতে যখন বিদায় হইয়া যায়, তখন কি মন লইয়াই গিয়াছিল! মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর মনও কি ইহার চেয়ে যন্ত্রণা-কাতর হয়? কিন্তু ব্যথাটা ইহারই ভিতর যেন ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতেছে, তেমন করিয়া আর মনে আনিতে পারে না।

ঘরের অধিকাংশ জিনিষই নাই, তবু অলকার মনে হইতে লাগিল গুণীর সেই ছবিখানা যেখানে ছিল, সেই জায়গাটাই যেন বেশী করিয়া ফাঁক দেখাইতেছে। সেইখানা থাকিলেই ঘর পূর্ণ থাকিত।

গুণী আসিয়া ঘরে ঢুকিল, বলিল, "হয়ে গেল ঘর গোছান? আর কিছু দরকার নেই?"

অলকা বলিল, "আছে একটা জিনিষের। এখান থেকে আমিই চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু ফিরে আনতে পারিনি, সেখানেই ফে'লে এসেছি।"

"তুমি আবার চুরিও কর নাকি? গুণের দেখি অবধি নেই। আমার হৃদয় হরণ করা ছাড়া আর কি চুরি করলে?"

অলকা বলিল, "অত দামী জিনিষ নয়, তবে তখন আমার কাছে অমূল্য ছিল। তোমার একখানা ছবি ছিল এই ঘরে, সেইটা নিয়ে গিয়েছিলাম।"

গুণী বলিল, "ওঃ, এই? আমি ভাবলাম না-জানি কি? তা, ছবি নিয়ে আর হবে কি? আসলটিই ত হাজির থাকবে এর পর ঘরের শোভাবর্দ্ধনের জন্যে?"

"হ্যাঁ, কবে যে সে শোভাবর্দ্ধন হবে তা ভগবান্‌ই জানেন। তুমি আনিয়ে দাও না আমার ওখানকার জিনিষগুলো? ছবিটা আমার চাই, আর তোমার চিঠি কয়েকখানা ছিল বাক্সের মধ্যে সেগুলোও নিশ্চয় চাই।"

"তুমি যে দেখি প্রায় আমারই মত অস্থির হয়ে উঠেছ। যাক, খুব বেশী দেরি নেই। ভাদ্র মাসে ত বৃদ্ধ প্রজাপতির অফিস্ বন্ধ, কাজকর্ম্ম হয় না সেখানে। যদিও তাঁর assistant তরুণ কন্দর্পদেব কাউকে রেহাই দেন না এ মাসেও। আর চোদ্দ-পনেরোটা দিন কাটিয়ে দিতে হবে কোনোরকম ক'রে, তারপর বর এবং কন্যা দুইজনেই ভীষণ অরক্ষণীয় ব'লে অবিলম্বে কাজ সেরে নিতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের গুরুপুরোহিতের দল এদিকে খুব reasonable, কয়েকটা টাকা বেশী খরচ করলেই হয়।"

"আচ্ছা, সে যা হয় হবে। তুমি জিনিষগুলোর কি করবে?"

"চিঠি একটা লিখে দেখছি। ভারি ত জিনিষ! ঐ বাজে কাপড়জামাগুলো ফিরে না এলেই বাঁচি। কবে আবার রাগ হবে

আমার উপর, এবং আবার ভৈরবী সেজে ব'সে থাকবে। ওগুলো ফিরে এলেও আমি নিয়ে পুড়িয়ে দেব। রঙীন কাপড় ছাড়া এরপর wardrobeএ আর কিছু রাখতেই দেব না। চিঠিগুলোর মূল্য খুব বেশী নেই, সাহিত্যিক্ দিক থেকে, তবে তোমার নিজস্ব সম্পত্তি, প্রেম-পত্র বলতে আর ত কিছু নেই তোমার কাছে, রাখতে ইচ্ছে হতে পারে। যথাকালে অনুমতি যদি দিতে, তাহলে খুব ভাল প্রেম-পত্রই জুটতে পারত। বিয়ের পর একদিনও আলাদা থাকবার কোনও সুযোগ তোমায় দেওয়া হবে না সুতরাং চিঠি পাবার অবকাশও থাকবে না বিশেষ, কাজেই ঐগুলোই রেখে নাও।"

বাহির হইতে শুক্লা ডাকিয়া বলিল, "বারে বারে বাধা দিয়ে আমিই খালি তোমাদের অভিশাপ কুড়োচ্ছি। কিন্তু ঝি-চাকরেরা কেউ তোমাদের ডাকতেই ভরসা করে না। নীচে কে এক ভদ্রমহিলা এসেছেন, তিনি শ্রীমতী অলকার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।"

অলকা খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "মা নয় ত? আমার কাছে কে আর আসবে?"

গুণী তাহাকে টানিয়া তুলিয়া বলিল, "না-হয় হলেনই মা? তাতেই বা ভয় পাওয়ার কি আছে? চল নীচে। একেবারে এখানেই এসে উঠলেন? এতটা আমি ভাবিনি। রাগের চোটে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে আর কি!"

অলকা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি চল আমার সঙ্গে, আমার একলা যেতে ভয় করছে।"

গুণী বলিল, "আমাকে দে'খে তিনি ত একেবারে আনন্দে অধীর হয়ে যাবেন! সব চেয়ে বেশী রাগ তাঁর আমার উপরেই। আচ্ছা চল, তোমার আদেশ অমান্য করবার সাধ্যও নেই, ইচ্ছেও নেই। জীবনটা আরম্ভ করেছি তোমার দারোয়ান হয়ে, শেষও করব সেইভাবে।"

দুজনে নীচে নামিয়া আসিল। গুণী চাকরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ ঘরে বসিয়েছ ওঁকে ?"

চাকর বলিল, "তিনি নামেন নি ত ? গাড়ীতেই ব'সে আছেন, বলছেন দিদিমণিকে গাড়ীতে গিয়ে দেখা করতে।"

গুণী বলিল, "দিদিমণি গাড়ীতে যেতে পারবেন না। ওঁকেই তুমি বল, নেমে এসে লাইব্রেরী ঘরে বসতে।"

অলকা বলিল, "কি জ্বালাতন দেখ দেখি, এখানে কেন এলেন ? চাকর-বাকররা কি ভাববে ?"

গুণী বলিল, "কি আবার ভাববে ? আমার কাছে কত বিচিত্র রকমের লোকই ত আসে ? ওঁর গায়ে ত আর কিছু লেখা নেই ? ঐ নামছেন বোধহয়, যাও ঘরের মধ্যে।"

অলকা বলিল, "তুমি আসবে না ?"

"না, আমার যাবার দরকার নেই গোড়াতেই। আমি এই সিঁড়ির কাছে দাঁড়াচ্ছি, যদি দরকার বোধ কর ত পরে ডেকো।"

মানিনী গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া গজেন্দ্রগমনে বাড়ীর ভিতর আসিয়া ঢুকিল। গুণী তাহাকে একটা নমস্কার করিয়া বলিল, "ঐ ঘরে যান, অলকা ওখানেই আছে।"

মানিনী গুণীকে একবার উত্তমরূপে দেখিয়া লইল, তবে বোধহয় ঠিক চিনিল না বলিয়া কোনও কথা না বলিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল।

অলকা ঘরের একটা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া ছিল। মানিনী ঢুকিতেই অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "বোসো মা। এখানে এলে যে ?"

মানিনীর মুখে বিরক্তির ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল, বলিল, "বসছি বাছা। এলাম কি আর সাধে ? খবর পেলাম একটা, তাই জানতে এলাম সত্যি না মিথ্যে। আচ্ছা, ঐ যে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, ঐ নাকি গুণী ?"

"হ্যাঁ, উনিই।"

"বাবা, কি লম্বা চওড়া চেহারা হয়েছে, ছোটবেলা অমন ছিল না। তা তুমি ওকেই বিয়ে করছ শুনলাম?"

অলকা বলিল, "হ্যাঁ, তাই ঠিক হয়েছে।"

"এটা কি ভাল করলে বাছা? এতবার ক'রে তোমাকে বোঝালাম আমি মানুষ ভাল না হতে পারি, তোমাদের মতে, কিন্তু তোমার মা ত তোমার ভাল আমি যতটা চাইব, এমন কেউ চাইবে না। আমা একেবারেই ইচ্ছে নয়, এ বিয়ে হয়।"

অলকা বলিল, "তোমার ইচ্ছে না হতে পারে, যদিও কেন যে হবে ন তাও বুঝতে পারছি না। ওঁর চেয়ে যোগ্য পাত্র তুমি আর কোথা পেতে নাকি?"

"হ্যাঁ, তা ছেলে খারাপ আমি বলছি না। বড়লোকের ছেলে রোজগারী বিদ্বান্ ছেলে। কিন্তু তোমাকে ত একেবারে কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে, কোনও সম্পর্কই রাখতে দেবে না। সরলের সঙ্গে যদি বিয়ে হত, তাহলে আমারই থাকতে, পাশের বাড়ীতেই রাখতে পারতাম।"

অলকা একেবারে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, "মা, তুমি আমায় ফে'লে গিয়েছিলে এমন বয়সে যখন মানুষের মায়ের দরকার সব চেয়ে বেশী। তখন থেকে দয়া ক'রে যিনি সব দিক্ দিয়ে আমায় আশ্র দিয়েছেন, আজ ভগবানের অনেক কৃপায় তাঁকে স্বামী ব'লে পাচ্ছি। এমন সময়, এ সব কি তুমি বলতে এলে? আর কিছু বলবার না থাকে ত তুমি বরং চ'লে যাও।"

রাগে মানিনীর চক্রাকার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল! একটু উচ্চ কণ্ঠেই বলিল, "অমন ক'রে কথা ব'লো না অলকা, আমি ত ভিখিরি নয়, কারও কাছে ভিক্ষে চাইতে আসিনি। আমার মেয়ে তুমি, তোমার উপর

দাবি আছে আমার। বলবে হয়ত দাবি নেই, তোমার বাবা উইল ক'রে অন্য অভিভাবক রেখে গেছে। তা, আমি যদি বলি তুমি ও বাপের মেয়েই নয়, উইল করবার তার কোনো অধিকারই ছিল না, তখন কি বলবে? রক্তসম্পর্কের দাবি অত চট্ ক'রে ঝেড়ে ফেলা যায় না। এ ত আর পাতান সম্পর্ক নয়?"

অলকা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "মা, তুমি চ'লে যাও এক্ষুনি। তোমার কোনো কথা আর আমি শুনব না, তোমার মুখও এ জন্মে আর আমি দেখতে চাই না।" তাহার কণ্ঠস্বরে তীব্রতা এত বেশী ছিল যে বাহির পর্য্যন্ত তাহা গিয়া পৌঁছিল।

গুণী হঠাৎ ঘরের ভিতর আসিয়া বলিল, "দেখুন, এ ঘরে সারাক্ষণই লোকজন আসে, একজনের জন্যে ছেড়ে রাখা যায় না বেশীক্ষণ। আপনি গেলেই ভাল হয় এখন। আপনার গাড়ীটাও অনেকক্ষণ অন্য গাড়ীর পথ আটকে রেখেছে, স'রে গেলে ভাল।"

মানিনী রাগে ফুলিতেছিল, বলিল, "আমি কারও বাড়ীতে বাস করতেও আসিনি, কারও কাছে হাত পাততেও আসিনি। এখনই যাচ্ছি। অত মেজাজ আমায় দেখাবার দরকার নেই।" কন্যার দিকে চাহিয়া বলিল, "চললাম গো বুদ্ধিমতী, মর এখন চিরজন্ম দাসীবৃত্তি ক'রে। ভাবছ, ভারি সুখে থাকবে? সে গুড়ে বালি। স্বামীর ঘর করেছি ত, তার মহিমা জানি। আমি যদি বা সে শুক্‌নো চামচিকের হাত ছাড়িয়ে পালাতে পেরেছিলাম, তুমি এই অসুরের হাত থেকে কোনোদিন নিষ্কৃতি পাবে না। তখন মনে হবে মায়ের কথা।" বলিয়া মত্ত মাতঙ্গের মত পদক্ষেপে গৃহভিত্তি কাঁপাইয়া, সে বাহির হইয়া গেল।

মানিনী বাহির হইয়া যাইতেই গুণী ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। অলকার দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল সে প্রায় উপুড় হইয়া চেয়ারটার মধ্যেই শুইয়া পড়িয়াছে। প্রবল উত্তেজনায় তাহার শরীর কাঁপিতেছে,

দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কাছে গিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, "ও কি অলকা, কতগুলো বাজে কথা শুনে এই রকম ভয় পেতে আছে ?"

অলকা মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল, দুই চোখ তাহার হতাশায় অস্বাভাবিক দেখাইতেছে, দৃষ্টিই যেন আর নাই। গুণী তাড়াতাড়ি তাহাকে শিশুর মত কোলে করিয়া তুলিয়া লইয়া আর একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। অলকার মুখটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না। ওঁর কিছু করবার সাধ্যি নেই, আমি বলছি তোমাকে। কেন যে আমি ওঁকে ঢুকতে দিলাম বাড়ীতে জানি না! মা হয়ে সন্তান হত্যা করতে চাইবে এটা বিশ্বাস করতে পারিনি ব'লেই বোধহয়। গোড়ার থেকেই তোমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টাটা আমার ভাল লাগেনি।"

অলকা তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া বলিল, "তুমি বলেছিলে ভগবান্ আমায় ক্ষমা করেছেন, কিন্তু তিনি বোধহয় করেননি ক্ষমা। এইবার আর আমার নিষ্কৃতি নেই, মরতে আমাকে হবে নিশ্চিতই। কিন্তু একলা ওপারে গিয়ে আমি কি করব? কোনও আশ্রয় পাব না, কোনও শান্তি পাব না।"

গুণী বলিল, "কে তোমাকে কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে? ভগবান্ নিতে পারেন বটে, কিন্তু আমিও ত সঙ্গে যাব তোমার? সটা তিনি আটকাতে পারবেন না। কিন্তু কেনই বা তুমি যাবে মাকে ছেড়ে? ঐ মায়ের ভয়ে? কি করতে পারেন উনি? তোমার মন এখন একেবারেই সুস্থ নেই তাই ভয় পাচ্ছ। একটু পরে বুঝতে পারবে যে তোমার উপর অমন মায়ের কোনও দাবী থাকতে পারে না। কুৎসিত একটা ইঙ্গিত ক'রে গেলেন বটে কিন্তু সেটা ত প্রমাণ-সাপেক্ষ? কোনও প্রমাণই নেই তার, কারণ কথাটা একেবারেই মিথ্যা। মিথ্যা যে, তার প্রমাণও অসংখ্য আছে। তুমি মনকে একটু শক্ত কর দেখি। ছেলে-

মানুষ আছ বললে তোমার রাগ হয়, অথচ ভয় পাও ঠিক সেই ৮বছরের খুকুমণি অলকার মত।”

অলকার মুখের চোখের চেহারা ক্রমে স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, আমাদের বিয়েটা আজ কি কাল, কোনোরকম ক’রে হয়ে যেতে পারে না? নানারকম form of marriage ত আছে?”

গুণী হাসিয়া বলিল, “আজ হতে পারলে, আমি অন্ততঃ কালকের জন্যে অপেক্ষা করতাম না। কিন্তু আমাদের দেশে ত special licenceএর ব্যবস্থা নেই? যে formএই কর এখানে, চোদ্দ-পনেরোটা দিন দেরি হওয়া অনিবার্য্য। এর মধ্যে আর কেউ তোমাকে কোনো দুঃখ দিতে না আসে, তার ব্যবস্থা আমি ক’রে দিচ্ছি। দরকার হয়, চব্বিশ ঘণ্টা দিনরাত না-হয় আমিই তোমায় আগলে ব’সে থাকব। কেউ তোমাকে চুরি ক’রে নেবে না। তুমি মনটাকে শান্ত কর দেখি। কেন অত অস্থির হচ্ছ? বিয়ে ত হয়েই গেছে আমাদের, লোক-দেখানটা খালি বাকি।”

অলকা এইবার একটু সোজা হইয়া বসিবার চেষ্টা করিল, বলিল, “আমার মত ভীরুর পক্ষে লোক-দেখানটারও দরকার আছে যে! তোমার মনে নেই, ঝি-চাকররা কি ভাববে ব’লে আমি তোমার কাছ থেকে present নিতেও চাইতাম না? সকলকে যেদিন স্বীকার করতে হবে যে তুমি আমার, সেই দিনই আমার ভয়ের অবসান হবে। জন্মগত অধিকারে মানুষ যা পায় তার কিছুই ত প্রায় পাইনি? ভগবানের দয়ায় অন্য যা পেলাম, তাতে অধিকার আছে কি না বুঝতে পারি না, তাই ভয়েরও আমার শেষ হয় না।”

গুণী বলিল, “জন্মগত অধিকারটা ত মানুষকে অর্জ্জন করতে হয় না অলকা, ওটা জীবজগতের সাধারণ ব্যাপার। বেছেও নেয় না কেউ। কিন্তু আত্মার বন্ধন নিজেকেই গড়তে হয়, নিজের ভালবাসার আগ্রহ দিয়ে,

শক্তি দিয়ে। সেইটাই ত অধিকার। নিজেই না একদিন বলেছিলে, যা প্রাণের চেয়েও বড়, তাকে পেতে হলে অন্ততঃ প্রাণটা দিতে এগোতে হয়? তুমি নিজে করেওছ তাই। তোমার অধিকার ত অখণ্ড। তুমি ভয় পাও কেন?"

অলকা এইবার ক্ষীণ একটু হাসিয়া বলিল, "বুঝি সবই, অথচ ভয়ও পাই। তুমি আমাকে নিশ্চয়ই পাগল ভাব। সত্যি, সেই দুবছরের মেয়ের মনোভাবটা এখনও আমার যায়নি। কোথাও ব্যথা পেলেই আমার ছুটে এসে তোমার কাছেই আশ্রয় নিতে ইচ্ছে করে, আর কোথাও সান্ত্বনা পাই না। তুমিও দায়ী খানিকটা এর জন্যে, এত বেশী আদর কাউকে দিতে নেই।"

গুণী বলিল, "কি করা যায় বল? আঠারো বৎসরের অভ্যাস ছাড়াও যায় না। তুমি বাড়ীর ভাবী গৃহিণী, তোমার সম্বন্ধে মনে একটা সমীহের ভাব আমার থাকা উচিত, তাই বা থাকে কই? যাঁকে এক মাস বয়স থেকে কোলে ক'রে নিয়ে বেড়িয়েছি, অতটা সম্মান সহকারে তাঁর কথা ভাবতে পারি না। স্বামীর মধ্যে তোমার পুরাকালের গুণীদা খানিকটা চিরদিনই থেকে যাবে। আর আমারও পত্নীর মধ্যে খুকুমণি অলকা চিরদিনই প্রচ্ছন্নভাবে থাকবেন, যা দেখছি। আগলে বেড়ান আর বয়ে বেড়ানর কাজটা সখ ক'রে নিয়েছিলাম, সেইটাই পাকাপাকি হয়ে গেল। তোমার মা ত আমাকে অসুর আখ্যা দিয়ে সম্মানিত ক'রে গেছেন, তা bodyguard হিসাবে অসুর মন্দ হবে না, অন্ততঃ শ্রীযুক্তা মানিনী আর তোমার নাগাল পাবেন না, কারণ আমাকে ডিঙোতে পারবেন না। আচ্ছা, এরপর উপরে চ'লে গেলে হয় না? নীচটা ঠিক প্রেমালাপের উপযুক্ত জায়গা নয়। উপরের ঝি-চাকরগুলো ত অবাক্ হয়েই গেছে, আবার নীচের কম্পাউণ্ডার, ড্রাইভার প্রভৃতিকেও বিস্ময়-সাগরে হাবুডুবু খাওয়াতে চাই না। পারবে ত উঠতে, না এখনও হাত-পা কাঁপছে?"

অলকা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "পারব যেতে, আস্তে আস্তে।"

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে অলকা বলিল, "মা না ভেবে একটা কথা ব'লে গেলেন, যেটাকে আশীর্ব্বাদ মনে করা যেতে পারে।"

গুণী বলিল, "তাই নাকি? কি সেটা? কথাগুলি বা তার স্বর কিছুই আমার কানে আশীর্ব্বচনেব মত শোনায়নি কিন্তু।"

"ঐ যে বললেন 'চিরদিন দাসীবৃত্তি' করতে। চিরদিন তোমার কাছে না থাকলে ত তা করতে পারব না?"

গুণী বলিল, "তাও ত বটে। লজিক্ টজিক্ পড়েননি ত? কি বলতে কি ব'লে গেলেন।"

শুক্লা সিঁড়ির মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হল তোমাদের দেখা করা? কে মহিলাটি?"

গুণী বলিল, "উনি অলকার মা। জানই ত তাঁর বিষয় সব, কাজেই আর কিছু প্রশ্ন ক'রো না।"

শুক্লা বলিল, "কিন্তু অলকার চেহারা এমন হয়ে গেল কেন?"

গুণী বলিল, "এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকারটা অলকার পক্ষে স্বাস্থ্যকর হয়নি। ও একটু শুয়েই থাক এখন। আচ্ছা, আমি নীচে যাচ্ছি একটু, চাকরদের ব'লে আসি যেন যখন তখন যাকে তাকে বাড়ীর ভিতর ঢুকতে না দেয়। পুরুষ মানুষ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধান ওরা আছেই, তবে the female of the species is deadlier than the male এটা বেচারারা জানত না।"

শুক্লা বলিল, "বেশ এক নাগাড়ে সবাইকে গাল দিয়ে নিলে। কে female আবার তোমার কি করল? একটিকে নিয়েই ত অস্থির, তাঁর অবশ্য কোনও deadly effect তোমার উপরে হয়েছে ব'লে মনে হয় না, অন্ততঃ চেহারা দে'খে।"

গুণী ততক্ষণে নীচে চলিয়া গিয়াছে। শুক্লা বলিল, "অলকা, শোও

গিয়ে। অনেক বুদ্ধি ক'রে এই রকম একটি ডাক্তার স্বামী বেছেছিলে বাছা, না হলে কি দশা যে তোমার হত! গৌরীর মত তপস্যা করতে হয়েছে বটে, তবে মহাদেবও পেয়েছ।"

উজ্জ্বল চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া অলকা বলিল, "সত্যি ভাই," বলিয়া ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

আকাশ ছাইয়া মেঘ করিয়া আসিল, দিনের আলো দেখাইতে লাগিল সন্ধ্যার মত ম্লান। গুণী উপরে উঠিতেই শুক্লা জিজ্ঞাসা করিল, "অলকা খাবার ঘরে গিয়ে খেয়ে আসবে বড়দা, না ঘরেই ওর খাবারটা দিয়ে দেব?"

গুণী বলিল, "তাই দিতে বল। খানিকক্ষণ বিশ্রামই করুক এখন। যা শরীরের অবস্থা করেছে, সামান্য একটু ধাক্কা মনে লাগলেই তার নাড়ী ছেড়ে যাবার জোগাড় করে। কলকাতার অবস্থা এই রকম না হলে ওকে বেশ বেশী দিনের জন্যে changeএ পাঠিয়ে দেওয়া যেত। সেইটাই দরকার।"

শুক্লা বলিল, "দোহাই বড়দা, ঐ মেয়ে নিয়ে আমাকে আর কোথাও যেতে ব'লো না তুমি। এরপর বিয়ে ক'রে একেবারে honeymoon করতে বেরিয়ে যেও বৌ নিয়ে, সে changeএই ওর সব চেয়ে উপকার হবে। এমনিতেই ও তোমাকে চোখে দেখতে না পেলে এক দিনেই শুকিয়ে আধখানা হয়ে যেত, আর এখন ত যা আহ্লাদ ওকে দি... এই ক'দিন ধ'রে, এখন যদি একলা কোথাও পাঠাও তাহলে সেই দণ্ডে ম'রেই যাবে।"

গুণী হাসিয়া বলিল, "না, না, তোকে একলা নিয়ে যেতে বলব না, আমিও সঙ্গে যাব; change একটা আমারও বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। অলকার খাবার দিয়েছে ঘরে?"

"হ্যাঁ, এই ত তরু নিয়ে গেল," বলিয়া শুক্লা খাইতে চলিয়া গেল।

গুণী অলকার ঘরে ঢুকিয়া চেয়ার টানিয়া তাহার খাটের পাশে বসিয়া পড়িল। অলকা বলিল, "তুমি খেয়ে এস না গিয়ে?"

গুণী বলিল, "তাড়া কি? আমার ত বিকেলে খাওয়াই অভ্যাস ছিল? তোমার কল্যাণে এখন ক'দিন বাড়ী ব'সে আছি বটে, কিন্তু বরাবর ত এরকম চলবে না?"

অলকা বলিল, "তখন আমার যা দশা হবে তা বুঝতেই পারছি। তুমি চোখের আড়াল হলেই ত আমার প্রাণ অর্দ্ধেক বেরিয়ে যাবে।"

গুণী বলিল, "এক বিখ্যাত চিকিৎসকের গল্প শুনেছিলাম, তিনি সর্ব্বদাই নিজের ছোট ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে কাজে বেরোতেন। আমার বোধহয় তোমাকে সেইরকম ক'রে নিয়ে বেড়াতে হবে। বাড়ীতে রেখে যেতে আমিই কি ভরসা পাব?"

"যা বলেছ, এমন চমৎকার দেখাবে তা হলে। আচ্ছা, আমি কি কোনোদিনই মানুষের মত হব না? চিরকাল এই রকম ভীতু আর দুর্ব্বল থাকব? সত্যি, নিজের জন্যে লজ্জা করে।"

গুণী পাশে দাঁড়াইয়া অলকার চুলের ভিতর আঙ্গুল চালাইতে চালাইতে বলিল, "জন্মেছ ফুল হয়ে, রাতারাতি একেবারে চালকুমড়ো ত হয়ে যেতে পার না? Delicate চিরকালই হয়ত একটু থাকবে। তা, ভয় কি? ডাক্তার ত থাকবে চিরকালই বাড়ীতে, কাজে লাগিয়ে নিও।"

অলকার খাওয়া শেষ হইয়া গেল। তরু আসিয়া বাসন তুলিয়া লইয়া, ছোট টেবিলটা পরিষ্কার করিয়া দিয়া গেল।

গুণী বলিল, "আচ্ছা অলকা, নিজেকে ত তুমি ভীরু বল, এবং ভয় সত্যি পাও ত দেখি মাঝে মাঝে। কিন্তু তোমার ভীরুতাটা এমন এক-পেশে কেন? ঐ ভীষণ দাঙ্গার মধ্যে ছুটে আসতে ত ভয় পাওনি? শুধু ভয় সারাক্ষণ, পাছে এমন রত্নটি হঠাৎ হাতছাড়া হয়ে যায়।"

অলকার শরীরটা শিহরিয়া উঠিল। তাহার মাথায় হাত রাখিয়া গুণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হল আবার ?"

অলকা বলিল, "ঠাট্টা ক'রেও ও কথাটা ব'লো না। সমস্ত পৃথিবীটাই ভীষণ নিষ্ঠুর আমার সম্বন্ধে, একমাত্র তুমিই আছ আমার জীবনের আশ্রয়। তোমাকেও হারাতে পারি, একথাটা কানে এলেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। এমনি মরতে আমি ভয় পাই না, তোমার জন্যে বোধহয় হাসতে হাসতে মরতে পারি।"

খাটের উপর বসিয়া অলকার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে গুণী বলিল, "আচ্ছা, ঠাট্টা ক'রেও আর বলব না। যখন এ ঠাট্টায় হাসতে পারবে, তখন যদি বলি। কিন্তু অলকা, এ বিশ্বাস কি তোমার মনে নেই যে আমাকে হারাতে পার না তুমি ? আমি হারিয়ে কোথায় যাব ? তোমার জীবনের একমাত্র আশ্রয় হয়ত আমি বটে, অন্ততঃ এখন, কিন্তু তুমিও কি আমার প্রাণের একমাত্র অবলম্বন নয় ? দুজনেই কি চেষ্টা ক'রে দেখিনি আলাদা হয়ে বেঁচে থাকবার ? কিন্তু পারলাম কই ? তোমার ভাগ্য ভাল যে তুমিই ছুটে চ'লে এসেছিলে, নিজের ভুলের জন্যে তবু তোমার অনুশোচনাটা কম হবে। আমি যেতে পারিনি, এ অপরাধ ত আমার থেকে গেল, সারাজীবন ধ'রে এরই প্রায়শ্চিত্ত চলবে।"

অলকা কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "মায়ের কথাটা যে মিথ্যে তার অনেক প্রমাণ আছে বলছিলে। আমায় বলবে, কি প্রমাণ ?"

গুণী বলিল, "ও বিশ্রী কথাগুলো ভুলেই যাও না অলকা ? এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতেই যে আমার ইচ্ছে করে না ? তবু জানি, আমি কিছু না বললে তুমি আরও বেশী ভাববে এই নিয়ে। একটা কথা জেনে রাখ, যে, যার সঙ্গে তোমার মা চ'লে যান, সে লোকটির আবির্ভাব হয় ওখানে তুমি জন্মাবার পরে। তোমার মা আর-একটি লোক জোটাবেন

কোথা থেকে ? স্থান, কাল, সব ঠিক ঠিক মেলান চাই ত ? আর কেই বা এখন তাঁকে oblige করবার জন্যে নিজের সুনাম বলি দিয়ে এই রকম একটি কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলবে ? এতদিন তোমার মা কোনো কথা বলেন নি, তোমার বাবা মারা যাবার পরেও চুপ ক'রে ছিলেন, আমার কাছ থেকে তোমায় ছিনিয়ে নেবার কোনো চেষ্টাই করেননি তিনি এত বৎসর। আজ হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল নিজের অধিকারের কথাটা ? কে বিশ্বাস করবে তাঁকে ? এ কথা কোথাও তুলতেই তিনি সাহস করবেন না।"

অলকা চুপ করিয়া শুনিয়া গেল। কিছু পরে বলিল, "এই বাড়ীটা আমার কাছে তীর্থক্ষেত্রের মত ছিল। মা এখানে ঢুকে এর হাওয়াটাও যেন বিষিয়ে দিয়ে গেলেন।"

গুণী বলিল, "তীর্থক্ষেত্রে পাপীদেরই ভীড় বেশী হয় চিরকাল। তবুও তাদের কথা কেউ সেখানে ভাবে না, তীর্থমাহাত্ম্য একেই বলে। তুমি একজন পাপীর আধঘণ্টার আবির্ভাবও ভুলতে পারছ না, তা হলে আর তোমার তীর্থের গৌরব কোথায় রইল ?"

অলকা বলিল, "ভুলেই যাব খানিক পরে, এখন সদ্য সদ্য পারছি না। আমার তীর্থের জাগ্রত দেবতা যিনি, তিনিই দেবেন ভুলিয়ে কোনো উপায়ে।"

গুণী বলিল, "তাঁর ক্ষমতা যদি অত থাকত, তাহলে আর ভাবনা ছিল কি ? তুমি নিজেই ভুলে যাও না নিজে ইচ্ছে করে ? তোমার এখন খানিকটা ঘুমোলেই ভাল হয়, দেখ চেষ্টা ক'রে পার কিনা।"

অলকা বলিল, "আচ্ছা, কলকাতার বাইরে কোথাও এই দিনগুলো কাটিয়ে আসা যায় না ?"

গুণী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যেতে চাও, পুরী ?"

অলকা বলিল, "ঠিক তাই, কিন্তু কি ক'রে জানলে তুমি ?"

"তোমার মনের অন্য কথাগুলো যেমন ক'রে জানি।"

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "যাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়, না? বাবাকে কার কাছে রেখে যাবে?"

গুণী বলিল, "কয়েকদিনের জন্যে যাওয়া হয়ত যায়। ডাক্তার মুখার্জ্জিরা বাড়ী সুদ্ধ কোনো একটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্ পাড়ায় এসে থাকতে চাইছেন কিছুদিনের মত। তাঁদের সবাইকে এখানে রেখে তুমি আমি আর শুক্লা আট-দশ দিনের জন্যে ঘুরে আসতে পারি। বাবা সম্ভবতঃ আপত্তি করবেন না, মুখার্জ্জি তাঁর অনেক কালের বন্ধু। পুরী দূরও নয় বেশী, দরকার হলে চট্ ক'রে এসেও পড়া যায়। সময়টা খারাপ, এই যা।"

অলকা একেবারে বালিকার মত উল্লসিত হইয়া উঠিল। গুণীর হাত ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল, "তুমি আজই দেখ না চেষ্টা ক'রে? ওঁদের টেলিফোন কর না? পুরীর হোটেলটায় একটা টেলিগ্রাম কর না?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সবই করা যাচ্ছে। পালাবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? ওখানে গিয়েই ত তোমার রত্নাকরের মধ্যে মন ম'জে যাবে, আমার দিকে আর ফিরেও তাকাবে না।"

অলকা বলিল, "ও, তাই তুমি ভাব বুঝি? আচ্ছা, থাক্ তাহলে, আমি যেতে চাই না।"

"যাওয়ার ব্যবস্থাটা করি ত আগে, তারপর কেমন না যাও দেখা যাবে। দুই rivalএ একবার সামনাসামনি দাঁড়ান মন্দ নয়, কার প্রভাব তোমার উপর বেশী বোঝাই যাবে। আমি ত তোমার একটা বড় আবদার রাখলাম, তুমি আমার একটা ছোট অনুরোধ রাখ দেখি?"

"কি?"

"ঘুমিয়ে পড়, শরীরটাকে একটু সুস্থ হবার অবকাশ দাও।"

"আচ্ছা, আমি চেষ্টা করছি। তুমি একটু বোসো না এখানে? ঘুমিয়ে গেলেই চ'লে যেও।"

গুণী বলিল, "বেশ, তাই বসছি, কথা ব'লোনা কিন্তু আর।" বসিয়া বসিয়া অলকার মাথায় সে হাত বুলাইতে লাগিল।

বাহিরের আকাশে মেঘের ঘনঘটা আরও নিবিড় হইয়া উঠিল। অলকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া গুণী উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। সকালের গোলমালে তাহার পরেশবাবুর খবর লইবার অবকাশ হয় নাই, এখন তিনতলায় তাঁহার খবর লইতে চলিল।

পরেশ ঘুমাইতেছিলেন। গুণী বাহির হইয়া উন্মুক্ত আকাশের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশ একেবারে নিকষ কালো দেখাইতেছে, স্থানে স্থানে মেঘ ফুলিয়া উঠিয়াছে ক্রুদ্ধ সিংহের জটার মত। একবার ভাবিল, অলকাকে ডাকিয়া আনিবে, আকাশটা দেখাইবার জন্য; আবার ভাবিল, কাজ নাই, ঘুমাইতেছে ঘুমাক, দেহমনের শান্তিই তাহার এখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। ঝড় ত অনেক উপভোগ করিল, অন্তরে ও বাহিরে।

হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ শুনিয়া সে ফিরিয়া তাকাইল। সরল আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। চেহারাটা কেমন শুষ্ক ও রুক্ষ, চোখের দৃষ্টিতে একটা উত্তেজনার ভাব।

গুণী ভাবিল, ভাল, আজ দেখি আমার সুহৃৎসম্মিলন একেবারে! যদি বা মানিনী বিদায় লইলেন ত সরল আসিয়া জুটিলেন। ভাগ্যে অলকা ঘুমাইয়া আছে!

মনের বিরক্তিটা চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে? এতদিন কোথায় ছিলি?"

সরল বলিল, "কলকাতাতেই ছিলাম। মান্দ্রাজে বদ্‌লি হয়ে চ'লে যাচ্ছি, তাই দেখা করতে এলাম।"

গুণী বলিল, "একেবারে মান্দ্রাজে? অতদূর যাবার কি দরকার? এখ অন্য কাজ পেতে পারিস্। পিসীমার বড় কষ্ট হবে। তুই ইচ্ছে বাড়ীও ফিরে আসতে পারিস্। অবস্থাটা সহজ ক'রে নেওয়া ত

সরল ভয়ানক অস্থির হইয়া উঠিল। বলিল, "না বড়দা, এ বাড়ীতে আমি আসতে পারব না। মায়ের কিছু কষ্ট হবে না, তুমি রয়েছ, শুক্লা রয়েছে। আমি আর তাঁর জন্যে কবে কি করেছি?"

একটুখানি থামিয়া বলিল, "আমি তোমাকে ভয়ানক হিংসা করতাম, তোমার অনিষ্ট করবার ঢের চেষ্টাই করেছি। কিন্তু তুমি যে সকল দিক দিয়ে আমার চেয়ে কত বড় তাও আমি জানতাম। তুমি আমাকে ডাকতে পার, কিন্তু আমি আসব কোন্ লজ্জায়? আমার নিজের মন ত ঠিক হয়নি, আমার অপরাধও সবাই ভুলে যায়নি।"

গুণী একটু বিচলিতভাবে বলিল, "সময়ে সব ভুলেরই প্রতিকার হয় ভাই, মানুষ ভুলেও যায়, নইলে বাঁচতে পারত না।"

সরল বলিল, "এখন পারব না বড়দা, যদি কোনোদিন মাথা উঁচু ক'রে আসতে পারি, তাহলেই ফিরব।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "অলকাকে ব'লো আমায় ক্ষমা করতে। তার সামনে আমি যেতে পারলাম না। আমি মূর্খ, তাই ভেবেছিলাম যে সে কোনোদিন আমার দিকে তাকাবে, তোমাকে ছেড়ে। তোমাকেই সে deserve করত, তোমাকেই পেয়েছে। Goodbye বড়দা!"

সরল ছুটিয়া চলিয়া গেল। সিঁড়িতে অনেকক্ষণ ধরিয়া শোনা গেল তাহার দ্রুত পদধ্বনি।

...অমনস্কভাবে নীচের পথের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ...দান সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহারই চারিপাশে কেন ...জগতের যত ব্যথা, যত অশ্রু, ...ত সংঘাত? ইহাই ...আঘাতের অস্ত্র, আবার ইহারই ভিতর হতভাগা ..., পরমা শান্তি।